









শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যো নমঃ।

জয়তি।

—০০—

পরম দয়াময় প্রেম সধাময় ভুবভয় বারম

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র মহাপ্রভুর

অত্যাশ্চর্য মহৈশ্বর্য সুমাধুর্য লীলা ভাব প্রেমাদি বর্ণনঃ

# শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

গ্রন্থঃ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপুর মহাত্মা কর্তৃক

পদ্য নাশাবিধ শ্লোক ছন্দ বন্ধে নাটকোপলক্ষে কথনঃ

পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত প্রেমদাস মহানুভব করণক।



অবিকল অনুবাদিত

পর্যায়াদি নানাবিধ ভাষা ছন্দে বিরচন

---

শ্রীচৈতন্য পদ্যস্তোত্র রসিকভোজ্য নমোহু য়ে।

বহুধা যততেহ জ্যোয়ং যেষাং প্রীতি চিকীর্ষা ॥

---

কলিকাতা

কমলাসন যন্ত্রে যন্ত্রিতঃ।

—০০—

এই গ্রন্থ বাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহার।

১১২ নং আহিরীটোলায় তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শকাব্দ ১৭৭৫।



## এই প্রকাশকের প্রার্থনা ।

যদ্যপি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় পুরুষ হইলেন, তথাপি সেই পুরুষাদির মল্লয় শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অবতারী, স্বয়ং ভগবান, সৰ্বশাস্ত্র, অনাদি পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ, বৈষ্ণব সংপূর্ণ, অখিল রসময় মধুর মুরতি, কোটি কন্দর্প জিনি সুলাবণ্য রূপ মাধুরী, শ্যাম সুন্দর, মনোহর, ব্রজেশ কুমার, নন্দ কৈশোর কলেবর, শুদ্ধ পীতাম্বর, দ্বিভুজ মোহন মুরলী বদন, শিখি পিচ্ছ চড়া সুশোভন, শ্রুতি যুগে অনুপম মণিময় মকর কুণ্ডল, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, বঙ্কিম নলীন নয়ন; প্রসন্ন উরোপর বন মাল বিরাজিত, মৃদু চরণ কোকনদে রতন নূপুর মধুর মধুর রুণরূপ সুনিশ্চয়, নিকৃপম নটবর সুবেশ এবং সূত পরমারাধনীয় আকৃষ্ণ, সুরশৈবলিনী তটস্থ পূর্ক শৈল শ্রীনবদ্বীপ ধাম অনুপাম শাচী গভ রত্নাকরে অন্তঃ শ্যামল বহিঃ গৌর তপ্ত তপনীয় কৈশোর কলেবর, আজানুলম্বিত সুললিত বাহু দ্বয়, ক্ষুটতর সরোরুহ যুগল নয়ন সুশোভন, চাঁচর চিকুর মনোহর, বিষাধর বর রুচির, অরুণাশ্বর সুন্দর, চরণ সরোসিজ রতন মঞ্জীর মধুর সুনাদিত, পরম প্রেম সুধাময় শ্রীগৌরচন্দ্র উদয় হওতঃ আচ-  
ণ্ডাল দীন হীন, অকিঞ্চন নিকিঞ্চন ত্রিতাপিত ক্লেশ সম্ভাপিত পতিত প্রভৃতির প্রতি অত্যসম্ভব দয়া করুণা এবং প্রেম বন্যায় আত্মাবিত করতঃ অমূল্য দুলভ হরেকৃষ্ণ নামোচ্চারণ করাইয়া পরম্পদ সম্পদান করাইয়াছেন, ইচ্ছাত্ত যে দয়াময় করুণানিলয় পতিতপাবন শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভু এবং তাঁহার সাক্ষোপাঙ্গদ্বির শ্রীচরণ বিসংপ্রসূন অরণ পরায়ণ ভাগবত বৃন্দের পদ রেণু সর্বাঙ্গালকৃত হওতঃ ধরণী তলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাক্ষ্যে কোটি কোটি দণ্ডবৎ পূর্কক নিবেদন মিদং ॥

অস্বদেশস্থ নিখিল গুণ মন্দির পরম বিজ্ঞবর মহানুভব করণক পূর্ক প্রাচীন সমীচীন মহাজন রূত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের

অত্যদ্যুত মহিমা লীলা এবং করুণাময় বহু বিধ ভক্তি শাস্ত্র, যথা ব্যাস শ্রীল শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস রুত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রুত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ দাস ১. শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত জদু নন্দন দাস রুত মূল সংস্কৃতানুবাদিত বিদগধ মাধব নাটক শ্রীকৃষ্ণ কণামৃত এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রুত ভক্তমাল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার ভক্তি শাস্ত্র গ্রন্থ আহরণ পূর্বক অনেকশ মুদ্রাস্কণ করতঃ অনেকানেক সজ্জন সাধু সমুচ্চ করণক উপরুত প্রাপ্ত হইয়া চারিতার্থ হইয়াছেন ॥

অথানন্তর এতন্নগরস্থ কোন বর্দ্ধিষু বিস্তৃত সজ্জন সদন গমন পুরঃসর তত্রস্থ অতি বিচক্ষণ বিশারদ শুদ্ধ পরম ভাগবত কর-  
ণক শ্রীগৌরীস্ব মহাপ্রভুর অতি সুমধুর চমৎকার লীলা এবং অসীম করুণা মহিমাди শ্রবণানন্তর মর্জিত তল্লীলাদিতে আকৃষ্ট এবং লুপ্তান্তঃ করণ হইয়া কশ্চিৎকীমান করণক বিজ্ঞপ্ত হইলাম যে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর পরম প্রেষ্ঠবর শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণ পুর মহাশয় কর্তৃক গদ্য পদ্য নানাবিধ শ্লোক ছন্দ বন্ধে নাট্যকোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যেন্দোদয় নাটক গ্রন্থ সংপূর্ণ দুর্লোধনীয় বিরচন, পরম হিতানুধারী শ্রীযুক্ত প্রেমদাস মহানু-  
ভব করণক সুবোধার্থ শ্লোক এবং তদ্ভাষা অবিকল অনুবাদিত পায়রাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া অতি অপ্রকাশিত ছিল [ কিন্তু ভাগবত মহাশয় দিগের সুগৌচর ] এই ক্ষণে আমি অতি যত্নে বহুয়াসে উক্ত গ্রন্থ আহরণ করত বহু ব্যয়ে স্বীকৃত হইয়া দীর্ঘছন্দাকরে উত্তম কাগজে অতি পরিপাটি রূপে পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধন পূর্বক মুদ্রাস্কণ করাইলাম । অতঃপর সূজন বিদস্জন সাধু গণ সদন নিম্ন স্বাক্ষরীত অতি ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট অর্থ্য চীন সবিনয়ে কৃতাজলি পূর্বক আবেদন যে উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ রূপেক্ষণে কৃতার্থকুরু ইতি ।

প্রার্থনা শ্রীরাধাবল্লভ শীলস্য ।

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকস্য ।

### ॥ ❖ ॥ প্রথম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❖ ॥

প্রবরণ .. .. .	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুর বন্দনা .. .. .	১ নাং ৩
এহারভের মঙ্গলাচরণ .. .. .	৩—৫
নান্দী সূত্রধার রঙ্গস্থলে সভাগণের প্রতি শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রোৎসব দর্শনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অদর্শনে প্রতাপ রুদ্র রাজার এবং কতিপয় ভক্তের বিরহ দুঃখ বর্ণন .. .. .	৫—৬
শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুর তত্ত্ব, মহিমা, দয়া, রূপা এবং লীলাদি বর্ণন নিমিত্ত নটায়ের প্রতি প্রতাপরুদ্র রাজার আজ্ঞাপণ .. .. .	৬—৮
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রারম্ভঃ .. .. .	৮—৯
সূত্রধার কতৃক পান্ডিপাশ্বিকের প্রতি বস্তু নির্দেশ কথন ৯—১২	৯—১২
সূত্রধার কতৃক কলি মহারাজের প্রশংসা বর্ণন .. .. .	১২—১৪
কলিরাজ এবং অধর্মের রঙ্গস্থলে সমাগমন .. .. .	১৪—ঐ
অধর্মের সহিত কলিরাজের প্রশ্নোত্তর .. .. .	ঐ—১৬
কলিরাজ কতৃক শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর নবদ্বীপে উদয় এবং স্বাক্ষোপাক্ষ সহিত প্রভাব করুণা মহিমা এবং লীলাদি বর্ণন .. .. .	১৬—২১
অধর্ম কতৃক কামাদি ছয় রিপুর প্রভাব কথন .. .. .	২১—ঐ
কলিরাজ কতৃক কামাদি ছয় রিপুর পরাভাব কথন .. .. .	ঐ—৩২
কলিরাজ প্রতি অধর্মের বাস স্থান প্রার্থনা .. .. .	৩২—ঐ
কলিরাজ কতৃক অধর্মের নির্দিষ্ট স্থান কথন .. .. .	ঐ—৩৩
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কতৃক শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর কৃপা বর্ণন ৩৩—৩৫	৩৩—৩৫
মহাপ্রভুর চপেটাঘাতে শ্রীবাসের পূর্বাবস্থা স্মৃতি ৩৫—৩৬	৩৫—৩৬
মুরারি ও মুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা কথন .. .. .	৩৬—৩১

প্রকরণ .. .. .	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীবাসের বাটীতে মহাপ্রভুর সংকীৰ্ত্তন—শচী মাতা পুত্রের	
ঈশ্বরাবেশ দর্শনে, স্তব এবং শচী মাতার অপরাধ	
মোচনাদি কথন ....	৪১ নং ৪৬
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে প্রথমোক্ত সংপূর্ণ .....	৪৬—৪৭

-৩০-

## ॥\*॥ দ্বিতীয় অঙ্কের অনক্রমণিকা ॥\*॥

বিরাগের নাট্য স্থলে প্রবেশ করিয়া ভক্তিরহস্য লোক	
গণে অবলোকনে আক্ষেপ বর্ণন ....	৪৬—৪৮
বিরাগের ভক্তিদেবীকে অন্বেষণ ....	৪৮—৫২
বিরাগের প্রতি আকাশ বাণী ....	৫২—৫৩
বিরাগের ভক্তিদেবীর সহিত সন্দর্শন ও কথোপকথন ৫৩—৫৪	
ভক্তিদেবীর প্রতি বিরাগের তিন প্রশ্ন ....	৫৪—৫৭
ভক্তিদেবী কর্তৃক বিরাগের প্রথম প্রশ্নের উত্তর	
[অর্থাৎ বিরাগের প্রশ্ন ভক্তিদেবী কি করেন] ....	৫৭—৫৮
ভক্তিদেবী কর্তৃক বিরাগের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর	
[অর্থাৎ বিরাগের প্রশ্ন শ্রীগৌরচন্দ্র কি করেন] ....	৫৮—৬৩
ভক্তিদেবী কর্তৃক বিরাগের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর	
[অর্থাৎ বিরাগের প্রশ্ন বিরাগের প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর	
রূপা কি হইবে] . ....	৬৩—৬৪
বিরাগ এবং ভক্তিদেবী উভয়ের শ্রীবাসের বাটীতে গমন,	
অদ্বৈত পুত্র সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর পরিহাস এবং	
শচী মাতার গৃহে ভক্তবৃন্দ সহিত মহাপ্রভুর ভোজনাদি	
বর্ণন ....	৬৪—৭২
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক সংপূর্ণ ....	৭২—৭৩

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকস্য ।

### ॥ \* ॥ তৃতীয় অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ \* ॥

প্রবরণ .. .. . পৃষ্ঠাঙ্ক  
মৈত্রীর নাট্যস্থলে প্রবেশ এবং প্রেমভক্তির সহিত সাক্ষাৎ  
এবং কথোপকথন .... ৭২ নাং ৭৪  
প্রেমভক্তি কতৃক স্বীয় বংশাবলী কথন .... ৭৪—৭৫  
প্রেমভক্তি কতৃক শ্রীবাসের বাটীতে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর  
বৃন্দাবন ভাবানুকরণ সংকীৰ্ত্তন মৈত্রীকে দর্শান ৭৫—১০৯  
কেশব ভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সন্দর্শন ও ভারতীগোষা-  
নীকে অশেষ বিশেষ সমাদর ও ভোজনাদি করান ১০৯—১১০  
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তৃতীয় অঙ্ক সংপূর্ণ .... ১১০

### ॥ \* ॥ চতুর্থ অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ \* ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের বৈরাগ্য আবেশ অনুভব করিয়া শচী মাতার  
মনোদুঃখ—মহাপ্রভু কতৃক শচীমাতাকে প্রবোধ ১১০—১১৬  
শ্রীবাসলয়ে, রাত্রিকালে ভক্তবৃন্দ সহিতে মহাপ্রভুর সংকী-  
ৰ্ত্তন—শেষরাত্রে গঙ্গাদাসের নিদ্রাকর্ষণ এবং স্বপ্নদর্শন  
শেষরাত্রে আপন আপন বাটীতে ভক্তবৃন্দের গমন  
আচার্য্যরত্ন এবং শ্রীনত্যানন্দ প্রভুকে সন্মিত্তার করিয়া  
কটক নগরে সন্ন্যাস গ্রহণার্থ মহাপ্রভুর পলায়ন ১১৬—১২২  
পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে দেখিতে না-  
পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দের পরস্পর মহাপ্রভুর কথা  
জিজ্ঞাসা মহাপ্রভুর অনুসন্ধান এবং মহাপ্রভু বিরহ জন্য  
আর্ত স্বরে রোদন ও বিলাপ বর্ণন .... ১২২—১৩৩  
মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে আচার্য্যরত্নের কটক নগর হইতে নব-  
দ্বীপে আগমন—গৌরচন্দ্র বিরহে ভক্তবৃন্দের বিলাপ  
দর্শনে আক্ষেপ—অদ্বৈত প্রভুর সন্নিধানে আচার্য্যরত্নের  
খেদ বর্ণন ....



প্রকরণ .. ... .. পৃষ্ঠাঙ্ক  
 শ্রীগৌরানন্দে সন্ন্যাস গ্রহণ অবশ্যে শচীমাতার খেদ ১৩৯—১৪৫  
 শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আচার্য্য রত্নের নিকট শ্রীগৌরচন্দ্র মহা  
 প্রভুর আদ্যোপান্ত সন্ন্যাস গ্রহণ অবশ্য .. ... ১৪৫—১৪৭  
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চতুর্থ অঙ্ক সংপূর্ণ .. ... ১৪৭

॥ ❀ ॥ পঞ্চম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❀ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত এবং ভাববিষ্ট হইয়া কটক  
 নগর হইতে দক্ষিণ মুখে গমন .. ... ১৫৮—১৫৯  
 শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন ছল ক্রমে ভুলাইয়া  
 শান্তিপুরে আনেন .. ... ১৫৯—১৬৩  
 শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আগমন বার্তা  
 নবদ্বীপে প্রেরণ .. ... ১৬৩—১৬৭  
 শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসী মূর্তি দর্শনে শ্রীঅদ্বৈত  
 প্রভুর ক্রন্দন .. ... ১৬৭—১৬৯  
 শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে মহাপ্রভুর গমন—নবদ্বীপ হইতে  
 ভক্ত বৃন্দ এবং বাল বৃদ্ধ শ্রী গণ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে দর্শনার্থ  
 আগমন—শ্রীগৌরচন্দ্রের ভোজন—শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে  
 দর্শন করিয়া ভক্ত বৃন্দের আনন্দ .. ... ১৬৯—১৭১  
 শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে পঞ্চম অঙ্ক সংপূর্ণ .. ... ১৭১

॥ ❀ ॥ ষষ্ঠ অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❀ ॥

গঙ্গাদেবীর বিমনস্ক বুঝিয়া রত্নাকর সমুদ্রের আগমন; গঙ্গা  
 দেবীর বিলাপ সমুদ্র কতৃক গঙ্গার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা  
 শ্রীগৌরচন্দ্র বিরহ জন্য গঙ্গার উত্তর .. ... ১৭১—১৭৩  
 শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে ভক্ত বৃন্দ লইয়া মহাপ্রভুর সংকীৰ্ত্তন  
 এবং নৃত্যাদি বর্ণন .. ... ১৭৩—১৭৪  
 শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে শচীমাতার রক্ষন—ভক্তবৃন্দ সমি

প্রকরণ. . . . . পৃষ্ঠাঙ্ক

ভ্রূরে মহাপ্রভুর ভোজন—শচীমাতা অদ্বৈত প্রভু এবং

শ্রীবাসাদি ভক্ত গণের সন্নিধানে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন

বিদায় যাচঞা করেন . . . . . ১৭৪—১৭৬

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিলাপ শচীমাতার স্থানে অদ্বৈতাদি ভক্ত

বৃন্দের শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর বিদায় বৃত্তান্ত কথন, শচীমাতা

শ্রীগৌরচন্দ্রকে বিদায় আঞ্জা দেন—শচীমাতা কতৃক

অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দকে প্রবোধ—শ্রীগৌরচন্দ্রের বিদায়ে

ভক্ত বৃন্দের বিলাপ বর্ণন . . . . . ১৭৬—১৭৯

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—মুকুন্দ দত্ত জগদানন্দ এবং দামোদর সহ

শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুর দক্ষিণ পথে গমন—রেণুগাতেশ্বর

চোর গোপীনাথ মতি দর্শন—কটকে সাক্ষীগোপাল

দর্শন—রত্নাকর কতৃক গঙ্গার প্রতি সাক্ষী গোপাল প্রসঙ্গ

প্রশ্ন—গঙ্গা কতৃক আদ্যোপান্ত কথন . . . . . ১৭৯—১৯৭

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কতৃক মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ . . . . . ১৯৭—১৯৯

মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথ দেবের দেউল প্রত্যক্ষ

করান—রত্নাকর এবং গঙ্গার গমন . . . . . ১৯৯—২০০

শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ মুকুন্দাদির পুরী পবেশ—গোপীনাথ

চাষ্যের সহিত মুকুন্দের সাক্ষাৎ—গোপীনাথচাষ্যের মহা

প্রভুর সহমিলন—গোপীনাথচাষ্য কতৃক সার্বভৌম ভট্টা

চাষ্যের শ্রীগৌরচন্দ্রের সহমিলন—মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহ-

ণের বিপরীত ভাবাদি দর্শনে গোপীনাথচাষ্যের সহিত

সার্বভৌমের বিতর্ক—গোপীনাথচাষ্য কতৃক মহাপ্রভুর

সন্নিধানে মনোদুঃখ নিবেদন—মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শন

শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুর পতি সার্বভৌম ভট্টাচাষ্যের দৃঢ়

বিশ্বাস . . . . . ২০০—২২৩

প্রকরণ .. .. .	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিনয় ও	
স্তুতি বর্ণন .... .	২২৩—২২৫
সার্বভৌম কর্তৃক স্বরূপ তত্ত্ব মহাপ্রভুকে শ্রবণ	২২৫—২৩৪
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠ অঙ্ক সংপূর্ণ ...	২৩৪

• ॥\*॥ সপ্তম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥\*॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপায় সার্বভৌমের প্ৰেমোদয়	
দর্শনে ক্ষেত্র বাসী গণে প্রতাপরুদ্ররাজাকে সম্বাদ কহন	
প্রতাপরুদ্ররাজা দূত পৌরণ দ্বারা সার্বভৌমকে আহ্বান	
করিয়া মহাপ্রভুর রূপা মহিমা অবগত হয়েন—সার্বভৌম	
কর্তৃক মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশে যথা যথা গমন তথা হইতে	
পত্যাগত দূত করণক অবগত হইয়া পতাপরুদ্র রাজাকে	
সুগোচর করেন .... .	২৩৫—২৪০
মহাপ্রভুর আলাননাথ দর্শন—তৎপরে কুম্মক্ষেত্রে গমন তথা	
কার বাসুদেব নামা কুষ্ঠ ব্যাধিযুক্ত এক ব্রাহ্মণকে রূপা	
করেন .... .	২৪০—২৪৩
মহাপ্রভুর গোদাবরী গমন তথায় রায় রামানন্দের সহিত	
মহাপ্রভুর মিলন এবং উভয়ত সাধ্য সাধনের পুনোত্তর	
কথন .... .	২৪৩—২৫৬
মহাপ্রভুর কর্ণাট দেশে প্রবেশ—কর্ণাটধিরাজের ভবজ্বালা	
হইতে মোচন এবং মহাপ্রভুর গুণ কীর্ত্তনে আনন্দ এবং	
তদ্দেশ বাসী পাষণ্ডী গণকে ভক্তি উদয় করান ২৫৬—২৬১	
দক্ষিণ দেশে শ্রীরামোপাসক এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু দর্শনে	
কৃষ্ণ নামকুর্তি .... .	২৬১—২৬২
সার্বভৌম কর্তৃক পতাপরুদ্র রাজাকে রাম এবং কৃষ্ণ নামের	
বিশেষ কল কথন .... .	২৬২—২৬৩

প্রকরণ . . . . .	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভবদীপ্তা পাঠক এক বিপুলে মহাপ্রভুর কৃপা	২৬৩—২৬৬
শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর নীলচলে পুনঃ সমাগত	৩৬৬—২৬৭
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সমাপ্ত অঙ্ক সংপূর্ণ	.... ২৬৭

॥ ❀ ॥ অষ্টম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❀ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর নীলচল পুরী পবেশ—সার্বভৌম উট্টাচার্য্যকে মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ পর্য্যটনের পরিচয়, কাশীমিশ্রের বাটীতে শ্রীগৌরান্দের বাসস্থান—উৎকল নিবাসী ভক্ত গণের মহাপ্রভু দর্শনার্থ আগমন—সার্বভৌম কর্তৃক মহাপ্রভুকে প্রত্যেক উৎকলী ভক্ত বৃন্দের নামো ল্লেখ করিয়া দর্শান . . . . . ২৬৭—২৭৭
শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত স্বরূপ গোস্বামীর মিলন . . . . . ২৭৭—২৮০
শ্রীগৌরান্দের মহাপ্রভুর সহিত ঈশ্বরপুরী প্রেরিত গৌরিন্দের সাক্ষাৎ . . . . . ২৮০—২৮২
ব্রজানন্দ ভারতী চন্দ্রাস্বর পরিধান করত ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন . . . . . ২৮২—২৮৮
সার্বভৌম কর্তৃক [প্রতাপরুদ্র রাজা গৌরচন্দ্র দর্শনাকাংক্ষী] মহাপ্রভুর প্রতি নিবেদন . . . . . ২৮৮—২৯২
মহাপ্রভুর অসম্মত কথন—প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুর দর্শনালাভে বিলাপ বর্ণন . . . . . ২৯২—২৯৬
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শনে শ্রীক্ষেত্রেগমন শ্রীগৌর চন্দ্র মহাপ্রভু প্রত্যেক গোঁড়ীয়া ভক্তকে আলিঙ্গন দেন এবং কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করেন প্রত্যেক বৈষ্ণবে গোপীনাথ চার্য্য বাসা দেন—রথ যাত্রাজ্যোৎসব শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের সম্মুখে ভক্তবৃন্দ সহিতে মহাপ্রভুর সংকীৰ্ত্তন নৃত্ত, নাতি শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্র রাজাকে ভাবাবেশে

প্রকরণ ... .. পৃষ্ঠাঙ্ক  
 আলিঙ্গন দেন—রূপা করেন .... ২৯৬—৩২২  
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাস্ক সংপূর্ণ .... ৩২২

## ॥ ❖ ॥ নবম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❖ ॥

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ যাত্রাৎসবের প্রসঙ্গ কিন্নরের প্রতি  
 কিন্নরীর ও শ্রী কিন্নর কতৃক প্রত্যুত্তর .... ৩২৩—৩২৪  
 শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুর তিন প্রকার অনুগ্রহ কিন্নরীর প্রতি  
 কিন্নরের কথন .... ৩২৪—৩২৪  
 শ্রীগৌরচন্দ্রসাক্ষাৎ দর্শন প্রথম অনুগ্রহ কথন ৩২৪—৩২৫  
 শ্রীগৌরচন্দ্রহৃদয়ে প্রবেশ দ্বিতীয় অনুগ্রহ কথন ৩২৫—৩২৯  
 শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব তৃতীয় অনুগ্রহ কথন ৩২৯—৩৩৩  
 কিন্নর এবং কিন্নরী উভয়ে শ্রীজগন্নাথ দেবকে সঙ্গীত শুনা  
 ইতে গমন .... ৩৩৩—৩৩৩

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবন যাত্রা—তচ্ছবণে  
 প্রতাপরুদ্র রাজার বিরহ—সার্বভৌম প্রতি প্রতাপরুদ্র  
 রাজার খেদোক্তি—সার্বভৌম কতৃক মহাপ্রভুর বৃন্দাবন  
 গমনোৎকর্ষা কথন—রায় রামানন্দের স্থানে মহাপ্রভুর  
 বিদায়—মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের কিন্নদূর রাজ  
 পদে গমন—রায় রামানন্দের প্রত্যাগমন এবং প্রতাপ  
 রুদ্র রাজার স্থানে মহাপ্রভুর পথ যাত্রার পরিচয়,  
 মহাপ্রভুর সহ রামানন্দের প্রেরিত লোকের প্রত্যাগমন  
 রামানন্দের জিজ্ঞাসা—প্রেরিত লোক কতৃক মহাপ্রভুর  
 পথ গমন বার্তা পরিচয় .... ৩৩৩—৩৩৯

চন্দ্রসু মেন্ধে মহাপ্রভুর রূপা এবং তাহার ভক্তি উদয় ৩৩৯—৩৪৩  
 মহাপ্রভুর পানিহাটি গ্রামে গমন—পরে কুমারহটে শ্রীবাসের  
 বাটিতে প্রবেশ—তথা হইতে কাকনপাড়া উত্তীর্ণ হইয়া

## ঐচ্চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্।

অঙ্করণ . . . . . পৃষ্ঠাঙ্ক

সেন শিবানন্দের বাটিতে গমন বর্ণন .... ৩৪৩—৩৪৭

মহাপ্রভুর শান্তিপু্রে অদ্বৈতের বাটিতে প্রবেশ—তথা

হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের বাটিতে গমন—মহা

প্রভুর আগমন সম্বাদ পাইয়া নবদ্বীপস্থ আবালবৃদ্ধ সমু

হের শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শনার্থ কুলিয়া গ্রামে আগমন ৭৪—৩৪৯

শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শনে গোঁড়েশ্বর রাজা কেশব বসু দুই পাত্র

করণক মহাপ্রভুর অবগত হয়েন' .... ৩৫৯—৩৬০

মহাপ্রভুর রামকলি গ্রামে উপস্থিত—তথায় রূপসাগর

মল্লিক দুই সাধু অর্থাৎ শ্রীকৃপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন

গোস্বামীর পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনাদি কথন .... ৩৬০—৩৬৬

মহাপ্রভু বলভদ্র সহিত কাশী উত্তীর্ণ হইয়া তপন মিশ্রের

বাটি প্রবেশ তথা হইতে প্রয়াগ যাত্রা ত্রিবেণীতে স্নানাদি

করতঃ মথুরা পথে গমন—মথুরায় প্রবেশ ৩৬৬—৩৬৮

মহাপ্রভু মাথুরাপণ্ডিত কতৃক মথুরা মাহাত্ম্য শ্রবণ ৩৬৮—৩৮২

মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা বর্ণন .... ৩৮২—৩৮৬

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর প্রয়াগে প্রত্যাগমন তথায় শ্রীকৃপ

গোস্বামীর মিলন তথা হইতে বারাণসী আগমন করতঃ

চন্দ্রশেখরের বাটিতে প্রবেশ—তথায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর

মিলন .... ৩৮৬—৩৯৬

নীলাচলে মহাপ্রভুর পুনরাগমন—মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ

শ্রবণে প্রতাপরুদ্র রাজার মহানন্দ বর্ণন .... ৩৯৬—৩৯৮

ঐচ্চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নবমাস্ক সংপূর্ণ .... ৩৯৮

॥ ❀ ॥ দশম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❀ ॥

জিজ্ঞাসার্থের গুণিচা যাত্রা কাল প্রত্যাসনে গোড়িয়া ভক্ত

বৃন্দের নীলাচল গমনের উদ্‌যোগ—সেন শিবানন্দ কতৃক

প্রকরণ .. .. .	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভক্তবৃন্দ আহরণ—বৈদেশিককে গন্ধর্ব্ব কতৃক শিবানন্দের পথের পালন পরিচয়— কুকুরকে কৃষ্ণনামোচ্চারণ বর্ণন গন্ধর্ব্ব কতৃক শিবানন্দের ষাট্টিরাল দ্বারা কারাগারে বদ্ধ বর্ণন—গৌড়িয়া ভক্ত সমূহের নীলাচলে যাত্রা—শ্রীগৌর- চন্দ্র মহাপ্রভুকে দর্শনাদি বর্ণন .... ৩৯৯—৪২৬	
শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা মহোৎসব—রাজা রাণীর শ্রীজগন্না- থের স্নান মহোৎসব এবং শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শন .... ৪২৬—৪৩০	
শ্রীজগন্নাথের স্নানান্তর পঞ্চদশ দিবস অদর্শনে মহাপ্রভুর বিরহ স্বরূপ গোষ্ঠার্মী কতৃক মধুর সংকীর্ণনে প্রভুর বিরহ সান্তনা .... ৪৩০—৪৪২	
মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত শ্রীজগন্নাথের গুপ্তিচা মার্জ্জন তদনন্তর সংকীর্ণনারম্ভ .... ৪৪২—৪৫০	
নেত্রোৎসব বর্ণন—রথযাত্রারম্ভ—রাজা ও রাণীর শ্রীজগন্না- থের রথারোহণ দর্শন—রথের সম্মুখে ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর সংকীর্ণন নৃত্য মুচ্ছা উন্মাদ এবং ভাবাদি বর্ণন .... ৪৫০—৪৬৩	
হোরা পঞ্চমী যাত্রা এবং লক্ষ্মীর বিজয় .... ৪৬৩—৪৭২	
শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু স্বীয় এবং স্বপার্ষদ গণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন .... ৪৭২—৪৮০	
শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীঅদ্বৈত পুত্রের পার্থিনী মহী পুত্রের কতৃক ভক্ত বিদায় .... ৪৮০—৪৮৫	
কবিকর্ণপুর গ্রন্থ কর্তার পরিচয় বর্ণন .... ৪৮৫—৪৮৮	
পেমদাসের আত্ম পরিচয় কথন .... ৪৮৮—৪৯০	
গ্রন্থ সংপূর্ণ .... ৪৯০	

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।



শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।

প্রস্থারম্ভঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্ম, যুগ্মং সমাশ্রয়ে ।  
স্মরণাদ্যস্য সদ্যস্যাং কৃষ্ণ প্রেম প্রজায়তে ॥  
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, সর্ব শাস্ত্রে যারে গান;  
দেবা দেবী বন্দিত চরণ ।  
যাগী যতি সদা ধ্যায়, যার তত্ত্ব নাহি পায়;  
বন্দ সেই শচীর নন্দন ॥ ১ ॥  
নিজ ভক্তি আশ্বাদন, সর্ব ভক্তি সংস্থাপন;  
সাধু রক্ষা পাষণ্ড দলন ।  
ইত্যাদি কার্যের তরে, শচী জগন্নাথ ঘরে;  
নবদ্বীপে লভিল জনম ॥ ২ ॥  
প্রতপ্ত নির্যল স্বর্ণ, পুঞ্জ গুঞ্জে গৌর বর্ণ;  
সর্বত্র সুন্দর কপ ধাম ।  
শ্রীপাদ যুগল তল, জিনি রক্ত পদ্ম দল;  
দশাঙ্গুলী শোভে অনুপাম ॥ ৩ ॥  
শারদ শশীর ঘটা, নির্দি দশ নথ ছটা;  
তুঙ্গ গুল্ল জন্ম মনোহর ।  
সবর্ণ সম্পূটাকার, জানু যুগ্ম কপাধার;  
রক্তাক্ষি উরু চারুতর ॥ ৪ ॥



প্রসন্ন নিতম্ব স্থল, তাহে শোভে পটাস্বর;

কঙ্কালি কেশরী জিনি ক্ষীণ ।

অশ্লথ পত্রের হেন, উদর নির্যাস যেন;

বক্ষ দেশ তুঙ্গ অতি পীণ ॥ ৫ ॥

জানু দেশ বিলম্বিত, হেমার্গল সুবলিত;

বাহু যুগ্ম অঙ্গদ ভূষিত ।

কর তল সুরাতল, জিনিঞা জবার ফুল;

মাধুরিতে মদন মোহিত ॥ ৬ ॥

কর দশ নথ আগে, মণি দরপণ ভাগে;

দশ অঙ্গ চন্দ্রের আকার ।

সিংহ গ্রীব তিন রেখা, তাহাতে দিয়াছে দেখা;

অধর বাঙ্কুলি পুষ্পাকার ॥ ৭ ॥

সুবর্ণ দর্পণ জিতি, গণ্ড স্থল যুগ্মাকৃতি;

মুক্তা পাতি জিতি দস্তাবলি ।

নামা তিল ফুল জনু, ভুরু যুগ্ম কাম্র ধনু;

সারিক সুন্দরালিক স্থলি ॥ ৮ ॥

অমল কমল আঁখি, তারা যুগ্ম ভ্রু পাখি;

অনুরাগে অরুণ সজল ।

কামের কামান গুণ, শ্রুতি যুগ্ম-সুগঠন;

তাহে শোভে রতন অণ্ডল ॥ ৯ ॥

স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বক্র শ্যাম, অস্তল লাবণ্য ধাম;

নানা ফুল মঞ্জুল মাজনি ।

বদন কমল হাস, কোঁট কলানিধি ভাস;

কুন্দ বৃন্দ করিয়া নিছনি ॥ ১০ ॥

ভুবন মোহন অঙ্গ, তাহে নটবর ভঙ্গ;

নিত্য কৃত্য নৃত্য গান কলা ।

দুবাছ তুলিয়া যবে, ভাব ভরে ফিরে তবে;

তাহে যেন অনন্ত চপলা ॥ ১১ ॥

এই রূপ দেখে যেই, ধর্ম্য কর্ম্য ছাড়ে সেই;

পরবেশে পরম আনন্দে ।

প্রেমদাস জীব দেহ, ধর্ম্যাধর্ম্য ছাড়ি সেই;

বিহরয়ে গৌর পদ দ্বন্দে ॥ ১২ ॥

পর্যায় । ত্রিকৃষ্ণ চৈতন্য জয় ২ নিত্যানন্দ । ত্রিঅদ্বৈত  
চন্দ্র জয় করুণার সিন্ধু ॥ ত্রিবংশীবদন জয় বংশী অব-  
তার । চৈতন্য কীর্তন স্মৃতি কৃপায় যাহার ॥ জয়  
ত্রিজাহ্নবা জয় ঠাকুর রামাণ্ডি । ত্রিহরি গোসাণ্ডি জয়  
গৌর গুণ গাই ॥ ত্রিগুরু সুচারু কপ্তরু পদ দ্বন্দ ।  
সদানন্দ মহানন্দে ছাড়ি সব ছন্দ ॥ ভক্ত বন্দ পদদ্বন্দ  
স্বরগসদায় । কৃপা সার পাইলে জীব প্রেম রত্ন পায় ॥  
শিবানন্দ সেন পুত্র কবিকর্ত্ত পুর । গৌর লীলা যে  
বণিলা নাটক মধুর ॥ তাঁর পদ সুসম্পদ সানন্দে  
বন্দিয়া । রচিব নাটক ভাষা সাধু আক্সা পাইয়া ॥

তথাহি

সজ্জিয়াং কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু যেন জিতঃ কলি ।

মদাদ্য চরিতান্বিতা অধমাত্মা বিমিশ্রিতৈঃ ॥

পর্যায় । প্রভুর আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ । কবি সম্প্র-  
দায় এই কৈল নিকপণ ॥ মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ  
প্রকার । বস্তুনির্দেশ আশীর্বাদ নমস্কার ॥ এক শ্লোকে  
তিন পক্ষে আবিষ্কার করি । মঙ্গলাচরণ কৈল রূপক  
বিস্তারি ॥ শচী ঠাকুরাণী গর্ত্ত ক্ষীরোদ সাগর । ভক্তি

দেখিতে না পায় ॥ সুবর্ণ মাজ্জনি লঞা করেন মাজ্জন ।  
 রাজার চক্ষের জল নহে নিবারণ ॥ জয় জগন্নাথ হরি  
 ধ্বনি করে লোক । উৎসবে উল্লাস কারো নাহি দুঃখ  
 শোক ॥ কেবল প্রতাপরুদ্র আর জন কত । তাঁহারা  
 গৌরাঙ্গ লাগি কান্দে অবিরত ॥ যত্ন করি পুনঃ পুনঃ বন্ধ  
 যদি দেয় । বালির বন্ধন যেন জলে ভাঙ্গি লয় ॥  
 এমতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য্য যত করে । বিরহে ভাঙ্গয়ে  
 ধৈর্য্য রাখিতে না পারে । নিবিঘ্ন হইয়া রাজা বসিল  
 বিরলে । আমাংরে ডাকিয়া আনিলেন হেনকালে ॥  
 কান্দিতে রাজা কহিল আমারে । অত্র প্রেষ্ঠ নট শেষ্ঠ  
 ইচ্ছ কহি তোরে ॥

তথাহি ।

সোয়ং নীলগিরীশ্বরঃ সবিভবো যাত্রা চ সাগুণ্ডিচা  
 স্ত্রেতে দিগ্বিদিগাগতাঃ স্কৃতিন স্তাস্তাদিদৃক্ষান্তয়ঃ ।  
 অরামাশ্চ তএব নন্দন বন শ্রীনাং তিরস্কারিনঃ, সর্কা  
 ন্যেব মহাপ্রভুঃ বতবিনা শূন্যানি মন্যামহে ॥

পয়ার ॥ দেখে সেই নীলগিরির ঈশ্বর । জগন্নাথ  
 বসিয়াছে রথের উপর ॥ সে সব বৈভব আছে গুণ্ডি-  
 চাহ সেই । বাদ্য আদি সব আছে পূর্বে হইত যেই ॥  
 নানা দিগ হৈতে যত স্কৃতি সজ্জন । রথোৎসবে  
 তারাসভে করিল গমন ॥ সেই সব জগন্নাথ দর্শন  
 আরতি । দেখিতে শুনিতে চমৎকার হয় মতি ॥  
 ইন্দ্রের নন্দন বন তিরস্কার করে । হেন উপবন সব  
 আছে থরে ॥ মহাপ্রভু বিনা মোরে সব লাগে শূন্য ।  
 হায় কি উপায় মুক্তি হত পুণ্য ॥ এমতি প্রতাপরুদ্র

বিলাপ করিয়া । পুনর্বার কহিলেন মোরে সম্বোধিয়া ॥  
 সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীগৌর সুন্দর । প্রেম রসে পরি  
 পূর্ণ যার কলেবর । তাঁর গুণ রস কেমনই প্রয়োগেতে ।  
 আশ্বারে আনন্দ দেহ কহিল তোমাতে ॥ যাহার  
 যাহাতে প্রীতি ভাগ বৃদ্ধি পায় । তাহার বিরহ ব্যথা  
 সহ্য নাহি যায় । সে ব্যথা সহিতে এক আচ্ছয়ে উপায় ॥  
 সুহৃদ সকল যদি চিত্ত দেন তায় ॥ সে অনুকরণ কিবা  
 তাঁর গুণ গান । বিরহ ব্যথিত জনে দেখান শুনান ॥  
 এই রথ যাত্রা কালে শ্রীগৌরাজ হরি । নৃত্য রঙ্গ করি-  
 তা পার্শ্বদসঙ্গে করি ॥ সে আনন্দ প্রেমোৎসব দেখিতে  
 না পাই । কেমনে ধরিব প্রাণ রথ পানে চাই ॥ অত-  
 এব নট্যচার্য কর উপকার । গৌরাজ লীলায় প্রাণ  
 রাখহ আমার ॥ এমতি প্রতাপরুদ্র করিল আদেশ ।  
 মত্তর হইয়া তার করিব উদ্দেশ ॥ এবড় আশ্চর্য্য গৌর  
 লীলা অবিনয় । প্রেম দাস বলে বড় ভাগ্যের উদয় ॥

ত্রিপদী ।

শুন অপকৃপ, গৌরাজ প্রতাপ; পরম পারক সেই ।  
 অদভুত রসে, বৈস নরবেশে; সাধুজনে সুখ দেই ॥  
 বিপক্ষ সলভ, সমূহ তা সব; দাহন করণ দক্ষ ।  
 নারায়ণ যবে, সৃষ্টি কৈল তবে; প্রকৃতি করিয়া লক্ষ ॥  
 ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া, মনে বিচারিয়া; ভাবনা করিল আর ।  
 কলিযুগে যবে, ব্রহ্মাণ্ড হইবে; গৌর হরি অবতার ॥  
 তাহার প্রতাপ, আনল সন্তাপ; যখন হইব গাঢ় ।  
 ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া, যাব চূর্ণ হইয়া; বিষম হইব বড় ॥  
 ভবিষ্যত জানি, ঈশ্বর আপনি; সপ্ত আবরণ দিয়া ।

ব্রহ্মাণ্ড লেপিল, সুদৃঢ় করিল; নিজমনে বিচারিয়া ॥  
 সেই পরাক্রম, সমূহ উত্তম; হইয়া যেন মূর্ত্তিমান ॥  
 শান্তিরসে আসি, আপনি পুবেশি; রজতম করি আন ॥  
 চৈতন্য বিক্রম, মূর্ত্তি যেন সম; জগতে মানুষ যত ॥  
 সভার বিষয়, বাসনা নিচয়; নাশি কৈল সমরত ॥  
 অতএব সার, গৌরাঙ্গ বিহার; তাহা অনুনয় করি ॥  
 প্রতাপরুদ্রের, আনন্দ মনের; করিতে আশয় ধরি ॥  
 গৌরাঙ্গ পার্শ্বদ, সেন শিবানন্দ; তাহার তনুজ বর ॥  
 চৈতন্য লীলার, নাটক বিস্তার; রচিত মধুর তর ॥  
 হৃদয় কষায়, তম সমুদায়; জীবের করিল দূর ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, চন্দ্রোদয় ধন্য; নাম সে নাটক শূর ॥  
 তাহা অনুনয়, করিব নিশ্চয়; আপনা কৃতার্থ লাগি ॥  
 প্রেমদাস বলে, এমন করিলে; লোকের হইব ভাগি ॥

পয়ার ॥ শিবানন্দ সেন পুত্র খ্যাত জগন্নাথ ॥  
 শ্রীপরমানন্দ দাস নাম কবিরাজ ॥ তাহার রচিত  
 শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় ॥ তাহার প্রয়োগ মত করি অনু-  
 নয় ॥ প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছা করিব পালন ॥ ভাবিসূত্র  
 ধার দিল অগ্রে বিলোচন ॥ পারিপার্শ্বিক দেখি বলে  
 আইস এথা ॥ শুনি পারিপার্শ্বিক প্রবেশ কৈল তথা ॥  
 পারিপার্শ্বিক বলে আশ্চর্য্য ॥ হেন কঁভু দেখি নাঞি  
 অদভুত কার্য্য ॥ সূত্রধার বলে আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য বল ॥  
 পারিপার্শ্বিক বলে ভাব শুনে যে দেখিল ॥ নীলাচল  
 চঞ্চল পরমানন্দ রূপ ॥ জগন্নাথ ভগবান ঈশ্বর স্বরূপ ॥  
 তাঁর রথ যাত্রা দিন পরম আনন্দ ॥ সর্ব্ব লোক হইয়াছে  
 আনন্দ নিম্পন্দ ॥ তার মধ্যে কেহ করিয়া প্রবেশ ॥

কেহবা সন্ন্যাসী কেহ বৈরাগীর বেশ ॥ ব্রাহ্মণ  
সঙ্জন তার মাঝে কেহো আছে । মহাদুষ্টি হৈয়া  
তার। কান্দিয়া আইছে ॥ ব্রহ্মাণ্ড দেখিছে তার।  
অন্ধকার ময় । বিলাপ করিছে শুনি হিয়া বিদরয় ॥  
যে রূপ বিলাপ তার। কহে তাহা শুন । এই সব কথা  
কান্দি বলে পুনঃ ২ ॥ সেই নীলাচল চন্দ্র সেই রথোৎ  
সব । নবম উদ্যানের শ্রেণী সেই সব ॥ রথ বিজয়ের  
পথ সেই এই কটে । এসব চাহিতে এবে তাপে হিয়া  
ফাটে ॥ পিতৃজন্য জ্বরে যেন চক্ষু জ্বালা হয় । খলবাক্য  
ধাণে যেন ব্যথিত হৃদয় ॥ হৃদয়ের ত্রণে যেন শরীরেরে  
তাপে । কেহনু এইমত করিছে বিলাপে ॥ সে বটে  
কি তাহা । তুমি কহ সূত্রধার । সে রহস্য দেখি বড়  
বিদায় আমার ॥ সূত্রধার কহে বড় ভাগ্য সে তোমার ।  
এ নয়নে দেখা পাইলে আমা সভাকার ॥ মহা মহা  
ভাগবত দয়ালু তাহার। পৃথিবী তারণ লাগি আইল  
যাহার। ॥ পারিপার্শ্বিক বলে তাহার।ই কে । সূত্রধার  
বলে চৈতন্য পাষদ যে ॥ পারিপার্শ্বিক বলে চৈতন্য  
গোঁসাই । তিহ কেবা বটেন তাহাও জানি নাঞি ॥  
শুনি সূত্রধার হাসি লাগিল। কহিতে । অদ্যাপিহ  
আছ তুমি মায়ের গন্তেতে ॥ অদ্যাপিহ তুমি নাহি  
শুন তাঁর নাম । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয়েন স্বয়ং ভগবান ॥  
ভ্রমখিল লোকের শোক করিবারে ক্ষয় । শ্রীচৈতন্য কল্প  
ক্রম করিল উদয় ॥ যতির মুদ্রট মণি মাধবেন্দ্র পুরী ।  
এ বৃক্ষের মূল তিনি আদ্য অবতরি ॥ প্ররোহ অধৈত

চন্দ্র ভুবন বিদিত । স্কন্ধ রূপ অবধূত অদ্ভুত চরিত ॥  
 শ্রীবক্রেত্বরাদি সব রসময় দাতা । স্কন্ধ শাখা রূপ তাঁরা  
 তত্ত্ব জানে কেবা ॥ এ বৃক্ষের ভক্তি যোগ পরম বিস্তার ।  
 অকৈতব প্রেম রূপ ফল ফুল যাঁর ॥ ব্রহ্মানন্দ ভেদিতার  
 শিখর উঠিল । পক্ষির মিথুন তাঁহা বাসা যে করিল ॥  
 রাধাকৃষ্ণ নাম পক্ষি যুগল অভিন্ন । ভব পথ শ্রম নাশে  
 যাঁর ছায়া ধন্য ॥ ভক্তের সৎকল্প সিদ্ধ করে সেই  
 তরু । রূপা পূর্ব লোক ভাগ্যে আইলা জগদগুরু ॥ পারি-  
 পাশ্বিক বলে তর্ক অগোচর । কি নিমিত্ত অবতার করিল  
 ঈশ্বর ॥ সত্বধার বলে শুন কর অবধান । যে নিমিত্ত  
 অবতীর্ণ গৌর ভগবান ॥ পূর্ব ২ ছিল যত বিজ্ঞ পরি-  
 বার । তারা নানা শাস্ত্র নৈয়া করিল খিচার ॥ সর্বশাস্ত্রে  
 এই তারা করিল নিণয় । নিরাকার পরব্রহ্মে চিত্ত  
 করে লয় ॥ সর্বশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ এই ।  
 অদ্বৈত ভাবনা তার সাধন সে সেই । এই নিজ মতে  
 তারা আগ্রহ সে ধরে । লোক মতে সেই মত উপদেশ  
 করে ॥ সেই সেই শাস্ত্রের গুঢ় রূপে লিখন । মৎ চিৎ  
 আনন্দ ময় শ্রীনন্দ মন্দন ॥ নিত্য লীলা নিত্য রূপ নিত্য  
 শোভাবান । শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান ॥ মহা  
 পুরুষার্থ হয় তাঁর উপাসন । নাম সৎকীর্তন আদি  
 তাঁহার সাধন ॥ মায়ায় মোহিত যত অধ্যাপক সব ।  
 ভক্তির উদ্দেশ নাহি জানে এক লব ॥ তা দেখিয়া  
 ভগবানের করুণা জন্মিল । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আবি-  
 র্ভাব কৈল ॥ কৃষ্ণ উপাসন নাম সৎকীর্তন ধন ।  
 সর্ব লোকে বিলাইব এই সে কারণ ॥ পারিপাশ্বিক

বলে শুনহ বিদ্বান । নিজ মত গ্রহ কিছুর কৈল ভগবান ।  
 গ্রহ না হইলে লোক জানিবে কেমনে । অবতার ইশ্ব-  
 রের কোন প্রয়োজনে ॥ সূত্রধার বলে কৃষ্ণ চৈতন্য  
 ইশ্বর । বেদ শাস্ত্র কহা তিহ কার অগোচর ॥ তথা-  
 পিহ অন্তর্যামী যেই ইচ্ছা হয় । তার ইচ্ছা বশে লোক  
 সেই মত লয় ॥ বাহ্য উপদেশে লোক বুঝাইতে নারে ।  
 কাল দেশ অনুষঙ্গ করিতে না পারে ॥ এখন হইল  
 ইচ্ছা লোকে কৃপা করি । সর্ব পুরুষার্থ সার ভক্তি দিব  
 বলি ॥ পারিপার্শ্বিক বলে চৈতন্যের মত । সর্বোৎ-  
 কৃষ্ণ হয় যদি শাস্ত্রের সম্মত ॥ তবে সর্ব লোকে কেন  
 সে মত না লয় । জ্ঞান কর্ম আদি লোক কেনে বা করয় ॥  
 সূত্রধার বলে লোক যতেক জগতে । নানা মত বাসনা  
 সভার হয় চিত্তে ॥ যার যৈছে বাসনা তৈছে মত লয় ।  
 কৃষ্ণ ভক্তি বাসনা অনেক ভাগ্যে হয় । পারিপার্শ্বিক  
 বলে তুমি যতেক কহিল । এক মত হয় সেই বিচার  
 করিল ॥ অগোচর ভক্তি যোগ শাস্ত্র সভাকার । তার  
 ফল লিখি শাস্ত্রে জ্ঞান চমৎকার ॥ জ্ঞানের পরম  
 ফল ব্রহ্মে লীম হয় । জ্ঞান মাগে ভক্তি মাগে ভেদতো  
 না হয় ॥ জ্ঞান ভক্তি দুই মাগ কৈবল্য বুঝায় । জ্ঞান  
 হৈতে ভক্তি বড় কোন অভিপ্রায় ॥ সূত্রধার বলে  
 ভক্তি মুক্তি যেই শুন । তাহার সন্দর্ভ কহি তাহা শুন  
 পুনঃ ॥ শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শুকদেব কহেন । ভক্তি ব্রত  
 করি নাম গায় যেই জন ॥ অনুরাগ কৃষ্ণে জন্মে দৃঢ়  
 চিত্ত হয় । সৎসারের সুখ দুঃখ সব যায় ক্ষয় ॥ হাসে  
 কান্দে নাচে গায় মহানন্দে ভাসে । কৃষ্ণের পার্শ্বদ



হৈয়া সর্বদা প্রকাশে ॥ তৃতীয়ে কপিল দেব কহিল  
জননীরে । শুন মাতা ভক্তিযোগ ফল কহি তৌরে ॥  
নাম কীর্ত্তনাদি ভক্তি করে যেই জনে । সেই জনপায়  
মোর রূপ দরশনে ॥ দিব্য বরপ্রদ রূপ দেখা পায় ।  
সেই রূপ লীলা গায় স্বর্গথায় ॥ সেই রূপ দেখি ভক্ত  
সুখ পায় যাহা । কোটি কপে জ্ঞান মাগে নাহি পাই  
তাহা ॥ অতএব মুক্তি হৈতে ভক্তি গরীয়সী । কহিল  
কপিল দেব মায়ে উপদেশি ॥ বিশেষত কলিকালে  
নাম সৎকীর্ত্তন । পুরুষার্থ তিরস্করি রতির কারণ ॥  
পারিপার্শ্বিক কহে এই ভাবকের মত । তুয়া বাক্য  
কৈল মোরে বড়ই বিম্বিত । শাস্ত্রমত কৃষ্ণ নামে মুকতি  
পাওয়ায় । তুমি বল ভাবক হইয়া নাচে গায় ॥  
ম্রিয়মাণে অজামিল বলি নারায়ণ । মুক্তি পাইলা এই  
ভাগবতের লিখন ॥ সূত্রধার কহে মুক্তি শব্দ অর্থ  
আন । পার্শ্বদকে মুক্ত বলে শুকের ব্যাখ্যান ॥ অজামিল  
উপাখ্যান শেষেতে কহিল । অজামিল পার্শ্বদেব  
স্বরূপ পাইল ॥ ভ্রম প্রমাদাদি শুক মুনি নাহি কয় ।  
অজামিল পার্শ্বদ একথা অন্য নয় ॥

তথাহি

সদ্যঃ স্বরূপং জগৎ হে ভগবৎ পার্শ্ব বর্ত্তিনাং ॥

পয়ার ॥ এত শুনি পারিপার্শ্বিক নিরব হইলা । সূত্র-  
ধার বলে সিদ্ধান্তের অন্ত পাইলা ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য  
মত এইসব হয় । ইহার অগ্রেতে অন্যমত কিছু নয় ॥  
সুকৃতীয়ে জন এই মত সে আচরে । কলি হৈল ধন্য  
শ্রীচৈতন্য অবতারে ॥ যে কলি করিতা লোকে কণ্ঠেতে

বিমুখ। সেহ কলি এবে আস্বাদয়ে ভক্তি মুখ ॥ এইমত  
চৈতন্য চন্দ্র কৃপার বৈভব। কলির সহিত ভক্ত কৈল  
জীব সব ॥ পারিপার্শ্বিক বলে এহ বিরুদ্ধ কহিলে।  
কলি মহা দুষ্ট বলি সর্ব শাস্ত্রে বলে ॥ ভাগবতে কহে  
কৃষ্ণ জগদ্বারু হন। ত্রিলোকনাথের বন্দ্য যার শ্রীচরণ ॥  
হেন কৃষ্ণ জীব না ভজিব কলি কালে। পাষণ্ড বিভিন্ন  
চিত্ত হব কলিকালে ॥ ইত্যাদি কলির নিন্দা শাস্ত্র  
গণে শুনি। তুমি বল গৌরচন্দ্র কলি কৈল ধনি ॥  
সূত্রধার কহে এহ বাক্য সত্য হয়। মুনি সকলের  
বাক্য অন্য কভু নয় ॥ কিন্তু কৃষ্ণ অবতারে পূর্বে যেই  
কলি। সে কলিরে মুনি সভে কহে দুষ্ট বলি ॥ যেই  
শাস্ত্রে শুন কলি নিন্দার বচন। সেই শাস্ত্রে শুন কলি  
প্রশংসা ও কন ॥ কলিতে জন্মিব যত জীবের নিচয়।  
তার দুস্ব ভাবি কৃষ্ণ করুণ হৃদয় ॥ পুণ্য কপ নিজ যশঃ  
করিল বিস্তার। অনুগ্রহে যশঃ দিয়া করিল নিস্তার ॥  
অন্য যুগ হৈতে কলি অত্যন্ত সজ্জন। সর্বত্র কহেন শুন  
শুকের বচন ॥ শুন রাজা সত্যাদি যুগের প্রজা সব।  
তাহার। ও কলিকালে বাঞ্ছয়ে সম্ভব ॥ কলিতে হইব  
সভে কৃষ্ণ পরায়ণ। সত্য ছাড়ি কলিতে জন্ম বাঞ্ছে তেকা  
রণ ॥ সেহ কালে অবতারে ভক্তি রস ছিল। তবু কেনে  
পূজা কলৌ জন্ম ইচ্ছা কৈল ॥ কলিকালে হব শ্রীচৈতন্য  
অবতার। প্রেমভক্তি পাব এই বাঞ্ছা তা সবার ॥

তথাহি

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং

কলৌকিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ ॥

পয়ার । যাহার শরীরে পুণ্ড্রভক্তি আবির্ভাব । তাহার  
উপরে নাহি কলির প্রভাব ॥ পারিপার্শ্বিক কহে  
কেনে কৃষ্ণপ্রিয় জনে । কলি তারে বাধিতে না পারে  
বল কেনে ॥ সূত্রধার কহে চন্দ্র ব্যপদেশ করি । কৃষ্ণ-  
প্রিত জনেরে বাধিতে নারে কলি ॥ সূত্রধার কহে কৃষ্ণ  
পক্ষে দিনে দিনে । ক্ষয় পায় দোষাকর চন্দ্রকলাক্রমে ॥  
বিষ্ণুপদ আকাশ আশ্রিত যত জন । কেমনে বাধিব  
তারে চন্দ্র ক্ষীণ হন ॥ শ্রেষ্টার্থে কলিরে কহি দোষের  
আকর । কৃষ্ণ ভক্ত পক্ষে তিহ বড়ই কাতর ॥ বিষ্ণুপদ  
আশ্রিত জনে কেমনে বাধিব । অতএব কলি ধন্য আর  
কি বলিব ॥ এই মতে পারিপার্শ্বিক আর সূত্রধার ।  
দুই জনে ন্যায় পূর্ব করিছে বিচার ॥ হেনকালে প্রিয়  
সখা অধর্মের সনে । কলিরাজ আচাষিতে আইলা  
সেখানে ॥ যুগরাজ কহে অরে তো বটিস কে । দোষা-  
কর শব্দে শ্লেষে নিন্দিস আমাকে ॥ শুনি সূত্রধার  
ভাল কপে নিরখিয়া । কলি আর অধর্মেরে দেখি  
ভয় পাঞা ॥ পারিপার্শ্বিক বলে হোরো দেখ  
তাই । অধর্মের সঙ্গে কলি আইলা এই ঠাঞি ॥  
নিদ্রয় সক্রোধ দুই দেখি ভয় পাই । এহান হইতে  
চল পলাইয়া যাই ॥ এত বলি দুইজন করিল গমন ।  
নাটক শাস্ত্রের এই পুস্তাব না হন ॥ এথা কলি অধর্মেরে  
বলে শুন সখা । চারণ আচার্য্য কহিলেন সত্য এই  
লেখা ॥ অধর্ম কহেন সেই কিবা বটে বল । কলি কহে  
কৃষ্ণপক্ষে শ্লোক যে কহিল ॥ অধর্ম বলেন হায় বড়  
এড়াইল । এ অধর্ম তোমাকেই আক্ষেপ করিল ॥ অরে

পাপ ঈশীলাচরণ ভাল গেলি । মোর রাজ্য কলিরে  
 নিন্দা দোষ কৈলি ॥ তুঞি অধমের যদি মুঞি লাগ  
 পাইতু । কামাদির পাশে বন্দি করিয়া রাখিতু ॥ শুনরে  
 আমার রাজ্যের প্রতাপ কহিব । ইহা শুনি তোর বাক্য  
 কেহ না চুইব ॥ সত্য আদি যুগে রাজ্য ধর্ম নামে  
 ছিল । তার সেনাপতি সব শুন যে দেখিল ॥ সম দম  
 ক্ষমা শৌচ বিবেক আচার । ইত্যাদিক সৈন্য ছিল  
 সে ধর্ম রাজ্যের ॥ মূল সহ সে রাজ্যারে উপাড়ি  
 ফেলিনু । শৌচাচার আদি ধর্ম এক না রাখিনু ॥ ধর্ম  
 প্রিয় ভুবনে আছিল লোক যত । দৃষ্টি পাতে তার সব  
 পবিত্র করিতা । তা সভারে নিজ বলে করিয়াছি অন্ধ ।  
 আমার প্রতাপে এখন ধর্মের সম্বন্ধ ॥ হেন আমি বার  
 বশী ভূত আত্মাকারী । তারে নিন্দা কর নট অজ্ঞ দুরা-  
 চারী ॥ থাকরে অধম বড় রীতে দিব ফল । কলিকর  
 যে কহিলি শুনরে উত্তর ॥ ধর্ম যথা কৃষ্ণ তথা কৃষ্ণ সম্ব  
 যায় । ধর্ম ভাবে কৃষ্ণ কোথা কোথা কলিকর ॥ কলি  
 বলে শুন সমা অধর্ম নিশ্চয় । আক্ষেপ না করিহ যে  
 বলিল সে হয় ॥ সে গেল যেন কালে ছিল প্রতাপ  
 প্রচণ্ড । সম্প্রতি সে প্রতাপ হইল খণ্ড খণ্ড ॥  
 এই যে আমার তাহার প্রচার হইতে । সে প্রতাপ ক্ষত  
 হৈল নারি প্রকাশিতে ॥ অহৌষধি অক্ষুর নির্গম হৈল  
 যেন । তক্ষক নাগের খেঁচ দুর্বল হয়েন ॥ অধর্ম বলেন  
 শুন শুন যুগ রাজ । কে আমার কে তোমার নষ্ট করে  
 কায ॥ পৃথিবী মারক কিবা কোন হিংসা শীল ।  
 কাহার প্রভাবে তুমি হইলে অস্থির ॥ কলি কহে তুমি

যে কহিলে পঞ্চদশ । সে দুই হইতে মোর ভয় কভুনয় ॥  
 কিন্তু গোড় মধ্যে নবদীপ নামে গ্রাম । গোঙ্গল  
 মথুরা যেন তেন অনুগ্রাম ॥ সেই গ্রামে জগন্নাথ নামে  
 বিপ্রবর । তাঁহার পদবী হয় মিশ্র পুরন্দর ॥ তাঁহার  
 গৃহিণী ক্রীশচী ঠাঙ্গরাণী । তাঁর গন্ত্রে জন্মিল জমার  
 চুড়ামণি । তঁহ মোর কন্ম সব করিল ছেদন । নিজ  
 ধর্ম্মে কৃতার্থ করিল সর্বজন ॥ ইহা শুনি অউহ হাসিয়া  
 অধর্ম্ম । যুগরাজ হইয়া কহ বাউলের কন্ম ॥ এই যার  
 ভুজদণ্ড চণ্ডিম অথণ্ড । সেই মহা তেজোময় মধ্যাহ্ন  
 মার্ভণ্ড ॥ যার ভয়ে পাদশেষ বৃষধ্বজ রাজ । যুকহেন  
 লুকাইল গিরি দরি মাঝ ॥ হেন আমি হেন ভৃত্য সেবা  
 পদ যার । ব্রাহ্মণ বালক দেখি ভয় হয় তার ॥ হায় কি  
 আশ্চর্য্য জানিল নিতান্ত । যুগরাজ হৈল কিবা তোমার  
 চিত্ত ভ্রান্ত ॥ কলি কহে সখা তুমি কহ অপ্রমাণ ।  
 শ্রীগৌরাক্ষ চন্দ্র কর দ্বিজ শিশু জ্ঞান ॥ যে পুরুষ নাভি  
 পদ্মে ব্রহ্মার জনম । তাঁর মূল কারণ সহস্র শীর্ষহন ॥  
 তাঁহার কারণ যিঁহো শ্রীনন্দ জমার । তঁহ আমি  
 নবদীপে কৈল অবতার । ভক্তি শূন্য লোক সব অপ-  
 বিত্র হৈল । বিবিধ বিধর্ম্ম সদা করিতে লাগিল ॥  
 গোবিন্দ গোলোকনাথ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর । জীব দুস্ব দেখি  
 হইল করুণ অন্তর ॥ ভক্তি যোগ শিক্ষা গুরু আপনে  
 হইব । কলির দুর্গত জীব পবিত্র করিব ॥ এই কলি  
 কালে লীলা অঙ্গীকার করি । গৌরবর্ণে দ্বিজ গৃহে  
 অবতীর্ণ হরি ॥ যদি বল এই কন্ম অংশ হৈতে হয় ।  
 স্বয়ং ভগবানের কিনিমিত্তে বিজয় ॥ সর্বত্র কহেন

কৃষ্ণ নব মেঘ দ্যুতি । কেনেবা হইলা তিহ হেম গদ্য  
 কান্তি ॥ তাহার মর্মার্থ কহি শুন দিয়া মন । পূর্বে কৃষ্ণ  
 ব্রজে লীলা করিলা যখন ॥ শত কোটি গোপী সঙ্গে  
 করিলা বিহার । সর্ব শ্রেষ্ঠ রাধা তাঁর তুল্য নাহি আর ॥  
 আমাতে কতেক প্রেম রাখিলা করয় । জানিতে  
 কৃষ্ণের যতু জ্ঞাত নাহি হয় ॥ নিজাঙ্গ মাধুর্য্য কৃষ্ণ  
 আপনে না জানে । কেমন মাধুর্য্য রাধা করে আশ্বা-  
 দনে ॥ সে মাধুর্য্য দেখি রাধা কত পান সুখ । এতিন  
 জানিতে কৃষ্ণ হইলা উন্মুখ ॥ বহু যতু কৈল ততু  
 আশ্বাদ না হৈল । তেঞি রাধা ভাব কান্তি অঙ্গীকার  
 কৈল ॥ সে ভাবে ভাবিত হঞা আপন মাধুর্য্য । আশ্বা-  
 দিয়া সিদ্ধ কৈল মূল তিন কার্য্য ॥ সর্ব লোক বলে  
 কৃষ্ণ জীব নিস্তারিতে । কৃপা করি অবতীর্ণ হইলা  
 কলিতে ॥ এসব সন্দর্ভ জানে অন্তরঙ্গ যেই । কৃষ্ণ  
 গৌর বর্ণে অবতীর্ণ হৈলা তেই ॥ ফান্তনের পৌর্ণ  
 মাসীতিথি করি ধন্য । নবগ্রহ সুপ্রসন্ন ছাড়িয়া  
 বৈশাখ ॥ বিক্রমাদিত্য শাকে চৌদ্দ শত সাত ।  
 তাতে শচী গৃহে গৌর হইলা সাক্ষাৎ ॥ সিংহরাশি  
 চন্দ্র উপরাগ সেই কালে । ত্রিভুবনে লোক হরি হরি  
 ধ্বনি বলে ॥ উপরাগ ছলে হরি ধ্বনি আগে করি । অব-  
 তীর্ণ হৈলা নবদ্বীপে গৌর হরি ॥ অধর্ম্ম কহেন এহ  
 ভ্রম সে তোমার । লোকে হরি বলে তাহে কি সিদ্ধ  
 অবতার ॥ সহজেই লোকে হরি বলে রাহু দেখি ।  
 ইহাতে কি দ্বিজ শিশু কৃষ্ণ বলি লিখি ॥ জন্ম কক্ষ

তাহার হরি ধনি গ্রহ লক্ষ । কাকতালীর ন্যায় তুমি  
 করহ প্রতাপ ॥ উড়িয়ায় কাক বৃক্ষ হৈতে তাল পড়ে ।  
 সে তাল আঘাতে যদি কাক পক্ষ মরে ॥ তালের কি  
 পুরুষার্থ তাহাতে গণন । তেমতি আপনি হরি  
 ধনি সৎঘটন ॥ শুনহ তোমার মহা প্রতাপ তা হয় ।  
 মহা মহা দিগ্বিজয়ী কতক সহায় ॥ অতি উচ্চ  
 তোমার সে চির বদ্ধ মূল । যার ভয়ে ত্রিভুবন হইল  
 ব্যাদল ॥ দ্বিজ বংশ কড়ম্ব সেনদীয়া জনম । তারে  
 কর ভয় এ তোমার অতি ভয় ॥ কলি কহে যথার্থ  
 শুনহ মোর ঠাঞি । ছোট বড় ভাব এই ঈশ্বরেতে  
 নাঞি ॥ স্বঅংশে প্রকাশ হন যাঁহার। যাঁহার। ॥ কাল  
 দেশ বয়েস্র অপেক্ষা নাহি তাঁরা ॥ প্রাতঃকালে সূর্য্য  
 উঠে বাল সূর্য্য বলি । জাতমাত্র অন্ধকার নাশয়ে  
 সকলি ॥ তেমতি শ্রীগৌর চন্দ্র শিশু রূপ লীলা । তাহা-  
 তেই আমারে প্রভাব হীন কৈলা ॥ হেন না করিহ  
 মনে নিঃসহায় ইনি । এই গৌরচন্দ্র অবতার রত্ন  
 থনি ॥ নিজ জন্ম পূর্বে যত পার্শ্বদ নিচয় । তাঁ সত্তার  
 পৃথিবীতে করাইয়া উদয় ॥ এই যে দেখিতেছ শ্রীল  
 অদ্বৈতাচার্য্য । সাক্ষাৎ শঙ্কর ইহঁো জ্ঞাত সর্ব  
 কার্য্য ॥ এই নিত্যানন্দ চন্দ্র অবধূত বেশ । সঙ্কষণ  
 ইহঁোয়ার অংশ হন শেষ ॥ আর এই দেখ যে পণ্ডিত  
 শ্রীনিবাস । নিশ্চয় জানিহ শ্রীল নারদ প্রকাশ ॥  
 শ্রীকান্ত শ্রীপতি রাম তিন সহোদর । বাল্য কাল  
 হৈতে তাঁরা নিত্য সহচর ॥ শ্রীআচার্য্যরত্ন হরি-  
 দাস শ্রীমুরারি । গঙ্গাদাস গদাধর পণ্ডিতাদিকরি ॥

বিদ্যানিধি বাসুদেব আচার্য মুহুন্দ । বক্রেশ্বর  
দামোদর শ্রীজগদানন্দ ॥ শ্রীনৃসিংহ শুক্লাশ্বর আদি  
ভক্তগণ । বাল্য হৈতে বন্ধু নবদ্বীপ বাসীহন ॥ নানা  
ভাব বিলাসের রসজ্ঞ প্রেম স্থান । সতেই আইলা  
জগৎ করিতে পরিভ্রাণ ॥ এই সব ভক্ত শ্রীল গৌরাঙ্গ  
সহায় । যা সভার দর্শনে জীব প্রেম রত্ন পায় ॥  
অধ্যক্ষ কহেন হউ পার্শ্বদ নিচয় । এহ যে ঈশ্বর তাহা  
কি রূপ নিগয় ॥ কলিরাজ কহে সর্ব জনান্তঃকরণ ।  
আকর্ষণে ঈশ্বরের বিশেষ লক্ষণ ॥ আপনে আনন্দ-  
ময় সর্ব লোকে ততি । আনন্দিত করে যেই ঈশ্বর  
শক্তি ॥ ধনবন্ত জন যেন নিদ্রান জনেরে । নিজ ধনে  
ধনী করিবারে ত্ররে পারে ॥ ইহৌ যে ঈশ্বর তাহা  
ইহাতে জানিল । বাল্যেই সকল চিত্ত চমৎকার কৈল ॥  
বাল্যকালে শচী কোলে খেলে গৌরচন্দ্র । দেখিতে  
আইসে লোক পরম আনন্দ ॥ বাক্য সব কহে সর্ব  
শাস্ত্র সারোদ্ধার । ধৈর্য্য গান্ধীযোতে সর্ব লোকে  
চমৎকার ॥ আকৃতি প্রকৃতি মুখ মধুর বিদ্বান ।  
ইত্যাদি অগণ্য গুণ গণ অধিষ্ঠান ॥ যে দেখে সে নেত্র  
মনঃ নারে ফিরাইতে । সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি হয় সর্ব  
চিত্তে ॥ শিশুরূপে হেন গুণে গুণী যিহোইন । তাহারে  
ঈশ্বর না বলিব কোন জন ॥ অধ্যক্ষ কহেন তুমি চঞ্চল  
নহিও । প্রকৃষ্ট যে কোন জীব বলি তারে কহিও ॥ যার  
কিছু গুণ দেখে সে যদি ঈশ্বর । তবে এই পৃথিবীতে  
ঈশ্বর বিস্তর ॥ কলি কহে না বুঝিয়া এমত না কহ ।  
শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকে বুঝি মনঃ দেহ । বিভূতি সম্পত্তি



তেজঃ থাকে যে জনার । কৃষ্ণবাক্যে তারে জ্ঞান অংশ  
অবতার ॥ উদ্ধব অজ্ঞ নৈরে কৃষ্ণ কহিল। স্থানে স্থানে ।  
বিভূত্যাদি যুক্তে মোর অংশ জ্ঞান মনে ॥

তথাহি

যদ্যদ্বিভূতি মৎসত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিত মেববা ।

তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মমতেজোহংশ সম্ভবং ॥

পয়ার ॥ সেইমত অনন্ত গুণ গণ অধিষ্ঠান । তাতে  
জামি গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভগবান ॥ আমরাহ ভগবত্বে  
হৈয়াছি প্রমাণ । জীব হৈতে মোর নহে ভয়ের  
উত্থান ॥ অধম্য কহেন কিছু তটস্থ হইয়া । বিবাহ  
করিল তিহ শুনিঞাছি ইহা । মনুষ্যের কন্যা যিহো  
বিবাহ করিল । বল দেখি সে কেমনে ঈশ্বর হইল ॥  
কলি কহে বিবাহ করিল সত্য হয় । তাঁর প্রিয়া মনু-  
ষ্যের কন্যা কভুনয় ॥ জগতে যখন হয় ঈশ্বরাবতার ।  
তাঁর শক্তি লক্ষী আইসে উদ্দেশে তাঁহার ॥ ঈশ্বর  
যেমন নর লক্ষী তেন নারী । তাঁরে বিবাহ কৈল তাহে  
কোন দোষ ধরি ॥ শাস্ত্রেতে কহেন দেব রূপে দেবী  
রমা । মনুষ্যত্বে মানুষী হয়েন অনুত্তমা ॥ সেই লক্ষী  
অঙ্গী করি তবে কথোদিনে । অন্তর্দ্বান করাইল কি  
ইচ্ছা কে জানে ॥ লক্ষী অন্তর্দ্বান কৈলে সনাতন কন্যা ।  
পৃথিবীর অংশ রূপে রূপে গুণে ধন্যা ॥ বিষ্ণু প্রিয়া  
তাঁরে বিবাহ কৈল ভগবান । নবীন যৌবন তাঁর হয়  
বিদ্যমান ॥ আপনেও যুবা তভু তাঁহারে ছাড়িয়া ।  
জীবেরে বৈরাগ্য ধর্ম শিক্ষার্থ লাগিয়া ॥ সন্ন্যাস  
করিয়া তীর্থ যাত্রা ব্যাজ করি ॥ জীব উদ্ধারিব কৃপা

করি গৌর হরি ॥ ইহঁর অগ্রজ ছিল বিশ্বকপ নাম ।  
 সঙ্কষণ কপ তিহঁ সর্ব গুণ ধাম ॥ বিবাহের যত্ন তাঁর  
 পিতা মাতা কৈলা । বিবাহ না করি তিহঁ সন্ন্যাসী  
 হইলা ॥ কথোদ্দিন তীর্থ ভ্রমিলেন পৃথিবীতে । আপ-  
 নার তেজঃরাশি ঈশ্বরপুরীতে ॥ অন্তর্জান কৈলা তিহঁ  
 কি ভাবি অন্তর । গৌর বিশ্বকপ দোহে মহা মহেশ্বর ॥  
 শুনিঞ অধম্য বলে শুন মহারাজ । গৌরহরি নাম  
 লৈয়া কিছু নাহি কায ॥ আমার কণ্ঠের হেতু ইহঁ  
 হৈতে বড় । অনানাহি এতদিনে জানিলা ঙ্গদূট ॥ মনো  
 গ্লানি অঙ্গ ভঞ্জে ইন্দিয় না চলে । স্মৃতি হানি ধৈর্য্য  
 হানি প্রাণ কেমন করে ॥ বল সখা কি উপায় করি যে  
 সৎপ্রতি । গৌরাঙ্গের নামে মোর সর্ব অর্থ ক্ষতি ॥  
 অধর্মের শত্রু কপ গৌরাঙ্গের নাম । জানিলাম সে  
 প্রসঙ্গে কিছু নাহি কাম ॥ কলিকহে তুমি যে জানিলে  
 সেহো ভাল । ভালরীতে জান গুণ গাই পুনঃতার ॥  
 ঈশ্বরের মনে তুমি আশ্পর্ক । যে কর । আর্ম নিষেধিলে  
 মোর বাক্য নাহি ধর ॥ গৌরাঙ্গের নাম গুণ তাঁর  
 লীলা কথা । ইহঁ বিনে অধর্মের কে করে অবস্থা ॥  
 অধম্য বলেন ভাল করিব উপায় । যে কপে গৌরাঙ্গ  
 চাঁদ পরাভব হয় ॥ মো সভার হইবেক পরম  
 কল্যাণ । কলিকহে বল কিবা করিবে বিধান ॥ অধম্য  
 বলেন আছে ছয় পাত্র বর । কামাদি তার কিছু নাহিক  
 দূস্কর ॥ যার বাহ বলে হৈতে এতিন ভুবন । এক  
 ছত্র হৈল প্রায় তোমার এখন ॥ দিগ্বিজয়ে তাহারা  
 গিয়াছে ছয় জন । প্রায় তারা জিনিলেক এতিন

ভুবন ॥ এক জনে এক দিগ বিজয় করিয়া । আইলা  
 সম্প্রতি তুমি মনে জান ইহা ॥ কাম কোথ লোভ  
 মোহ এমদ মৎসর । তুমি তা সভার রাজা তাহারা  
 কিঙ্কর ॥ এক কালে ছয় পাত্র দিয় পাঠাইয়া । গৌরা-  
 ঙ্গেরে যেন পরাভব করে গিয়া ॥ তা সভার পরাক্রম  
 কহিব তোমায় । জ্ঞানী যোগী ব্রহ্মচারী সভারে  
 ভুলায় ॥ পদ্মযোনি ব্রহ্মা যার বাহ বল হৈতে । কন্যা  
 উপগত হৈলা উনমত্ত চিতে ॥ শঙ্কর মোহিত হৈয়া  
 ভবানী ছাড়িয়া । মোহিনীর পাছু বুলিলাধাইয়া ॥  
 আর যে নৃপাদি জীব তারে কে গণয় । সহজেই তাহারা  
 স্ত্রীর ক্রীড়া মৃগ হয় ॥ ত্রিভুবন বিজয়ী যাহার খ্যাতি  
 ডাক । তার স্থানে গৌরাঙ্গাদি কোন বাবরাক ॥ সেই  
 কামাদি এখনি পাঠাব সাজাইয়া । স্ত্রীর বশ করি যেন  
 রাখে ভুলাইয়া ॥ কলি কহে সখা তুমি বড়ই অজ্ঞান ।  
 জীবাধমে ভগবানে করহ সমান ॥ এই গৌর চন্দ্র ধর্ম  
 মূর্ত্তি পত্নী গাত্ত্ব । অংশ ক্রমে অবতীর্ণ হৈয়াছিল  
 পূর্বে ॥ নর নারায়ণ নাম হৈয়া মূর্ত্তি হৈলা । বদরিকা-  
 শ্রম দোহে তপস্যাতে গেল ॥ তপস্বী দুই জন দেখি  
 ইন্দুপাইল ভয় । তপ করি মোর পাছে ইন্দুপদ লয় ॥  
 দুই জনার তপ ভঙ্গ হয় কোন মতে । এত ভাবি কামে  
 ডাকি আনিল সাক্ষাতে ॥ কামেরে পাঠাইলা ইন্দু  
 বদরিকাশ্রম । নর নারায়ণ তপ ভঙ্গের কারণ ॥  
 সঙ্গে দিল তার দিব্য অঙ্গুরার গণ । ভ্রমর কোকিল  
 আর দক্ষিণ পবন ॥ ইন্দু বাক্য নারায়ণ জিনিবার  
 তরে । বদরিকাশ্রম গেল । অতি অহঙ্কারে ॥ বসি-

যাচ্ছেন দুই প্রভু জগত জীবন । মন্দ মন্দ হাস্য শোভে  
 প্রফুল্ল বদন ॥ কাম যাই পঞ্চবাণ করিল সন্ধান ।  
 অঙ্গরা নাচয়ে ভৃঙ্গ কোকিলের গান ॥ তাহা দেখি  
 নারায়ণ হাসিতে লাগিল । সভারে আতিথ্য করি  
 কহিতে লাগিল ॥ আমার আশ্রয় ধন্য কর আজি  
 রহিয়া । দেবরাজ তো সভারে দিন পাঠাইয়া ॥ এত  
 বলি আপনার উরুদেশ হৈতে । বিস্তর অঙ্গরা  
 সৃষ্টি করিলা ভ্রূরিতে ॥ তা সভা সাক্ষাতে যত ইন্দুর  
 অঙ্গরা । বড়ই নিকৃষ্ট হৈল দাসী গণ পারা ॥ তাঁর  
 কি দিবেন মোহ আপনে মোহিত । অঙ্গরার সঙ্গে  
 কাম বড়ই লজ্জিত ॥ তবে নারায়ণ হাসি কহিল  
 কামেরে । এক অঙ্গরারে লৈয়া যাহ স্বর্গপুরে ॥  
 দেবরাজে দেহ লৈয়া এই আজ্ঞা পাঠিয়া । এক জনে  
 লৈল কাম ইন্দুর লাগিয়া ॥ উর্বশী হইল নাম  
 উরু জয় হৈতে । তারে লৈয়া কাম গেলা ইন্দুর  
 সাক্ষাতে ॥ আদ্যন্ত সকল কথা কহিল বিস্তারি ।  
 ইন্দুর বিদায় হৈল তাহা শ্রবণ করি ॥ স্বর্গের ভূষণ  
 রূপ উর্বশী হইয়া । ইন্দু স্থানে কাম আদি ফাঁফরে  
 পড়িয়া ॥ জগৎ মোহন হরি তাহারে মোহ দিতে ।  
 দেহধারী জীবে পারে ইহা কর চিভে ॥ তথাপিহ  
 আমি কহিয়াছি তা সভারে । গৌরাক্ষের নিজ বশ  
 করিবার তরে ॥ তারা বলে আমরা এখন না পারিব ।  
 যুবক হইলে কামে ভুলায়ে রাখিব ॥ সেহো অসম্ভাব্য  
 বলি মোর মনে লাগে । কামাদি কেবা হয় ক্ষুদ্র  
 গৌরাক্ষের আগে ॥ নবীন কিশোর যেই অসম্ভব হৈল ।

সেই লক্ষ্মী সম কান্তি রমণী ছাড়িল ॥ বিষ্ণু প্রিয়া  
 ছাড়ি গেলা গয়া করিবারে । জনকের পিণ্ড দিল  
 মনুষ্য আকারে ॥ দৈব বশে সেই কালে শ্রীঈশ্বরপুরী ।  
 গয়া গিয়াছিল। মহা ভক্তি অধিকারী ॥ শ্রীমাধবেন্দ্র  
 পুরী পরম মহান্ত । দশাঙ্কর মন্ত্র তাঁর উপাস্য একান্ত ॥  
 সেই মন্ত্র দিল। তঁহ ঈশ্বরপুরীরে । সেই মন্ত্র পাইয়া  
 প্রেম সমুদ্রে বিহরে ॥ শিক্ষা গুরু গৌর চন্দ্র তাঁরে গুরু  
 করি । পুরী স্থানে লৈলা সেই মন্ত্র দশাঙ্করী ॥ জিতে  
 ন্দ্রিয় শিরোমণি শ্রীগৌর সুন্দর । মন্ত্র লৈয়া আইলা  
 পুনঃ নদীয়া নগর ॥ গৃহে আসি নদীয়ার প্রিয় সৎপ্র-  
 দায় । শ্রীনিবাস হরি দাস শ্রীঅদ্বৈত রায় ॥ রায় আদি  
 সঙ্গে করি নিরবধি গান । নিত্য উচ্চ রোদনে পাষণ  
 গলি জান ॥ নৃত্য করে যবে কৃষ্ণ করি অনুনয় ।  
 দুনয়নে জল যেন গঙ্গা ধারাবয় ॥ তিন লোক ভাসাইল  
 আনন্দ সাগরে । লক্ষ্মী হেন রমণীরে দৃকপাত না  
 করে ॥ কাম কোন্ বরাকবা কি করিব তারে । সদা বিহ-  
 রেণ ভক্তি আনন্দ সাগরে ॥ অধম বলেন যদি কাম  
 তাঁরে নারে । ক্রোধ হাঁকি দিব তবে গৌরাঙ্গ উপরে ॥  
 শম দম নিয়ম ধারণা ধ্যান যোগ । করিল যতীন্দ্র  
 সব ছাড়ি নানা ভোগ ॥ নিষ্কাম হইয়া মহা তপস্য।  
 করিল । বার্তা অনুকূপ পরমেষ্টাদি মানিল ॥ কাম  
 আদি শত্রু যত তাঁরে করি জয় । ক্রোধ যুক্ত হৈয়া  
 তারা কলি বশ হয় ॥ সে ক্রোধ জিনিতে শক্তি কোন  
 জনা ধরে । সেই ক্রোধ পাঠাইব গৌরাঙ্গ উপরে ॥ কলি  
 কহে ক্রোধ কোন বরাক তাঁর আগে । তোমার বচন

মোর উপহাস লাগে ॥ মহাপাপী জীব যেই তার  
 দেহ হৈতে । কামক্রোধ আদি যায় গৌরাঙ্গ ইচ্ছাতে ॥  
 তাহা শুন কহি যেকরিল অনুভব । নবদ্বীপে থাকে  
 দুই অধম বাড়ব ॥ জগাই মাধাই নাম অতি পাপা-  
 চার । মনঃ দিয়া শুন দোষ কহিয়ে তাহার ॥ বিপ্র  
 জাতি নবদ্বীপে দুই সহোদর । ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম  
 বিধর্ম তৎপর । দস্যু বৃত্তি আরম্ভিল দুই সহোদর ॥  
 ডাকা চুরি বাটপাড়িকরে নিরন্তর ॥ মদ্যখায় মদ্যপের  
 সঙ্গে সদা থাকে । ব্রাহ্মণ গবাদিবধ করে লাথে ॥  
 ব্রাহ্মণ্যাদি পতিব্রতা জাতি ধ্বংস করে । নানাঙ্গ  
 ধরিয়া নিভয় হইয়া ফিরে ॥ জগাই মাধাই যেই দিগে  
 চলি যায় । সে দিগের লোক সব মহা ভয় পায় ॥  
 পঞ্চম মহাপাপে পরিপূর্ণ কলৈবর । অকর্ম্য কন্ঠ  
 অসদ্বাক্য নিরন্তর ॥ সকার বকার শব্দ করে সর্ব-  
 দায় । সঙ্ক্যা বন্দনাদি বেদ পাশ নাহি যায় । দুই জন  
 দেখি লোক করে হাহাকার । মরিলে নরক হৈতে  
 নহিব উদ্ধার ॥ এই রূপে নবদ্বীপে অমে দুই জন । দৈবে  
 এক দিন গৌরাঙ্গ সঙ্গে দরশন ॥ দোহা দেখি গৌর  
 চন্দ্রের করুণা জন্মিল । দোহাকার জন্ম কন্ঠ লোকে জিজ্ঞা-  
 সিল ॥ লোক কহিলেক পূর্ব সিদ্ধ সকল । শুনি করু-  
 ণাতে আঁখি করে চল চল ॥ এই দুই জনার আজি  
 উদ্ধার করিব । পতিত পাবন নাম তবে সে ধরিব ॥  
 এত ভাবি দুই জনে ডাকিল আপনি । নিকটে আনিয়া  
 কহে গৌর গুণমণি । যত যত পাপ কৈলে হৈয়া

সাবধান । সে সকল পাপ মোর হস্তে দেহ দান ॥  
 ইহা শুনি দুই জনে হৈল চমৎকার । স্থগিত হইয়া  
 মনে করেন বিচার ॥ কে বটে এবিপ্র কেনে মোর  
 পাপ চায় । নয়ত ভালই হয় দিব সর্বথায় ॥ এত ভাবি  
 বলে দিব পাতক সকল । দুই ভাই ইহা বলি হস্তে  
 নিল জল ॥ দিলাম বলিয়া পাপ দিল প্রভু হাতে ।  
 করুণায় প্রভু কৈল শুভ দৃষ্টি পাতে ॥ দোহার শরীর  
 হৈল পরম উজ্জ্বল । সর্বাঙ্গে উদয় কৈল পুলক মণ্ডল ॥  
 চারি পাঁচ অশুধার দুই চক্ষে বহে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া  
 গঙ্গাদ বাক্য কহে ॥ প্রভু আগে উচ্চৈঃস্বরে কান্দয়ে  
 প্রচুর । কাম ক্রোধ আদি দোষ সব গেল দূর ॥ মহা  
 ভাগবত দশা পাইল দুই জন । দেখি সব জনের  
 দুস্থিত হৈল মনঃ ॥ চিত্তাঙ্গিত হেন লোকে হৈল মত-  
 কার । গৌরচন্দ্র হেন পাপী করিল উদ্ধার ॥ হেন  
 পাপী যে উদ্ধারে সেইত ঈশ্বর । লোকে বলে গৌর-  
 চন্দ্র কভু নহে নর ॥ সর্ব পাপহর গৌর করুণা কটাক্ষ ।  
 দৃষ্টিপাত ক্ষয় মহাপাপ পঙ্কি পঙ্ক ॥ অন্যের  
 ক্রোধাদি যার দৃষ্টিপাতে যায় । ক্রোধ বশ করিব সে  
 কি বিচিত্র তায় ॥ হেন কালে নেপথ্যে আনন্দ কোলা-  
 হল । কলিরাজ কর্ণদিয়া শুনিল সকল ॥ কলি কহে  
 মথা তুমি কিছু কি শুনিলে । অতুল কোলাহল  
 জীবাস মণ্ডলে ॥ তেঞি অনুমান করি আজি এই ঠাঞি ।  
 করিব কি অপূর্ব লীলা চৈতন্য গোসাঞি ॥ পুনরার বেশ  
 স্থলে উল্লু উল্লুধনি । বিবিধ বাদ্য যোবাজে সুমধুর শুনি ॥  
 শুনি কলি ভাল কপে করিল নির্ণয় । অধমের প্রতি

তাহা ব্যক্ত করি কয় ॥ যে করিল অনুমান অন্যথা না  
হয় । মহা মহোৎসব আজি শ্রীবাস আনয় ॥ দেখ  
দেখি ভূমিসূর সুরনারী গণ । একত্র উলুলু দেয় উল্লা  
সিত মনঃ ॥ ভক্ত গণ মনঃ তোষে জয়ধ্বনি বোলে ।  
বাদিয়ে সকলে নানাবিধ বাদ্য করে ॥ বিশঙ্খল শঙ্খঘণ্টা  
বাজিছে রসাল । শবণে প্রবেশ যেন সুধারস ধার ॥  
এক কালে এতক মঞ্চল সমুদয় । অতএব কোন্  
মহোৎসব রসময় ॥ এ উৎসব আজি চল অবশ্য  
দেখিব । দেখিয়া নয়ন দুই সফল করিব ॥ এথা  
শ্রীনিবাস গৌরহরি পাঁঞা ঘরে । নিজ ভাতৃ গণে কহে  
আনন্দ অন্তরে ॥ শুন রাম অঘ্যের সামগ্রী তুমি  
কর । অষ্টোত্তর শত ঘট শ্রীপতি আহর ॥ শ্রীকান্ত  
কহগা তুমি বিপ্র নারী গণে । নবঘট গঙ্গাজল বহি  
যেন আনে ॥ কলি কহে জানিলাম পরম উল্লাস ।  
মহোদর মন্ডে কহিছেন শ্রীনিবাস ॥ আজি গৌরচন্দ্র  
ভক্ত ভাব পরিহরি । মহা মহেশ্বরাবেশে ঐশ্বর্য  
স্বীকরি । বিশ্বম্ভর দেব বসি প্রকট প্রভাব । অভিষেক  
করেন শ্রীবাস মহাভাগ ॥ অধর্ম বলেন যদি স্বয়ং  
ভগবান । আবেশ কেমন শুনি বিরুদ্ধ বন্ধান ॥ কলি  
কহে নিত্য যেন ঐশ্বর ঐশ্বর্য । তেমতি তাহার নিত্য  
আছেন মাধুর্য ॥ ঐশ্বর্য মাধুর্য দুই ঐশ্বর অধীন ।  
য়েমন কোতুক দেয়া দেন যেই দিন ॥ কখন লৌকিক  
লীলা কখন ঐশ্বর্য । তথাপি ঐশ্বর্য হৈতে মাধুর্য সে  
বর্ষ ॥ পুনঃ কলি শ্রীবাস মন্দির পানে চায় । দেখে  
বসিয়াছে বিশ্বম্ভর দেবরায় ॥ রবি করে মিশে হেম



শিথরে শিথর । ইলাবৃত বর্ষে যেন করেন ভাস্কর ॥  
 এমনি শ্রীবিষ্মকর অঙ্গের কিরণে । বলমলি উঠিয়াছে  
 শ্রীবাস ভবনে ॥ বন্দ বন্দ আনন্দ নিস্পন্দ গৌর  
 চন্দ । ঐশ্বর্য্য আবেশ অতি উন্মত্তের বন্দ ॥ বিজুরীর  
 পুঞ্জ যেন শীঘ্র গতি যায় । আকস্মিক তৈছে লক্ষ দিয়া  
 গৌররায় ॥ ঈশ্বরের মন্দিরে উঠিয়া দেখি তায় ।  
 শালগ্রাম গোপালাদি মূর্তি সমুদায় ॥ পালঙ্ক হইতে  
 সব পেলি এক পাশে । আপনে পালঙ্কে বৈসে ঈশ্বর  
 আবেশে ॥ তা দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দ অন্তর । আন  
 ন্দাশুপুলক পূর্ণিত কলেবর ॥ পরম সন্তোষে সন্তোষে চতু-  
 দ্বিগে ধায় । পূর্বোদ্ভিষ্টে পূজার সামগ্রী লৈয়া যায় ॥  
 পূজার সামগ্রী ঘরে লৈয়া যায় সব । ইন্দিয়ের অনন্ত  
 পাটব হৈল তবে ॥ বিষয় বাসনা হীন বৈষ্ণব সকল ।  
 গৌরচন্দ্র বলিতে নয়নে বহে জল ॥ গৌরান্বিত চারি  
 দিগে বেড়িল আসিয়া । জয় জয় ধ্বনি করে প্রেমা-  
 বিষ্ণু হৈয়া ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত বলে শুনহ রামাঞি ।  
 গঙ্গাজল সুগন্ধি করহ তুমি যাই ॥ অভিষেক সামগ্রী  
 মুগ্ধন্দ তুমি কর । বস্ত্র মালা ভূষাদি আনহ গদাধর ॥  
 খড়্গ উপরে বসিয়াছে গৌরহরি । আপনে গৌরান্ব  
 অভিষেক আমি করি ॥ কলি কহে দেখ সখা পরম  
 আনন্দ । মুগ্ধন্দ ঘট হাতে বিপ্র নারী বন্দ ॥ কেহ  
 ফিরি আইসে ঘরে কেহ যায় তীরে । গঙ্গাজল বহে  
 সন্তোষ আনন্দ অন্তরে ॥ গৌরান্বিত কথা পথে চলে কয়  
 কয় । কহিতে আনন্দ ধরা বহে নেত্রবাইয়া ॥ খসিয়া  
 পড়য়ে কেশ তাহা না সম্বরে । কপোলে রোমাঞ্চ গায়

কম্প ভাব ভরে ॥ কি অদ্ভুত স্ত্রী পুরুষ মতে হরষিত ।  
 কেহ স্তব পড়ে কেহ কেহ গায় গীত ॥ অধ্যক্ষ বলেন  
 মথা আর চিন্তা নাঞি । কামে উন্মত্ত জন লৈয়া  
 যাইছে বাই ॥ অদ্ভুত না বল এই সাজিল অনঙ্গ ।  
 গৌরাঙ্গে জিনিব তুমি রমণ্য দেখ রঙ্গ ॥ যেখানে  
 যেখানে মৃগলোচনার ক্রম । সেখানে সেখানে হয়  
 মদন বিক্রম ॥ আপনার বৃদ্ধিকারি সেনাগণ বিনে ।  
 সেনাপতি যুদ্ধে নাহি চলেন কোন খানে ॥ উন্মত্ত  
 করেছে নব যুবতী সকল । পঞ্চবাণ লৈয়া যাইছে কাম  
 মহাবল ॥ যুবতী যুবক পুতি সেবা আদি যেই । নিশ্চয়  
 জানিহ মদনের হেতু সেই ॥ কলি কহে যুবতী যুবকে  
 কিবা করে । রতি লুপ্ত মনঃ হয় তবে ক্ষোভ ধরে ॥  
 সেনাহিনে অপরাধ না করে আকার । ঈশ্বরের সেবাতে  
 সভার অধিকার ॥ ওথা পুরুষোত্তম মস্ত্র পড়ে ভক্ত  
 গণ । গৌরাঙ্গ মস্তকে জল দেয় হৃৎমনঃ ॥ জল ঢালে  
 মস্তকে চৌদিগে ধারাবয় । কি অপূৰ্ব শোভা সেই  
 তাহা কে বর্ণয় ॥ স্বর্গগঙ্গা যৈছে ব্রহ্ম কমণ্ডলু হৈতে ।  
 পড়িল সুবর্ণ ময় সূমেরু পর্বতে ॥ চতুর্দিগে চতুর্দ্বারা  
 পড়িল যেমন । গৌর অঙ্গে জলধারা বহিছে তেমন ॥  
 অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজল শিরে । ক্রীবাস ঢালিয়া  
 দিলা আনন্দ অন্তরে ॥ সর্বাঙ্গের জল মুছি উত্তমবসন ।  
 পরাইয়া নানা গন্ধ করিল লেপন ॥ সর অঙ্গ সাজাইল  
 রত্ন অলঙ্কারে । কেহ দুই চরণ ধৌত করেন সত্বরে ॥  
 দিব্য কলধৌত যেন জলন শোধিত । এছে গৌর  
 চন্দ্র অঙ্গ হইল শোভিত ॥ পরম ঐশ্বর্য প্রকাশিলা

গৌরচন্দ্র । অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সর্ব ভক্ত রন্দ ॥  
 শ্রীচরণ পঙ্কজ সভার শিরে দিল । অদ্বৈতাদি নানা  
 উপায়ন সমর্পিল ॥ কেহ স্বর্ণ কেহ বস্ত্র কেহ নীল-  
 বর্ণি । সব করে ভক্ত গণ করি জয় ধনি ॥ অধম্য  
 বলেন মথা লোভ কে ডাকিয়া । গৌরাঙ্গকে ভুলা-  
 ইতে দেহ পাঠাইয়া ॥ ধৈর্য্য ধ্বংস করে মুখ্য সুখো-  
 দ্দেশি হয় । লজ্জা দূর করে কাহো হৈতে নহে জয় ॥  
 অন্যের কা কথা বিষ্ণু সমুদ্র মথনে । লক্ষ্মী কৌস্তভেতে  
 লোভী হইলা আপনে ॥ কলি কহে এহো নহে তেমন  
 বন্ধান । না কহে না শুনে কিছু না মিলে নয়ান ॥ নিজা-  
 নন্দে স্তিমিত হইয়া মাত্র আছে । ক্ষণে ক্ষণে মহাতেজঃ  
 শ্রীমুখে উঠিছে ॥ অধম্য বলেন মথা মদের এই রীতি ।  
 কারে না অজ্ঞান করে মদের চরিত ॥ অমূকের মুক  
 করে অনঙ্ককে অঙ্ক । অবধিরে করি রাথে বধিরের  
 বন্ধ ॥ সুমনাকে বিমনা করিয়া মদে রাখে । মদে  
 মত্ত গৌর আছে কহিল তোমাকে ॥ আর কিছু চিন্তা  
 নাঞি এক অবসরে । কাম ক্রোধ আদি তারা যাব  
 ধীরে ধীরে ॥ তুয়া পায়ৈ গুপ্তে গৌরে আছেছন  
 মাৎস্য ॥ মাৎস্যের কার্য্য সব পরম আশ্চর্য্য ॥  
 অন্যের উৎকর্ষ সেই সহিতে না দেন । মনেতে কাপট্য  
 কৌর্য্য মালিন্য করেন ॥ যাতে থাকে যার অঙ্গ দগধে  
 সকল । বৃক্ষ যেন দহেন কোটরহ অনল ॥ যার মনে  
 মাৎস্য সে করেন বিশ্বাস । লোকে খ্যাত হয় তার  
 খল বলি নাম ॥ যুগরাজ মনে তথা কহিছে অধম্য ।  
 এথা শ্রীমিবাস অদ্বৈতেরে কহে মম্য ॥ একাসনে

বসিয়া গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। ক্ষণ প্রায় বসিয়াছে আঠার  
 প্রহর ॥ সে আনন্দময় দেবে মোরা ক্ষুদ্র জন।  
 কিবা উপহার দিয়া করিব পূজন ॥ অতএব আমরা  
 করিয়া সমবায়। স্তব করি যেন প্রভুর বাহু হয় ॥  
 যদ্যপিহ স্বতন্ত্র পরমানন্দ হন। তথাপি বাৎসল্য  
 রাখে ভক্তের বচন ॥ কলি কহে সখা তুমি শুনিলে  
 শুনিলে। কেবল ঐশ্বর্য্য ভক্ত সহিতে না পারে ॥  
 অধ্যক্ষ কহেন সখা সকল শুনিলু। অন্তবর্তী মোহ  
 মদ তাহো সে জানিলু ॥ সহজ আনন্দ যদি হয়  
 বিশ্বস্তরে। তবে সে আনন্দ ত্যাগ করিতে না পারে ॥  
 অতএব মদে কঁরে কপট করিয়া। বিশ্বে তৃণ জ্ঞান  
 করি আছেন বসিয়া ॥ নিজ জনে যদি তার মোহ  
 নাহি থাকে। তবে কেনে যত্ন করি ভক্তগণ রাখে ॥  
 কলি কহে ভকত বাৎসল্য এই গুণে। ভক্তের বচন  
 প্রভু সর্বকাল শুনে ॥ অধ্যক্ষ বলেন যদি ক্ষুদ্র জন  
 হয়। তবে তারে লোক সম্ভে মোহ বলি কয় ॥ মহ-  
 জ্ঞান হৈলে বাৎসল্য বলে তারে। তোমা সকলের  
 বাক্য বুঝিতে দুস্করে ॥ কলি কহে বড় অজ্ঞ জানিল  
 তোমারে। জীবের বিচার তুমি ঘটাহ ঈশ্বরে ॥  
 ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্র বিচার সে জীব গত হয়। ঈশ্বর সে এক  
 কপ পরানন্দময় ॥ পুনরায় দেখে কলি শ্রীবাস  
 মন্দিরে। এক কালে অদ্বৈতাদি প্রণিপাত করে ॥  
 চারি ভাই শ্রীনিরাম তার বধূগণ। দণ্ডবৎ প্রণাম  
 করিছে সর্ব জন ॥ অতএব জানিল গৌরাঙ্গ ভগবান।  
 নিজানন্দ তত্ত্বা ছাড়ি মিলিলা নয়ান। দেখ দেখ

কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ ইশ্বর । ভক্ত গণে কহে মেঘ  
 গভীর সুস্বর ॥ শ্রীপদ পঙ্কজ শিরে করিয়া অর্পণ ।  
 আমাতে থাকুক চিত্ত বলিছে বচন । অক্ষ কম্প পুলক  
 পূর্ণিত ভক্তগণ ॥ উল্লাস কৌতুক রসে করেন সীৎ  
 কার । পরানন্দ তত্ত্বা পাইল ভক্ত পরিবার ॥ এই দিগে  
 সভাই আসিব অতঃপর । আমরাহ চিন্তহ পলাব  
 স্থানান্তর ॥ অধর্ম্ম বলেন আগে চিন্ত মোর স্থান ।  
 কলি কহে চিন্তিয়াছি কহি বিদ্যমান ॥ বিদ্যা শীল  
 তপ স্নানোন্নম আদিত । শান্ত দান্ত একান্ত যদ্যপি  
 গুণাবৃত ॥ হেন জন হৈয়া যদি গৌরাঙ্গ চরিত ॥  
 নিন্দা করে তবে সেই অধর্ম্ম নিশ্চিত ॥ সে সব  
 লোকেকেতে তুমি বাস কর সুখে । তুষা পত্নীমৃষা বহু  
 বহিমুখ মুখে ॥ তোমার অনুজ দম্ভ তার স্থান হন ।  
 শুষ্ক কর্ম্ম কুশল কেবল যে যে জন ॥ স্ত্রী পুত্র সহিত  
 তিন স্থানে থাক গিয়া । খেদ নাকরিহ মনে আনন্দ  
 পাইয়া ॥ অধর্ম্ম বলেন যেই রুচিল তোমাতে ।  
 কলি আর অধর্ম্ম গেলেন স্থানান্তরে ॥ নাটক  
 শাস্ত্রের এই বিক্ষম্বক হয় । প্রেমদাস বলে এ প্রসঙ্গ  
 সুখময় ॥ ১ ॥ \* ॥—

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে

কলি অধর্ম্ম প্রণোত্তরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্নয়ং ভগবান

সিদ্ধান্ত সংস্থাপন কথনং নাম

প্রথম অঙ্কঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশচী নন্দন প্রভু ।

ভাগস্কুরু ।

প্রথম অঙ্ক আনুপূর্ব্বিক ।

ত্রিপদী ।

ঈশ্বর পালঙ্কোপর, বসিরাছে বিশ্বম্ভর;  
বস্ত্র ভূষা পূজ্য কলেবর ।  
আনন্দ সে নিদ্রা হৈতে, জাগি বসি হর্ষচিত্তে;  
ভক্ত প্রতি করুণ অন্তর ॥  
অদ্বৈতাদি ভক্ত গণ, দূরে করে সংকীর্ণন;  
অশ্রু কম্প পুলক ভূষিত ।  
আনন্দে গৌরাঙ্গ হরি, কহিছেন কৃপা করি;  
হের আইস বলি যে অদ্বৈত ॥  
প্রেমামৃত বন্যা দিয়া; আমারে ভাসাইয়া লৈয়া;  
গোলোক হইতে পৃথিবীতে ।  
আনিলে লোকের তরে, প্রেমভক্তি বিলাবারে;  
সে বন্যা নাপারি নিবারিতে ॥  
অদ্বৈত অঞ্জলি বন্দে; মুক্তি ক্ষুদ্র বলি কান্দে;  
কি শক্তি তোমারে আনিবারে ।  
লোক অনুগ্রহ লীলা, তোমার চিত্তেতে হৈলা;  
তৈত্ত্ব অবতীর্ণ কলিকালে ॥  
ভাগবতে ঈশী সতী, কহিল তোমার প্রতি;  
শুন নাথ কমললোচন ।  
পরম হৃদয় মুনিগণ, জ্ঞান মাগে দৃঢ় মন;  
ভক্তিরস না জানে কখন ॥

ভক্তি রস শিখাইয়া, তা সভারে দ্রবাইয়া;  
আইলা কৃতার্থ করিবারে ।

এমত ইশ্বর তুমি, মূঢ় নারী জাতি আমি;  
কি করিয়া জানিব তোমাতে ॥

তথাহি প্রথমে ।

তথা পরম হংসানাং মুনীনাং মলান্ননাং ।

ভক্তিমোগবিধানার্থং কথং পশ্যে মহিঞ্জয়ঃ ॥

মুনি মুনঃ রসযুত, করিবারে নন্দসুত;  
করিলেন তিন স্থানে লীলা ।

গোজল মথুরা আর, দ্বারাবতী পরিবার;  
শুনি মুনি চিত্ত ভুলি গেল ।

সে লীলা শ্রবণ গান, সুখে ছাড়ি যোগ জ্ঞান;  
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পাইলা মুখ ।

সেই সেই লীলা কথা, গাই বলে যথা তথা;  
ভক্তি রমে হইলা উন্মুখ ॥

তার মধ্যে বৃন্দাবন, লীলা অতি রম্য হন;  
উদ্ধব কহিল তত্ৰ সব ।

ভগবানে গোপী গণ, কৈল ভক্তি প্রবর্তন;  
যেই ভক্তি মূনির দুর্লভ ॥

মুক্তি মহানন্দময়, নিজ শক্তি গোপী হয়;  
তার সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব যেই ।

প্রবর্ত করিল ব্রজে, এত দিন ব্রজ মাঝে;  
আছিল পরম তত্ৰ সেই ॥

সর্ব পুরুষার্থ আর, ব্যর্থ করে কথা যার;  
সে রস করিতে আশ্বাদন ।

পৌরবর্ণ দেহ ধরি, শচী গৃহে অবতরি;

সদায় আশ্বাদ সেই ধন ॥

গণ্ডুষ করিয়া যেন, সুধা সার পিতেছেন;

রন্ধু দিয়া পড়ে তার কণা ।

আমরাহ ভাগ্য বশে, পায়্যা প্রেম কণা রসে

কৃতকৃত্য করিব আপনা ॥

এত বলি মহানন্দে, অদ্বৈত ফুকরি কান্দে;

প্রভু তাঁরে করিল আশ্বাস ।

প্রেমদাস দীন কয়, চাহিতে করুণাময়;

সম্মুখে দেখিল শ্রীনিবাস ॥

পয়ার । শ্রীচৈতন্য ভগবান ঈশ্বর আবেশে ।

পুনর্বার হাসি কহে পণ্ডিত শ্রীবাসে ॥ অএ শ্রীবাস

কিছু স্মৃতি কর তুমি । বাহির হৈত তোমার প্রাণ

রাখিল যে আমি ॥ চাপড় মারিয়া তোরে কৈলু

সাবধান । স্মৃতি হৈল শ্রীনিবাস বলে বিদ্যমান ॥

স্মৃত্যু হৈতে আমারে রাখিল কোন্ জন । এই মোর

চিন্তে প্রভু আছয়ে স্মরণ ॥ শুনিয়া বিস্ময় সন্তে

হৈলা চমৎকার । প্রভু কহে মূল হৈতে কহত

বিস্তার ॥ সে প্রসঙ্গ শুনেন সকল ভক্তগণ । প্রভুর

আজ্ঞায় শ্রীনিবাস কথা কন ॥ যখন না ছিল প্রভু তুমি ।

অবতার । তখন আমার ছিল বড় দুরাচার ॥ এ

ষোড়শ পর্য্যন্ত বৎসর হৈল বয় । মত্ত হঞা আমি

আমি চিত্ত স্থির নয় ॥ দ্বিজ গুরুজনে কতু না করি

বন্দন । কাঁঠ হেন কঠোর নিদ্রায় মোর মনঃ ॥ কলহ

করিয়া আমি আমি যথা তথা । সদাই অস্থির বুদ্ধি



সদাই জকথা ॥ স্বপ্নেহো কখন কৃষ্ণ শ্রবণ কীৰ্ত্তন ।  
 না করিলু লোকে বলে এবড় দুজ্জন ॥ এক দিন অচে-  
 তন হৈয়া নিদ্রা যাই । পূর্ব জন্ম পুণ্যফল ধরিল  
 তথাই ॥ সকলুগ কোন মহাপুরুষ আগিয়া । স্বপ্ন  
 হেন আমারে কহিল ডাক দিয়া ॥ অএ অএ নিন্দিত  
 ব্রাহ্মণ দুরাচার । কেবা তোরে কহে উপদেশ বাক্য  
 সার । তভু কহি তোরে দেখি সাদ্র চিত্ত মোর ।  
 অতঃপর বর্ষ মাত্র পরমায়ু তোর ॥ অতঃপর কৃষ্ণ  
 ভজ সাবধান হৈয়া । বৃথা আয়ু ক্ষয় না করিহ মদ  
 পাইয়া ॥ এত বলি সেই পুরুষ করিল গমন । জাগিয়া  
 আমার হৈল সুদুস্থিত মনঃ । প্রাতঃকাল হৈতে সেই  
 উপদেশ কথা । সর্ব শ্রেষ্ঠ করি মনে জানিল সর্বথা ॥  
 অঙ্গ আয়ু জানি অতি বিমনা হইনু । পূর্বের চাপল্য  
 যত সব তেয়াগিনু ॥ দুঃখিত হইয়া সে দিন কৈল  
 উপবাস । সেই উপদেশামৃত করিলু আশ্বাস ॥  
 পুরুষের নিঃশ্রেয় সে কি করিলে হয় । ভাবিতে  
 ভাবিতে হৈল ভাগ্যের উদয় ॥ নারদীয় পুরাণে  
 পাইল এই শ্লোক । তাহা পাঞ সুখী হৈলু গেল দুস্ব  
 শোক ॥ হরি নাম হরি নাম হরি নাম সার । অন্যথা  
 কলিতে গতি নাঞি নাঞি আর ॥

তথাহি

হরৈর্গাম হরৈর্গাম হরৈর্গামৈব কেবলং ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

পয়ার ॥ দনুজ দমন কৃষ্ণ উপদেশ করি । এই  
 শ্লোকে জানিলাম মনেতে বিচারি ॥ সর্ব ধর্ম ছাড়ি

নিল নামের শরণ । হরে কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বলি  
 অনুক্ষণ ॥ নাম রসে মত্ত আমি পাসরিলু ঘর ।  
 লোকে দেখি পরিহাস করয়ে বিস্তর ॥ না শুনি  
 লোকের বাক্য শান্ত মনঃ হৈয়া । অন্য বস্তি ছাড়ি বুলি  
 কৃষ্ণ নাম গায় ॥ দিন গণি মাস গণি হৈয়া অপ্রমাদ ।  
 নিকট হইল মৃত্যু অন্তর বিষাদ ॥ এই মত বর্ষ গেল  
 মৃত্যু যে আইল । সেই দিন আমি মনে বিচার করিল ॥  
 দেবানন্দ পণ্ডিত পরম বন্ধু জন । নিজ গৃহে ভাগবত  
 করায় অধ্যাপন ॥ আজি মৃত্যু দিন মোর অবশ্য  
 মরিব । মৃত্যু দিনে ভাগবত শ্রবণ করিব ॥ এত ভাবি  
 গেলু দেবানন্দের ভবনে । প্রহ্লাদ চরিত্র কথা হৈল সেই  
 দিনে ॥ প্রহ্লাদ চরিতামৃত শুনিতো শুনিতো । মৃত্যুর  
 সঙ্কট আমি হৈলু আচম্বিতে ॥ আনন্দে আছিলা  
 কথা শুনিলার তরে । জ্ঞান নাহি চলিয়া পড়িলু সে  
 চক্রে ॥ হেন কালে কেহ এক অপূর্ব শরীর ॥  
 প্রাণ যে আমার হৈয়া গিয়াছিল বাহির ॥ পুনঃ তাহা  
 আনি পরমায়ু সঞ্চারিয়া । জীয়াইয়া গেলা মোর  
 মনে পড়ে ইহা ॥ জ্ঞান প্রাণ পাইয়ে পুনঃ উঠিল  
 বসিয়া । সব লোক ঘরে তবে আনিল উঠাইয়া ॥ এত  
 শুনি ভক্ত গণে হৈল চমৎকার । গৌর ভগবান তাঁরে  
 কহে পুনর্বার ॥ রাত্রি মধ্যে আমি তোরে স্বপ্ন দেখা-  
 ইলু । জীউ দান দিয়া তোরে পুনঃ বাঁচাইলু ॥ ইহা শুনি  
 সর্ব গণে হইলা বিস্ময় । হাসি হাসি ভগবান পুনঃ  
 তাঁরে কয় ॥ স্পর্শমণিস্পর্শে যেন লৌহ সোনা হৈল ।  
 ঐছে তুয়া সেই দেহ এমন হইল ॥ তোমাতে নারদ

কর নিবেদন কৈল ॥ নিজ অপরাধ হৈতে মনঃ দুঃখে  
 মরে । দোঁহারে প্রসন্ন হও নিবেদি তোমারে ॥  
 দুর্ভাসনা কপ সব তাপ বিষ হরে । ভব তাপ তাপি-  
 তেরে শীতল যে করে ॥ কৃপা মকরন্দ বৃষ্টি করে  
 অনুক্ষণ । নিজগণে পদ্ম গণে করেন গঞ্জন ॥ হেন  
 শ্রীচরণ আতপত্র দেহ শিরে । প্রসাদ করহ দুইজন  
 দুস্থিতেরে ॥ ইহা বলি মরারি মুগ্ধন্দ ধরি লৈয়া ।  
 অদ্বৈত প্রভুর পদে দিল পৈলাইয়া ॥ শ্রীচরণ দিল  
 প্রভু দোঁহার মস্তকে । অনুগ্রহ বাক্য প্রভু কহেন  
 কৌতুকে ॥ যশোদা নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । জ্ঞানী  
 যোগী বিষয়ী সুখেতে নাহি পান । পরানন্দ ভক্তি  
 হৈতে সুখে কৃষ্ণ পায় । ইহা বলি কৃপা পূর্ব কহে  
 গৌররায় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ।

নায়াং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা সুতঃ ।

জ্ঞানিনাং চাত্মভতানাং যথা ভক্তি মতামিহ ॥

অতঃপর বিজাতীয় বাসনা না কর । দট করি কৃষ্ণ  
 পাদ পদ্মে মনঃ ধর ॥ দণ্ডবৎ হৈয়া দোঁহে হস্ত ঘোড়  
 করি । ষষ্ঠক্ষক বৃত্ত বাক্য কহেন উচ্চারি ॥ শুন হরি  
 তুয়া পদ দাস অনুদাস । পুনঃ পুনঃ হই যাতে অথগু  
 উল্লাস ॥ তুমি প্রাণ নাথ সে তোমার গুণ গণ । মনে  
 মরি বাক্যে তাই কহি অনুক্ষণ ॥

তথাহি

অহংহরে তব পাদৈকমূল, দাসানুদাসৌ ভবিতাম্মিভূয়ঃ ।

মনঃ মরেতাসুপতে গুণানাং; গুণীতবাক্ কৰ্ম করোন্তু কারঃ ॥

পয়ার ॥ ইহা পটিকর যুড়ি কান্দে দাণ্ডাইয়া ।  
 তথাস্ত তথাস্ত প্রভু বলেন হাসিয়া ॥ শুক্লাধর ব্রহ্ম-  
 চারী নবদ্বীপে ঘর । তিহ দাঁড়াইয়া পুনঃ প্রভুর  
 গোচর ॥ তিহ কহে শুদ্ধ ভক্তি করি অনাদর ।  
 কঠোর তপস্যা আমি করিল বিস্তর ॥ বহু তীর্থ  
 পর্যটন বিস্তর করিল । তথাপি আমার চিত্ত প্রসন্ন  
 নহিল ॥ অতএব আবিষ্কার স্বপ্রভাব দাস্য । প্রসীদ  
 কৃপাতে কর কৰুণা কটাক্ষ ॥ ইহা বলি শঙ্কা ভয় সকল  
 ছাড়িয়া । প্রভুর চরণ পদে শির দিল লৈয়া ॥ মস্তকে  
 প্রভুর পদ স্পর্শ যেই কৈল । অশ্রু কম্প পুলক পণিত  
 সেই হৈল ॥ গদাধর কণমূলে কহে শ্রীনিবাস । দেখ  
 দেখ গদাধর প্রভুর প্রকাশ ॥ এবিপ্র তপস্যা হৈতে  
 দাস্তিক প্রবীণ । বজ্র অগ্র ভাগ হৈতে হৃদয় কঠিন ॥  
 গৌর পদ স্পর্শ মাত্র দ্রবীভূত হৈয়া । রোমমাগে চক্ষু-  
 মাগে যায় যেন বয়্য ॥ অতঃপর আমরা এমত যুক্তি  
 কর । শচী ঠাকুরাণী ডাকি আনহ সত্ত্বর ॥ সৎকীৰ্ত্তন  
 আনন্দে আমরা প্রভু মনে । বিহার করিয়ে তাতে  
 দুঃখ পায় মনে ॥ পুণ বুদ্ধি করে প্রভুকে না জানে  
 ঈশ্বর । মো সভারে ভৎসনাহ করেন বিস্তর ॥ এই সে  
 অদ্বৈত আদি বৈষ্ণব সকল । মোর পুণ বিশ্বস্তর করিল  
 পাপল ॥ ঘুচাইল ইহার ব্যবহার মার্গ যত । নাচাঞা  
 কান্দাঞা পুণ কৈল উনমত ॥ জ্যেষ্ঠ পুণ বিশ্বকপে  
 ঘর ছাড়াইল । এহো পুণ ভুলাইয়া কিবা মন্ত্র দিল ॥  
 পুণ যে সভার কণ্ঠ ইহা নাহি জানে । অতএব তাঁরে

শীঘ্র আন এই স্থানে ॥ সানন্দ আবেশে তঁহি ঐশ্বর্য  
 প্রকাশি । গৌরহরি কৃপা করি সিংহাসনে বসি ॥  
 এই বেলে তঁহ যদি করেন দর্শন । পুত্র বুদ্ধি ঘুচে আর  
 না করে ভৎসন ॥ অতএব কি কপে সে একপ দেখেন ।  
 গদাধর বলে যদি আচার্য্য কহেন ॥ অদ্বৈত বলেন  
 কি সে যুক্তি তাহা বল । শ্রীবাস অদ্বৈত কণে কহিল  
 সকল ॥ অদ্বৈত বলেন সাধু এই যুক্তি হয় । শীঘ্র তাঁরে  
 আন যেন ভ্রম হয় ক্ষয় ॥ দেখুন আসিয়া নিজ পুত্রের  
 এরঙ্গ । কীৰ্ত্তন আনন্দ যেন না করেন ভঙ্গ ॥ যে  
 আক্কা তোমার বলি শ্রীবাস চলিল ॥ শীঘ্র যাই শচী  
 স্থানে সকল কহিল ॥ তাঁরে সঙ্গে আনি পুনঃ অদ্বৈ-  
 তের স্থানে । কহিল বিজ্ঞপ্তি কর প্রভুর চরণে ॥  
 জগতের মাতা শচী প্রভুর জননী । ইহারে প্রসাদ কৃপা  
 করুণ আপনি ॥ কৃতাজলি অদ্বৈত প্রভু আগে যাইয়া ।  
 অবধান কর বলি কহে মুখ চাইয়া ॥ আপনে কপিল  
 কপে দেবহুতি মায় । জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ দিলে  
 সমুদায় ॥ কৃতার্থ করিলে তাঁরে সব শিখাইয়া ।  
 সৎপ্রতি শচীরে লৈলে জননী বলিয়া ॥ বিশ্বস্তর  
 জননী বলি খ্যাতি যাহার । ভক্তি রসে পূর্ণ বাহ  
 অন্তর ইহার ॥ ইহারে কৃতার্থ কর প্রেমানন্দ দিয়া ॥  
 এত বলি শচী দেবীর করাগ্রে ধরিয়া ॥ ভগবান অগ্রে  
 লৈয়া শচী সমর্পিল । পুত্র দেখি শচী দেবী বিস্ময়  
 পাইল ॥ কত কোটি চন্দ্র জিতি হেন অঙ্গ জ্যোতি ।  
 সানন্দ আবেশে নাহি জানে দিবারাতি ॥ কৃপাব-  
 লোকন করিল ॥ গৌরহরি । কাঁপিতে লাগিল শচী

হস্ত ঘোড় করি ॥ সরস্বতী প্রতিভাতে দীপ্ত যেন  
করে । তৈছে শচী শ্লোক পড়ে প্রভুর গোচরে ॥ চতু-  
ভূজ কৃষ্ণ দেখি দৈবকী কারায় । পটিল যে সেই শ্লোক  
পড়ে অমায়ায় ॥ প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সব তত্ত্ব আকর্ষিয়া ।  
নিজ গন্তে ধরে যেহো পৃথক করিয়া ॥ সে প্রভু  
আমার গন্তে লভিল জনম । মনুষ্য লোকের এই  
অতি বিড়ম্বন ॥

তথাহিঃ বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌনিশান্তে, যথা-  
বকাশং পুরুষঃ পরোভবান্ । বিভক্তি সৌম্যং  
মমগতজোহভূদহৌনলোকস্য বিড়ম্বনং তৎ ॥

পয়ার ॥ এই শ্লোক স্তব করি শচী জগন্মাতা ।  
চরণ ধরিতে চাহে হৈয়া অশক্তি তা ॥ তা দেখি অদ্বৈত  
চন্দ্র বিষয় হইল । শচীর এ শ্লোক স্মৃতি কেমনে  
হইল ॥ জানিলাম আপনে দৈবকী স্বয়ং হইল । দেহা-  
ন্তরে সেই ভাব আবির্ভাব কৈল ॥ নিরুপাধি প্রেম  
বার ঈশ্বরে জন্ময় । জন্ম জন্ম সেই প্রেম অন্যথা না  
হয় ॥ ভগবান কহিছেন শুনহ জননী । যদ্যপিহ জগ-  
ন্মাতা বটেন আপনি ॥ তথাপি তোমার হৈল বৈষ্ণবাপ-  
রাধ । তাহাতে করিল বাধ ঈশ্বর প্রসাদ ॥ এই যে  
শ্রীবাস আদি পরম মহাত্ম । ইহা স্থানে অপরাধ করি-  
য়াছ নিতান্ত ॥ সেই অপরাধ ক্ষমা যখন হইবে । তবে  
তুমি ঈশ্বরের প্রসাদ পাইবে ॥ ভক্ত অপরাধ সর্ব  
মঙ্গলের অুরি । সেই অপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥  
শুনিয়া অদ্বৈতচন্দ্র বলে হায় হায় । এ কথা কহিতে  
প্রভু অযুক্ত তোমায় ॥ যার গন্তে ঈশ্বর করিলা অবতার ।

জগৎ জননী তিহ পূজ্য সভাকার ॥ পুণ্ড্রজ্ঞানে মাতৃ  
 অপরোধ অসম্ভব । মাতৃ জ্ঞানে পুণ্ড্র আগে যুক্ত এই  
 সব ॥ দেখত শ্রীকাম তুমি করহ বিচার । শচীর  
 সমান ভক্তিয়োগ আছে কার ॥ যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধি  
 দৈবকীর হৈল । তথাপি এমত ভক্তি কৃষ্ণে না দেখিল ॥  
 ঈশ বুদ্ধি তবু তিহ প্রণাম না করিল । ইহো পুণ্ড্র  
 পদ যুগ ধরিতে ধাইল ॥ প্রসূ হইয়া পুণ্ড্র প্রতি বিশ্বাস  
 এমত । দাস হইয়া মো সভার নহিব তেমত ॥ শ্রীনিবাস  
 বোলে এবে নিঃসঙ্কোচ হৈল ॥ গৌরাঙ্গে ঈশ্বর ভাব  
 শচীর করিল ॥ নৃত্য গীত কীর্তনাদি স্বচ্ছন্দে করিব ।  
 পুণ্ড্রার্থে পাইল শচী আর কি কহিব ॥ অদ্বৈত বলেন  
 শ্রীনিবাস আদি শুন । প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিম্বা যায়  
 পুনঃ ॥ যদ্যপি গৌরাঙ্গ এই রূপে রহিলেন । তার প্রেম  
 সুখ আস্বাদন নহিলেন ॥ অন্যের কাকথা মাতৃ ভাব  
 মাতা প্রতি । সেই দূর গেল এই ঐশ্বর্য শর্কতি ॥  
 মাতার যদ্যপি থাকিলেন মাতৃ ভাব । তথাপি  
 গৌরাঙ্গ পাসরিল নিজ লাভ । কোলে করে চুষ খায়  
 আশীর্বাদ করে । তবে সে বাৎসল্য রস পুষ্টতাকে  
 ধরে ॥ আমরাহ প্রভুসঙ্গে নৃত্য গান করি । তাহা  
 ছাড়ি ইহা দেখি ভয় পাঞা মরি ॥ অতএব স্তব কর  
 হইয়া সাবধান । যে মতে ঈশ্বরাবেশ করে অন্তর্দ্বান ॥  
 মতে বলে অদ্বৈত কহিলে সর্বোত্তম । ইহা হৈতে নর  
 লীলা সর্ব মনোরম ॥ সর্ব গণে বহু স্তব করি পুন-  
 র্বার । কহে প্রভু নিবেদন শুন মো সভার ॥ যদ্যপিহ  
 নিত্য ভগবত ভগবত । সচ্চিদানন্দময় বিগহ

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।

সম্বন্ধাঃ তথাপি যে দেহ যবে করহ স্বীকার । তাহার  
 স্বভাব তব্ব করহ প্রচার ॥ সম্ভ্রুতিহ কপা করি সেই  
 কপ কর । সামান্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর ॥ মো  
 সম্ভর ভাগ্যে শচী গন্তে অবতার । শিশু হৈতে ভক্ত  
 কপে করিলে বিহার ॥ সেই কপে যে আনন্দ দিলে  
 মো সমভারে । তাহি দেহ প্রণাম তোমার ঐশ্বর্য্যে ॥  
 গীতাতেও শুনিয়াছি অজুন কহিল । বিশ্বকপে যবে  
 কৃষ্ণ তারে দেখাইল ॥ দেখিয়া অজুন ভয়ে কাঁপিতে  
 লাগিল । কৃষ্ণ পাদ পদ্মে পুনঃ নিবেদন কৈল ॥ দেখাহ  
 আমারে শ্যামসুন্দর বিপ্রহ । বিশ্বকপে কার্য্য নাহি  
 কর অনুগ্রহ ॥ শুনি হাসি কৃষ্ণ হৈলা দ্বিভুজ শ্যামল ।  
 দেখি অজুনের ত্রাস ঘুচিল সকল ॥ অজুন বলেন  
 প্রভু দেখি নরাকার । চেতন পাইল প্রাণ আইল  
 আমার ॥ যে কপ ধরিয়াছিলে সে কপ মরিতে ।  
 অদ্যপি আমার চিত্তে ত্রাস উঠে ভীতে ॥ বস্তুতঃ  
 লৌকিক রূপ অলৌকিক ভাবে । বিরোধ না হয়  
 তাহা মনে বিচারিবে ॥ চিন্তামণি যৈছে অন্য মণি  
 গণ যুত । চিন্তামণি হাসভাব হয় অসঙ্কত ॥ এই  
 মত অষ্টৈতাদি করিল স্তবন । শুনি প্রভু কৈল ভক্ত  
 আবেশ স্মরণ ॥ সেই শচী পুত্র বিশ্বকর বিপ্র বেশ ।  
 ঈশ্বর আপনে দেখি করিয়াছে প্রবেশ ॥ বিষ্ণু স্মৃতি  
 করি প্রভু নাশিল ত্বরিতে । কতক্ষণ ছিনু বলি  
 জিজ্ঞাসে সমভারে ॥ ভক্তগণ কহিলেন আঠার  
 প্রহর । শুনি প্রভু অনুতাপ করেন বিস্তর ॥ সুপ্ত হেন  
 ছিনু মোর কিছু নাহি স্মৃতি । তোমরা না দিলে বোধ



কেনে মোর প্রতি ॥ সন্ভেবলে তোমার আনন্দ নিদ্রা  
 হয় । তাহা ভাঙ্গিবারে সন্ভে করিলেন ভয় ॥ প্রভু  
 বলে হায় হায় কি অভাগ্য হৈল । জ্ঞান হীন হৈয়া  
 এত কাল গোড়াইল ॥ চল সন্ভে করি যাঞা কৃষ্ণের  
 কীৰ্ত্তন । শুনি সর্ব ভক্তের আনন্দ যুক্ত মনঃ ॥ যেআজ্ঞা  
 যেআজ্ঞা বলি কীৰ্ত্তন করিতে । গেলা সব ভক্ত গণ  
 প্রভুর সহিতে ॥ সানন্দ আবেশ পুভুর এইত কহিল ।  
 প্রথমাক্ষ নাটকের সমাপ্ত হইল ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা  
 শুনহু মাদরে । শুনিলে বিবিধ তাপ পাপ সব হরে ॥  
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বলা । প্রেমদাস  
 চকোর পাইয়া তপ্ত হৈল ॥ প্রেমদাস পামর আগয়ে  
 এইবর । যুগে যুগে মোর প্রভু হুঙবিশ্বস্তর ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং প্রথমাক্ষঃ ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

সজীয়াং যেন গোঁরেণ ধৃত মারাক্ষে মূর্ত্তিনা ।

অদ্বৈত প্রতি যেনন্দ পুঞ্জত্বং প্রকটী কৃত ॥

ত্রিপদী

দ্বারকাতে ভগবান, যবে কৈলা অন্তর্দ্বান;

সেই দিনে কলির প্রবেশ !

সত্য শৌচ দয়া শান্তি, সম দম তপ জ্ঞান্টি;

কলি ভয়ে ছাড়ি গেল দেশ ॥ ১ ॥

বিরাগ যে প্রবেশিয়া, সর্বদিগে দেখে চায়ণ;

জগত বিস্তর বহিমুখ ॥

লোকের দুনীত দেখি, কহিছেন হৈয়া দুঃখি;

কোথা গেলে পাব মুণ্ডি সুখ ॥ ২ ॥  
 সত্য শৌচ সম দম, শান্তি ক্ষান্তি নিয়ম;  
 দয়া মৈত্রী মোর বন্ধু জ্ঞাতি ।  
 এক জন না দেখিল, কলিজনে উপাড়িল;  
 কিবা করে অজ্ঞাত বসতি ॥ ৩ ॥  
 অজ্ঞাত বাসের ঠাঞি, তা সভার দেখি নাই;  
 তেন স্থান থাকিলে সম্ভবে ।  
 হায় হায় কি করিব, কোথা বন্ধু দেখা পাব;  
 কি কপে কল্যাণ মোর হবে ॥ ৪ ॥  
 প্রতিগ্রহ কর্মে রত, জগতে ব্রাহ্মণ যত;  
 সূত্র মাত্র আছে দ্বিজ চিহ্ন ।  
 ক্রত্বিয়ের নাম, আছে, ধর্ম তার উড়ি গেছে;  
 বৌদ্ধ প্রায় বৈশ্য, ধর্ম ভিন্ন ॥ ৫ ॥  
 শূদ্র সে পণ্ডিত মানী, গুরু হৈয়া লোকে আদি,  
 ধর্ম উপদেশ লঞা করি ।  
 চারি বর্গে এই গতি, মোর বন্ধু স্থান কতি;  
 সর্বনাশ কৈল মোর কলি ॥ ৬ ॥  
 যদি বা আশ্রম বল, তাহো কিছু না দেখিল;  
 জগতে সকল দুরাচারী ॥  
 যতে বিভা নৈল যার, ব্রহ্মচর্য্য হৈল তার;  
 রক্ত বস্ত্রে হৈল ব্রহ্মচারী ॥ ৭ ॥  
 গৃহস্থ দেখিল যত, স্ত্রী পুত্র উদর রত;  
 তাহে পোষে অশেষ বিধর্মে ।  
 শাস্ত্র ধর্ম যে লিখিল, তাতে সভে ডোর দিল;  
 ভ্রমি বলে চৌর্য্য আদি কর্মে ॥ ৮ ॥

বাণপ্রস্থান যাই, কণে মাত্র শুনিসেই;

নেত্রে তাহা দেখিতে দুঃখ ।

সন্ন্যাসী বা আছে কেহ, বেশ মাত্র ধরে সেই;

রতি লীলা সংগ্রহ উৎসব ॥ ৯ ॥

বর্ণাশ্রম গতি দেখি, বিরাগে হইলা দুঃখ;

আচম্বিতে কি বিপাক হৈল ।

প্রেমদাস বলে দুঃখ, না ভাবিহ পাবে সুখ;

গোড়ে নবদ্বীপে শীঘ্রচল ॥ ১০ ॥

পয়ার ৷ অতঃপর বিরাগ সে কত দূর গিয়া ।

দেখিল বিদ্বান গোষ্ঠী আছে ন বসিয়া ॥ বিরাগ বলেন

এই হব ধন্য দেশ । উজ্জ্বল অনেক লোক করিয়াছে

প্রবেশ ॥ মোর গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য কোথায় পাইব ।

নিকট যাইয়া ইহা সভা পরীক্ষিব ॥ তা সভা দেখিল

তর্ক করিছে বিচার । অহঙ্কার বিনা কার বাক্য নাহি

আর ॥ ব্যাপ্তি অনুমতি জাতি উপাখ্যাতি শব্দ ।

অভ্যাস করিছে তাই করিবারে জন্ম ॥ জন্ম হৈতে

দূরে কৃষ্ণ কথার প্রসঙ্গ । দম্ভে বাথানিছে তর্কদোলা-

ইছে অঙ্গ ॥ যে যাতে কল্লনা বিজ্ঞ সে পণ্ডিত বড় ।

নিজ কল্লনাকে শাস্ত্র করি মানে দঢ় ॥ বিরাগ বলেন

হায় তাকিকের গণ । এ গোষ্ঠীতে কথা কিছু নাহি

প্রয়োজন ॥ তথা হৈতে পলাইয়া কথো দূরে গেলা ।

সন্ন্যাসীর গণ তথা যাইয়া দেখিল ॥ বিরাগ বলেন

দেখি নিষ্পাপের প্রায় । এথা নিজ বন্ধু দেখা পাব সর্ব-

থায় ॥ নিকপিয়া বলে হায় এই মায়াবাদী । কি

করিব এথা এই বহির্মুখাবধি ॥ ত্রক্ষ নিষ্ঠা নিবিশেষ

জ্ঞানে অকৈতব । চেষ্টি হীন নির্বিকল্প জ্ঞানী এই  
সব ॥ আপনাকে ব্রহ্ম বলে ঈশ্বর বিগ্রহে । দ্বেষ  
করে অচিন্ত্য শক্ত্যাদি না মানয়ে ॥ হায় হায় সাকার  
ঈশ্বরে নাহি রতি । এসকলে নমস্কার পলাইব কতি ॥  
অন্যত্র যাইয়া পুনঃ চৌদিগে চাহিল । স্বার্থবাদী  
অন্যোহন্যে বিবাদ দেখিল ॥ কপিলক বাদ পাতঞ্জল  
মুনিগণ । জৈমিনী প্রভৃতি স্মৃতি মত নিকৃপণ ॥ তার  
কর্মমাগে ব্যাখ্যা করে নিরন্তর । ভগবান তত্ত্বের প্রসঙ্গ  
অগোচর ॥ এসকল স্থানে মোর নাহি প্রয়োজন । ইহা  
বলি বিরাগের অন্যত্র গমন ॥ তথা যাইয়া তবে দেখিল  
বৌদ্ধ গণ । কেহবা কপালি জটা ভস্ম বিভূষণ ॥ প্রচণ্ড  
পাষণ্ড সব শৈব কেহ কেহ । অল্লায়ু সকল কুষ্ম বহি-  
মুখ সেহ ॥ বিরাগ বলেন হায় কেনে এথা আইলু ।  
যমের দক্ষিণ দিগে আসিয়া পড়িলু ॥ এসব পাষণ্ড  
মোরে করিব সংহার । এথা হৈতে পলাই তবে সে  
প্রতিকার ॥ তথা হৈতে পলাইয়া গেলা কথো দূরে ।  
দেখে এক জন বসিয়াছে নদী তীরে ॥ শিলাতে  
বসিয়া আছে মুদ্রিত নয়ানে । গুণাতীত কিছু যেন  
দেখিছে ধ্যানেন ॥ অতএব সাধু ইহো নিকটে যাইব ।  
বাহু অন্তরের কথা সকল বুঝিব ॥ ললাট চন্দ্রের সুখা  
পথ রোধ তরে । জিহ্বা অগ্রভাগে তার দাঢ্য আবি-  
ষ্কারে ॥ অকস্মাৎ তাহার সমাধি হৈল ভঙ্গ । বিরাগ  
বলেন উপস্থিত কোন রঙ্গ ॥ বিস্মৃত হইয়া চারি দিগ  
পানে চায় । দেখিল যুবতী এক জন লৈতে যায় ॥

তার শঙ্কু কঙ্কণের শুনি বান বানি । ধ্যান ভাঙ্গি চকিত  
 হৈল এক পট মুনি ॥ বিরাগ বলেন বুঝিলাম এই ঠাট ।  
 উদর ভরণ লাগি পাতিয়াছে নাট ॥ তথা হৈতে অন্য  
 ঠাই করিল গমন । দেখে পরিগৃহ্নি আইসে এক জন ॥  
 তৈথিক হবেন ইহোঁ মোর বন্ধু গণ । ইহাতেই আছে  
 মেনে করি নিকূপণ ॥ এত ভাবি তার পাশে চলি যায়  
 যেই । আর এক পথ তাঁরে দেখাইল সেই ॥ বিরাগ  
 বলেন আমি থাকি এই স্থানে । দুইরসম্বাদে চিত্ত বন্দিব  
 এথনে ॥ তৈথিকের বেশ যার সে আপন কয় । যত  
 তীর্থ ভ্রমিলাও নির্ণয় না হয় ॥ প্রয়াগ মথুরা বারাণসী  
 গঙ্গাদ্বার । পুষ্কর শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র বদরিক । আর ॥ উত্তর  
 কোণার সেতুবন্ধ প্রভাসাদি । কত তীর্থ কৈলাম তার  
 নাহিক অবধি ॥ বর্ষ মধ্যে পরিক্রমা তিন চারি বার ।  
 তীর্থাবলি দেখা বিনা কার্য্য নাহি আর ॥ এই কপে  
 কত বৎসর গোড়াইনু । মোর সম পৃথিবীতে কাহো না  
 দেখিনু ॥ বহু ভাগ্যে দুই এক তীর্থ কেহ দেখে । মোর  
 সম তৈথিক নাহিক তিনলোকে ॥ হার্মিয়া বিরাগ  
 কহে বুঝিলাম মুঞি । ভাল ভাল মহাশয় সত্যবাদী  
 তুঞি ॥ কলি উপদ্রুত সত্যস্থান না পাইয়া । তোমাতেই  
 আছে মনে জানিলাম ইহা ॥ তথা হৈতে পলাইয়া গেলা  
 অন্য দেশ । দেখে এক জন আইসে তপস্বীর বেশ ॥  
 এই ভাল তপস্বী হবেন মহাভাগ । এত বলি তার রীত  
 দেখেন বিরাগ ॥ ললাটে বাহুতে গ্রীবা পেটে উরুগলে ।  
 সম্পূর্ণ করিয়া মাগি মাথ্যাছে সকলে ॥ অশ এক গুচ্ছ  
 আনি ধরিয়াছে হাতে । বড় বড় দিমাগ করি চলি-

যাচ্ছে পথে ॥ কোন লোক সনে যদি পথে দেখা হয় ।  
 হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ বলি তারে কটু বাকা কয় ॥ এমত  
 চাহেন দৃষ্টি প্রাকল করিয়া । তা দেখিয়া লোক ভয়ে  
 যায় পলাইয়া ॥ বিরাগ বলেন হায় হায় কি অজ্ঞান ।  
 দম্ব কিবা বর্গ যেই হৈল মূর্ত্তিমান ॥ পূর্ব হৈতে  
 পাপিষ্ঠ সে দেখিল ইহারে । কলি হৈতে কি অদ্ভুত  
 দেখিল সৎসারে ॥ নিকৃপাধি বিষ্ণু ভক্তি ছাড়ি তার  
 পাশ । ধারণাহ নাহি ধ্যান নিষ্ঠা শাস্ত্রাভাস ॥ শ্রম  
 জপ তপ কর্ম সকল ছাড়িয়া । নট প্রায় নানা বেশ  
 ধুলেন ধরিয়া ॥ উদর ভরণ লাগি কতক আকার ।  
 কিবা হৈব এ লোকের না দেখি উদ্ধার ॥ অতএব  
 অএ কলি তুমি হও ধন্য । এক ছত্র ত্রিভুবন  
 কৈলে হত পুণ্য ॥ উচ্ছারিত কৈতব যত সম দম  
 নিত্য । ধন উপার্জিত হেতু কাহো কৈল ভৃত্য ॥ ধর্ম  
 বন্ধ মূল সহ উপাড়ি পেলিলে । দয়া মৈত্রি আদি  
 সব উচ্ছন্ন করিলে ॥ আর কি করিতে ইচ্ছাহ সৎপ্রতি  
 তোমার । হায় হায় কিবা গতি হইব আমার ॥  
 ক্ষণেক বিচার করি মনের ভিতর । বন্ধুর বিচ্ছেদ  
 দুস্বৈ দহে কলেবর ॥ বন্ধুর উদ্দেশে মোর শ্রম যুক্ত  
 হৈল । অসার সৎসার দেখি শোক উপজিল ॥ বিরাগ  
 বলেন আর চলিতে না পারি । বৃক্ষ মূলে ক্ষণেক  
 বিশ্রাম আমি করি ॥ বসিয়া বিরাগ তবে কান্দিতে  
 লাগিল । কি করিব ঈশ্বর কি গতি মোরে দিলা ॥  
 সকল ভুবন আমি দেখিল শুনিলা ॥ বাহ্যন্তরে সম  
 এক জন না দেখিল ॥ মনে এক করে মুখে বাক্য বলে

আন । কলি মল্যে লোপ পাইল লোক ধর্ম্ম জ্ঞান ॥  
 কত দিনে আমার এমন ভাগ্য হৈব । অকৈতব কৃষ্ণ  
 ভক্ত নয়ানে দেখিব ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজন আর কৃষ্ণ সৎসী-  
 স্তন । অশু পুলকাদি যুক্ত শ্রীঅঙ্ক শোভন ॥ কায় মনো  
 বাক্যে কৃষ্ণ বিনা না জানেন । এমন বৈষ্ণব দেখা কবে  
 হইবেন ॥ এত বলি বিরাগ কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে । সে  
 কালে আকাশবাণী কহেন তাহারে ॥ শুনিয়া চকিত  
 হৈয়া আকাশ চাহিয়া ॥ কি বল কি বল বোলি পুছে  
 ব্যগ্র হৈয়া ॥ পুনর্ব্বার আকাশে কহেন ভক্তি যথা ।  
 শুদ্ধ বৈষ্ণবের দেখা পাবে যাহ তথা ॥ ক্রণেক বিচার  
 করি পাইল আত্মাদ । ভক্তিদেবী আছে পাইনু কি শুভ  
 সম্বাদ ॥ ভক্তি আছে বাক্য শুনি চিত্তের উল্লাসে ।  
 কোথা আছে বলি পুনঃ জিজ্ঞাসে আকাশে ॥ আকাশ  
 কহেন পুনঃ শুনহে বিরাগ । কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণবের যথা  
 পাবে লাগ ॥ গোড়দেশ নামে তুমি উৎকল উত্তরে ।  
 পুণ্যতীর্থ অবতামস প্রায় গুণ ধরে ॥ তাতে ভাগীরথী  
 গঙ্গা তীরে সুখধাম । তাতে আছে রম্যপূরী নবদ্বীপ  
 নাম ॥ তাতে চামীকর চয় রুচিকান্তিধর । অবতার  
 করিলেন গোলোক ঈশ্বর ॥ তাতে গৃহে গৃহে মূর্ত্তি-  
 মতি ভক্তিদেবী । বিহার করিছেন ঈশ্বর পদ সেবি ॥  
 শুনি বিরাগের হৈল আনন্দ অপার । জীলে কি না  
 দেখি বলি বলে বার বার ॥ অতঃপর যাব সেই নব-  
 দ্বীপ পুরী । এত বলি কথো দূরে গেলা শীঘ্র করি ॥  
 ওখা নবদ্বীপ ব্যাপি ভক্তিদেবী আছে । দুর্ব্বল বিরাগে  
 দেখি বলে সে কি আছে ॥ নিরন্তর গুরুতর ব্যথিত

অন্তর । মান হীন ন্তানমুখ ক্রীণ কলেবর ॥ আমি  
নাহি চিরি এহো আমারে দেখিয়া । সন্তুষ্ট হইলা  
অলৌকিক দশা পাঞা ॥ নির্ব্যথিত হৈয়া । যেন  
আসিছে যেদিগে । বিরাগ ভাতার হেন মোর চিত্তে  
লাগে ॥ হায় হায় এতাদৃশ সম্পত্তি আমার । দুঃখ  
দশা তাতে সঙ্গ না হয় ভাতার ॥ কলির দুর্জয় নোকে  
মারিল কি আছে । উদ্দেশ না পাঞা মনঃ কেমন  
করিছে ॥ ওথা ভক্তিদেবী দেখি বিরাগ ভাবিল ।  
এই ভক্তিদেবী হব লক্ষণে জানিল ॥ প্রসন্ন করিছে  
সব জীবের অন্তর । ইন্দ্রিয় শোধন করে প্রভাবে  
নির্মল ॥ মোক্ষ বস্তু তুচ্ছ করে দর্শনে যাহার । অর্থ  
কাম তুচ্ছ করে কি বিচিত্র তার ॥ আনন্দ সমুদ্রে  
জীব সম্ভে ডুবাইয়া । কৃতার্থ করিছে সদ্য কৃপায়ুক্ত  
হৈয়া ॥ অতএব ইহার নিকটে যাব চলি । সমীপ  
গেলেন অবধান কর বলি ॥ বিরাগ কনিষ্ঠ ভাই  
ভক্তিদেবী । তুমি । কৃপা কর আমারে প্রণাম করি  
আমি ॥ ভক্তিদেবী তাঁরে দেখি বাৎসল্য জন্মিল ।  
জিয়া আছ ভাই বলি অঙ্গে হাথ দিল ॥ জিতেন্দ্রিয়  
লোকের তুমি সে হও প্রাণ । আস্য আস্য বাছা আছ  
বড়ই কল্যাণ ॥ বিরাগ চরণ বন্দি ভক্তিরে জিজ্ঞাসে ।  
সত্য আদি বন্ধুগণে না পাইল উদ্দেশে ॥ তোমার  
বড়ই দেখি সম্পদ উৎসব । কলিতে তোমার না করিল  
পরান্ন ॥ ভক্তিদেবী বলে ভাই ইহাজান নাঞি । শুনহ  
সকল কথা কহি তোমা ঠাঞি ॥ আমরাও পাঞা-  
ছি নু ক্লেশ বহুতর । সম্পত্তি সম্পদ দিল গোরাঙ্ক ইন্দ্র ॥



মো সভা নিমিত্তে গৌরচন্দ্র ভগবান । অবতীর্ণ হইলা  
পরম কৃপাবান ॥ ভব বন্ধচ্ছেদ করে তাহার চরিত ।  
এখন সর্বত্র নাহি হৈয়াছে বিদিত ॥ বিরাগ বলেন  
বল কোন বা রহস্য । ভক্তিদেবী বলে ভাই কহিব  
অবশ্য ॥ এই কলিকালে অন্য ধর্ম লেশ নাঞি । হির-  
তর কেহো নহে দুর্নীত সদাই ॥ অলঙ্কৃত করে ভাগ  
বত ধর্ম মাত্র । বন্ধ মোহ দূর করি করেন কৃতার্থ ॥  
মহা দুষ্ক কলিকে জিনিতে কেহো নাঞি । এত ভাবি  
অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥ সাধ্য আর সাধন স্বধর্ম  
শুদ্ধ ভক্তি । সর্বপাপ নষ্ট করে যার অল্প শক্তি ॥  
তা সভারে সঙ্গে লৈয়া আর ভক্তগণ । সাক্ষোপাঙ্গে  
আমা হেন ভক্তি নিজ ধন ॥ সব সঙ্গে লৈয়া আপনি  
ভক্ত কপে । অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর নবদ্বীপে । চণ্ডাল  
প্রভৃতি জীব সব উদ্ধারিব । দুর্দাসনা নাশ করি ভক্তি  
যোগ দিব ॥ বিরাগ বলেন আমি জানিয়াছি ইহা ॥  
অকাশবাণীতে মোরে কহিলেন যাহা ॥ কিন্তু তুমি  
কহ দেখি সৎপ্রতি কি কর । গৌরাজ্য বা কি করেন  
সম্প্রতি তা বল ॥ গৌরাজ্যের আমা প্রতি কৃপা কি  
হইব । নিরাশ্রয় মুঞি মোরে আশ্রয় কি দিব ॥ ভক্তি  
দেবী বলে ভাই শুন তোরে কহি । চৈতন্যের কৃপা  
দেবী হন ইচ্ছাময়ী ॥ তিঁহো কৃপাদৃষ্টি পাত মোরে  
করে যবে । পবিত্র করিব চাণ্ডালাদি জীবে তবে ॥  
জীবের সকল পাপ কাটাঞা পেলিমু । হৃদয়ের পাপ  
সৎস্কারে ঘুচাইমু ॥ চিত্ত শুদ্ধ করি রস করিব সঞ্চার ।  
যেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক নাহি জানে আর । বিরাগ বলেন

দেবী কহত ভগিনী । তাঁর কৃপা বিনে শক্তি না ধর  
 আপনি ॥ ভক্তিদেবী বলে কৃপা না করেন তিহ ।  
 অথবা না করে কৃপা তার ভক্ত স্বেহো ॥ তবে আমি  
 সকলের নাম নাহি থাকে । কি পবিত্র করিব আমার  
 অন্য লোকে ॥ বিরাগ বলেন যে দ্বিতীয় প্রশ্ন কৈনু ।  
 গৌরাঙ্গ কি চেষ্টা করে তাহা না শুনি ॥ ভক্তিদেবী  
 বলেন ভাই তাহো কহি তোরে । গৌরচন্দ্র যেই চেষ্টা  
 আপনে আচরে ॥ নবদ্বীপে এমনত মনুষ্য না দেখিল ।  
 যাহার মন্দিরে কৃষ্ণ সেবা না হইল । কৃষ্ণের বিগ্রহ  
 সেবা নাহি যে মন্দিরে । এমন মন্দির নাহি নদীয়া  
 ভিতরে ॥ হেন সেবা নাহি যাতে সব সৎকীর্তন ।  
 নৃত্য যাত্রা মহোৎসব যাতে নাহি হন ॥ গোলোকে যে  
 সুখ তাহা প্রতি ঘরে ঘরে । করিয়া দিলেন এই চেষ্টা  
 তিহ করে ॥ বিরাগ বলেন তিহ শিখান লোকে ৷  
 কিম্বা তাঁর চিত্ত বুঝি লোকে তা আচরে ॥ ভক্তিদেবী  
 কহে তাঁর মহিমা সঞ্চয় । গ্রহ গ্রস্ত তাঁরে দেখি হেন  
 লোক হয় ॥ দেখিলেই লোকে তাঁর আশ্রয় জানেন ।  
 তাঁর অনুকম্পা চেষ্টা আপনে করেন ॥ যাবৎ তাহার  
 জন্ম নবদ্বীপে হৈলা । লক্ষ্মীদেবী নবদ্বীপে তাবৎ  
 আইলা ॥ লোকের নাহিক দৈন্য ভক্তি মাত্র করে ।  
 যবে যেই চাহে তাহা আপে আইসে ঘরে ॥ শিশু  
 কাল হৈতে তিহ করেন যে লীলা । তাহা কহি  
 শুন যা শুনিলে দ্রবে শিলা ॥ শ্রীবাস মন্দিরে কভু  
 বিদ্যানিধি ঘরে । আচার্য্য রত্নের ঘরে কভু নৃত্য  
 করে ॥ মুরারি গুপ্তের গহে কখন নর্ত্তন । প্রেম আশা-

দন দিনা নাহি যায় ক্ষণ । প্রিয় পারিষদ গণে করে কৃষ্ণ  
 গান । শুনিয়া আনন্দময় হন ভগবান ॥ অশ্রুকম্প  
 স্তরু ঘর্ম্ম পুলকাদি ব্যাপে । নানা ভঙ্গি নর্ত্তন করেন  
 ভক্ত রূপে ॥ বিরাগ বলেন সদা ভক্তের চরিত । পুকাশ  
 কি করেন ঐশ্বর্য্য কদাচিত ॥ ভক্তি কহে যদি অলৌ-  
 কিক লীলা হৈতে । ভক্ত চিত্তে লোভ হয় লৌকিক  
 দেখিতে ॥ মহেশ মস্তক হৈতে আসি পৃথিবীতে ।  
 গঙ্গা যেন সুখ দেন মনুষ্য লোকেতে ॥ তথাপি কখন  
 তিহ অলৌকিক লীলা । প্রকাশ করেন ইচ্ছা বশ তার  
 খেলা ॥ একদিন শ্রীনিবাস পণ্ডিত বাড়িতে । শ্রীমন্দির  
 প্রদক্ষিণ গৌরাঙ্গ করিতে ॥ এক ম্লেক্ষ সুচিবৃত্তিবসন  
 সিয়ায় । মদ্য পানে চক্ষু তার ঢুলে সরথায় ॥ ভাগ্য  
 বশে ম্লেক্ষ দেখিল বিশ্বমুর । মদ্য হৈতে মাদক দর্শন  
 মদ্য বর ॥ প্রভুর দর্শন মদে বিস্মল হইল । দুই  
 নেত্র তার অতি পুফুল্লিত কৈল ॥ হী হী আমি দেখিলু  
 দেখিলু বলি উঠে । সর্বাঙ্গে পুলক নিপ কুলি যেন  
 ফুটে ॥ নদীর প্রবাহ যেন নেত্রে বহে ধার । বক্ষঃ স্থল  
 বাহিয়া ধারা বহে অনিবার ॥ দুই বাহঁ তুলি নাচে  
 উন্মত্তের প্রায় । তা দেখি শ্রীবাসে জিজ্ঞাসেন গৌর-  
 রায় ॥ অকস্মাৎ ম্লেক্ষ কেনে হাসে নাচে কান্দে ।  
 বিস্মল বিবস্ত্র হৈল ধৈর্য্য নাহি বাক্যে ॥ নয়ন জন্মিল  
 কোন উৎসব ইহার । নিজ কম্ব ছাড়ি কৃষ্ণ বোলে  
 বার বার ॥ পরিহাস করি তবে বলেন শ্রীবাস : তোমার  
 দর্শন মদ মহিমা উল্লাস ॥ নিরন্তর মদ্য পানে  
 আসক্তি ইহার । তত্ত্ব বুদ্ধি লোপ নহে করে ব্যবহার ॥

তিল মাত্র তোমার দর্শন মদ পাইয়া। পূর্ব বুদ্ধি দূর  
 গেল নিস্পাপ হইয়া॥ অবিদ্যা জনিত কথা সব গেল  
 দূর। অতি মত্ত হইয়া হইল ভক্ত শূর॥ অতএব  
 তোমার দর্শন রূপ মদ। প্রেমায় মাতায় ঘুচে অবিদ্যা  
 সম্পদ॥ বিরাগ বলেন কহ কহ দেখি শুনি। কি  
 অভুত লীলা কৈলা গৌর গুণমণি॥ ভক্তিদেবী বলে  
 ভাই প্রভুকে দেখিয়া। স্বধর্ম্য কুটুম্ব বন্ধ সকল  
 ছাড়িয়া॥ সে অবধি লৈল কৃষ্ণ নামের শরণ। অবধুত  
 বেশ ধরি করেন ভ্রমণ॥ নৃত্য করে গান করে নেত্রে  
 ধারা বয়। গৌরহরি বিশ্বম্ভর নাম মাত্র লয়॥ তা  
 শুনিল যবন আচার্য্য কাজী গণ। ধরি আনি তারে  
 কৈল বিস্তর তাড়ন॥ যত মাঝে তত বলে প্রভু গৌর  
 হরি। হাসেন নাচেন ম্লেন্ধ দৃকপাত না করি॥ কাজী  
 বলে ওরে তোর কেনে হেন মতি। ছাড়িলি আপন  
 ধর্ম্য যাবি অধঃগতি॥ তিঁহ বলে আরে তোরা বড়ই  
 অজ্ঞান। গৌরচন্দ্র বিনা ধর্ম্য কিবা আছে আন॥ সহ  
 ধর্ম্য সর্ব শক্তি ময় গৌরচন্দ্র। তাঁরে ভজ ঘটিব সকল  
 কর্ম বন্ধ॥ শুনি কাজী বিস্তর প্রহার কৈল তাঁরে  
 প্রহার না জানি তিঁহ আনন্দে বিহরে॥ তবে  
 কাজী ক্ষোভ দেখি তাহারে ছাড়িল। নবদ্বীপে ভ্রমে  
 তিঁহ প্রতিষ্ঠা বাটিল॥ লোক যদি পুছে তবে করেন  
 উত্তর। বিশ্বম্ভর বিনা কেহ নাহিক ঈশ্বর॥ দেখি  
 ভাগবত সব আনন্দ অন্তরে। ভক্ত গণ তাহার নির্বাহ  
 সব করে॥ ভক্ত দত্ত বস্ত্র পরে প্রসাদ ভোজন। নির

বধিকরে কৃষ্ণ নাম সংকীৰ্ত্তন ॥ সেই শ্লেচ্ছ মহাভাগ-  
 যত দশা পাইল । তারে দেখি লোক সব চমৎকার  
 হৈল ॥ বিরাগ বলেন শ্লেচ্ছ কি রূপ দেখিল । কি  
 দেখিয়া প্রেম মদে উন্মত্ত হইল ॥ ভক্তি বলে আনন্দ  
 স্বরূপ ভগবান । তাতে হৈতে হয় মহা আনন্দ উত্থান ॥  
 বিরাগ বলেন শ্লেচ্ছ নীচ যোনি হন । কি রূপে হইল  
 হেন সৌভাগ্য ভাজন ॥ ভক্তি কহে জাতি জলাশ্রম  
 বিদ্যা ধর্ম । রূপ গুণ সম্পদ সুশীল পুণ্য কর্ম ॥ কৃষ্ণের  
 প্রসাদ কার অপেক্ষা না করে । ইচ্ছা বশে হয় পাত্র-  
 পাত্র নাহি ধরে ॥ বিরাগ বলেন যেই কহ সেই হয় ।  
 পুনঃ কহ গৌরাঙ্গ ঐশ্বর্য্য সুখ ময় ॥ ভক্তি কহে আর  
 দিন মুরারি অঙ্গনে । সঙ্কর্ষণ রূপ দেখাইল ভক্ত গণে ॥  
 বিরাগ বলেন কহ বিস্তার করিয়া । শুনিব প্রভুর গুণ  
 শ্রবণ ভরিয়া ॥ ভক্তি কহে সেই দিন পৃষ্টি মানামে  
 তিথি । রাত্রি কালে ভক্তগণ করিয়া সংহতি ॥ মুরারি  
 অঙ্গনে প্রভু আছেন বসিয়া । দশ দিগ প্রসন্ন চন্দ্র রশ্মি  
 পাইয়া ॥ অকস্মাৎ সভে দেখে মত্ত মধুকর । কত  
 লক্ষ আইল ঝঙ্কার মনোহর ॥ আকাশ মণ্ডল সব  
 অন্ধকার হৈল । চকিত হইয়া সভে চাহিয়া রহিল ॥  
 ততঃপর কাদম্বরী গন্ধ মনোহর । পাইয়া সকল ভক্ত  
 বিম্বিত অন্তর ॥ প্রভুরে জিজ্ঞাসে সভে একি অদভূত ।  
 কাদম্বরী গন্ধ কোথা হইতে আচম্বিত ॥ গন্ধ পাইয়া  
 মত্ত ভ্রূ ধায় অন্ধ হৈয়া । বিম্বিত হইল সভে তব্ব না  
 জানিয়া ॥ লাক্ষল মুষল অগ্রে দেখি বিদ্যমান । কি  
 হেতু ইহার কহ গৌর ভগবান ॥ বিশ্বম্ভর দেব কহে

সর্ব ভক্ত গণে । আজি সঙ্কষণ প্রাদুর্ভাব এই স্থানে ॥  
 সভার হৃদয়ে তিহ করে আকষণ । সেই ভগবান  
 দেখা দিল সঙ্কষণ ॥ লাক্ষ্মণ মুমল কাদম্বরী তাঁর  
 প্রিয়া । প্রাদুর্ভাব করিলেন অগ্রেতে আসিয়া ॥ এই  
 কহি আপনে গৌরাঙ্গ মহেশ্বর । সঙ্কষণ রূপ হৈল  
 সভার গোচর ॥ কাদম্বরী গন্ধ পাঞ্চা ঘণিত লোচন ।  
 এক কণে নৃত্য করে জগুণ শোভন ॥ কোটি চন্দ্র  
 জিনি দেহ শ্বেত বর্ণ হৈল ॥ তা দেখিয়া ভক্ত গণে  
 বিস্ময় লাগিল ॥ বলরাম চরিত রচিত যত গীত ।  
 তাই গায় ভক্ত গণ হৈয় । হরষিত ॥ প্রণাম করিয়া  
 সম্ভে বহু স্তব কৈল । দেখিয়া সভার মনঃ নেত্র জুড়া-  
 ইল ॥ এই মতে কতু তিহ রুদ্ধ কপ হন । ক্রোধ  
 নৃসিংহাদি মূর্ত্তি ধরেন কখন ॥ গত দিনে অবধূত রায়  
 নিত্যানন্দ । ষড়ভুজ আকৃতি দেখিলেন গৌরচন্দ্র ॥  
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে ধরে । রত্ন বাক্সা বংশী  
 দুই হাতে শোভা করে ॥ রত্নের কিরীট হার রত্ন তাড়  
 বাল । কৌস্তভ হৃদয়ে শোভে বৈজয়ন্তী মালা ॥  
 অনাহার্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য ধুরন্ধর । উদার্য্য চাতর্য্য  
 সৌন্দর্য্য গান্ধার্য্য বিস্তর ॥ অবৈধুর্য্য ধৈর্য্য সৌধুর্য্য  
 মহাত্ম্য্য । দেখি নিত্যানন্দ বড় মানিল আশ্চর্য্য ॥  
 নিত্যানন্দ ডুবিলেন আনন্দ সাগরে । পুলক ব্যাপিত  
 দেহ বহু স্ততি করে ॥ তুমি হরি তুমি হর তুমি ব্রহ্মা  
 জল । তুমি ইন্দু তুমি অগ্নি তুমি দিবাকর ॥ তুমি নভ  
 তুমি ক্ষিতি বায়ু মুর অরি । সমস্ত ঈশ্বর তুমি নমস্কার  
 করি ॥

তথাহি

হরিস্তং হরস্তং বিরিকিস্তমেব; স্তমাপ স্তমগ্নি স্তমিন্দু স্তমকঃ ।  
নভস্তং ক্ষিতিস্তং মরুত্বং মুরারে; নমস্তে সমস্তেশ্বরায় ॥

পয়ার ।

ষড়ভুজ আকার এইতুমি যে হইলে । ষড়বর্গ সৎহার  
লাগি কেহো বনে ॥ আমি বলি ধর্ম অর্থ কাম  
মোক্ষ চারি । ভক্তি প্রেম চয় দিতে ছয় অস্ত্র ধারি ॥  
এইমত নিত্যনন্দ বহু স্তুতি কৈলা । পুনঃ প্রভু দ্বিভুজ  
মনুষ্যকৃতি হৈলা ॥ এই কপে অনেক ঐশ্বর্য প্রকা-  
শিলা । এবে গুণ কহি তাঁর প্রেমাবেশ লীলা ॥  
ত্রিবিধ আছয়ে লোক নবদ্বীপ পুরে । কেহো গৌর-  
চন্দ্রে অতি অনুরাগ করে ॥ কেহো কোন ভাগ্য হৈতে  
মধ্যমানুরক্ত । কেহো অনুরক্ত না হন পুনর্বিরক্ত ॥  
বিদ্যাথী যাহারা আছে চিনিতে দুল্লভ । শৈবে শৈবে  
হয় তারা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ॥ একদিন গঙ্গামান করি  
গৌরহরি । নিজ গৃহে আসিছেন আদ্র বস্ত্র পরি ॥  
তাঁরে দেখি পরিহাসে পটুয়ার গণ । কেহো করে  
কৃষ্ণনাম মধুর কীর্তন ॥ কেহো ভাগবতের সরস  
শ্লোকপটে । কেহো বা মধুর কৃষ্ণ গীতগান করে ॥ কৃষ্ণ  
নাম গান শুনি বিস্মল হইলা । আছাড় থাইয়া প্রভু  
ভূমিতেপড়িলা ॥ আদ্র বস্ত্রে জলপড়ে নেত্রে ধারাবয় ।  
দই জলে পৃথিবী সে কদম্বিত হয় ॥ তাহে গড়ি দিতে  
অঙ্গ কদম্বে ব্যাপিল । বক্ষঃস্থলে অশ্রু ধারা বহিতে  
লাগিল ॥ পাঁচ সাত ধারা অঙ্গ বায়্যা বায়্যা যায় ।  
কাদাধুনা স্থানে স্থানে হৈল লাল প্রায় ॥ বিজুরীর

পুঞ্জ যেন লতায় বেটিল । এইমত প্রভুভূমে পড়িয়া  
 রহিল ॥ চঞ্চল পটুয়া সব প্রভুরে দেখিয়া ॥ হাসিতে  
 লাগিল। অতি কৌতুক করিয়া ॥ লোকে যাঞা কহিল  
 প্রভুর ভক্তগণে । গথে পড়ি বিশ্বস্তর করিছে ক্রন্দনে ॥  
 শুনি মাত্র ধাঞা আইলা প্রভুর ভক্ত গণ । দেখে প্রভু  
 পড়িয়াছে কদম আচ্ছন্ন ॥ প্রভুরে তুলিয়া লৈয়া  
 পুনঃ গঙ্গা গেল। প্রভুর সকল অঙ্গ জলে ধোয়াইলা ॥  
 পুনঃ স্নান করাইয়া লঞা আইলা ঘরে । এইমত প্রভু  
 প্রেম সমুদ্রে বিহরে ॥ প্রভুর চরিত্র শুনি শচী ভগ  
 ঞ্জাতা । অনুতাপ করে মনে পাঞা বড় ব্যথা ॥ বড় পুণ  
 বিশ্বরূপ সেই এইমত । যাহাঁ তাহাঁ নাচে কান্দে যেন  
 উনমত্ত ॥ পিতা মাতা গৃহ বন্ধ সকল ছাড়িয়া ।  
 বিরক্ত হইয়া গেল। সন্ন্যাসী হইয়া ॥ সেই সব রীত  
 বিশ্বস্তরের দেখিল । কি করে বিধাতা কিছু বুঝিতে  
 নারিল ॥ দুঃখ ভাবি শচী দেবী কান্দে নিরন্তর ।  
 ব্যগ্র হইয়া শালগ্রামে মাগে এই বর ॥ কৃপা করি  
 প্রভু মোরে দেহ এই বর । হাস্য মুখে গৃহে মোর  
 রহ বিশ্বস্তর ॥ এই মতে শচী দেবী বিনাপ করেন ।  
 পুণ স্নেহ বিনা তিহ অন্য না জানেন ॥

### ত্রিপদী

আর এক দিন, আচার্য্য রতন; মন্দিরে করিল। নৃত্য ।  
 কোটি চন্দ্র রবি, জিনি অঙ্গ ছবি; আনন্দ বিবশ চিত্ত ॥  
 নৃত্য সমাপিয়া, বাহু পুকাশিয়া; আনন্দ মন্দিরে যায় ।  
 গথে এক জন, নিন্দিত ব্রাহ্মণ; পুভুরে দেখিতে পায় ॥  
 সেই ব্রাহ্মণের, শরীরে বিস্তর; গলিত কুণ্ড হইয়াছে ।



কমিরসাময়, দেখিলাগেভয়; অনেক যাতনা পাইছে ॥  
 পুভুরে দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া; সেই কুষ্ঠবিপু বলে ॥  
 শচীর নন্দন, বিশ্বস্তর শুন; দুষ্টি নিবেদন করে ॥  
 সতেই তোমার, মহিমা বিস্তর; যথা তথা বসি কয় ॥  
 গৌর ভগবান, কমল নয়ান, পরম পুরুষ হয় ॥  
 বিক্রম বৈভব, কহে লোক সব; শুনিয়া আইনু আমি ॥  
 মুণ্ডি সে পামর, আমাব উদ্ধার, কর দয়াময় তুমি ॥  
 কুষ্ঠের জ্বালায়, পুণ্যবাহিরায়; শান্তি নহে পুতিকারে ॥  
 কুষ্ঠ দূর করি, আমারে উদ্ধারি; মহিমাকর বিস্তারে ॥  
 তবে সত্য তুমি, ইশ্বর আপনি; আমার মনেতে লয় ॥  
 শুনিয়া হাসিয়া, তাহারে ডাকিয়া; গৌরভগবান কয় ॥  
 সহজ করুণ, দেখিয়া ব্রাহ্মণ; দয়া উপজিল অতি ॥  
 শুনয়ে ব্রাহ্মণ, আমার বচন; তুমি বড় অজ্ঞমতি ॥  
 যে হয়ে ইশ্বর, তিহ অগোচর; দুস্পাপ্য সকল লোকে ॥  
 মোরে উপহাস, কর পরকাশ; কি আর বলিব তোকে ॥  
 কিন্তু কহি তোরে, কুষ্ঠ ঘূচাবারে; আছয়ে এক উপায় ॥  
 তাহা কর যবে, তোর কুষ্ঠ তবে; অবশ্য ঘূচিয়া যায় ॥  
 পূর্বে হৈতে তোর, শরীর সুন্দর; হইব করিলে তাহা ॥  
 কহেন ব্রাহ্মণ; প্রফুল্ল লোচন; কহত উপায় যাহা ॥  
 প্রভু কহে পুনঃ, শুনরে ব্রাহ্মণ; অদ্বৈত করুণা সিদ্ধ ॥  
 ভাগবত শ্রেষ্ঠ, গোবিন্দের প্রেষ্ঠ; অখিল জগত বন্ধু ॥  
 তাঁর পাদোদক, জগত পাবন, ভক্তি করি কর পান ॥  
 পাপ জন্য যেই, বাধ যাব সেই; অবশ্য নহিব আন ॥  
 ব্রাহ্মণ বলেন, তোমার দর্শন; তাহাতেই দূরে যাব ॥  
 তুমি যে উপায়, কহিলে তাহায়; যাবতাকি পুশংসিব ॥

দ্বিজ এতবলি, শীঘ্র গেল। চলি; যেখানে অদ্বৈত রায় ।  
 প্রণাম করিয়া, পাদোদক লৈয়া; ভকতি করিয়া থায় ॥  
 পান মাত্র তার, ব্যাধি গেল দূর; অপূর্ব হইল অঙ্গ ।  
 এইমত কত, প্রভু অবিরত, করেন নবীন রঙ্গ ॥  
 বিরাগ বলেন, কি চিত্র হুয়েন; তাঁহার এসব কায ।  
 প্রেমদাস কয়, ভব হব ক্ষয়; ভজ গৌর দ্বিজরাজ ॥

পয়ার ॥ বিরাগ বলেন ভক্তি কর অবধান ।  
 কি ইচ্ছায় একাকিনী এথায় পয়ান ॥ ভক্তিদেবী  
 বলে আজি জীবাস মন্দিরে । আইলা অদ্বৈত দেব  
 প্রভু দেখিবারে ॥ তাঁর সঙ্গে কথা রঞ্জে আছে গৌর  
 হরি । তাঁহার নিকটে আমি যাব ত্বর। করি ॥ বিরাগ  
 বলেন আমি যে প্রশ্ন করিল। তাহার তৃতীয় প্রশ্ন  
 শেষ যে রহিল ॥ কহে তিহ আমার কি হইব  
 আশ্রয় । মোরে রক্ষা করিবেন কি মোরে নিদ্রয় ॥  
 ভক্তিদেবী বলে ভাই না ভাবিহ ব্যথা । তোমার  
 আশ্রয় তিহ হইব সর্বথা ॥ যদ্যপি আনন্দ তত্ব  
 শরীর আপন্ন । যদ্যপি ব্যাপক তত্ব হন পরিচ্ছন্ন ॥  
 তৈছে তিহ যদি হন বিলাসী শেখর । তথাপি বৈরাগ্য  
 যুত হন বিশ্বস্তর ॥ অতএব চল তথা করি আগমন ।  
 একত্র যাইয়া দেখি প্রভুর চরণ ॥ এতবলি দুইজনে  
 চলিল। দেখিতে । কি লীলা করেন প্রভু জীবাস  
 ঝাড়িতে ॥ তথা জীবাস গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র ।  
 বসিয়া আছেন চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥ নিকটে বসিয়া-  
 ছেন অদ্বৈত ঈশ্বর । তাঁরে পরিহাস বাক্য কহে  
 বিশ্বস্তর ॥ সীতাপতি জয় যুক্ত আছে বিদ্যমান ।

লোকের শমন হরে যার কীর্তিগান ॥ অদ্বৈত বলেন  
 এথা কোথা রঘুনাথ । যদুনাথ সংপ্রতি সে হইল  
 সাক্ষাৎ ॥ গৌরচন্দ্র কহিছেন অদ্বৈতের প্রতি । মোর  
 ইচ্ছা করে সদা একত্র বসতি ॥ আমারে ছাড়িয়া তুমি  
 রহ শান্তিপূরে । তোমার উচিত নহে হেন করি-  
 বারে ॥ শ্রীনিবাস বলেন যদ্যপি শান্তিপূর । অদ্বৈতের  
 উপযুক্ত আনন্দ প্রচুর ॥ তথাপিহ নববিধ ভক্তির  
 প্রদীপ । তার প্রায় নবদ্বীপ গঙ্গার সমীপ ॥ শ্রীচরণ  
 আবির্ভাব যদ্বধি হইল । তদবধি অদ্বৈত পক্ষপাত  
 এথা কৈল ॥ সে কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ ।  
 নবদ্বীপে হৈল তেঞি পরম আনন্দ ॥ অদ্বৈত বলেন  
 তেঞি শ্রীনিবাস এথায় । সকল সম্পদ লোক অনায়াসে  
 পায় ॥ শ্রীনিবাস বলেন তিহোঁ কৈল অন্তর্দ্বান । সংপ্রতি  
 এখানে কোথা কহ সাবধান ॥ ভগবান কহেন  
 শ্রী শব্দেতে ভক্তি কয় । তোমরা সকলে ভক্তি বর্জ-  
 মান হয় ॥ তবে কেন বল শ্রী করিল অন্তর্দ্বান ৷  
 অদ্বৈত বলেন প্রভু কহিছ প্রমাণ ॥ সেই শ্রীসং-  
 প্রতি হইয়াছেন বিষ্ণুপ্রিয়া । প্রভু কহে মিথ্যা নহে  
 যে কহিলে তাহা ॥ যদ্যপিহ জ্ঞান আদি বহু পথ  
 আছে । তত্ব ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া সত্তে জানিয়াছে ॥  
 অদ্বৈত বলেন তেঞি আপনে বুঝিয়া । অঙ্গীকার  
 করিয়াছ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ এইমত রহস্য সভার  
 সনে করে । অদ্বৈতের নিমন্ত্রণ আজি মোর ঘরে ॥  
 শচী দেবী মনুষ্য পাঠাইল হেনকালে । জগত জননী  
 শচী কহিল তোমারে ॥ শ্রীনিবাস বাড়ীতে আসি সেই

লোক কয় । অবধান করহ অদ্বৈত মহাশয় ॥ জগত  
জননী শচী কহিল তোমারে । অদ্বৈতের নিমন্ত্রণ  
আজি মোর ঘরে ॥ ভাগ্য বশে নবদ্বীপে তাঁহার  
প্রয়ান । মোর গৃহে আজি আসি করিব বিশ্রাম ॥  
অদ্বৈত বলেন ভাগ্য যে আক্সা তাঁহার । জগত জননী  
আক্সা কন্তব্য আমার ॥ কহ গিয়া ভগবান বিশ্বকর  
মনে । ভোজন করিব গিয়া তাঁহার ভবনে ॥ শচী  
গৃহে ভোজন তাহাতে প্রভুসঙ্ক । শুনিতেই আনন্দে  
হৃগিত মোর অঙ্গ ॥ শ্রীনিবাস বলে মুক্তি বঞ্চিত  
হইব । মোর লাগি আজি তথা ঈশ্বর মাগিব ॥ যদি  
নাহি দেন তিহু ভভু মাগি থাব । আনন্দ ভোজন কিবা  
দেখিতে না পাব ॥ প্রভুসঙ্কে অদ্বৈতের নাহি ব্যবহার ।  
কহিলেন প্রভু চিত্ত বুদ্ধিতে তাঁহার ॥ তুমি যদি  
শ্রীনিবাস যাবে মোর ঘরে । রন্ধনের শ্রম তবে হৈব  
অদ্বৈতেরে ॥ অদ্বৈত কহেন প্রভু ভানতো কহিলে ।  
আমি গিয়া রন্ধন করিব তাঁর ঘরে ॥ জননীর দুঃখ  
হব এমন বিচারি । অন্ন নাহি দিলে কিছু বলিতে না  
পারি ॥ শুনি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এক ছিল । মায়েকে  
কহিতে তাঁরে শীঘ্র পাঠাইল ॥ প্রভুর ইচ্ছিত বুদ্ধি  
সে মনুষ্য গিয়া । শচীরে কহিল পাক কর শীঘ্র হৈয়া ॥  
অদ্বৈত শ্রীনিবাস সঙ্গে শ্রীগৌর সুন্দর । ভোজন করিতে  
আসিবেন নিজ ঘর ॥ ওথা প্রভু সঙ্গে বসি অদ্বৈত  
শ্রীনিবাস । পরিহাস রসে আছে পরম উল্লাস ॥ অদ্বৈত  
গোসাঞি শ্রীনিবাসেরে ডাকিয়া । তাঁর কর্ণে কথা

কিছু কহিল বসিয়া ॥ প্রভু কহে শ্রীনিবাস আমি কি  
 বঞ্চিত । কি কথা তোমার কণ্ঠে কহিল অদ্বৈত ॥  
 শ্রীনিবাস বলে প্রভু শুন গৌরচন্দ্র । তোমারে ষড়্ভুজ  
 দেখিলেন নিত্যানন্দ ॥ শুনিঞা অদ্বৈত তোমারে  
 কঞাছিল । একপ দর্শনে কেনে আমারে বঞ্চিতা ॥  
 তুমি কঞাছিলে তাহা দেখাব তোমায় । বলিয়া না  
 দেখাহ তাহাতে দুঃখ পায় ॥ শুনি প্রভু সে কথা  
 গোপন করি কন । যে দেখিছ এই সে আমার কপ হন ॥  
 অদ্বৈতের প্রেমপাত্র এই কপ হয় । আর কিবা কপ  
 লাগি করেন আশয় ॥ শুনিঞা অদ্বৈতচন্দ্র হইল  
 নিরব । কি বলিব তাহারে করেন অনুভব ॥ যদি বলি  
 এই কপ নিত্য সে তোমার । তবে শ্যাম কপের দর্শন  
 নহে আর ॥ যদি বলি তুমি কপ শ্যামল সুন্দর । তবে  
 গৌর দেহ প্রতি হয় অনাদর ॥ এমতি অদ্বৈত মনে  
 করেন বিচার । শ্রীনিবাস প্রভুরে কহে উত্তরের সার ॥

তথাহি

অস্মাকমিদমেব ভবদ্বপুঃ প্রেমপাত্রকঃ সন্দেহ । কিন্তু

স্বয়মেবোক্তং তদ্বচতি দর্শয়িস্যামীতি নিবেদয়তি ॥

পয়ার । মোসভার এই যে তোমার গৌর দেহ ।  
 এই প্রাণ ধন হয় কি তাহে সন্দেহ ॥ কিন্তু তুমি  
 অদ্বৈতেরে কঞাছ আপনে । সেই কপ তোমারে করাব  
 দর্শনে ॥ তেঞি নিবেদন করে তোমার চরণে । প্রভু  
 কহে শ্রীনিবাস বুঝি দেখ মনে ॥ উন্মাদের দশা যবে  
 হয়ত যাহার । কোন কোন পুলাপ বা না হয় তাহার ॥  
 শ্রীনিবাস বলেন যে অন্যের উন্মাদ । ব্যাধি তারে

বলি মর্ষ' কার্য্য করে বাদ ॥ তোমার উন্মাদ যেই  
 দেখে যেবা শুনে । তার ব্যাধি দূর যাব এ উন্মাদ গুণে ॥  
 কিন্তু বস্তু বিচারিলে জীব যেই হয় । ক্ষুদ্রানন্দে ধৈর্য্য  
 যায়, বুদ্ধি লোপ হয় ॥ জ্ঞানানন্দময় নিত্য স্বরূপ  
 ঈশ্বর । জ্ঞানানন্দ ঈশ্বর অধীন নিরন্তর ॥ মহাপ্রভু  
 হাসি কহে শুনহ পণ্ডিত । সে রূপ অধীন মোর নহে  
 কদাচিত ॥ কেমনে দেখাব রূপ শ্যামল সুন্দর । যদি  
 আচার্য্যের তাহা দেখিতে অন্তর ॥ তবে জ্ঞান চক্ষু  
 তাহা দেখুক ভাবিয়া । শুনিয়া অদ্বৈত বৈষ্মে নয়ন  
 মুদ্রিয়া ॥ প্রভু তবে অদ্বৈতের চিত্তে প্রবেশিল ।  
 ললিত শ্যামল রূপ তাঁরে দেখাইল ॥ তা দেখিয়া  
 অদ্বৈতের বাহু দুরু গেল । অচেত হইয়া চক্ষু মুদ্রিয়া  
 রহিল ॥ তা দেখিয়া শ্রীনিবাস করে অনুমান ।  
 অদ্বৈত অদ্বৈতোপরি হৈল বর্ত্তমান ॥ ইন্দিয়ের  
 বাহু বৃত্তি সব দূর গেল । নিজানন্দে অন্তঃকরণের লয়  
 ভেল ॥ অনুভবাস্বাদ্য বস্তু আত্মপাল্য লয় । স্থাপু  
 প্রায় শরীর নিশ্চল হৈয়া রয় ॥ তবে মাত্র রোমো-  
 ক্তাম হৈয়াছে শরীরে । মজীব আছে ন তাহাতেই  
 চিত্তে ধরে ॥ প্রভু কহে পণ্ডিত কহিলে নিরবাদ ।  
 এমনি জানিবে কৃষ্ণ স্বরূপ আস্বাদ ॥ শ্রীনিবাস বলে  
 এই নাট্য সে তোমার । রাখে নাহি দেখাইলে  
 অভাগ্য আমার ॥ সেহ ভাল শ্যাম রূপ আমি নাহি  
 চাই । গৌররূপ ধ্যান করি গৌর রূপগাই ॥ কিন্তু  
 তুমি সৎপ্রতি করহ এই কার্য্য । বাহু যেন পায় এই  
 অদ্বৈত আচার্য্য ॥ অকস্মাৎ ইহো কেন হইল

এমন। কি দেখিয়া তার আমি সুধাব কারণ ॥ প্রভু  
 কহে আমি তার কৰ্ত্তা নাহি হই। আপনে পাবেন  
 বাহ তভু বল কই ॥ এত বলি শ্যামরূপ তাঁর চিত্ত  
 হৈতে । তিরোভাব করাইলা প্রভু আচম্বিতে ॥  
 অদ্বৈতের মনে স্ফুৰ্ত্তি যে রূপ করিলা । তানা দেখি  
 নেত্র মিলি অদ্বৈত চাহিলা ॥ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠি  
 যেন ইতি উতি চায় । সেই দশা মগ্ন আছে অঙ্ক বাহ  
 প্রায় ॥ কি দেখ অদ্বৈত বলি গৌরাক্ষ সুধায় । আচার্য্য  
 কহেন গ্রহগ্রস্ত স্বপ্ন প্রায় ॥ অকস্মাৎ তেজস্পূঞ্জ  
 কেহো একজন । আমারে আনন্দ দিতে দিলা দরশন ॥  
 বিকশিত কুবলয় স্তোম কান্তি অঙ্ক । ঘন শ্রেণী মুগ্ধ  
 মূর্ত্তি পরম আনন্দ ॥ কিম্বা নব তমাল সমূহ শ্যাম  
 অঙ্ক । অগ্রে দাপ্তা হল্লীষক নৃত্য রঙ্গ ॥ শ্যাম বর্ণ  
 কিরণ মণ্ডল মধ্যে আছে । প্রতি অঙ্কে মধুরিমা  
 চুয়াঞা পড়িছে ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ছান্দে মুরলী  
 বাজায় । আহা কি অদ্ভুত রূপ বর্ণন না যায় ॥ শ্রীনিবাস  
 বলে আচার্য্যের বাহু জ্ঞান । তথাপি কৃষ্ণের বর্ণে  
 যেন বৰ্ণমান ॥ মহা প্রভু বলেন হৈয়াছে যে আনন্দ ।  
 তাতে মগ্ন আছে নাহি বাহের সম্বন্ধ ॥ আর কি বলেন  
 তাহা শুন দেখ রঙ্গ । নিরব হইলা প্রভু সঙ্গে ভক্ত  
 বৃন্দ ॥ অদ্বৈত বলেন আহা কি অপূৰ্ব বৈশ ।  
 কুটিল শ্যামল দীর্ঘ মুগ্ধ রম্য কেশ ॥ কামের কোদণ্ড  
 জিনি বক্স অরুণতা । বদন কোমল রেচি অলকা  
 ললিতা ॥ চঞ্চল রাতুল রক্ত দীর্ঘ নেত্র পদ্ম । ললিত  
 নাসিকা মধু মাধুরীর মদ ॥ অধর বক্সক মম তাহে

চিত্র রেখা । শ্রীকৃষ্ণ কৌন্তভ রমা বঙ্কঃস্থলে দেখা ॥  
 শ্রবণ তলেতে মণি মকর কণ্ঠল । কপোল উপর ছায়া  
 করে ঝলমল ॥ দিবা মণি হার শোভে হৃদয় উপর ।  
 আপাদ লম্বিত বনমালা মনোহর ॥ সুবলিত ললিত  
 দীর্ঘল বাহু দণ্ড । অদ্বৈত বদনে বাক্য যেন সুধাখণ্ড ॥  
 শ্রীনিবাস বলে এই বড়ই আশ্চর্য্য । একা কেন হেন  
 দশা পাইল আচার্য্য ॥ আনরাহ ধ্যান করি ভক্তিও  
 আচরি । একা কেনে অদ্বৈত দশন অধিকারী ॥ প্রভু  
 কহে ধ্যানাভ্যাসে স্মৃতি যেই হয় । স্মৃতি তারে বলি  
 বহু কালেতে উদয় ॥ ধ্যান আদি বিনা অকস্মাৎ স্মৃতি  
 যার । কৃষ্ণ ইচ্ছায় তারে বলি অবতার ॥ শ্রীনিবাস  
 বলে প্রভু সত্য সত্যে কহিল । আবেশাবতার আর্জি  
 অদ্বৈত হইল ॥ পূর্ব জন্মে নারদে যেমন দেখা দিল ।  
 অবতার বলি তারে শাস্ত্রে হ বর্ণিল ॥ প্রব বহু কাল  
 যত্নে করিলেন ধ্যান । তাহার হৃদয়ে স্মৃতি হইল  
 স্মৃতিমান ॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু আমার মংশয় । ধ্যান  
 জ্ঞান আদি ভক্তি যেবা না করয় ॥ অকস্মাৎ তাহার  
 অন্তরে কি কারণে । কৃষ্ণের প্রকাশ হয় যোগাতা  
 কেনে ॥ মহা প্রভু কহে কৃষ্ণ অনুগ্রহ যায় । আগে  
 চিত্ত শুদ্ধ করি প্রকাশ করায় ॥ আগে সূত্র যাইয়া যেন  
 অন্ধ করে নাশ । গচ্চাৎ জগতে হয় সূর্য্যের প্রকাশ ॥  
 শ্রীনিবাস বলে যেই এখনে দেখিছে । কিম্বা দেখিয়াছে  
 তাই এখন কহিছে ॥ হামিয়া গৌরাক্ষ বলে আমি  
 কিতা জানি । জিজ্ঞাস অদ্বৈতে ইহৌ কহিব আপনি ॥  
 শ্রীনিবাস অদ্বৈতে পুঁদু শুন মহাভাগ । যে কেই তা দেখ



কিন্ধা হৈল। অন্তর্ভাব ॥ সুধাসিকু হৈতে যেন অদ্বৈত  
উঠিল। অলু বাহু পাঞা তবে কহিতে লাগিল। ॥  
অতি নীল মহঃ পুঞ্জ যেই প্রভু হৈতে। আমার অন্তরে  
প্রবেশিলা আচম্বিতে ॥ প্রবেশিয়া ক্রণেকে হইল।  
অন্তর্দান। তা না দেখি ব্যাঙ্গল হইল মোর প্রাণ ॥  
বাহু পাইয়া পুনঃ সাক্ষাতে দেখিল। এই বিশ্বস্তর তিহ  
পুবেশ করিল ॥ শ্রীবাস হাসিয়া বলে শুন ভগবান।  
ফলিল আমার বাক্য হইল পুমাণ ॥ ঋতু কহে তত্ত্ব।  
আজি দেখিল অদ্বৈত। সেই দোষে কহিছেন এই  
অনুচিত ॥ শ্রীনিবাস বলে অদ্বৈত আনন্দ তত্ত্বায়।  
ইহাতে কি দোষ ইহা ভাগ্য বশে পায় ॥ ভগবান  
হাসি বলে অদ্বৈতের প্রতি। জাগিয়াও স্বপ্ন দেখ  
এ অদ্ভুত অতি ॥ অদ্বৈত বলেন যেন কোপা-  
বিষ্ট হৈয়া। জাগি স্বপ্ন হেন কথা কহ কি বুঝিয়া ॥  
সাক্ষাৎ দেখিল নব কুবলয় শ্যাম। কিশোর বয়স  
দিব্য জিনি কোটি কাম ॥ বাম জঙ্ঘ উপর দক্ষিণ  
জঙ্ঘ দিয়া। বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥  
তুমি হেন তিহো তোমা দেখি তাঁর প্রায়। ব্যক্ত হৈলে  
ভেদ নাহি লুকা নাহি যায়। জাগ্রত স্বপ্ন বলি মোরে  
আর ভাণ্ডাইবে। চিনি অনু আপন নাথ আর না  
পারিবে ॥ প্রভু কহে এ তোমার বাসনার দোষ।  
কৃষ্ণ দেখ আমারে কহিতে কর রোষ ॥ সদা ধ্যান  
কর কৃষ্ণ দেখ যথা তথা। আমারে তা বল কেনে  
অসম্ভাব্য কথা ॥ যদি কৃষ্ণ প্রকট হইত। সর্বথায়।  
তবে আর কেহো কেনে দেখিতে না পায় ॥ শ্রীনিবাস

বলে হেন ভাগ্য হব কার । যে ভাগ্য সে রূপ দেখা  
 পাইব তোমার ॥ ভগবান হাসি শ্রীনিবাস প্রতি  
 বলে । তুমিহু অদ্বৈত পথ পতিত হইলে ॥ শ্রীনিবাস  
 বলে তুমি কৃষ্ণের সহিতে । অদ্বৈত যে বট তাহা  
 লুকাবে কাহাতে ॥ তোমা পক্ষ হইলে অদ্বৈত পক্ষ-  
 পাতী । তা আমরা বটি যে সন্দেহ কিবা ইতি ॥  
 প্রভু কহে পণ্ডিত এমন যদি বল । কৃষ্ণ সনে অদ্বৈত  
 তোমার তবে হৈল ॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু ইহা না  
 বলিবে । বৈষ্ণবের পথ ছাড়া মোরে না করিবে ॥  
 তোমার চরণ পদ মকরন্দাস্বাদ । যে করে তাহার ইহা  
 শুনিতে প্রমাদ ॥ প্রভু কহে বুঝিয়া কহিবে ম্হা-  
 শয় । যদ্যপি অদ্বৈত পক্ষ ভক্ত মত নয় ॥ তবে মোরে  
 বল কেনে কৃষ্ণেতে অদ্বৈত । শ্রীনিবাস বলে আমি  
 কয়্যাছি উচিত ॥ স্বভাবে গোবিন্দ তুমি নহে আরো  
 পণ । যার যে স্বভাব সে না হয় গোপন ॥ অদ্বৈতের  
 তবে আর ইহাতে দোষ নাঞি । আপনে কঞাছ  
 তা দেখাব তব ঠাঞি ॥ হেনবেলে আচম্বিতে আসি  
 একজন । সত্য সত্য বলিয়া নৈপথে কথা কন ॥  
 শ্রীনিবাস বলে প্রভু আমরা জিনি । দৈববাণী হেন  
 কালে জনা যে কহিল ॥ পুনঃ সেই জন বলে শুন গৌর-  
 হরি । শচীদেবী আমাদের পাঠাইল ত্বরাকরি ॥ পাক  
 ক্রিয়া প্রস্তুত করিয়া যত্ন করি । তোমার অপেক্ষা  
 করি আছে পথ হেরি ॥ অদ্বৈত সহিত শীঘ্র করহ  
 গমন । গগণ মধ্যস্থ দেখ হইলা তপন ॥ শুনিয়া  
 শ্রীনিবাস বলে আর কার্য্য নাঞি । বিলম্ব উচিত নহে

শলী গৃহে যাই ॥ আগে তুমি কহ গিয়া বিশ্ব জন-  
নীরে । অদ্বৈতাদি যাই সভে লৈয়া বিশ্বন্তরে ॥ যার  
যেই স্থান সভে করিলা গমন । ভক্ত সঙ্কে-গেলা  
প্রভু করিতে ভোজন ॥ দ্বিতীয়াঙ্ক নাটকের অবধি  
পাইল । সর্ব অবতার লীলা যাহে প্রকাশিল ॥  
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা শুনহ সাদরে । শুনিলে ত্রিবিধ  
পাপ তাপ সব হরে ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী  
উজ্জ্বলা । প্রেমদাস চকোর পাইয়া সুখী হৈলা ॥  
শুনিতে উত্থলে প্রেম মৎসারের নাশ । নাটক দ্বিতীয়  
অঙ্ক কহে প্রেমদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং দ্বিতীয়োঙ্কঃ ॥ ২ ॥

### তৃতীয়াঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

শ্রীবাসদেবতয়ো নৃত্যানন্দ মুখ্যেষ্ব বঙ্গুঃ ।

ধৃতস্বেচ্ছা স্বরূপস্য গৌরস্য বণ্যতে রসঃ ॥

পয়ার ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র গোলোক ঈশ্বর ।  
ভক্ত বৎসল জয় করুণা সাগর ॥ ততঃপর মৈত্রী আমি  
প্রবেশ করিলা । মনস্তাপ পাঞা তিহ কহিতে  
লাগিলা ॥ মো সভার বৎশের এক কড়ম্ব জন । আগে  
মাত্র জীয়া আছে করিয়াছি শ্রবণ ॥ না জানি এ বিরাগ  
আছে বা কোন স্থানে । আমি যে বাচিয়া আছি সে  
তাহা না জানে ॥ অতএব তার আমি করিব উদ্দেশ ।  
এতবলি মৈত্রী আগে করিলা প্রবেশ ॥ অদ্ভুত  
আকৃতি আগে দেখি এক জন । বিশ্বয় পাইল দেখি  
চকিত নয়ন ॥ পরানন্দ মূর্ত্তিময় দেখি সুখ উঠে ।

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।

অমৃতের দ্রব সম অঙ্গ প্রভা ছুটে ॥ তাঁরে দেখি সব  
লোক মনঃ শুদ্ধি পায় । করুণা কটাক্ষ করি পাশে  
চলি যায় ॥ ইহা বলি বিস্ময় পাইয়া মৈত্রী চায় ।  
প্রেমভক্তি ততঃপর দেখিলা তথায় ॥ প্রেমভক্তি  
বলে হয় হয় কেএ বটে । ইহারে দেখিতে মনে  
ব্যথা বড় উঠে ॥ নাম মাত্র অতি কূশ ধরিয়াছে  
শরীর । ম্লান কান্তি তুষ্টি হীন বড়ই অস্থির ॥ উৎকণ্ঠাতে  
মোর মুখ করে দরশন । ধীরে ধীরে মোর আগে  
করিছে গমন ॥ ভালরীতে মৈত্রী তাঁরে দেখিয়া  
কহেন । এই মেনে প্রেমভক্তি অবশ্য হবেন ॥ জননী  
কহিল যত দেখি সে লক্ষণ । অতএব কাছে যাইয়া  
করিব বন্দন ॥ নিকটে বলিল গিয়া কর অবধান । মৈত্রী  
নাম মোর আমি করি যে প্রণাম ॥ ইহা শুনি প্রেম-  
ভক্তি পাইলা চমৎকার । হরি হরি মৈত্রী তুমি কি  
গতি তোমার ॥ আস্য আস্য বাছা বলি কৈল আনি-  
জন । একাকিনী বাছা কোথা করিয়াছ গমন ॥ স্থিতি  
নাহি আমিছ এমন দুরাবস্থা । এত দুশ্শ্বে বল তুমি চলি-  
য়াছ কোথা ॥ মৈত্রী বলে দুরাবস্থা জিজ্ঞাসিছ কি ।  
প্রাণ লৈয়া ভয় পাঞা পলায়া যাইছি ॥ বলবান  
যত ছিল মো সভার পক্ষ । তাঁরে জিনিলেক কলি-  
পরিজন দক্ষ ॥ দুষ্কজন ভয় হৈতে পলাইতে নাহি  
ঠাঞি । কি জিজ্ঞাস দুরাবস্থা আমি বাড়াই ॥ প্রেম-  
ভক্তি বলে অতঃপর ভয় নাঞি । নিভয় আমার  
সঙ্গে থাক স্বাস্থ্য পাই ॥ মাতামহো ভগ্নী আমি

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।

হইয়ে তোমার । মৈত্রী কহে কি কপ সম্বন্ধ কহ তার ॥  
 প্রেমভক্তি বলে মূল হৈতে শুন কই । বংশ কথা  
 শুন তুমি সাবধান হই ॥ ভগবান অনুগ্রহ তারে বলি  
 পিতা । ভগবজ্জ্ঞানাসক্তি সে হইল মাতা ॥ দোহার  
 অপত্য বহু হৈল কালক্রমে । একপুত্র হইল বিবেক  
 তার নামে ॥ বহু হৈল কন্যা ভক্তি তা সভার নাম ।  
 বিবেকের কন্যা অনসূয়া অনুগাম ॥ অনসূয়া পতি  
 নাম হৈল সম্ভাব । তাঁর কন্যা তুমি যাতে মোর  
 তুষ্টি লাভ ॥ অনসূয়া কন্যা হৈল দুইত প্রকার । সরস  
 নিরস । বলি নাম হৈল যার ॥ গুণ যোগে নিরসার  
 বহুত প্রকার । সরসার দশ ভেদ হেতু শুন তার ॥  
 উজ্জল অদ্ভুত সম হাস্য প্রেম বলি । বৎসল সে এই  
 ছয় রসনাম ধরি ॥ ইহার আশ্রয় ভক্তি যেই সেই  
 যোগ্য । সম্ভার প্রধান তারে বলি বহু ভাগ্য ॥ মৈত্রী  
 কহে প্রেমভক্তি কনিষ্ঠা সে তুমি । প্রেমভক্তি বলেন  
 কনিষ্ঠা হই আমি ॥ সর্বরস সর্ব ভাব উঠিয়া  
 মিলায় । এই রসে তারে প্রেমভক্তি বলি গায় ॥  
 সিন্ধুতে তরঙ্গ যেন উঠিয়া মিলান । খণ্ডানন্দ অন্যরস  
 খণ্ড প্রেম হন ॥ অখণ্ডে সেখণ্ড ধর্ম্য ভিন্ন যেন থাকে ।  
 আপনার বংশ ব্যাখ্যা কহিলু তোমাকে ॥ মৈত্রী  
 কহে প্রেমভক্তি তুমি একাকিনী । কোথা করিয়াছ  
 যাত্রা কহ দেখি শুনি ॥ প্রেমভক্তি বলে শুন যথাকে  
 প্রিয়ান । মো সম্ভার আশ্রয় সেই গৌর ভগবান ॥  
 বিশ্বম্ভর নাম ধরি নবদ্বীপ পুরে । সর্ব অবতার  
 লীলা করিয়া বিহরে ॥ সৎপ্রতি যে বন্দাবনেশ্বরী

শ্রীরাধিকা । তাঁর ভাবানুকৃতি লীলা সর্বাধিকা ॥ তাই  
করি আজি নৃত্য হৈব এই ঠাঞি । তাঁর আক্সা লোক  
চিত্ত শুদ্ধি লাগি যাই ॥ মৈত্ৰী কহে সে নৃত্য হৈব কার  
ঘরে । ভক্তি কহে শ্রীআচার্য্য রত্নের মন্দিরে ॥ মৈত্ৰী  
কহে যদি তিঁহ হেন সর্বেশ্বর । স্ত্রী ভাবে তাঁহার নৃত্য  
বুঝিতে দুস্কর ॥ প্রেম কহে বাল্য তুমি জ্ঞান নাহি  
হয় । যে হন ঈশ্বর তিঁহ সর্ব রসাত্ম্য ॥ সর্ব ভক্ত  
আশা অনুরোধের লাগিয়া । বিচিত্র করেন লীলা  
ভাবে মগ্ন হৈয়া ॥ ভক্ত সব নিজ নিজ বাসনানুসারে ।  
সেই লীলা অনুকৃতি করি ভজে তাঁরে ॥ বিরল পরম  
ভাগবত যে যে জন । তার চিত্তে সেই ভাব প্রবেশ  
করাণ ॥ সর্বোত্তম সেই লীলা অনুকৃতি করি । আজি  
নৃত্য করিবেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ এ লীলার ভিন্ন সে  
সরস কিছু নাঞি । সে লীলার সাহায্য করিতে আমি  
যাই ॥ মৈত্ৰী কহে সে লীলা কি অঙ্ক রূপ হব । কিবা  
প্রভিন্নক রূপ তা কহ শুনিব ॥ প্রেম কহে অঙ্ক রূপ  
সে নৃত্য হুঙ্কর । মৈত্ৰী কহে কেবা কার বেশ ধরিবেন ॥  
প্রেমভক্তি কহে বাছা কর অবধান । নিজ মনে  
চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান ॥ শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ  
করিবারে । পরম রহস্য তাহা অন্য নাহি পারে ॥  
এই ভাবি রাধা রূপ ধরিল আপনে । রুদ্ধ রূপে অদ্বৈ-  
তেরে আত্মা করি মানে ॥ অদ্বৈতেরে করিলেন  
শ্রীকৃষ্ণের বেশ । ইহাতে লোকের হইল প্রীতি  
বিশেষ ॥ বস্তুতঃ আপনে হৈল দ্বিবিধ আকার ।  
রস আস্বাদিতে নানা লীলা সে তাঁহার ॥ বেশ মাত্রে

অদ্বৈত সে চরিতার্থ হৈলা । বস্তুতঃ তাহাতে প্রভু  
 আবির্ভাব কৈলা ॥ আর শুন হরিদাস হৈলা সূত্র-  
 ধার । শ্রীমুকুন্দ পারিপার্শ্বিক হইলা তাহার ॥ বাসু-  
 দেবাচার্য্য হৈলা বেশ সম্পাদক । নিত্যানন্দ শুন  
 হৈলা যে লীলা কারক ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ সঙ্গ করিবার  
 তরে । যোগমায়া ভগবতী বৃদ্ধা রূপ ধরে ॥ তিহো  
 আসি নিত্যানন্দ দেহে প্রবেশিলা । নিত্যানন্দ যেন  
 বৃদ্ধা অদ্ভুত হইলা ॥ মৈত্রী কহে সামাজিক হৈল  
 কোন জন । প্রেম কহে দর্শনের যে হয় ভাজন ॥  
 পূর্বে ইহা আপনে চৈতন্য ভগবান । শ্রীবাসের প্রতি  
 কহিলেন কৃপাবান ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস আমার  
 বচন । নৃত্য কালে হবে আজি সাবধান মন ॥ এক্ষণের  
 যোগ্য যে তাহারে যাইতে দিবে । অন্য জন যাইবারে  
 নিষেধ করিবে ॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু কোন কথ্য  
 তরে । যোগ্যযোগ্য ব্যবস্থা করিব বল মোরে ॥  
 কোথা বা প্রবেশ করাইব তাহা বল । মহাপ্রভু বলে  
 তদ্ব কহিব সকল ॥ এই যে আচার্য্যরত্ন ইহার  
 মন্দিরে । অদ্ভুত দর্শন আজি কহিল তোমারে ॥  
 বন্দাবনেশ্বরী রাধা গোবিন্দ মোহিনী । আচার্য্য  
 প্রাক্ষণে আজি আসিব আপনি ॥ উৎসাহ পাইয়া  
 মৈত্রী পুছে বার বার । প্রেমভক্তি বলে শ্রীনিবাস  
 চমৎকার ॥ শ্রীনিবাসের মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল ।  
 ঈশ্বরের বাক্য তাতে প্রতীত হইল ॥ প্রভুর আজ্ঞায়  
 শ্রীনিবাস মতিমান । দ্বারপাল রাখিলা ইইয়া সাব-  
 ধান ॥ প্রভুর পরম পাত্র গঙ্গাদাস বিপ্র । শ্রীনিবাস

তারে দ্বারী করিলেন ক্রিপ্র ॥ মৈত্রী বলে কহ কহ  
এ বড় কৌতুক । প্রেমভক্তি বলে শুন আনন্দ স্বরূপ ॥  
ভগবান শ্রীবাসেরে কহিলেন পুনঃ । নারদ হইবে  
তুমি মোর বোল শুন ॥ শুক্লাবর ব্রহ্মচারী তোমার  
স্মাতক । এবে শুন যে যে জন হইব গায়ক ॥ শ্রীরামাদি  
তোমার যে তিন সহোদর । আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি  
পঞ্চ সাধুবর ॥ ইহাবহি অন্য প্রবেশিতে নাহি দিবে ।  
পরম রহস্য লীলা আজি সেন হইবে ॥ ইহা শুনি  
শ্রীআচার্য্যরত্নের দুহিতা । মুরারির বধু আসি যত  
পতিব্রতা ॥ শ্রীবাসের সহোদর পত্নীর সহিতে ।  
আগে গিয়া নৃত্য স্থলে রহিল। একভিতে ॥ সে লীলা  
দেখিতে তাঁরা হন অধিকারী । তেঞি আগে শ্রদ্ধা করি  
গেলা অনুসরী ॥ হেনকালে শ্রীআচার্য্যরত্নের  
মন্দিরে । মৃদঙ্গ তালাদি ধ্বনি হৈল মনোহরে ॥  
প্রেমভক্তি বলে বাছা শুনিলে কি তুমি । রত্নের  
আরম্ভে সতে গেল। নৃত্য ভূমি ॥ হেন বেলা রত্ন স্থলে  
ভাগবত শ্লোক । পাঠ হৈল যাতে কৈল হত দুঃখ  
শ্লোক ॥

তথাহি

জয়তি জননিবাসো দেবকী জগদ্বাদো; যদুবর পরি-  
ষৎস্বে দৌর্ভিরম্যন্নধর্ম্মং । স্থিরচর বৃজিনঘঃ সুশ্রিত  
শ্রীমুখেন; ব্রজপুরবনিতানাং বদ্ধয়ন্ কামদেবং ॥

পর্যায় ॥ জয় জয় গোবিন্দ গোপাল দামোদর ।  
সর্ব ভক্ত সুখদায়ী শ্যামল সুন্দর ॥ ব্রজবধু পুরবধু  
কাম বৃদ্ধকারী । দুই স্থানে সদা যিহৌ রমে বৃন্দা



করি ॥ আপনে সকল জন নিবাস হইয়া । দেবকীতে  
জন্মবাদ মাত্র প্রকাশিয়া ॥ বাহুবলে অধর্মের করিয়া  
সে ক্ষয় । যদু শ্রেষ্ঠ গণ যার পারিষদ হয় ॥ হাস্য যুক্ত  
মুখ পদ্ম মাধুরী দেখিয়া । ব্রজপুর বনিতার কন্দ  
বাটাইয়া ॥ ব্রজে দ্বারকাতে যার সর্বদা বিহার  
সেই পুতু জয় জয় শ্রীনন্দ কুমার ॥ আর এক শ্লোক  
পুনঃ করিলেন পাঠ । এই শ্লোকে পুকাশিল রাধিকার  
নাট ॥

তথাহি

সম্পর্গেন্দু মুখী সরোজনয়না কোকস্তুনীত্যাদি ॥

পয়ার ॥ পূর্ণচন্দ্র সময়ার শ্রীমুখ প্রকাশ । পদ্মনেত্রী  
কোকস্তুনী কৈরব সুহাস ॥ কধু গম কন্দরালম্বীর  
গর্ব নাশ । পুতপ্ত কনক কান্তি সূক্ষ্ম নীল বাসা ॥  
যিহো বৃন্দাবন ক্রীড়া কোতুক নাটক । নান্দী সম  
শ্রীকৃষ্ণের রস প্রকাশক ॥ সেই শ্রীরাধিকা দেবী  
জগতের লোকে । শুভ দান করুণ এই অর্থ এই  
শ্লোকে ॥ প্রেমভক্তি বলে সত্য আমি যে বলিল ।  
হরিদাস রঞ্জে আগে প্রবেশ করিল ॥ শ্রীভাগবত  
পদ্য মঙ্গল করিয়া । নান্দী পাঠ কৈল আগে প্রেমা-  
বিষ্ট হৈয়া ॥ অতএব অনুমানি এই হরিদাস । এক  
অঙ্ক ভাল নাট্য করিব প্রকাশ ॥ প্রেমভক্তি বলে  
বাছা এলীলা দেখিতে । ইচ্ছা থাকে তবে কেহ  
আমার সাক্ষাতে ॥ মৈত্রী কহে কোথা মোর সে  
ভাগ্য হইব । গৌরাজের সেই লীলা দেখিতে পাইব ॥  
প্রেমভক্তি বলে কিবা চিন্তা সে তোমার । মোর সঙ্গে

থাকি' দেখ গৌরাঙ্গ বিহার ॥ আমার প্রভাবে কেহ  
লখিতে নাপাব । তুয়া অনুরোধে আমি নিকটে  
থাকিব ॥ মৈত্রী কহে অনুকূল যদি হও তুমি । প্রভুর  
নৃত্য দেখিয়া । কৃতার্থ হই আমি ॥ আস্য বলি প্রেম-  
ভক্তি চলিলা কোতুকে । এ' প্রসঙ্গে প্রবেশ কহেন  
এ নাটকে ॥ ওথা হরিদাস সূত্রধার বেশ ধরি । প্রবেশ  
করিল রঙ্গে মহানন্দ করি ॥ কথো দূরে প্রেমভক্তি  
মৈত্রী দুই জন । অলক্ষিতে থাকি করে নৃত্য দরশন ॥  
সূত্রধার হরিদাস রঙ্গ স্থলে যাইয়া । দুই হস্তে পুষ্পা-  
ঞ্জলি লইল তুলিয়া ॥ ভগবান পাদ পদ্ম নথ মণি মণ ।  
তার শোভা পুষ্ট রূপ পুষ্প সমর্পণ ॥ কুন্দ মল্লিকাদি  
যত পুষ্পের সন্ততি । নাট্যরস হাস্য সম যার শুক্ল  
কান্তি ॥ শ্লোক বন্ধে ইহা বলি সেই পুষ্পাঞ্জলি ।  
রঙ্গ স্থলে দিল হরিদাস কুতূহলি ॥ প্রেমভক্তি বলে  
সাধু সাধু হরিদাস । যদ্যপি নেপথ্যে নান্দী পাঠের  
প্রকাশ ॥ তথাপি সে রঙ্গ পূজা প্রসঙ্গ করণে । পুষ্পা-  
ঞ্জলি পেলি' দিল কক্ষের চরণে ॥

### ত্রিপদী

প্রেমভক্তি বলে, মহা কুতূহলে; বৎস মৈত্রি হের দেখ ।  
হরিদাস কয়, নাট্য লক্ষী প্রায়; তেজ ভব পরতেক ॥  
কণ্ঠে দিবাংহার, শ্রবণে তাহার; কুণ্ডল যুগল শোভা ।  
অবতংস তাতে, পুসর বক্ষেতে; মুরমা মাল্যের পুতা ॥  
অঙ্গদ কঙ্কণ, শ্রীভুজ মণ্ডন; শিরে শোভে চিত্রপাগ ।  
চরণ যুগল; নূপুর মঞ্জুল; কি কহিব পরভাগ ॥  
মৈত্রী বলে পুনঃ, প্রেমভক্তি শুন; কোনশাস্ত্রে হেনকয় ।

প্রেমভক্তি কয়, শাস্ত্র মত নয়; অনুরাগ পথ হয় ॥

শাস্ত্র মাগে তাহা, তে নিয়ম হয়;

অনুরাগ মাগে নিয়ত ৷

মৈত্রী বলে অনিয়তে, যে চলে সে পথে;

বিলম্বে হয় গম্য গত ॥

প্রেমভক্তি কয়, এ নিশ্চিত নয়;

শুনহ কিহি দৃষ্টান্ত ৷

স্বভাবে কুটিল নদী, সেই পথে নৌকা যদি;

যায় শীঘ্র নাহি পায় অন্ত ॥

নদীর বন্যার কালে, অনিয়ম মাগে চলে;

শীঘ্র গিয়া পায় গম্য লাগ ৷

এইমত ভক্তজন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ;

লৈয়া যায় কৃষ্ণ অনুরাগ ॥

অতএব এ বিচারে, কিছু কার্য নাহি করে;

শুনহ কি বলে হরি দাস ৷

হরিদাস রক্ষ হলে, সভ্য গণ আগে বলে;

প্রেমদাস শুনিয়া উল্লাস ॥

পয়ার । আর অতি বিস্তারের নাহি প্রয়োজন ।

আজি আমি গিয়াছি নু ব্রহ্মার ভবন ॥ নৈতিয়ক বন্দনা

তঁার করি নু সাদরে । নারদ আছিল বসি সে সভা

ভিতরে ॥ আমারে দেখিল তিহে আদেশ করিল ।

নারদ গোসাঞি শুন যে কথা কহিল ॥ শুনহে গন্ধর্ব

রাজ আমার বচনে । বহু দিন মনোরথ আছে মোর

মনে ॥ শ্রীল বৃন্দা বিপিন বিহারি ভগবান । ব্রজ ভূমি

চন্দ্র তিহে সুখের নিধান ॥ তাঁহার অপূর্ব লীলা

কৌমুদী সে হয় । নৃত্য করি কর মোর নয়ন বিষয় ॥  
 আজি সেই নটন সম্পন্ন যেন হয় । এমন কৌশল করি  
 পূরাহ আশয় ॥ ভগবান নারদের আজ্ঞা সিদ্ধ তরে ।  
 যত্ন করি আমি তাহা কহিল সভারে ॥ ইহা বলি  
 অগ্রেতে করিল দৃষ্টিপাত । পারিপার্শ্বিকে তিহ  
 দেখিল মাঙ্গাৎ ॥ আইস আইস বলি তাঁরে করিল  
 সম্ভাষণ । কি আজ্ঞা বলিয়া পারিপার্শ্বিক প্রবেশে ॥  
 সূত্রধার বলে আৰ্য্য শুন কংহি কথা । আজি মোরে  
 নারদ কহিল সব কথা ॥ পারিপার্শ্বিক কহে কি কপ  
 তোমার । নারদের দেখা হৈল কহ সমাচার ॥ সূত্রধার  
 ব্রহ্মলোক বৃত্তান্ত কহিল । পারিপার্শ্বিকের মনে  
 বিস্ময় জন্মিল ॥ পারিপার্শ্বিক বলে সে নারদ আত্মা-  
 রাম । ব্রহ্মার তনয় তিহ ব্রহ্মার সমান ॥ সনকাদি  
 আত্মারাম তাঁহার অনুজ । অন্তর বাহিরে ব্রহ্ম কহে  
 যথা স্বজ ॥ আত্মারাম হৈয়া কৃষ্ণ লৌকিক যে লীলা ।  
 তাহা দেখিবারে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইলা ॥ সদৃষ্ট হইয়া  
 তোমা করিলেন প্রার্থন । ইহার রহস্য কহ করি  
 নিবেদন ॥ ইহার রহস্য আছে বলে সূত্রধার । শ্রীভাগ-  
 বতে সিদ্ধান্ত কহিয়াছে তার ॥ আত্মারাম মুনিগণ  
 নিগ্রহ সকল । ইহারাও ভজে কৃষ্ণ চরণ যুগল ॥  
 অহৈতুকী ভক্তি করে ছাড়িতে না পারে । এছে অন-  
 স্বচর্চনীয় গুণ কৃষ্ণ ধরে ॥ পারিপার্শ্বিক বলে ভক্তি  
 করুণ তাঁহার । লৌকিক আচরে কেন অনুরাগ  
 প্রাণ ॥ সূত্রধার বলে তুমি না কহ এমন । অলৌ-

কিক হৈতে লৌকিক লীলা রসায়ন ॥ বিশ্ব সৃষ্টি  
আদি লীলা প্রাচীন হইলা । তাতে হৈতে স্বাদু হয়  
অবতার লীলা ॥ এ সব বিচার করি শুক মহাশয় ।  
ভাগবতে কহিয়াছে করিয়ানির্গয় ॥ ভক্তে অনুগ্রহ  
করি মনুষ্য আকার ¹ ধরিয়া করেন কৃষ্ণ মনুষ্য  
বিহার ॥ সেই মনুষ্যের ক্রীড়া শুনে যেই জন । অচি-  
রাতে হয় সেই কৃষ্ণ পরায়ণ ॥ সাধারণ জন প্রতি  
এই অনুক্রম । ইহা যে নারদ মহা ভাগবতোত্তম ॥  
দিশেষে শ্রীবৃন্দাবন প্রিয় মহাশয় । শ্রীগোপাল মহা-  
মন্ত্র খাষি সুনিশ্চয় ॥ তাতে উপযুক্ত তাঁর দর্শনেচ্ছা  
ইথি । অবিলম্বে অনুনয় করহ সঙ্গপ্রতি ॥ পাত্র বর্ণ  
ভূমিকা সে পরিগ্রহ কর । বিলম্ব না কর ইহা করহ  
সত্ত্বর ॥ পারিপার্শ্বিক বলে ক্ষণ অপেক্ষা সে কর ।  
যাবত এখানে নাহি আইসে মুনিবর ॥ ব্রহ্মলোক  
হৈতে তিহঁ করিব গমন । বেশ করি আমরা থাকিব  
কতক্ষণ ॥ সূত্রধার বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান । অন্ত-  
রীক্ষে চলে সে নারদ ভগবান ॥ তথা হৈতে আসি-  
বারে তাঁর কতক্ষণ । অতএব শীঘ্র কর বর্ণিকা  
গ্রহণ ॥ পারিপার্শ্বিক বলে যদি এমন করিব । কোন  
লীলা অনুকৃতি তাঁরে দেখাইব ॥ সূত্রধার বলে সে  
নারদ তপোধন । রহস্য কৌতুক রসে তাঁর লুপ্ত মনঃ ॥  
অতএব যোগমায়া দেবী যে আপনে । জরতির ভাব  
ধরি হরষিত মনে ॥ সাহায্য করিয়া তিহঁ সম্পূর্ণ  
করিল । রাধা মুকুন্দের যেই দান নামে লীলা ॥  
তাহা অনুনয় কবি দেখাহ মুনিরে । তা দেখি নারদ

সুখী হইব অন্তরে ॥ পারিপার্শ্বিক বলে ইহা তৎ-  
কাল কেমনে । অনুষ্ঠান করিব তা বলহ আপনে ॥  
সূত্রধার বলে, ইথে কোন অনুস্মার । না পারিবে  
কেনে তা তৎকাল করিবার ॥ পারিপার্শ্বিক বলে  
শুন করি নিবেদন । এ প্রয়োগে নিপুণ তোমার কন্যা  
গণ ॥ সশঙ্ক হইয়া তারে বলে সূত্রধার । কহ তা  
সভার আগে শুভ সমাচার ॥ পারিপার্শ্বিক বলে  
তারা আছেন, কল্যাণে । কিন্তু গিয়াছেন তারা  
ব্রীন্দাবনে ॥ ব্রীন্দাবনে গোপেশ্বর শিব পূজিবারে ।  
সভে মেলি গিয়াছেন আনন্দ অন্তরে ॥ এত শুনি  
সূত্রধার সোদেগ হৃদয় । কেমনে নারদ ইহা করিব  
পুত্ৰ্য ॥ দেখিতে নাপাইলে তিহেঁ শাপ দিয়া যাব ।  
বড়ই সঙ্কট দেখি কি বৃদ্ধি করিব ॥ পারিপার্শ্বিক  
বলে তুমি চিন্তা না করিহ । সমাগত প্রায় তারা  
নিশ্চয় জানিহ ॥ সূত্রধার বলে তুমি কিছুই না জান ।  
তৎকাল আসিব তারা ইথে কি প্রমাণ ॥ জমারী  
সকল তারা পথ নাহি চিনে । উপযুক্ত বন্ধু তার  
কেহ নাহিসনে ॥ তাতে ব্রীন্দাবনে আছে মত্ত হস্তীবর ।  
মেঘ বণ তিহেঁ দ্রব্যো দান স্বীকর ॥ পারিপার্শ্বিক  
বলে চিন্তা না করিহ ইথে । তাহার শাশুড়ী বৃদ্ধা  
আছে তাঁর সাথে ॥ যোগমায়া সমান প্রভাব সভে  
জানে । বনে হস্তী ভয় আদি না করিহ মনে ॥ সূত্র-  
ধার শুনি হাসি কহিতে লাগিল । ইহা কহি তুমি  
মোরে নিশ্চিন্ত করিলা ॥ তাহার শাশুড়ী বুড়ী পথ  
নাহি চিনে । ডাকিকথা কহিলেও না শুনে শ্রবণে ॥

সে আমার কন্যা গণে করিব সহায় । দেখিতে  
 তাহার মূর্তি অতি জরা প্রায় ॥ পারিপার্শ্বিক বলেন  
 না বল এমন । মহা সুপ্রভাবা তিহো যোগিনী  
 উত্তম ॥ মতি নাশ হেতু তাঁর জরাবস্থা নয় । কিন্তু  
 তাঁর বুদ্ধি দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় ॥ চন্দের মণ্ডল যেন  
 প্রতি দিনে দিনে । বৃদ্ধি হয় সেই মত বিচারিবে  
 মনে ॥ এইমতে দুই জনে কহিছেন কথা । হেন  
 বেলে শ্রীনারদ আইলেন তথা ॥ দূরে হৈতে আন-  
 ন্দেতে কহিছে ডাকিয়া । শুনহে গন্ধর্ব পতি কি কর  
 বসিয়া ॥ যার লাগি আমারে করিল অনুন্নয় । সে  
 লীলার অনুন্নয় করিল সহায় ॥ শুনি পারিপার্শ্বিক-  
 কেরে কহে সূত্রধার । শ্রীনারদ গোসাঞির হৈল আশু-  
 সার ॥ মোসভার অভিমত শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখি-  
 বারে উৎকণ্ঠাতে নারদ আইলা ॥ মোসভার কিছুই  
 সামগ্রী দেখি নাঞি । শীঘ্র চল কুমারীর অনেষণে  
 যাই ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া নৃত্য করি কতক্ষণ ॥ তথা  
 হৈতে দুই জন করিলা গমন ॥ দান লীলা অনুন্নয়ে  
 এই প্রস্তাবনা ॥ দেখিলেন প্রেমদাস হৈয়া হৃষ্টমন ॥

পয়ার ॥ এথারঙ্গস্থলে শ্রীনারদ আইলা । সভাতে  
 স্নাতক ইহা দরশন দিলা ॥ কোথা হে গন্ধর্ব রাজ এই  
 বোল বলি । তার অনুসন্ধান করেন কুতূহলী ॥ প্রেম-  
 ভক্তিবলে বাছা মৈত্রী দেখ দেখ । শ্রীনারদ গোসাঞি  
 হইলা পরতেক ॥ কৈলাস শিখর যেন শুভ অঙ্ক  
 কাস্তি । বিদ্যুতের প্রায় জটা শোভা করে অতি ॥  
 গুরুগোষ্ঠে সে অঙ্কমালা অক্ষাঙ্কেতে ফোটা । যুবা বয়েস

তাতে দীপ্তি অঙ্কচ্ছটা ॥ বীণার গুণায় নানা তান  
সঞ্চারিয়া । গাইছেন কৃষ্ণ গুণ ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥  
ইহার অপূর্ব গাঁথা লিখিয়াছে পুরাণে । শ্রীভাগবত  
প্রছে লিখে স্থানে স্থানে ॥

তথাহি.

অহোদেবর্ষি ধনোয়ং যৎকীর্ত্তি শার্ঙ্গ ধন্যন ।

গায়ন্ মাদন্নিদং তন্ত্ৰ্যা ব্রময়ত্যা ভবং জগৎ ॥

পয়ার ॥ প্রেমভক্তি বলে বাছা প্রণম সত্ত্বর ।  
মহাভাগবতোত্তম এই মুনিবর ॥ ইহার অপূর্ব গাঁথা  
লিখিল পুরাণে । সর্ব শাস্ত্রে প্রসঙ্গে লিখিল স্থানে  
স্থানে ॥ দেবর্ষি নারদ ধন্য শার্ঙ্গ ধন্যযশ । মত্ত হৈয়া  
গাইয়া করে ত্রিভুবন বশ ॥ প্রণাম করিয়া মৈত্রী  
পাইয়া বিদায় । প্রেমভক্তি স্থানে জিজ্ঞাসিল মান-  
নয় ॥ শুন আইপূর্বে তুমি আমারে কহিল । শ্রীনিবাস  
করিবেন নারদের লীলা ॥ ইহোঁত শ্রীবাস নহে  
নারদ সাক্ষাৎ । শ্রীনিবাস বলি তুমি ভাগ্যহ  
আমাত ॥ প্রেমভক্তি বলে শ্রীল নারদ আপনে ।  
শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে প্রকট ভুবনে ॥ পূর্বকপাছাদি  
যেন শ্রীবাস হইল । তেন ইহা আচ্ছাদিয়া নারদ  
পাইল ॥ শ্রীঅদ্বৈত আদি যে হইব কৃষ্ণ আদি । বেশ  
আরোপণ তাতে ভক্ত তত্ত্ব বিধি ॥ অতএব তুমি সর্ব  
বিতর্ক ছাড়িয়া । চৈতন্যের লীলা দেখ নয়ান ভরিয়া ॥  
নারদ বলেন শুন শুনহে স্নাতক । এথা কেনে নাহি  
দেখি কোঁনই নাটক ॥ স্নাতক বলেন মুনি গন্ধর্বের  
রাজ । নৃত্য করিবারে গেলা বৃন্দাবন মাঝ ॥ যোগ্য



জ্ঞান যেই সেই বিচার করিয়া । সামগ্রী লইয়া গেলা  
 অনুমান ইহা ॥ চলহ আমরা যাব শ্রীবৃন্দাবনে ।  
 সে নৃত্য দেখিব যাঞা আনন্দিত মনে ॥ নারদ  
 বলেন একি বৃন্দাবন নহে । স্নাতক তাহার প্রতি  
 হাসি হাসি কহে ॥ শুন মহাভাগ তুমি অতি হর্ষা  
 বেশে । আপনাই পাসরিলে মোর চিত্তে ভাষে ॥  
 বৃন্দাবনে বৃক্ষ লতা পুষ্প আদি যত । সকল তোমাতে  
 বেদ্য শাস্ত্র দৃষ্টি মত ॥ তথাপিহ অন্য স্থানে বৃন্দাবন  
 বল । আপন্য ভুলিলে তুমি জানিলাও দট ॥ নারদ  
 বলেন সত্য কহিলে স্নাতক । আনন্দ উন্মাদ হয়  
 সর্ব বিস্মারক ॥ অন্তর্দ্বাখ ইন্দ্ৰিয়ের বৃত্তি লোপ করে ।  
 সম্যক্ আত্মাকে কেহো চিনিতে না পারে ॥ পর  
 পরিচয় কথা সে থাকুক দূরে । কৃষ্ণানন্দ উন্মাদ এমত  
 শক্তি ধরে ॥ অতএব কহ কোন দিগে বৃন্দাবন ।  
 স্নাতক কহেন এই করহ গমন ॥ দুইজনে নৃত্য করি  
 পথে চলি যায় । মৈত্রী সহ প্রেমভক্তি দেখি সুখ  
 পায় ॥ প্রেমভক্তি বলে এহো মহাভাগবত । স্বাভা-  
 বিকি বৃন্দাবন রতি সমাবৃত ॥ নৃত্যরসে নারদ  
 কথোক দূর গেলা । স্নাতক সম্বোধি পুনঃ কহিতে  
 লাগিলা ॥ এই শ্রীল বৃন্দাবনে চিহ্নভক্তি বিকার । ভূমি  
 বৃক্ষ লতা কুঞ্জ অনন্ত প্রকার ॥ পক্ষী মৃগ ভৃঙ্গ আদি  
 সান্দ্রানন্দ ময় । জ্ঞানানন্দ নয়নানন্দ বর্ণন না হয় ॥  
 বিরজা পরমবেশ্যম নহে যার পার । হেন বৃন্দাবন  
 হৈব নয়ন গোচর ॥ ইহা বহি চক্ষু ফল কিবা আছে  
 আর । আর কহি শুন তাহা পূর্ব সমাচার ॥ মোর

পিতা ব্রহ্মা যারে স্বয়ম্ভু সে বলি । তিঁহ যবে দেখিলেন  
বৃন্দাবন স্থলি ॥ ব্রহ্মলোক প্রতি তবে হৈল অধি-  
কার । বৃন্দাবনে যে সে জন্ম বাঞ্ছা হৈল তাঁর ॥ এই  
কথা ভাগবতে করিল প্রকাশ । তাহা শুন বলি শ্লোক  
পটে শ্রীনিবাস ॥

তথাহি

তত্ত্ব রিভাগ্যমিহ জগ কিমপ্যটব্যং, যদোকলেহপিক  
তমাস্মি রজ্জো ইতিষেকং ৭ যজ্জীবিতন্তু নিখিলং  
ভগবান্ম কুন্দ; তদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতি মৃগ্যম্বেব ॥

পয়ার ॥ বৎস শিশু হরি ব্রহ্মা বৎসরেক গেলে ।  
সেই বৎস শিশু দেখে কৃষ্ণ সঙ্গে খেলে ॥ পুনঃ সব  
বৎস শিশু চতুর্ভুজ হৈলা । পুনঃ দেখে একা কৃষ্ণ  
শিশু রূপ হৈলা ॥ হৎস পৃষ্ঠ ছাড়ি ব্রহ্মা বিম্বিত  
হইলা । কৃষ্ণ পাদ পদে পড়ে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ অনেক  
প্রকার শ্রব করি পুনঃ শেষে । কৃষ্ণ স্থানে প্রার্থনা  
করিল ভাবাবেশে । শুন প্রভু কৃপা করি মোরে দেহ  
বর । কিছু হৈয়া জন্ম বৃন্দাবনের ভিতর ॥ কৃষ্ণ বলি-  
লেন তুমি ব্রহ্মলোক ছাড়ি । বৃন্দাবনে জন্মিবারে সাধ  
দেখি বড়ি ॥ কি লাভ হইব জন্ম হৈলে বৃন্দাবনে ।  
কান্দিয়া কহেন ব্রহ্মা কৃষ্ণের চরণে ॥ বৃন্দাবনে  
জনমিলে কোন বনবাসি । পদধূলী মোর অঙ্গে লাগি  
বেক আসি ॥ কৃষ্ণ কহে ব্রহ্মলোকে কি ভাগ্য  
দেখিলে । যাহা দেখি পদধূলী প্রার্থনা করিলে ॥  
ব্রহ্মা কহে শ্রুতিগণ করে অনুেষণ । অদ্যাপিহ নাহি  
পায় তোমার চরণ ॥ চরণ না পায় তাঁর ধূলীহ

না পায় । হেন তোমা ব্রজবাসী দেখে সর্বথায় ॥  
 তোমাতে এতেক প্রীত না দেখিলে মরে । ইহা সভা  
 পদধূলী ভক্তি ফল ধরে ॥ ব্রজবাসী মহিমা কহিতে  
 শক্তি নাঞি । অতএব ইহা সভার পদধূলী চাই ॥  
 কৃষ্ণ বনে ব্রহ্মা তুমি জগৎ ঈশ্বর । বড় বৃক্ষ হৈতে  
 কেনে নহিল অন্তর ॥ ব্রহ্মা বলে বনে যদি বড় বৃক্ষ  
 হই । সর্বাঙ্কেতে পদধূলী লাগিবেক কই ॥ অতএব  
 গুল্ম লতা মধ্যো কিছু হইয়া ॥ ধূলী ব্যাপ্ত হইয়া থাকে  
 সংজ্ঞা পাইয়া ॥ এমন প্রার্থনা কৈল জনক আমার ।  
 সে স্থান হইব দৃশ্য আমা সভাকার ॥ এত বলি সেই  
 শ্লোক বীণায় উচ্চারি । নৃত্যাবেশে নারদ চলিল  
 কুতূহলী ॥ স্নাতক বলেন হৈল গেলে বৃন্দাবন । পায়  
 পায় নাটি গাই করহ ক্রন্দন ॥ ধৈর্য্য করি পথে যাহ  
 বৃন্দাবন যায় ॥ নৃত্য গান যত ইচ্ছা করিহ বসিয়া ॥  
 ধৈর্য্য করি নারদ কহেন পথ কই । স্নাতক বলেন আস্য  
 পথ বটে এই ॥ পুনঃ নৃত্য করি পথে নারদ চলিল ।  
 হেন কালে বৃন্দাবনে বেণু ধ্বনি হৈল ॥ স্নাতক বলেন  
 এই বটে বৃন্দাবন । গোবিন্দের বেণু ধ্বনি পুলিন  
 মোহন ॥ স্নাতকের বাক্যে মুনি স্থির কৈল কান ।  
 মুনি বলে সত্য বটে কৃষ্ণ বেণু গান ॥ মাধুরী রসের  
 মহা দীর্ঘকায় বাঁশী । কলরব করে যেন সুখে মত্ত  
 হংসী ॥ প্রণয় কুসুম বাটী ভঞ্জন গীত হেন । সুরত  
 সমর ভেরী বাজিছেন যেন ॥ রসিক জনের করে  
 হৃদয় বিদগ্ধ ॥ নিশ্চয় বাজিছে পুতনার শত্রুবংশ ॥  
 প্রেমভক্তি বলে বাছা মৈত্রী সাবধান । প্রবেশ করিব

কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ॥ আজন্ম যতেক দুঃখ সকল পামর ।  
 দেখি দুই থানি চক্ষু সফলতা কর ॥ শ্রীগোবিন্দ রূপ  
 না দেখিল যেই জন । মহাদুঃখি সেই তার বিফল  
 নয়ন ॥ মৈত্রী বলে সব তুষা চরণ প্রসাদে । গোবিন্দ  
 দেখিব আমি আজি নিরিরোধে ॥ এথা সে নারদ  
 ভাল কপে নিদ্ধারিয়া । কহিছেন স্নাতক পুনঃ কহে  
 সম্বোধিয়া ॥ সত্য মেনে ব্রজরাজ কুমারের বংশী ।  
 বাজিছেন বৃন্দাবনে সর্ব চিহ্ন দংশী ॥ দেখ দেখ  
 বৃন্দাবনে যত গিরিগণ । অশুধার সভার বহিছে  
 অনুক্ষণ ॥ তরু লতা সকল পুলক ব্যাপ্ত হইল । নদী  
 সকলের শ্রোত স্তম্ভিত হইল ॥ দেখ দেখ কি অদ্ভুত  
 নয়ান ভুরিয়া । এত বালি নাচি যায় বীণা বাজাইয়া ॥  
 স্নাতক বলেন এবে যথার্থ এ নৃত্য । শ্রীকৃষ্ণ দেখিবে  
 অতঃপর কোন কৃত্য ॥ অদ্যাপিহ শ্রুতি যার করে  
 অনেষণ । ব্রহ্মজ্ঞানী করে যাহা আশ্বাদি তেমন ॥  
 যিহো মূর্ত্তিমান মহা আনন্দের সার । ভব ব্রহ্মা আদি  
 দেব নতি করে যার ॥ হেন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম নেত্র দৃশ্য  
 হৈব । ইহা বই কোথা কোন আনন্দ পাইব ॥ শুন দেব  
 ঋষি তুমি আমার বচন । অলক্ষিতে আমরা থাকহ  
 এক ক্ষণ ॥ শ্রীদাম সুবল আদি যত সখা গণ । তা  
 সভার সনে কৃষ্ণ করিল গমন ॥ কিবা ভাগ্যবতী যত  
 আভীর কিশোরী । তা সভার সঙ্গে আসিছেন গিরি-  
 ধারি ॥ নারদ বলেন সত্য এই সে কর্তব্য । অলক্ষিতে  
 রহিলেন দুই মহাসত্য ॥ এথা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে পুবেশে

আসিয়া । প্রফুল্ল কদম্ব বৃক্ষে অঙ্ক হেলাইয়া ॥  
 ললিত ত্রিভঙ্গ তনু মদন মোহন । মুরলী বাজন নৃপ  
 তরু আলম্বন ॥ জনকত সম বয়ঃ সখা মাত্র সঙ্গে ।  
 সখাসম্বোধিয়া কিছু কহিছেন রঞ্জে । দেখ দেখ সখা  
 সব বন্দাবন শোভা । প্রফুল্ল মাধবী লতা জগ মনো  
 লোভা ॥ ললিত লবঙ্গ তরু মুকুলে আকুল । বিশোক  
 অশোক কোকনদ সম ফুল ॥ বিবিধ বিবিধ বিচয়  
 চম্পক নিচয় । কুসুম সুধম সর্ব চিহ্ন আহ্লাদয় ॥  
 নাগ পুন্নাগ তরু সুচারু শুবক । কুঁটরে পাটব বায়ু গন্ধ  
 আহ্লাদক ॥ শিশু সব হাসি বলে শুন প্রাণ সখা ।  
 তোমার ক্রীড়ার বন শোভার কি লেখা ॥ প্রেমভক্তি  
 বলে দেখি পরম আশ্চর্য্য । কিবা অনির্বচনীয় রূপের  
 মাধুর্য্য ॥ এহোত অদ্বৈত নহে বুঝিল নিশ্চয় । বেশ  
 রচনার শিল্প এমত কি হয় ॥ কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি  
 কৈল আবির্ভাব । রূপ দরশন মাত্র পরানন্দ লাভ ॥  
 যথার্থ যে বস্তু সেই করে চমৎকার । সুখ সন্দোহাদি  
 করে যথার্থ আকার ॥ পুনরবার দেখি বলে করিয়া  
 বিচারে । অকৃষ্ণ যে সেই কৃষ্ণ হইতে না পারে ॥ স্বয়ং  
 কৃষ্ণ নানাকৃতি হইতে সমর্থ । কৃষ্ণ হৈতে নারে অংশ  
 কল । আছে যত ॥ অবয়বী বহু অবয়ব হৈতে পারে ।  
 অবয়বী হইবারে অবয়ব নারে ॥ অতএব ইহোঁ মেনে  
 না হয় অদ্বৈত । বেশ রচনাও নহে জানিল নিশ্চিত ।  
 কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈলা অবতীর্ণ । ইহারে দেখিয়া  
 দুই নেত্র হৈলা ধন্য ॥ দূরে হৈতে নারদ দেখিল কৃষ্ণ  
 রূপ । মন্থা মুখে বলে কিবা আনন্দ স্বরূপ ॥ মান্দানন্দ

রস সিদ্ধ করিয়া মন্তন । এই শ্যামামৃত উঠাইল কোন  
জন ॥ ভক্ত গোষ্ঠী প্রতি কৃপা মোহিনী আপনে ।  
শ্যামামৃত পরিবেষে আনন্দিত মনে ॥ পণ্ডিত করি  
বিসিলেন যত রতিবান । নানা রুচি করি করে বারবার  
পান ॥ নিত্য নূতন হয় না হয় বিকার । কি অপূর্ব  
শ্যামামৃত বড় চমৎকার ॥ নবজলধর শ্যাম ধাম  
অনুপাম । ও কপে তুলনা নহে কত কোটি কাম ॥  
শরদ পূর্ণিমা চন্দ্র সুন্দর বদন । পদ্মপত্র দ্রোণী দীর্ঘ  
অরুণ নয়ন ॥ বিশ্বকল হেন বক্তৃ বর্ণ ওষ্ঠাধর । হাস্য  
কুমুদ কান্তি তাহার উপর ॥ চলি আসিছেন কৃষ্ণ এই  
দিগ পানে । কুঞ্জ আড়ে থাকি আস্য আমরা দুজনে ॥  
নারদ স্নাতক দুই কুঞ্জ আড়ে থাকে । কৃষ্ণ ওথা কহি-  
ছেন সঙ্গীয়া বালকে ॥ শুন সখা শ্রীদাম সুদাম মোর  
কথা । কুসুমাসব বটু কেন নাহি দেখি এথা ॥ তার  
অনেষণা দেখি কর বৃন্দাবনে । যে আঙ্ক্য বলিয়া তারা  
চলে অনেষণে ॥ হেন বেলা বিদূষক ধাইয়া আইলা ।  
সম্মুখে গোবিন্দ আগে কহিতে লাগিলা ॥ রঞ্জন  
কৃষ্ণ বলি আইসে নিকটে । ত্রাস দেখি কৃষ্ণ বলে কি  
বটে কি বটে ॥ কি নিমিত্ত ভীত তুমি তাহা কহ  
আগে । বিদূষক বলে ভাই এড়াইনু ভাগ্যে ॥ অতিবন্ধা  
প্রায় দেখি একটা যোগিনী । গুটি পাঁচ ছয় সঙ্কে  
রালিকা রমণী ॥ দৈবে কোথা পাইয়াছে তাহা সভা  
কারে । বন মধ্যে আইলা গোপেশ্বর পূজিবারে ॥ একা  
আমি তাঁর কাছে গিয়াছি নু বনে । সে যোগিনী মোর  
দেখা পাইত এই ক্ষণে ॥ এখনি আমারে লৈয়া শিবে

বলি দিত । তুয়া পুণ্যে এড়াইনু প্রাণ হারাইত ॥  
 হাসিয়া গোবিন্দ বলে সুবলের প্রতি । কেমন মন্দভ  
 এই মনঃকর ইতি ॥ সুবল বলেন জানিলাম অনুমানে ।  
 এই স্থানে থাক তথা যাইব বা কেনে ॥ আজি গোপে-  
 শ্বর রাজ শিব পূজিবারে । গুরুজন নিষেধ করিল  
 রাধিকারে ॥ রাধিকার মাতামহী মুথরা গোপিকা ।  
 হর্ষ পাইয়ানিজ সঙ্কে লইয়া রাধিকা ॥ স্বচূন্দে আইলা  
 বনে গোপেশ্বর স্থানে । তাহা দেখি আইলা ইহৌ  
 বুঝিলাম মনে ॥ বৃদ্ধা মুথরাকে দেখি যোগিনীর ভ্রমে ।  
 বটু ভয় পাঞা ধাঞা আইলা এই স্থানে ॥ আকৃতে  
 প্রভাতে তিহো যোগমায়া যেন । বৃন্দাবনে কে আর  
 যোগিনী আছে হেন ॥ ইহা শুনি বিদূষক হী হী করি  
 হাসে । গোপী সব যদি আইলা গোপেশ্বর পাশে ॥  
 এখনি পড়িব আসি প্রিয়সখা হাতে । কৃষ্ণ গুণে  
 আকর্ষিয়া নিব সেই পথে ॥ গোকুল বাসিনী নারী কুর-  
 ঙ্গিনী গণ । প্রিয়সখা গুণ তার বাগুরার সম ॥ বাগুরা  
 ছাড়িয়া মৃগী যাইব কোথারে । এখনি পড়িব আসি  
 প্রিয়সখা করে ॥ নারদ বলেন শুন স্নাতক বচন । এখা-  
 নে থাকিতে আর নহে পুয়োজন ॥ অতএব আইস যাই  
 যোগের প্রভাবে । আকাশে থাকিয়া দেখি একৌতুক  
 সভে ॥ ইহা বলি শ্রীনিবাস তথা হৈতে গেল । রাধা  
 বেশে গৌরচন্দ্র আসি পুবেশিলা ॥ বিশ্বম্ভরবলি কেহ  
 চিনিতে না পারে । আকৃতি প্রকৃতি রাধা সভে মনে  
 করে ॥ রাধা বলে আৰ্য্যে শুন কি বুদ্ধি করিব ।  
 গোপেশ্বর পূজিবারে কোন পথে যাব ॥ স্থানে স্থানে

দানকর করি বিমোচনে । ধূর্ত বনগজ আসিয়াছে  
বৃন্দাবনে ॥ সদালী নিকর সেই করে আকর্ষণ ।  
হেলাতে কপুল করদণ্ড সুশোভন ॥ বনগজ ভয়  
বনে যাইতে নারিব । গোপেশ্বর পূজিবারে কেমনে  
পাইব ॥ তাহা শুনি সুবল কৃষ্ণেরে কহে পুনঃ । মোর  
বাক্য ফল ধরিলেক তাহা শুন ॥ বিদূষক বটু বলে  
থাকরে সুবল । বৃথা গর্ব ছাড়সত্য আমার উত্তর ॥  
আমি যে বলিয়াছি প্রিয় বয়স্যের হাতে । তাহার  
প্রতীত এই দেখহ সাক্ষাতে ॥ অতএব আমরা সে  
উদ্যম করহ । কৃষ্ণ কহে কি উদ্যম শুনি তাহা কহ ॥  
বটু বলে রাধিকা এশ্লোক পাঠ কৈল । ধূর্ত বনগজ  
জ্ঞানে জ্ঞানে দান কৈল ॥ কিন্তু বনগজ বলি উচিত  
কহিল । ধূর্ত কথা কহি মোরে বড় দুঃখ দিল ॥ সে  
প্রসঙ্গ বাপি কৃষ্ণ হাসি কহে তারে । বনগজ ধূর্ত  
বলি রাধিকা উচ্চারে ॥ তাহাতে তোমার দুঃখ কহ  
হৈল কেনে । বটু বলে আর গজ কে আছে এ বনে ॥  
অতএব ধূর্তকরি তোমারে কহিল । এই বাক্যে রাধা  
মোর মনে দুঃখ দিল ॥ পুনর্বার রাধা বলে সেই  
বন হাতী । সহচর ইন্দের সঙ্কেতে বুনে মাতি ॥  
শুনিয়াছি বৃন্দাবনে কৈল দানকর । কেমনে যাইব  
পথে বলনা উত্তর ॥ কুমুদাসব বটু বলে শুনহ  
রহস্য । কুঞ্জ আড়ে থাকি দেখ গোপিকা রহস্য ।  
নির্ভয় বিশ্বস্ত হৈয়া আগুল ইহার । এক ক্ষণ কুঞ্জ  
মার্গে থাকহ তোমরা ॥ তা শুনিয়া সন্তে বলে  
উত্তম বলিল । কৃষ্ণের সহিতে সন্তে কুঞ্জে প্রবে-



শিলা ॥ এথা রাধা সঙ্গে যত প্রিয় সখীগণ । পূজার  
সামগ্রী হাতে করিল গমন ॥ আগে আগে বুড়ী  
চলে রাধা তার পাছে । সে শোভা বর্ণিব হেন শক্তি  
কার আছে ॥ রাধা বলে সখী গোপেশ্বরকে পূজিতে ।  
সকল সম্ভার আনিয়াছি গৃহ হৈতে ॥ সখী সম্ভে  
বলে সব আনিলা সম্ভার । কিন্তু এক দ্রব্য নাহি  
আনিলা পূজার ॥ সুখাঞ মলিন হৈব ইহার কারণ ।  
পুষ্প মাত্র না আনিলা কৈল নিবেদন ॥ এথায়  
আনিব পুষ্প করিয়া চয়ন । তাহা শুনি রাধিকা  
ভাবেন মনে মন ॥ ভালই হইল পুষ্প লইব বৃন্দা-  
বনে । এত ভাবি বলে চল পুষ্প অনেষণে ॥ নাট্য  
রসে করে সম্ভে পুষ্পের চয়ন । মৈত্রী সহ প্রেমভক্তি  
করেন দর্শন ॥ প্রেম বলে কি আশ্চর্য্য সেই বিশ্ব-  
স্তর । সাক্ষাৎ রাধিকা যেন হইল গোচর ॥ ইহার  
অসাধ্য মেনে কোন বস্তু নয় । ইচ্ছা বশে স্ত্রী পুরুষ  
দুই রূপ হয় ॥ পূর্বে শুনিয়াছি যবে মোহিনী হইলা ।  
যতেক অসুর ছিল সম্ভারে মোহিলা ॥ আত্মারাম  
ঈশ্বরের ঈশ্বর শঙ্কর । দেখি মোহ পাইলা তিহো  
ভবানী গোচর ॥ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়াও তিনি ।  
সেই দেহে রাধা রূপ হইলা আপনি ॥ সর্ব শক্তি-  
ময় হন প্রভু বিশ্বস্তর । অতএব এই তাঁর কি আশ্চর্য্য  
তর ॥ অথবা আপন শক্তি সহ ভগবান । দ্বিদল যুগলে  
এক কলাই সমান ॥ পৃথক হইলা যেন স্ত্রী পুরুষ  
মূর্তি । দুই মূর্তি সম ঘাটি বাটি নাহি ইথি ॥ রাধি-  
কার সনে গদাধর মূর্তি দেখি । ইহো গদাধর নহে

কিন্তু রাধা সখী ॥ সাক্ষাৎ ললিতা ইহোঁ নহে গদা-  
ধর । অথবা ত্রিমূর্তি হৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ পুনরার  
চাহি কহে জরতীর পানে । ইহোঁ মেনে যোগমায়া  
বটেন আপনে ॥ তমো গুণ শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া মাথায় ।  
পাকা কেশ ছলে ধরি আইলা এথায় ॥ বৃদ্ধা বেশ  
ধরি সত্য যোগমায়া আইলা । নিত্যানন্দ নহে  
ইহোঁ জরতীর খেলা ॥ ভগবান যোগমায়া পাঠা-  
ইয়া দিলা ॥ যোগমায়া নিত্যানন্দ দেহে প্রবেশিলা ॥  
এ নহে আশ্চর্য্য নিত্যানন্দ হলধরে । নানা রূপ ধরি  
ইহোঁ কৃষ্ণ সেবা করে ॥

তথাহি

নিবাস শয্যাসন পাঁদুকাংশুকোপধান বর্ষাতপ  
বারণাদিভিঃ । শরীরভেদৈ স্তবশেষ তাংগতৈ  
যথোচিতং শেষ ইতীরিতোক্তনৈঃ ॥

পয়ার ॥ কৃষ্ণের নিবাস শয্যা পাঁদুকা আসন ।  
বস্ত্র উপধান ছত্র নানা রূপ হন ॥ শরীর ভেদেতে  
সেবা শেষ নাম ধরে । অতএব লোকে তাঁরে শেষ নাম  
বলে ॥ যখনে যে রূপ লীলা গোবিন্দ করেন । তাঁর  
অনুরূপ বলরাম বেশ ধরেন ॥ মৈত্রী প্রেমভক্তি  
দোহে মহানন্দে দেখে । জ্ঞান দৃষ্টি প্রেমদাস যথা  
মতি লেখে ॥

ত্রিপদী

কুঞ্জ আড়ে রহি হরি, রাধিকার রূপ হেরি;  
মনে মনে কত সুখ পায় ।  
সে রূপ বর্ণন করি, সখারে স্তনান হরি;

কর্ণ মনঃ শুনিয়া জুড়ায় ॥

কোন কারু গুরুবর; কোন রত্ন মনোহর;

আনি নিরমিল রাধা দে ।

কি প্রেম চিত্রকর, চিত্র কৈল চারুতর;

লাবণ্য কুন্দে কুন্দাঞ্জেছে ॥

সৌন্দর্য্য সমুদ্র মথি, উঠাইল কোন বিধি;

মধুরিম লক্ষ মনোরমা ।

নিতি নিতি দেখা হয়, নিত্য মূতন ময়;

চিত্ত হরি ব্যগ্র কৈল আশা ॥

কাম মহা নরপতি, দর্প রূপ ধরা মূর্তি,

লাবণ্য লক্ষীর মধুমদ ।

কিবা সৌভাগ্যের গর্ভ, উদয় করিল সর্ব;

কিবা রাধা রূপের সম্পদ ॥

মাধুর্য্যের নানাস্থানে, সর্ব গুণাঈত ভানে;

কিবা রূপ নির্ণয় না হয় ।

কেলি বিলাসের শ্রেণী, উপনিষদহন ইনি;

স্থিরচর কৈল সুখময় ॥

নয়নের চমৎকার, রূপ দেখি বারবার;

কেবা বটে চকোর নয়নী ।

একপ দেখিল। যেই, ভাগ্যধর লোক সেই;

প্রেমদাস মধুর ভাষণী ॥

পয়ার । রাধিকা বলেন প্রিয় সখী ললিতারে ।

চল যাই লবঙ্গ কুমুম তুলিবারে ॥ জরতী বড়াই বলে

শুনহ রাধিকা । শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এই লবঙ্গ বটিকা ॥

ইহার নিকট কদাচিত না যাইব । প্রমাদ হইব বড়

নিশ্চয় জানিহ ॥ পড়িবে কৃষ্ণের হাতে ছাড়াতে  
 নারিব । বলিয়া ফারাক আমি পশ্চাৎ জানিব ॥  
 ললিতা বলেন যদি কৃষ্ণ আইসে এথা । তোমারে  
 জানিন তবে করিব সর্বথা ॥ জামিন হইবে তুমি  
 আপনা ছাড়াইব । ইহাতে কি চিন্তা সব কলহ ভাঙ্গিব ॥  
 এত বলি হাসি পুষ্প করেন চয়ন । হেন কালে এক  
 ভৃঙ্গ তথায় গমন ॥ পদ্ম-ভ্রমে রাধা মুখ নিকটে  
 আইল । ভৃঙ্গ দেখি ভয়ে রাধা ললিতা ডাকিল ॥ রক্ষ  
 রক্ষ সখি মোরে মত্ত মধুকর । দংশিতে আইল ভয়ে  
 কাঁপিছে অন্তর ॥ সখী সব বলেন মধুসূদন চপল ।  
 অনিয়ত প্রেম ইহোঁ স্বভাবে তরল ॥ লবঙ্গ কুসুম  
 ছাড়ি গন্ধে অন্ধ হৈয় । তুয়া মুখ বেটি ভ্রমে বক্ষণ  
 করিয়া ॥ কুঞ্জ আড়ে থাকি কৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া ।  
 রাধা মুখ দেখি কহে সভারে ডাকিয়া ॥ দেখ দেখ  
 মুখে আমি পড়িছে ভ্রমর । নিবারণ করে রাধা দিয়া  
 নিজ কর ॥ ভয়েতে চকিত হৈয়া অধোমুখ করি ।  
 দেখ দেখ সখা কিবা কপের মাধুরী ॥ ভ্রমরের মন  
 দুঃখ কঙ্কণ বক্ষারে । পীড়া পাই ঘূরি ঘূরি চারি দিগে  
 ফিরে ॥ বিদূষক বলে সখা মোর বোল ধর । মো  
 সভার ভাল হৈল এই অবসর ॥ লবঙ্গ ফুলের বন  
 আমা সভাকার । না কহিয়া ফুল তোলে রাধিকা  
 তোমার ॥ ফুলের লাগিয়া তুমি কর যাই রণ ।  
 বলাৎকারে কাটি লেহ বস্ত্র অভরণ ॥ কৃষ্ণ কহে সখা  
 এই রূপ দরশন । ইহা হৈতে কিবা মুখ আছে ত্রিভ-

বন ॥ অসঙ্কোচ মুখচন্দ্র করেছি দর্শন । হেন মুখ বাদ  
 তবে হইব এখন ॥ তবু প্রিয় বটু বাক্য না করিব  
 আন । এত বলি দেখা দিলা কমল নয়ান ॥ দর্প করি  
 বলে হরি শুনত ললিতা । এমত সাহস শিক্ষা  
 পাইলে তুমি কোথা ॥ বৃন্দাবনে মোর স্থানে স্বতন্ত্র  
 হইয়া । কোন মদে বার বার পুষ্প তোলসিয়া ॥  
 ভাল জ্ঞান ছিল মোর তোমা সভাকায় । ইতর  
 লোকের প্রায় দেখি ব্যবসায় ॥ গায়ের গরবে আসি  
 বৃন্দাবন স্থলে । পুষ্প লৈয়া বৃক্ষ লতা ভাঙ্গ ডাল  
 মূলে ॥ বড়ই অনীত দেখি তোমা সভাকার । বন  
 ভাঙ্গি মোরে দুস্থ দেহ বার বার ॥ ভগ্ন দেখি দুস্থ  
 পাই দেখিতে না পাই । আমারে অবজ্ঞা করি বুল  
 এই ঠাঞি ॥ ভালই হইল আজি দেখিল মাফাতে ।  
 আজি তার ফল ভোগ কর ভাল মতে ॥ বুড়ি বলে অএ  
 কৃষ্ণ তৌ বড়ি অজ্ঞান । পুষ্প লাগি বাল্য সব করিল  
 পয়ান ॥ বৃন্দাবন মধ্যে যাইয়া ফল ভোগ করি । ইহা  
 লাগি এথা নাহি আইসে গোপনারী ॥ আচম্বিতে  
 তুমি বনফল ভোগ কর । কেমন তোমার কথা বুলিতে  
 দুষ্কর ॥ বটু বলে বুড়ী মোরে আশ্চর্য লাগিল । বয়-  
 স্যের সঙ্গে বুদ্ধি বুদ্ধি তোর গেল ॥ অপরাধে দণ্ড  
 করে তারে বলি ফল । ইহা নাহি জান তুমি হইলে  
 পাগল ॥ জরতী বলেন শুন ব্রাহ্মণের শিশু । ক্ষীর-  
 কণ্ঠ তুচ্ছ তোর বুদ্ধি যেন পশু ॥ অপরাধকারী বলি  
 করহ বিচার । অপরাধ হৈলে তবে দণ্ড কর তার ॥  
 অপগত রাধা তারে বলি অপরাধ । সরাদা আমরা

নাহি দেখ কি প্রমাদ ॥ ললিতা বলেন বটু  
 শুনহ বলি য়ে । তোমার বয়স্য এই বনের বটে কে ॥  
 বটু বলে মোর সখা হই। অধিকারী । ললিতা বলেন  
 সত্য কহিলে বিচারি ॥ অধিক যে অরি অধিকারী  
 বলি তারে । তুয়া সখা অধিকারী এ বন মাঝারে ॥  
 এনহিলে মোর সখা রাধারে এ বনে । তুয়া সখা  
 এমত অবস্থা করে কেনে ॥ বটু বলে ললিতা পাণ্ডিত্য  
 প্রকাশিলে । শব্দ ভাঙ্গি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্যের  
 বলে ॥ সেহ ভাল হউ মোর সখা এই বনে । হইলা  
 অধিক অরি তোমার বঁচনে ॥ তুয়া প্রিয়সখা রাধা  
 তার এই বন । কোন অভিপ্রায়ে কহ এমন বচন ॥  
 তোমার সখীর বুল কেমনে হইল । অতি অদ্ভুত কথা  
 আজি সৈ শুনিব ॥ ললিতা বলেন ভোগ প্রমাণ  
 সর্বথা । অন্যথা নিঃশঙ্কে পুষ্প তুলিকেন এথা ॥ জরতী  
 বলেন সত্য কহিলে ললিতা । মোর নাতিণীর বন  
 ইথে কি অন্যথা ॥ এ নহিলে এথা বৃন্দা নিজ পরি-  
 জনে । দেব কপে নিযুক্ত করিল কি কারণে ॥ কৃষ্ণ  
 হাঁসি বোলে আর অদ্ভুত শুনিব । রাধা পরিজন বৃন্দা  
 কেমনে হইল ॥ নাতিণীর পক্ষ হইয়া মিথ্যা কথা  
 কহ । আমার বৃন্দারে রাধিকারে দিতে চাহ ॥  
 জরতী বলেন ওরে কৃষ্ণ মূখ বড় । রাধার যে বৃন্দা ইথে  
 সুন্দেহ কি কর ॥ সাক্ষাতে আছেন বৃন্দা জিজ্ঞাস  
 আপনে । কার পক্ষ বটে বৃন্দা কহিব এখানে ॥ যার পক্ষ  
 বৃন্দা তার হব বৃন্দাবন । কৃষ্ণ বলে ভাল ভাল প্রমাণ  
 বঁচন ॥ কৃষ্ণ কর্ণে বটু বলে হুও সাবধান । একথাতে

বৃন্দাকে না করিহ প্রমাণ ॥ গোপিকার পক্ষ বৃন্দা  
 জানিহ নিশ্চিত । আত্ম পক্ষ বলি না বলিবে কদা-  
 চিত ॥ বটু বাক্যে কৃষ্ণ কিছু তটস্থ হইলা । সুবল  
 ললিতা প্রতি কহিতে লাগিল ॥ আমার সখার সত্য  
 বটে এই বন । কৃষ্ণ নাম মুদ্রা ইথি প্রমাণ বচন ॥  
 বনে প্রতি বৃক্ষ দেখে পুংলিঙ্গ উদ্দেশ । রাধার বলি  
 কেনে কর মিথ্যা আবেশ ॥ ললিতা বলেন যদি এমন  
 বলিবে । তথাপি সুবল তুমি বিচারে হারিবে ॥ মোর  
 সখী শ্রীরাধিকা তাঁর নামাঙ্কিত । বৃন্দাবনে লতা সব  
 দেখহ নিশ্চিত । পুংলিঙ্গ নির্দিষ্ট বনে নাহি কোন  
 লতা । বৃক্ষের কুসুম মোরা না লব সর্বথা ॥ লবঙ্গ  
 লতার পুষ্প লিছি আপনার । তোমার সখার ইথে  
 কিবা অধিকার ॥ সুবল তটস্থ হইলা না স্ফূরে বচন ।  
 বুড়ী বলে ললিতার যাউ নিম্নগুণ ॥ উত্তম বলিয়া  
 তাঁরে বলি লৈলা কোলে । কৃষ্ণ প্রতি বুড়ী পুনঃ কোপা-  
 বেশে বলে ॥ ওরে কৃষ্ণ কলহ করিছ কি কারণ । নিজ  
 অধিকারে পুষ্প তোলে গোপীগণ ॥ যদি তোর এই  
 পুষ্পে আছে অনুরাগ । বিনয় পূর্বক রাধিকার ঠাণ্ডি  
 আগ ॥ আমি তবে দিব তোরে লবঙ্গের ফুল । কার  
 প্রিয় নহ তুমি সতে অনুকূল ॥ কৃষ্ণ পানে চাই রাধা  
 অতি স্পৃহা হৈল । কি আশ্চর্য্য বলি মনঃ কথা  
 আরম্ভিল ॥ অঙ্গের ছটায় শ্যাম করিছে ভুবন ।  
 দশ দিগ চন্দ্রময় করিছে বদন ॥ সুধাসার কণ পূর্ণ  
 করিছে বচনে । আকাশ অম্বুজ ময় করিছে নয়নে ॥  
 অক্ষ নেত্রে রাধা কৃষ্ণ রূপ করে পান । দেখিতে

দেখিতে কত অমিয়া। সিনান ॥ জরতী বলেন কৃষ্ণ  
 হেতু এই ফুল। এত বলি ধরিরাধিকাদেয়র দুজল ॥  
 আচলে যতেক পুষ্প দিল ছড়াইয়া। কৃষ্ণের অগ্রেতে  
 বুড়ী হাসিয়া। হাসিয়া ॥ তা দেখিয়া রাধা মন্দ মধুর  
 হাসিয়া। বসনে বদন বাঁপি কহে বুড়ী চায়্যা ॥  
 কি করিলে আর্ঘ্য তুমি অজ্ঞানের পারা। দেব পূজা  
 লাগি পুষ্প তুলিল আমরা ॥ সে সব ফুলের কৈলে  
 এমত অবস্থা। কার বোলে হেন কর মোরে দেহ  
 ব্যথা ॥ ঘন ঘন চাহে কৃষ্ণ রাধিকার পানে। শোভা  
 দেখি কথা কহে নিজ মনে মনে ॥ বসন আবৃত মুখ  
 তভু এত শোভা দেখিয়া না ফিরে আঁখি সর্বেন্দ্রিয়  
 লোভা ॥ দুখানি নয়নে কিবা সাজিছে অঞ্জন। পিঞ্জর  
 ভিতরে যেন নাচিছে খঞ্জন ॥ অধরে সাজিছে কিবা  
 মন্দ হাস্য লব। বসনে ছানিল যেন কপূরের দ্রব ॥  
 ললিতা বলেন বুড়ী কি কার্য্য করিলে। ভয়ে বেয়া-  
 কুন হৈয়া কার্য্য না বুঝিলে ॥ এত শ্রম করি পুষ্প  
 করিল চয়ন। ইহা নফ্য কৈলে তুমি কিসের কারণ ॥  
 কিবা ইনি বৃন্দাবনে কিবা অধিকার। ইহাকে ডরাও  
 তুমি বড়ত উদার ॥ বুড়ী বলে ললিতা বড়ত দেখি  
 কথা। কলহ করিতে কিবা হইয়াছে সমর্থ ॥ বৃথা  
 মাত্র গর্ব কর না থাকে বচনে। দুষ্ণের সহিত হাস্য  
 কর তুমি বেনে ॥ আস্য আস্য ললিতা আমরা যাব  
 ঘর। এত বলি ধরিলেন রাধিকার কর ॥ রাধা লঞা  
 গৃহ প্রতি করিল গমন। রাধা বলে আর্ঘ্য শুন  
 আমার বচন ॥ গোপেশ্বর না পূজিয়া কি করিয়া



যাব । দেবতা পূজার দ্রব্য কোথা বারান্ধিব ॥ বটু  
 বলে আৰ্য্য তুমি যাইতে পাবা কোথা । মোর সখার  
 দান কর লাগিবেক এথা ॥ যথার্থ যে দান হয় তার  
 বোধ দিয়া । সন্তে যাহ একা কেনে যাবে রাখা লৈয়া ॥  
 বুড়ী বলে কিরে দান নামন বড়ুয়া । কার সৃষ্টি কিবা  
 দান কেবা কহে ইহা ॥ বটু বলে সুবল শুনহ সর্ব  
 বাণী । ইহার উত্তর তুমি বলহ আপনি ॥ সুবল  
 বলেন আৰ্য্যে ইথে কর মন । কাম নাম নরপতি  
 বিদিত ভুবন ॥ বৃন্দাবনে কুলবধু যত আইসে যায় ।  
 তার দানঘাটে কারো যোগ্য নাহি পায় ॥ খুঁজিতে  
 খুঁজিতে মোর সখারে দেখিল । অতি যোগ্য কৃষ্ণ  
 দেখি বড় সুখ পাইল ॥ নিজ হস্তে পুষ্প দিয়া অনেক  
 যতনে । কৃষ্ণেরে স্থাপন কৈল এই বৃন্দাবনে ॥ নব  
 কুলবধু দান ঘউ রাজ হৈয়া । যখন আমার সখা  
 বসিয়া আসিয়া ॥ তখন কন্দর্প নরপতি আপনাকে ।  
 কৃতার্থ করিয়া মানিলেন তিনলোকে ॥ এ স্থানে  
 এ কার্য্য যদি কৃষ্ণ না থাকিতা । কিছু কার্য্য না হইত  
 জন্ম হৈত বৃথা । এই মত বিস্তর কহিল বাক্য মনে ।  
 তার প্রীতি লাগি কৃষ্ণ আছেন ভুবনে ॥ রাজার  
 অভিন্ন মূর্ত্তি জানিবে কৃষ্ণেরে । অতএব দান দেহ  
 কহিল তোমাতে । শুদ্ধ বিবাদেতে কিছু নাহি  
 প্রয়োজন । দান দ্রব্য দিয়া সুখে করহ গমন ॥ বুড়ী  
 বলে তুয়া সখা দানী হউ নহ । তাহার বিচার এথা  
 না করিবে কেহ ॥ তুমি যে কহিলে স্মর নরপতি  
 বরে । তার বশ নাহি মোরা দান দিব কারে ॥ যে

জনের আছে স্বর নরপতি ডর । সে জনের স্থানে  
 তুমি সাধ গিয়া কর ॥ সুবল বলেন ভাল कहিলে  
 উত্তর । বৃন্দা তুমি স্বর প্রতি কি ভোমার ডর ॥ সঙ্গে  
 করি লৈয়া যাইছ যে সব প্রবীণা । ইহারাত বটে  
 স্বর নৃপতি অধীনা ॥ ক্রোধ করি বড়ী বলে শুনরে  
 সুবলা । দান যোগ্য পদার্থ কি এ ঠাকুরি দেখিল ॥  
 দানের সামগ্রী নাহি মিছাই চাতুরী । দ্রব্য সঙ্গে  
 থাকিলে দানীকে শঙ্কা করি ॥ সুবল বলেন কৃষ্ণ কি  
 বলিব আমি । ইহার উত্তর বুঝি কর মেনে তুমি ॥  
 গান্ধীয়া করিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিল । রাজ আজ্ঞা  
 শুন সভে যেমোরে বলিল ॥ রাজা মোরে দান  
 যাটে कहিল নিয়ম । বৃন্দাবন কুলবধু করেন গমন ॥  
 তা সভার রত্ন আদি যত বস্তু হয় । থাকু বানী থাকুক  
 তার পশ্চাত নিগয় ॥ প্রথমে যে বাহ দোলা-  
 ইয়া চলে যায় । তার দান বুঝিয়া লইবে সমুদায় ॥  
 অতএব বাহু দোলানির কড়ি দেও । রত্ন সব লৈয়া  
 যাইছে তার পানে চাও ॥ সোনার সম্পুটে ভরা যত রত্ন  
 আছে । দেখাও জগাত দেহ চলি যাও পাছে ॥ কৃষ্ণ  
 বাক্য শুনি কহে যত সখীগণ । আমা সভা স্থানে  
 নাহি রত্ন আদি ধন ॥ গোপেশ্বর পূজা রসে এ উপ-  
 করণ । পুটিকাতে লৈয়া যাইছি করি আচ্ছাদন ॥  
 হাসিয়া কহেন বটু যত গোপীগণে । তোমা সভা সম  
 মূখ নাহি ত্রিভুবনে ॥ গোপেশ্বর কৃষ্ণ ইহো সাক্ষাৎ  
 থাকিতে । কোথা গোপেশ্বর কোথা যাইবে পূজিতে ॥  
 এই গোপেশ্বর পূজা কর শুদ্ধ মনে । যে কিছু অভীষ্ট

সিদ্ধি হইব এথনে ॥ সখী বলে মূর্থ মহা কাল  
 গোপেশ্বর । পূজিব আমরা তুমি কেবল পামর ॥ বটু  
 বলে কৃষ্ণ মোর মহা কাল নন । যার অঙ্গ কান্তো কাল  
 কৈল বৃন্দাবন ॥ গোপীসব বলে মূর্থ শ্রীচন্দ্রশেখর ।  
 তাঁর পূজা করিব তিহোঁ সে গোপেশ্বর ॥ বটু বলে  
 দেখে দেখে অজ্ঞান সকল । কৃষ্ণ কি নহেন ইহোঁ শ্রীচন্দ্র  
 শেখর ॥ ইহা বলি ময়ূর চন্দ্রিকা কৃষ্ণ শিরে । নিজ  
 হস্তে নাচিয়া দেখান গোপীকারে ॥ সখী সব হাসি  
 বলে শুনহে বাচাল । গৌরীপতি পূজিব তিহোঁ সে  
 মহাকাল ॥ বটু বলে গৌরীপতি গোবিন্দ কি নহে ।  
 তোমরা কি গৌরী নহ চাহ নিজ দেহে ॥ জরতী  
 বলেন অরে বটুয়া অজ্ঞান । ভুয়া সখা ইহা সভার  
 পতি এই জান ॥ থাক থাক বড় গর্ব হইয়াছে মনে ।  
 গ্রাম মধ্যে তোমার কি না পাব দর্শনে ॥ সখী সব বলে  
 অরে বাচাল অজ্ঞান । পশুপতি পূজি এই দেবের  
 প্রমাণ ॥ বটু বলে এত পশু যে করে পালন । বুঝি  
 দেখে পশুপতি না হয় সে জন । পশুপতি কৃষ্ণ তাঁরে  
 দেহ পুষ্প গন্ধ । ইহিব অভীষ্ট সিদ্ধি পাইবে আনন্দ ।  
 সখী বলে ও কথা কেমন করি বল । মোরা হেন আছি  
 যার পশুর মণ্ডল ॥ হেন জন নহেন কি ইহোঁ পশু-  
 পতি । আমরা এতেক পশু যাহার সৎহতি ॥ সুবল  
 বলেন পশু হইনু আমরা । কৃষ্ণ পশুপতি সিদ্ধ  
 করিলে তোমরা ॥ কৃষ্ণ পশুপতি হৈল পূজহ ইহারে ।  
 দাসী হইয়া সেব সতে আমার সখারে ॥ ইহাতে  
 হইলা স্পষ্ট আনু কহি শুন । পুটিকাতে লুকাঞা

লৈয়াছ কিবা পুনঃ ॥ সকল দেখাইয়া সুখে করহ  
 গমন । নিরর্থক কলহ করহ কি কারণ ॥ রাধা বলে  
 সুবলের কথা রাখ ভাল । পুটিকার পূজার দ্রব্য দেখাহ  
 সকল ॥ সখী সব দেখায়েন বটু চাঞা দেখে । সামগ্রী  
 সকল গণিলেন একে একে ॥ মৃগমদ কুঙ্কুম সে  
 অগোর চন্দন । কপূর এ মুক্তাহার করিল গণন ॥  
 কিন্তু মুক্তাহার ফণী হারের সমান । কৌশল করিয়া  
 দেখ করিয়াছে নির্মাণ ॥ জরন্তী বলেন তবে শুন ফণী  
 হার । বটুকে দশাহ বোল ধরহ আমার ॥ বটু বলে  
 যে করিল কালীয় দমন । তার সখা মোর মর্প ভয় কি  
 কারণ ॥ অতএব এই দ্রব্য তুমি দান কর । বিচারিয়া  
 দিয়া পাছু সুখে আগুসর ॥ সখী সব বলে ভাল দেব  
 পূজা করি । সৎপ্রতি আমরা সব ঘরে যাই চলি ॥  
 তোমার বয়স্য যদি জান মোর ঘরে । যে পারিব  
 তাহা তবে কর দিব তাঁরে ॥ বটু বলে বটে নিছ অধি-  
 কার ছাড়ি । তোমা সভা ঘরে যাই হইব ভিখারী ॥  
 থাক থাক মর্যাদা সকল ঘুচাইব । বলাৎকারে  
 দ্রব্য সব কাটিয়া লইব ॥ এত বলি দেব পূজা যত  
 উপহার । লইবারে চলিলা করিয়া বলাৎকার ॥  
 ললিতা বলেন গোপরাজের নন্দন । এসকল দেব-  
 তার পূজোপকরণ ॥ এমন করিয়া যদি কর অপ-  
 বিত্র । উপযুক্ত নহে তোমার এমন চরিত্র ॥ রাধা  
 বলে ললিতা শুনহ মোর বোল । অপুণ্যাত্মা পুরুষ  
 দ্রব্য ছুইল সকল ॥ ইহোঁ যে শাসেন দ্রব্য পুনঃ তাহা

লৈয়া ॥ দেবতাকে সে দ্রব্য বা দিব কি বলিয়া ॥ অত-  
 এব ফেল ফেল সর্ব উপহার । ঘরে যাই অন্যদ্রব্য  
 আনি পুনর্বার ॥ শুদ্ধ দ্রব্য আনিয়া পূজিব গোপে-  
 শ্বর । আস্য আস্য আর্ষে শীঘ্র যাব নির্র ঘর ॥ ইহা  
 বলি ঘর যাইতে উদ্যম করিল । বাহ পশারিয়া কৃষ্ণ  
 পথ আগুলিল ॥ কৃষ্ণ বলে আপনা চতুর করি মান ।  
 ছল করি পলাইবে নাহি দিবে দান ॥ সকপটে  
 ক্রোধ করি বলেন রাধিকা । মূল যদি দিল তবে দানের  
 কি লেখা ॥ মানন্দে বলেন কৃষ্ণ কিবা মূল দিলে ।  
 শুন কহি যত দ্রব্য জানিবে কহিলে ॥ কাঞ্চন কমল  
 মুখ অমূল্য রতন । তার পর নীলরত্ন পদ্ম দুনয়ন ॥  
 তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠান । মুক্তাবলী তার  
 মাঝে দস্ত নিরমাণ ॥ দেখিতেছি এত দ্রব্য আছে  
 তোমা ঠাঞি । ইহার দানের কড়ি তার লেখা নাই ॥  
 বঙ্কঃ স্থলে ঢাকা দুই হেম কুম্ভবর । না জানি কিরত্ন  
 আছে তাহার ভিতর ॥ সে সকল একে একে করিব  
 বিচার । দান দিয়া যথা ইচ্ছা কর আগুসার ॥ রাধা  
 কহে কেবা তুমি কিসের বিচার । অবিচারে বিচার  
 করিতে শক্তি কার ॥ বলাৎকারে কৃষ্ণ রাধা ধরিবারে  
 চায় । বুড়ী আসি মধ্যে তার হৈল অন্তরায় ॥ বুড়ী  
 বলে অএ তুমি যশোদার পুত্র । চঞ্চল করিয়া কিবা  
 করিছ কি সূত্র ॥ কিবা লোভে লোভিত হৈয়াছে  
 তুয়া মন । নন্দপুত্র হৈয়া কেনে ধার্য্য আচরণ ॥  
 তত্ত্ব কথা কহি শুন কুলবধু জন । এমভারে কর উপ-  
 দ্রব আচরণ ॥ নিশ্চয় জানিহ তবে নহিব কল্যাণ ।

ক্রোধ করি ললিতা বলেন সাবধান ॥ বড় ধার্ম্য দেখি  
 আজি কেবা বট তুমি । কৃষ্ণ বলে বিদিত মাধব নাম  
 আমি ॥ ললিতা বলেন একি অদ্ভুত আখ্যান ।  
 বৈশাখে মাধব বলি সে কি মূর্ত্তিমান ॥ কৃষ্ণ বলে  
 অঙ্কে মোর নাম জনাঙ্গন । ললিতা বলেন লোক  
 পীড়ক সে জন ॥ তারে জনাঙ্গন বলি সেই নিষ্ঠা বট ।  
 এ নহিলে বন মধ্যে কেনে হৈল ঘাট ॥ কৃষ্ণ বলে  
 গোবদ্ধনধারী মোর নাম । ললিতা হাসিয়া বলে  
 যথার্থ আখ্যান ॥ গো হিংসুক হৈয়া বল গোবদ্ধনধর ।  
 বৃষাসুর বধ কৈলে সভার ভিতর ॥ গো হত্যা করিলে  
 সেই পাপের কারণ । সপ্ত দিন কষ্টেতে ধরিলে গোব-  
 দ্ধন ॥ প্রেমভক্তি বলে মৈত্রী বড় কুতূহল । শ্রীগৌর  
 চন্দ্রের লীলা পরম মঙ্গল ॥ নট সব যদি করে এ  
 লীলানুকৃতি । সুখী হয় লোক দেখি জন্মে চমৎকৃতি ॥  
 আপনে ঈশ্বর সঙ্গে নিজ গণ লৈয়া । অনুনয় করে সুখ  
 তুলনা কি দিয়া ॥ কিন্তু সামাজিক রস নট সব পথ ।  
 রস না জন্ময়ে বটে পণ্ডিতের মত ॥ সামাজিক কৃতি  
 দুই রূপ যদি হয় । তত্বত সজ্ঞান নাট হয় সুনিশ্চয় ॥  
 অলৌকিক বস্তুতে এ সব আশ্বাদন । তাহাতে বিরোধে  
 কিবা অতি রসায়ন ॥ কিন্তু অলৌকিক হৈতে লৌকিক  
 যে লীলা ॥ চমৎকার করে ঈশ্বরের সেই খেলা ॥  
 জগল্লোক আকর্ষক লৌকিক বিহার । অলৌকিক  
 হেতু সেই এই সারোদ্ধার ॥ এত বলি প্রেমভক্তি  
 বিষয় পাইলা । মৈত্রী সঙ্গে সুখে দেখে গৌরান্বিত  
 লীলা ॥ ওথা বটু বলে বড় কুটিল ॥ ললিতা । মোর

সখা দুফটাচার করিলি গর্বিতা ॥ বৃষাসুর বধি কৈল  
 গোকুল রক্ষণ । গোবধিয়া বলি তাঁরে বলহ বচন ॥  
 থাক থাক তার কায্য করিব পশ্চাৎ । হাস্যক্রোধে  
 ক্রীসুবল আইলা সাক্ষাৎ ॥ সুবল বলেন সত্য কৃষ্ণ  
 গো হিংসুক । তুমি শুদ্ধ যার পঞ্চ এ মহাপাতক ॥  
 ব্রহ্মহত্যা সুরাপান সুবর্ণ হরণ । গুরু পত্নী সঙ্ঘম এই  
 চারির সঙ্ঘম ॥ এই পঞ্চ মহাপাপ তোমা সভাকার ।  
 তথাপি হইলে শুদ্ধ কিবা চমৎকার ॥ ললিতা বলেন  
 কোথা মহাপাপ পঞ্চ । মিথ্যা কহি কেনে কর অধ-  
 মের সঞ্চ ॥ সুবল বলেন তোমা সকলের মুখ । দ্বিজ-  
 রাজ ঘাতী তাহা জানে সব লোক ॥ মদিরা খাইয়াছ  
 তাহা চক্ষে দিছে সাক্ষী । নহিলে বিবর্ণ কেনে চঞ্চল  
 দু'আখি ॥ তোমাদের বর্ণ হেম চৌরী সর্বথা ।  
 গুরুপত্নী সঙ্গে সঙ্ঘ করিছ সর্বথা ॥ পঞ্চ বাণ অনুক্ষণ  
 সঙ্গে সভাকার । তথাপি তোমরা হৈলে মহা শুদ্ধা-  
 চার ॥ সর্ব পাপ হরে যার নামের স্মরণে । হেন  
 মোর সখা দুফট জানিয়াছ মনে ॥ অতএব কৃষ্ণ শুন  
 আমার বচন । ধার্য্য করে জগতের সহজ এ ধর্ম্ম ॥  
 ধার্য্য বিনা দান কর প্রাপ্তি নাহি হয় । ঋজু হৈলে  
 ব্যাপারী না করে তার ভয় ॥ অতএব তুমি কর দর্পের  
 প্রকাশ । ধৃষ্ট গোপী সকলের গর্ব হব নাশ ॥ এত  
 শুনি কৃষ্ণ পেনে বুড়ীকে ঠেলিয়া । বলাৎকারে  
 রাধার বসন ধরে গিয়া ॥ কোপাবিস্ট হৈয়া বুড়ী  
 কৃষ্ণকে ছাড়াঞা । অস্ত্রদ্বান করিলেন রাধা সঙ্গে  
 লৈয়া ॥ নিজ রূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ । নৃত্য

করে সভা মাঝে পরম আনন্দ ॥ মৈত্রী বলে দেবী  
বন্দা কোন দিগে গেলা । নিত্যানন্দ অকস্মাৎ কোথা  
হৈতে আইলা ॥ প্রেমভক্তি বলে যোগ মায়ার  
প্রভাব । নিত্যানন্দে তিহোঁ করি আছিল আবির্ভাব ॥  
অবশেষ থাকুক রস এই মনে ভাবি । অন্তর্দ্বান করি-  
লেন যোগমায়া দেবী ॥ তিহোঁ গেলা নিত্যানন্দ স্বরূপ  
থাকিলা । সহজ যে ভাব তাই উদয় করিলা ॥ যৈছে  
জল সুশীতল স্বভাব তাহার । অগ্নি তাপ দিলে তপ্ত  
হয় পুনরার ॥ অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ ।  
এই মত যোগমায়া ছাড়ি নিত্যানন্দ ॥ অতএব এই  
নৃত্য রহিল এখন । ঈশ্বরের লীলা এই নাট নহে  
যেন ॥ অদ্বৈত অদ্বৈত হৈলা সে মূর্তি গেলা কতি । দেখ  
দেখ মৈত্রী চিত্র ঈশ্বরের গতি ॥ মৈত্রী বলে ভগ-  
বান প্রভু বিশ্বম্ভর । কি রূপ হইলা যেন সর্ব লীলা  
ধর ॥ হেন বেলে আইলেন কেশব ভারতী । মহা-  
প্রভু গৃহে তিহোঁ গেলা শীঘ্রগতি ॥ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী  
বলি লোকে ডাকি কয় । প্রেমভক্তি বলে কোন অম-  
ঙ্গল হয় ॥ দেখিল ভারতী গেলা প্রভুর বাড়িতে ।  
প্রেমভক্তি বলে মৈত্রী আইস মোর সাথে ॥ ইহা  
বলি তথা হৈতে দুই জন্ম গেলা । যে যে ছিল সবে  
নিজ স্থানে আইলা ॥ নিজ গৃহে গৌরচন্দ্র আছেন  
বসিয়া । ভারতী হেনই কালে উত্তরিল আসিয়া ॥ ভার-  
তীয়ে দেখি প্রভু পরম আদরে । সেবা করিলেন যেন  
বিধি ব্যবহারে ॥ গৌরচন্দ্র দেখিয়া ভারতী ভাগ্য-  
বান । মহা সুখী হইলেন জুড়াইল প্রাণ ॥ সে দিবস



থাকিয়া ভারতী ভাগ্যধর । প্রাতঃকালে গেলা পুনঃ  
কণ্টক নগর ॥ কণ্টক নগরে তিহেঁ করিলা নিবাস ।  
জাহ্নবী দেখিয়া চিত্তে পরম উল্লাস ॥ তৃতীয়াক্ষ  
নাটকের সম্পূর্ণ হইল । গৌরচন্দ্র যাতে দান বিনোদ  
করিল ॥ প্রেমদাস বলে লোক শুনহু সাদরে । শুনিলে  
ত্রিবিধ তাপ পাপ সব হরে ॥

ইতি ঐচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং তৃতীয়োক্তঃ ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থ অঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

ত্রিপদী ।

গৌরচন্দ্র ব্যবসায়, দেখি শচী দুঃখ পায়;

নিরন্তর বৈরাগ্য আবেশ ।

ভগিনীরে ডাকি তাঁরে, আনিলেন নিজ ঘরে;

বসি তাঁরে কহিছে বিশেষ ॥

শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম, বিপ্র কৃষ্ণ প্রেম ধাম;

তাঁর পত্নী মহা পতিব্রতা ।

তাঁর সঙ্গে কুতূহলে, মন্দিরে নিজ্জন স্থলে;

বসিয়াছে স্বয়ং জগন্মাতা ॥

শচী বলে ভগ্নী শুন, তোমায়ে কহিয়ে পুনঃ;

আমার জীবন বিশ্বস্তর ।

সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে, বড়ই আদর করে;

তা দেখিয়া মোর লাগে ডর ॥

ভগিনী বলেন তাঁরে, সন্ন্যাসী আদর করে;

তাহা তুমি জানিলা কেমনে ।

শচী বলে সে বৎসরে, আস্যাছিল মোর ঘরে;  
অপূর্ব সন্ন্যাসী এক জনে ॥

কেশব ভারতী তাঁর, নাম অতি সদাচার,  
শ্রদ্ধা করি তাঁর ভিক্ষা তরে ।

কহিল আমার প্রতি, আপনেহ তাঁরে অতি;  
গুরু ভক্তি অনুরাগ করে ॥

ভগিনী বলেন সেহ, ভক্ত হব নিঃসন্দেহ;  
তুমি কেনে দুঃখ পাও মনে । :

পিতা মাতা গুরু জন, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব গণ;  
তাঁর ভক্তি করে ধন্যজনে ॥

শচী কহে সন্ন্যাসীর, নাম শুনি হিয়া মোর;  
কাঁপি উঠে প্রাণ কেমন করে ।

নিমাঞি অগ্রজ ছিল, সন্ন্যাসী হইয়া গেল;  
বিশ্বরূপ পড়াইয়াছে মোরে ॥

এ কথা নিমাঞি স্থানে, জিজ্ঞাসিব আমি মেনে;  
ভগ্নী বলে এই যুক্তি হয় ।

আচার্য্য রত্নের নারী, তাহারে যতন করি,  
শচীদেবী কান্দি জিজ্ঞাসয় ॥

আমার হৃদয়ানন্দ, চন্দন গৌরাঙ্গ চন্দ্র;  
কোথা আছে তুমি তাহা জান ।

কোথা দেখা পাব তাঁর, জিজ্ঞাসিব সমাচার;  
কেমন করিছে মোর প্রাণ ॥

হেন বেলা গৌর হরি, তথা আইলা তাঁরে হেরি;  
ভগ্নী বলে কর দরশন ।

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন, পূর্বদিগে উঠে হেন;

আইলেন তোমার নন্দন ॥  
 সদৃষ্ট হইয়া যায়, গৌরাঙ্গের মুখ চায়;  
 দুই আঁখি করে ছল ছল ।  
 যায় দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি;  
 প্রণামিল চরণ যুগল ॥  
 চিরঞ্জীব বলি শচী, হস্ত দিয়া মুখ মুছি;  
 মস্তকের লইল আঘাণ ।  
 শচী বলে বাছা ইনি, আচার্য্য রত্ন রমণী;  
 ইহারেহ করহ প্রণাম ॥  
 মায়ের আঙ্কায় তাঁরে, প্রণামিল বিশ্বমুরে;  
 তিহোঁ তবে সঙ্কোচিত হৈলা ।  
 শচী বলে বাপু শুন, এক কথা পুছি পুনঃ;  
 আঙ্ক্য কর গৌরাঙ্গ বলিলা ॥  
 শচী বলে বাছ কেনে দেখিয়া সন্ন্যাসী জনে;  
 এতেক আদর ভক্তি কর ।  
 কেশব ভারতী প্রতি, সে দিনে যে ভক্তি অতি;  
 তুমি কৈলে মোর হৈল ডর ॥  
 মায়ে কহে বিশ্বমুর, তাতে কেন কর ডর;  
 তিহোঁ হন মহাভাগবত ।  
 ভাগবত হয়ে যেই, ভুবন পাবন সেই;  
 তাঁরে বন্দে অখিল জগত ॥  
 শচী কহে বিশ্বমুরে, যথার্থ কহিবে মোরে,  
 পাছে তুমি করহ সন্ন্যাস ।  
 তুমি মোর আঁখি তারা, নিমিষে হইয়া হারা;  
 তুমি মোর জীবনের আশ ॥

প্রভু হাসি বলে মাতা, হেন ভ্রম পাইলে কোথা;

এ কথা তোমার মনে লয় ।

হেন নবদ্বীপ ভূমি, তোমায়ে ছাড়িয়া আমি;

ন্যাসী পথ করিব আশ্রয় ॥

শচী বলে বিশ্বস্তরে, এক থানি পুথি মোরে;

তোমার অগ্রজ দিয়াছিল ।

পাক কালে তাহা লৈয়া, চুলা মধ্যে অগ্নি দিয়া;

পোড়াঞাছি পাঞা দুঃখ জ্বালা ।

প্রভু কহে হায় হায়, কি কার্য করিলে মায়;

সে পুস্তক কেনে পোড়াইলে ।

শচী বলে শুন বাছা, তোমায়ে কহিয়ে মাচা;

যে নিমিত্ত পোড়াই অনলে ॥

বিশ্বরূপ পুত্র মোর, জ্যেষ্ঠ ভাই তিহেঁ। তোর;

মোর হাথে পুথি থানি দিয়া ।

কহিলা আমায়ে তবে, বিশ্বস্তর বিজ্ঞ যবে;

হইব তাহারে দিহ ইহা ॥

তত দিন সেই পুথি, রাখিছিনু যত্নে অতি;

যত দিন সম্যাসী না হৈলা ।

তাহার সম্যাস দেখি, পুথি দেখি হৈনু দুঃখি;

মোর চিত্ত ব্যাকুল হইলা ॥

দেখি শুনি যেই পুথি, বিশ্বরূপ হৈলা যতি;

যদি ইহা বিশ্বস্তরে দিব ।

এ পুথি দেখিলে তবে, নিমাঞি সম্যাসী হবে;

সর্বথা এ পুথি পোড়াইব ॥

ইহা ভাবি পুথি থানি, আগুণে পোড়াইনু আমি;

শুনি দুস্থি হৈলা বিশ্বম্ভর ।

হাসিয়া ক্ষণেক বই, কহেন মায়েরে চাই;

জ্ঞানময় তুষা কলেবর ॥

তথাপি অজ্ঞান প্রায়, করিয়াছ ব্যবসায়;

বালকের বাৎসল্য কারণ ।

শচী বলে যদি মোর, অপরাধ হৈল ঘোর;

তাহা তুমি না কর গ্রহণ ॥

গৌর কহে কি প্রমাদ, পুণ স্থানে অপরাধ;

জননীতে এ কথা না কয় ।

কিন্তু মোর তোমা স্থানে, অপরাধ হৈল মেনে;

ক্ষমা কর তাহা না লইহ ॥

শচী বলে বাছা তোর, অপরাধ নাহি মোর;

প্রসঙ্গে তোমার তার নাঞি ।

যারে না দেখিলে মরি, তার অপরাধ ধরি;

ও কথা কি কহ মোর ঠাঞি ॥

মায়ে বলে গৌরহরি, এক নিবেদন করি;

গৃহ ছাড়ি কতদিন তরে ।

যাব কোন পুণ্য ভূমি, ইহার লাগিয়া তুমি;

কিছু দুস্থ না ভাব অন্তরে ॥

শচী বলে কোথা যাবে, আমার কি গতি হবে;

না দেখিয়া তুষা মুখ চন্দ্র ।

না রহিব মোর প্রাণ, কহি তুষা বিদ্যমান;

দুই চক্ষু হবে মোর অন্ধ ॥

প্রভু কহে তুমি আর, যত বন্ধ গণ তার;

সুখ হব যে অনুসন্ধানে ।  
 তার লাগি ছাড়ি ঘর, যাব আমি দেশান্তর;  
 তুমি দুস্থ না ভাবিহঁ মনে ॥  
 শচী বলে মো সভার, তুমি সুখ রূপ যার;  
 কোন্ সুখ আছে ত্রিভুবনে ।  
 দেখি তোর মুখ শশী, সুখের সাগরে ভাসি;  
 ভুবন আঁকার তুয়া বিনে ॥  
 মায়েরে বলেন প্রভু, যদ্যপি এমন তভু;  
 মোর হয় শোভা অতিশয় ।  
 যত্ন করি তার তরে, যাব আমি স্থানান্তরে;  
 না ছাড়িব তোমারে নিশ্চয় ॥  
 শচী বলে যেন মতে, দুস্থ নহে মোর চিতে;  
 তাহা তুমি করিবে সর্বথা ।  
 প্রভুকহে মাতা মোর, শ্রীকৃষ্ণ পালক যার;  
 ধন পুত্র জ্ঞাতি মাতা পিতা ॥  
 কৃষ্ণ নিত্য সুখ দাতা, কৃষ্ণ বন্ধু এ দেবতা;  
 শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ সে শাস্তত ।  
 সংসার অনিত্য হয়, সংসার যাতনা ময়;  
 এই কহে বেদ শাস্ত্র যত ॥  
 তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা;  
 তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি ।  
 দশ দিগ সুখময়, সদাই তোমার হয়;  
 . তোমারে বা কি বলিব আমি ॥ .  
 শচী বলে বাছা সত্য, কৃষ্ণ বন্ধু সখা নিত্য;  
 কিল তুমি তোমার সকল ।

তোমার প্রসাদে দুস্থ, নাহি মোর সদা সুখ;  
 তুমি ধন প্রাণ বন্ধু বল ॥  
 যে মতে সদাই আমি, তোমারে দেখিয়ে তুমি;  
 এই রূপ আমারে করিবে ।

প্রভু কহে সদা হরি, দেখিবে নয়ান ভরি;  
 তিহো তোমার দুস্থ ধূসী হবে ॥  
 শচী বলে তাই হউ, কিন্তু তুমি মোর জীউ;

তুমি কৃষ্ণ তুমি ধর্ম কর্ম ।  
 কৃষ্ণকে করিতে ধ্যান, তুমি হও বিদ্যমান;  
 না বুকিয়া একথার মর্ম ॥

অতএব তুমি চল, স্নান কর কাল হৈল;  
 কৃষ্ণ পূজা কর গিয়া ঘরে ।  
 কৃষ্ণের রক্ষন তরে, আমিহ যাইয়ে ঘরে;  
 মোর কথা ধরিবে অন্তরে ॥

ভগিনী তোমার ঘরে, কৃষ্ণ সেবা তার তরে;  
 হৈল আমি পাকের সময় ।

এত বলে সতে চল, নিজ কর্ম করিবারে;  
 প্রেমদাস বলে সুধাময় ॥

পয়ার । অতঃপর শুন তাই করি দান লীলা ।  
 অদ্বৈত গোসাঞি নিজ মন্দিরেতে গেলা ॥ অদ্বৈত  
 বলেন ভূত আবেশ যে করে । তাতে আর কৃষ্ণাবেশ  
 সমভাব ধরে ॥ সে দিবসে কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিল ।  
 কি করিল কি বলিল কি ছু না জানিল ॥ লোক সব  
 সৎপ্রতি সে সব কথা কয় । তা শুনিয়া মোর হয়  
 সন্দেহ প্রত্যয় ॥ অতএব বুকিলাম এই বিশ্বস্তর ।

অসীম প্রভাব হন বুদ্ধি অগোচর ॥ কোটি কোটি  
ব্রহ্মাণ্ড ঘটন বিঘটন । বস্তুতঃ করিতে ইহোপটতর হন ।  
জগতের লোক সব হৃদয় কুহর । তাতে জত ছিল  
অন্ধকার গাটতর ॥ আপন চরিত কীর্তি সুধা বন্যা  
দিয়া । ধৌত কৈল তমঃপুঞ্জ করুণা করিয়া ॥ সেই  
ভগবান তাঁর সেই রূপ লীলা । কে বুঝিতে পারে তার  
কর্ম গুণ খেলা ॥ প্রত্যক্ষানুমান উপমান শব্দ আর ।  
অর্থাপত্তি ঐতিহ্যাদি প্রমাণ অপার ॥ ইহাতে  
করিতে নারে তাহার প্রমাণ । সে জানে যে পায় তাঁর  
অনুগ্রহ দান ॥ অতএব সে কালে যে নৃত্যাদি হইল ।  
অলৌকিক চমৎকার লোকেরে করিল ॥ আমাতে  
হইল তত্বনা জামিল আমি । অতএব গৌরাঙ্গে দুজ্জয়  
করি মানি ॥ এ কথাতে মোহ পাইবেক কোন জন ।  
কেহো কেহো করিবেক বিবাদ বচন ॥ এ সন্দর্ভ  
যে জানে সে বুঝিব অবশ্য । গৌরাঙ্গ চন্দ্রের এই পরম  
রহস্য ॥ এই কথা কহিয়া অদ্বৈত মহামতি । উর্দ্ধ  
মুখ করিয়া চাহিল সূর্য্য প্রতি ॥ দেখিলেন সূর্য্য  
অস্তাচলের উপর । সঙ্কল কাল হৈলে আসি অরুণ  
ভাস্কর ॥ উৎপ্রেক্ষালঙ্কার কহি করি প্রকটন ।  
অদ্বৈত গোসাঞি কৈল সূর্য্যের বর্ণন ॥ পশ্চিম যে  
দিগ তিহো অরুণের প্রিয়া । বরুণ কহিল তারে  
কোপাবিষ্ট হৈয়া ॥ ব্যক্ত রূপে তুমি মোর প্রিয়া  
বলি নাম । সর্ব প্রহরণ করে তোমাতে বিশ্বাস ॥  
প্রতীচী বলেন আমি নাহি জানি আন । মুখল পরীক্ষা  
করি তয়া বিদ্যমান ॥ ইহা বলি তপ্ত লৌহ সূর্য্য



করি ছল। । বরুণ প্রতীত লাগি প্রতীচী ধরিল। ॥  
 অথবাসা অঙ্গে সঙ্ক সুখ লিপ্ত জ্ঞান। প্রতীচীর হইল  
 না জানে লজ্জা মান ॥ নিতম্বে থসিল তার সোনার  
 বসন। কাঞ্চী পদ্মরাগরূপ আছিল। তপন ॥ কাল-  
 ক্রমে সূর্য্য সে পতনশীল হৈল। । এইমতে অদ্বৈত  
 সে ভাস্কর বর্ণিল। ॥ অতএব সায়ং সন্ধ্যা উপাসনা  
 করি। দেখিব যাইয়া বিখন্ডর গৌরহরি ॥ এত বলি  
 সন্ধ্যা করি দেখিবারে জান। শ্রীরাম পণ্ডিতে ওথা  
 কহে ভগবান ॥ অদ্বৈত বলেন মোরে নিজ গৃহ  
 হৈতে । আসি আমি এই প্রভু তোমার সাক্ষাতে ॥  
 এখনো না আইল। কেনে দেখত শ্রীরাম। প্রভু আজ্ঞায়  
 রাম চলে অদ্বৈতের ধাম ॥ পথে থাকি অদ্বৈত তা  
 শুনিতে পাইল। । বিলম্ব দেখিয়া মোরে আক্ষেপ  
 করিল। ॥ অতএব শীঘ্র যাই গৌরাজ সাক্ষাতে ।  
 যাইতে রামের দেখা পাইলেন পথে ॥ রাম বলেন  
 ভগবান আজ্ঞা কৈল মোরে । এথা হৈতে আমি যাই  
 অদ্বৈতের ঘরে ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি যাইবে তথায় ।  
 প্রভু আজ্ঞা শীঘ্র চল কহিল তোমায় ॥ যে আজ্ঞা  
 তাহার বলি চলিল। অদ্বৈত । শ্রীবাস প্রাঙ্গণে গিয়া  
 হৈল। উপনীত ॥ পূর্ব দিগ পানে চাঞা দেখিল সুন্দর ।  
 নিশামুখে উঠিয়াছে পূর্ণ শশধর ॥ গৌরচন্দ্র গগ-  
 ণের চন্দ্র দুই দেখি । দুই চন্দ্র বর্ণিল অদ্বৈত হৈয়া  
 সুখা ॥ জগজ্জন চক্ষুর আহ্বাদ দোহে করি। গৌরচন্দ্র  
 পদে সদা প্রেমামৃত ঝরি ॥ সুখা বৃষ্টি করিছে  
 আপনে শশধর। দুই সুখা স্নিগ্ধ কৈল জঙ্গমস্থাবর ॥ স্বর্গ

চন্দ্র কুমুদে করিল পুকুল্লিত । গৌরচন্দ্র পুকুল্লিত কৈল  
লোক চিত্ত ॥ কি আনন্দ কি আনন্দ বলেন অদ্বৈত ।  
ভগবান বসিয়াছে স্বভক্ত বেষ্টিত ॥ অদ্বৈত দেখিয়া  
প্রভু প্রত্যাখান কৈল । অদ্বৈতে কুশল বাক্য প্রভু  
জিজ্ঞাসিল ॥ তিহে কহে মুখ চন্দ্র দেখিল যখন ।  
সকল কুশল মোর হইল তখন ॥ উঠিয়া করিয়া প্রভু  
তারে আলিঙ্গন । অদ্বৈতে বসিতে দিল উত্তম  
আসন ॥ যে আচ্ছা বলিয়া তবে বসিল অদ্বৈত ।  
গৌরচন্দ্র মধ্যে ভক্ত গণ চারি ভিত ॥ জ্যোৎস্নাবতী  
রাত্রি কিবা শোভা চারুতর । গোলোকের নাথ বসি  
সঙ্গে সহচর ॥ গৌরচন্দ্র বলিছেন আমরা সকল ।  
পরম আনন্দে থাইয়াছি অন্ন জন ॥ পথ শ্রান্ত  
ক্ষুধা শ্রান্ত আছেন অদ্বৈত । এ সময়ে বিলম্ব সে  
নহেত উচিত ॥ শ্রীনিবাস তুমি সে অতিথি প্রিয় বড় ।  
অদ্বৈতের সেবা তুমি কর গিয়া ঝট ॥ অদ্বৈত বলেন  
সে চিন্তার নাহি দায় । সর্বাঙ্গিক করি আমি  
আমগাছি এখায় ॥ তাহা শুনি ভগবান হৈল আন-  
ন্দিত । ভক্ত গণ প্রতি বলে সময় উচিত ॥ শ্রীনিবাস  
প্রাঙ্গণ সহজে চারুতর । চন্দ্রের কিরণে হৈল অতি  
মনোহর ॥ এই স্থানে আরম্ভ কর কীর্তন মঙ্গল । কৃষ্ণ  
সৎকীর্তন শুনি জনম সফল ॥ শুনিয়া সভার হৈল  
পরম আনন্দ । আপনেহ উঠ তুমি প্রভু গৌরচন্দ্র ॥  
এই আমি যাই বলি আপনে উঠিল । আইলা  
কীর্তন স্থলী ভক্ত গণ লৈয়া ॥ আরম্ভ করিল সন্তে  
কীর্তন মঙ্গল । প্রেমদাস দেখে করে নয়ন সফল ॥

বিদ্যা গুরু প্রভুর পণ্ডিত গঙ্গাদাস । অদ্বৈতাগমন  
 শুনি তাহার উল্লাস ॥ শান্তিপুর হৈতে আইলা  
 অদ্বৈত গোসাঞি । লোক মুখে শুনি চিত্তে মহা-  
 নন্দ পাই ॥ দেখিতে চলিল তবে ত্বরিত হইয়া । মনে  
 চিত্তে কোথা তিহো তত্ত্ব না জানিয়া ॥ বিশ্বম্ভর গৃহে  
 কিবা উত্তরিল। কিবা ॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের গৃহেতে  
 অথবা ॥ তত্ত্ব জানিবারে তিহোঁ পদ কথ গেল। কীর্ত্ত-  
 নের কোলাহল শুনিতে পাইলা ॥ গঙ্গাদাস বলে  
 সর্ব ভক্ত চিত্ত হরে । হেন সংকীৰ্ত্তন ধ্বনি শ্রীনিবাস  
 মন্দিরে ॥ অদ্বৈত দর্শন আমি পাইব এই স্থানে ।  
 শ্রীনিবাস বাড়ীতে চলে ত্বরিত গমনে ॥ দ্বারে থাকি  
 চাহি দেখি কীর্ত্তন মণ্ডল । দেখিল কীর্ত্তন করে  
 মহাস্ত সকল ॥ মধ্যে নৃত্য করিছেন প্রভু বিশ্বম্ভর ।  
 মৃদঙ্গ তালাদি ধ্বনি পরম সুন্দর ॥ গান বাদ্য করে  
 সবে প্রভু সঙ্গে নাচে । দেখি গঙ্গাদাস চিত্ত সুধারসে  
 সিঞ্জে ॥ গঙ্গাদাস বলে দৈত্য ঘটা সে দুয়ার । পূর্বে  
 ছিল পৃথিবী সহিতে নারে ভার ॥ অবতরী ভগবান  
 ভার দূর কৈল । ভার গেল তত্ত্ব পৃথ্বীর ব্যথা নাহি  
 গেল ॥ গৌরচন্দ্র পৃথ্বী দুঃখ জানিয়া অন্তরে । নৃত্য  
 ছলে পদাঘাতে ব্যথা দূর করে ॥ পুনর্বার দৃষ্টি কৈল  
 কীর্ত্তনের স্থানে । বক্রেশ্বর নৃত্য করে গৌরচন্দ্র মনে ॥  
 গঙ্গাদাস বলে কিবা প্রেম মূর্ত্তিমান । শ্রদ্ধা মূর্ত্তিধরি  
 কিবা আইল । বিদ্যমান ॥ কিবা দয়া পৃথিবীতে মূর্ত্তি  
 ধরি আইলা । শরীর ধরিয়া কিবা মাধুৰ্য্য নামিল ॥  
 নববিধ ভক্তি কিবা তনু ধরি এক । বক্রেশ্বর রূপে কিবা

হৈলা পরতেক ॥ ভগবান সম সুখ উৎসব আবেশ ।  
 ভগবান সঙ্গে নাচে কি আনন্দ শেষ ॥ জয়ধ্বনি হরি  
 ধ্বনি মহা কলরব । একি কালে করিছেন ভক্তগণ সব ॥  
 গঙ্গাদাস বলে কিবা কৌতুক আনন্দ । করতালী দিয়া  
 গান করে গৌরচন্দ্র ॥ বকেশ্বরে নাচান আপনে যবে  
 নাচে । বকেশ্বর তালী দিয়া গান করে পাছে ॥ গৌর  
 বকেশ্বর তুল্য সুখ অনুভব । লোকভাগ্যে পৃথিবীতে আ-  
 নন্দ উৎসব ॥ পুনরার জয়ধ্বনি মহা কোলাহল । উলু-  
 লের ধ্বনি করে স্ত্রী লোক সকল ॥ গঙ্গাদাস বলে আহা  
 প্রভু বিশ্বম্ভর । একা নৃত্যে প্রবেশিল। কীৰ্ত্তন ভিতর ॥  
 বিশ্বম্ভর জলধর নৃত্য করে আগে । স্বর্গ মর্ত্য রসাতল  
 চমৎকার লাগে ॥ গভীর হৃদয় ঘন গজ্জন করিয়া ।  
 নিজ ভক্ত শিখীগণে আনন্দে সিঁচিয়া ॥ নয়নের জল  
 ধারে করিল বাদল । স্থিরচর ভুবন করিল সুশীতল ॥  
 দশদিগে অঙ্গ কান্তি বিজুরী উজোর । বিশ্ব আনন্দিত  
 কৈল গৌর জলধর ॥ কুম্ভকার চক্রে যেন পাক দিয়া  
 ফিরে । দৃষ্টিপাতে পদ্ম মালা চৌদিগে বিস্তারে ॥  
 নয়নের জল ধারা মধু বরিষণ । ভুরুযুগ ফিরে যেন  
 ভ্রমরের গণ ॥ পদাঘাতে সর্ব পুরী কৈল আনন্দিত ।  
 উর্দ্ধবাহু নাচিতে দেবতা আমোদিত ॥ দশদিগ ভ্রমে  
 যেন রাহুর ভ্রমণে । চক্রভূমি নৃত্য প্রভুর জয়ী ত্রিভু-  
 বনে ॥ পুনরার গঙ্গাদাস পণ্ডিত দেখিল । ক্রীঅদ্বৈত  
 চন্দ্র আসি নৃত্যে প্রবেশিল ॥ রাম আদি সঙ্গে লৈয়া  
 তিন সহোদর । ক্রীনিবাস গান করে পরম সুস্বর ॥

গৌরচন্দ্র বক্রেখর এই ছয় জন । অদ্বৈতের নৃত্য  
করে কৃষ্ণ সৎকীৰ্ত্তন ॥ অদ্বৈতের চরণে মঞ্জীর বান-  
কার । অঙ্গদ বলয়া বাহ্যে কণ্ঠে নানা হার ॥ কঁচিতে  
কিঙ্কিণী বাজে দরপায়েশিলা । শ্রীকৃষ্ণ ভজনানন্দ মূর্তি  
ধরি আইলা ॥ এই মত অদ্বৈত নাচেন কুতূহলী ।  
মধুর মধুর গান করে সভে মেলি ॥ পুনঃ দেখে গঙ্গা-  
দাস পরম আনন্দ । নৃত্য প্রবেশিলা আসি প্রভু  
নিত্যানন্দ ॥ সুন্দর মস্তকে পাগ স্থল সুশোভন । মুক্তা  
যুত কুণ্ডল মঞ্জুল দুই শ্রবণ ॥ সুবর্ণের কণ্ঠ হার হৃদয়ে  
বিরাজে । দুই পায়ে রত্নের মঞ্জীর মঞ্জু বাজে ॥  
বুক মুখ বাই পড়ে আনন্দাশ্রুধারা । সর্বাঙ্গ পূনক ঢাকা  
পনসের পারা ॥ পরম মধুর নৃত্য করে নিত্যানন্দ ।  
নাচান আপনে গাই প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ এতক আনন্দ  
এই নবদ্বীপে হয় । ধন্য কলিকাল ধন্য ভাগ্যের উদয় ॥  
এই রূপে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর । নিদ্রায় আকুল  
গঙ্গাদাস কলবর ॥ গঙ্গাদাস চাহিলেন, আকাশের  
পানে । দেখে শূক পূর্বাধিগে উঠিছে গগনে ॥ গঙ্গা-  
দাস বলে মোর ঘণিত নয়ান । উচিত সে হয় রাত্রি  
হৈল অবসান ॥ ভগবতী নিদ্রা অভিভূত কৈল গাত্র ।  
এই স্থানে আমি নিদ্রা যাব ক্ষণ মাত্র ॥ এত বলি সেই  
স্থানে করিল শয়ন । শোবা মাত্র নিদ্রা হৈল দেখেন  
স্বপন ॥ গৌরচন্দ্র ভগবান নদীয়া ছাড়িয়া । কোন  
দিগে গিয়াছেন অলক্ষিত হৈয়া ॥ নদীয়ার বাসী সব  
খজিয়া বেড়ায় । ভক্তগণ কান্দি ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥  
কোথা আছে বিশ্বস্তর বলি উচ্চৈঃস্বরে । আপনেহ

কান্দি বুনে নদীয়া নগরে ॥ এইষ্পু দেখি গজাদাস  
 বিপ্রবর । জাগিয়া উঠিয়া বসি ভাবেন অন্তর ॥ অক-  
 স্মাৎ কেনে দুফু স্বপন দেখিল । দুই দণ্ড গৌরচন্দ্র  
 চরণ চিহ্নিল ॥ পুনরার মণীকীৰ্ত্তন স্থান পানে চায় ।  
 প্রভু ভক্ত কেহ তথা দেখিতে না পায় ॥ এথা সব  
 ভক্ত গণ কীৰ্ত্তন করিয়া । নিজ নিজ ঘর গেলা শ্রম  
 যুক্ত হৈয়া ॥ আচার্য্য রত্নের হাতে ধরি গৌরচন্দ্র ।  
 শীঘ্র যাইতে পথে দেখিলেন নিত্যানন্দ ॥ প্রভুবলেন  
 নিত্যানন্দ চল তুমি সঙ্গে । তিহে কহে কোথা যাব  
 কেমন প্রসঙ্গে ॥ কার্য্যান্তর আছে বলি দুই জনা  
 লৈয়া । রাত্রে গজা পার হৈলা নদীয়া ছাড়িয়া ॥  
 শীঘ্র গতি চলিলেন কটক নগর । সম্যাস করিব এই  
 ভাবিয়া অন্তর ॥ ভক্তগণ এসকল প্রসঙ্গ না জানে ।  
 সতে জানে গেলা প্রভু আপন ভবনে ॥ শচী জানে  
 জিনিবাস মন্দিরে রহিল । সম্যাস করিতে গেলা  
 কেহ না জানিলা ॥ গজাদাস বলে সতে কীৰ্ত্তন  
 করিয়া । নিজ নিজ ঘরে গেলা শয়ন লাগিয়া ॥ অতএব  
 আমি যাই আপনার ঘরে । এত বলি পদ কত চলে  
 ধীরে ধীরে ॥ দিগ সব প্রকাশ দেখিয়া মনে গণে ।  
 প্রাতঃকাল হৈল বলি চাহে পূর্ব পানে ॥ কিঞ্চিৎ  
 উদয়াচল উল্লংঘন করি । পূর্ব হৈতে আকাশের  
 তট অনুসারী ॥ পাদ প্রসারণ বিধি অগটু তপন ।  
 তথাপি উদয়কৈল কাল বশ হন ॥ এত বলি কত-  
 দূর গেলেন চলিয়া । আগে দেখে এক জন আসিছে  
 ধাইয়া ॥ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইসে হেন মনে লয় ।

হেন কালে সেই লোকে তারে জিজ্ঞাসয় ॥ গঙ্গাদাস  
 তোমার বাড়ীতে ভগবান । গঙ্গাদাস বলে আমি বড়  
 ভাগ্যবান ॥ যত্ন করি যাই আমি যারে দেখিবারে । হেন  
 জনকৃপা করি গেল। মোর ঘরে ॥ কতক্ষণ গেল। বলি  
 জিজ্ঞাসে তাঁহারে । সে কহে এমন নহে জিজ্ঞাসি তো-  
 মারে ॥ তোমার বাড়ীতে কিবা গেল। বিশ্বম্ভর । তাঁরে  
 খুঁজি বলি আমি নদীয়া নগর ॥ গঙ্গাদাস শুনি তবে  
 বিম্বনা হইল। হেন কেন জিজ্ঞাসহ তাঁহারে পুচ্ছিল। ॥  
 তিহোঁ কহে অন্য অন্য দিনে বিশ্বম্ভর । রাত্রে  
 সৎকীর্তন করে সঙ্কে সহচর ॥ প্রাতঃকালে নিজ ঘরে  
 যাঞা গৃহ কৃত্য । করেন এমতি তাঁর কৰ্ম নিত্যকৃত্য ॥  
 আজি তিহোঁ প্রাতঃকালে ঘর নাহি গেল। । না দেখিয়া  
 শচী দেবী ব্যাকুল। হইল। ॥ আমারে পাঠাইয়া দিল  
 তাঁর অনুরোধে । গৌরচন্দ্র খুঁজিয়া বেড়াই স্থানে  
 স্থানে ॥ ইহা বলি অন্যত্র গেলেন খুঁজিবারে । তাঁর  
 পাছে অন্য জন আইল। সত্বরে ॥ সন্তুষ্টে জিজ্ঞাসে  
 সেহে । গঙ্গাদাস প্রতি । গৌরচন্দ্র কথ। তুমি  
 জানহ সৎপ্রতি ॥ বার্তা না পাইয়া গেল। অন্যত্র  
 খুঁজিতে । আর এক জন ধাঞা আইল। ত্বরিতে ॥  
 জিজ্ঞাসিয়া তিহোঁ পুনঃ গেল। অন্যস্থান । আর জন  
 পুনঃ ধাইয়া আইল। বিদ্যমান ॥ এইমতে নবদ্বীপে  
 হৈল মহা ধনি । অকস্মাৎ কোথা গেল। গৌর দ্বিজ  
 মণি ॥ গঙ্গাদাস বলে দুই স্বপ্ন যে দেখিল । সেই  
 স্বপ্নে হেন বুঝি ফলিত হইল ॥ এত বলি দুঃখনাঃ হইল।  
 গঙ্গাদাস । এ কথা জানিব যথা আছে শ্রীনিবাস ॥ এত

বলি অদ্বৈতাদি অনুষঙ্গ লাগি । চলিলেন গঙ্গাদাস  
 হৈয়। অনুরাগী ॥ ওথা শ্রীল অদ্বৈত শ্রীবাস আদি  
 স্নেহে । গৌরচন্দ্র অনুদেশ শুনিলেন তবে ॥ অকস্মাৎ  
 বজ্রপাৎ হৈল যেন শিরে । বিতর্ক করেন সব ভকত  
 নিকরে ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু করি সৎকীর্তন ।  
 শেষ রাত্রে নিজ গৃহে করিল গমন ॥ এই ভাবি  
 আমরা নিশ্চিন্ত আছি ঘরে । শচী দেবী জানে আছে  
 শ্রীবাস মন্দিরে ॥ হায় হায় শ্রীনিবাস একি তাহা  
 বল । বড়ই হইলু ডাক্ত আমরা সকল ॥ গৌরচন্দ্র  
 সঙ্গে সঙ্গে কেনে নাহি গেনু । কোন দৈব দোষে  
 বুঝি প্রভু হারাইনু ॥ অকস্মাৎ বজ্রপাৎ হইব মাথায় ।  
 কেমনে জানিব ইহা কি হবে উপায় ॥ শ্রীনিবাস  
 বলেন প্রভুর অনুষঙ্গে । যত গেছে সেহো ফিরি না  
 আইসে কেনে ॥ অদ্বৈত বলেন খুঁজি যদি দেখা পায় ।  
 তবে সে আসিব ফিরি কহিতে এথায় ॥ কেহো মনে  
 খুঁজি তাঁর উদ্দেশ না পাইল । সে কারণ বাতালৈয়া  
 কেহো না আইল ॥ লুকাইয়া থাকিব প্রভু এহ কি  
 সম্ভবে । নবদ্বীপে কেবা তাঁরে লুকাঞা রাখিবে ॥  
 আপনেহো লুকাইবে এহো মত নয় । সূর্য চাকিরাথে  
 হেন কার শক্তি হয় ॥ আপনেহো আপনা লুকাইতে  
 নারে রবি । দিবসে অবশ্য ব্যক্ত হয় তার ছবি ॥  
 এইমত গৌরচন্দ্র কেবা লুকাইব । আপনেহো নবদ্বীপে  
 লুকাতে না রিব ॥ শ্রীনিবাস দেখি বলে আগে গঙ্গা-  
 দাস । তাঁরে দেখি মনে কিছু হইল উল্লাস ॥ ইহো  
 মনে প্রভুর তত্ত্ব জানিব সমুখা । ইহা জানে জিজ্ঞাসিব



গৌরাঙ্গ বারতা ॥ গঙ্গাদাস অদ্বৈতাদি দেখি দূরে  
হৈতে । জিজ্ঞাসেন গৌরাঙ্গের প্রবৃতি জানিতে ॥  
অএ মহাভাগ সব কি কথা শুনি । অকস্মাৎ এ  
বিপত্ত্য কোথা হৈতে আইল ॥ অনুদেশ হৈল নাকি  
গৌরাঙ্গ ঈশ্বর । বিস্তর মনুষ্য খুঁজে নদীয়া নগর ॥  
ইহোত না জানে তত্ত্ব অদ্বৈতাদি বলে । উলটিয়া আরো  
জিজ্ঞাসেন মো সকলে ॥ ধৈর্য্য গেল অদ্বৈতের চক্ষে  
বহেধার । প্রভু সম্বোধিয়া কান্দে উন্নতের পারা ॥

তথাহি ।

হে বিশ্বস্তর দেব হে গুণনিধে হে প্রেম বারাংনিধে,  
হে দীনোদ্ধরণাবতার ভগবন্ হে ভক্তিচিন্তামণে ।  
অঙ্গীকৃত্যাদিশা দূশোহকৃতমর্গা কৃত্যাখিল প্রাণিনাং,  
শূলীকৃত্যামনাংসিমুঞ্চতি তবান্ কেনাপরাধেননঃ ॥

পয়ার ॥ ওহে বিশ্বস্তর দেব ওহে গুণ সিদ্ধ । ওহে  
প্রেমবারিনিধে ওহে দীনবন্ধু ॥ দীনের উদ্ধার লাগি  
কৈলে অবতার । ভক্ত লোক চিন্তামণি নাম সে  
তোমার ॥ দশ দিগ মো সভার করি অঙ্ককার । অঙ্ক  
করি চক্ষু হরি লইলে সভার ॥ মনঃ শূন্য হৈল আর  
আলম্বন নাঞি । চক্ষু থাকিতে অঙ্ক দেখিতে না পাই ॥  
প্রাণ কান্দে বুক ফাটে ধৈর্য্য না বাঞ্ছে । আমা সভা  
ছাড় নাথ কোন অপরাধে ॥ এত বলি অদ্বৈত কান্দেন  
উচ্চৈঃস্বরে । অদ্বৈত রোদনে কাণ্ড পাষণ বিদরে ॥ পরম  
চতুর বিজ্ঞ গুপ্ত শ্রীমুরারি । অদ্বৈতের পুতি কহে মনেত  
বিচারি ॥ শুনহে অদ্বৈত তুমি পরম গভীর । নিণয়  
না হয় কেনে হইলে অস্থির ॥ এমন বিলাপ করি

করিছ রোদন । পাছে কোন পাকে শচী করেন অবগ ॥  
 একে সে সন্তাপে শচী হৈয়াছে ব্যাকুলি । অমুদেহ  
 হইয়াছেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ অদ্বৈতাদি স্থানে পুণ  
 বার্তা পাব বলি । মনে দুস্ব পাই বাছে আছে ধৈর্য  
 করি ॥ যদিপি শুনে তিহো কান্দিছে অদ্বৈত ।  
 শচী দেবী প্রাণ ত্যাগ করিব নিশ্চিত ॥ শ্রীবাস বলেন  
 সত্য কহিল মুরারি । শচীরে একথা না শুনাবে ব্যক্ত  
 করি ॥ সেই মাত্র ধন তাঁর আর কেহো নাঞি । দুই  
 চক্ষু রূপ তাঁর ঠাকুর নিরাঞি ॥ যেমুখ সম্পদ তাঁর  
 সব বিশ্বস্তর । মাতা হৈয়া গুরুদেব বুদ্ধি নিরস্তর ॥  
 গৌরচন্দ্র বিনে যেই না জীয়ে এক জগৎ । তাঁর স্থানে  
 ইহা পাছে কহে কোন জন ॥ শচী জননী রক্ষা  
 হয় যেই মতে । তাহে আগে মতেই করহ মা-  
 হিতে ॥ শ্রীবাস বলেন গঙ্গাদাস মহাশয় । তোমার  
 বচনে আছে শচীর প্রত্যয় ॥ অতএব তুমি যাও  
 শচী দেবী স্থানে । প্রবক্ত করিয়া বাক্য কহিবে  
 যতনে ॥ শচীর জীবন রক্ষা যেন মতে হয় । সেই  
 সেই রূপে কথা কহিবে নিশ্চয় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া  
 চলিলেন গঙ্গাদাস । শীঘ্র গতি উত্তরিল । শচী  
 দেবী পাশ ॥ গঙ্গাদাস দেখি শচী ব্যগ্র হৈয়া পুছে ।  
 মোর বাছা বিশ্বস্তর কার ঘরে আছে ॥ গঙ্গাদাস  
 বলে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ । নবদ্বীপে করিছেন তাঁর  
 অনুেষণ ॥ এখনি খুজিয়া আনিবেন শ্রীনিবাস । এই  
 রূপে তাঁরে প্রবোধেন গঙ্গাদাস ॥ এথা শ্রীনিবাস  
 শ্রীঅদ্বৈত মহাশয় । মুরারি মকন্দ আদি যত সহচর ॥

একত্রে মিলিয়া সতে প্রভুর লাগিয়া । কান্দিছে অথর  
 নেত্রে বিলাপ করিয়া ॥ গদাধর বলে দণ্ড প্রহর  
 গণিতে । এক দুই তৃতীয়া প্রহর গেল তাতে ॥ গণিতে  
 সকল দিন হৈল গত প্রায় । তথাপি প্রভুর বাতী  
 না শুনি কোথায় ॥ আশা দড়ি দিয়া প্রাণ পাখি বাক্য-  
 ছিনু । বুঝি আর বৃথা আশা প্রভু না পাইনু ॥ দড়ি  
 ছিড়ি প্রাণ পাখি উড়িয়া পলায় । হা হা ধিক থাকু  
 মুণ্ডি পাপী অভাগায় ॥ ইহা বলি মূচ্ছিত পড়ে  
 গদাধর । তা দেখি কান্দিয়া পুনঃ কহে বক্রেশ্বর ॥  
 ওহে প্রভু করুণার সিন্ধু গৌরহরি । তোমা না  
 দেখিয়া প্রভু বুক ফাটি মরি ॥ অভাগায় ছাড়িয়া  
 যাইবে তার তরে । গতো রাত্রে এত কৃপা করিলে  
 আমারে ॥ নিজ সঙ্কে না চাইলে কর তালী দিয়া ।  
 কত প্রেম কৈল । কত করুণা করিয়া ॥ তেমন করুণা  
 করি এমন উপেক্ষা ॥ করুণ নিষ্ঠুর দুই করাইলে শিক্ষা ॥  
 এমন করুণাময় কেবা আছে কোথা । নিষ্ঠুর এমন  
 কেহো নাহি করে কোথা ॥ এত বলি মূচ্ছিত হইলা  
 বক্রেশ্বর । মুরারি তা দেখি কহে সঙ্কোভ অন্তর ॥  
 আহাৰ্য্য করিয়া ধৈর্য্য কবি যত চিন্তে । অন্তরের  
 তাপে ধৈর্য্য পেলেন কোন রাজ্যে ॥ বালির বন্ধনে  
 যেন প্রবাহের জলে । দৃঢ় বাক্সি লেহ পুনঃ পুনঃ  
 ভাঙ্গি পেলেন ॥ এই মত অন্তরের বিরহ আনল ।  
 ধৈর্য্য ভাঙ্গিলেক প্রাণ হইল বিকল ॥ এত বলি  
 মুরারি কান্দিয়া উচ্চৈঃস্বরে । আছাড় খাইয়া পড়ে  
 পৃথিবী উপরে ॥ জীবাস বলেন ইহো পরম গভীর ।

বিরহ বেদনে তভু হইলা অস্থির ॥ এ মুরারি প্রবোধ  
করেন সভাকারে । তাহার রোদনে কাণ্ড পাষণ  
বিদরে ॥ বাক্ষ যেন বহু জল থাকে স্থির হৈয়া । কোন  
পাকে বাক্ষ ভাঙ্গে বেগে যায় বয়্যা ॥ আপনেহ জল  
হয় পরম চঞ্চল । ভাসাইয়া নিয়া যায় গ্রামাদি  
সকল ॥ এইমত ধৈর্য্য ভাঙ্গি কান্দেন মুরারি ।  
ইহার রোদনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ শ্রীনিবাস  
কান্দি বলে নাথ বিশ্বস্তর । কোথা আছ কোথা পাব  
করুণা সাগর ॥ পূর্বে আমি মরেছিঁনু নিজ কষ্ট  
বন্ধে । দুঃখিত দেখিয়া জীয়াইল গৌরচন্দে ॥ জীয়া-  
ইয়া মোরে কেনে মার পুনর্বার । বুঝিল ঈশ্বর তুমি  
বালক আচার ॥ এত বলি শ্রীনিবাস কান্দিতে  
লাগিল । মুকুন্দের রোদনে গলিয়া পড়ে শিলা ॥  
মুকন্দ বলেন কোথা গেলা গৌররায় । কি দোষে  
পাড়িলে বজ্র আমার মাথায় ॥ তোমার শ্রীমুখ চন্দ্র  
না পাই দর্শন । এছার নয়নে মোর কোন প্রয়োজন ॥  
তোমার বদন চন্দ্র মধুর বচন । না শুনিয়া কার্য্য  
ব্যর্থ হইল শ্রবণ ॥ ওহে প্রাণনাথ ভগবান গৌর-  
হরি । আমা সভা বঞ্চিয়া গেলা উপেক্ষা করি ॥ কি  
কার্য্য ধরিব আর এইত জীবন । কষ্ট পাইতে কত  
দিন করিব বঞ্চন ॥ জগদানন্দ পণ্ডিত কান্দেন পুন-  
র্বার । বুক মুখ বাইয়া পড়ে নয়নের ধার ॥ ওহে  
নাথ যখন তোমার সঙ্গে ছিনু । তখন আমরা সব  
মনেতে ভাবিনু ॥ পদাশুজ সঙ্ক ছাড়া হইব যখন ।

এক ক্ষণ আমরা না বাঁচিব তখন ॥ সে তুমি ছাড়িয়া  
 গেলে দিন সব যায় । তথাপি জীবন আছে মৈনু সে  
 জ্বালায় ॥ ইহা বলি মুচ্ছিত জগদানন্দ হৈল ॥ কৃষ্ণ  
 বিনা পূর্বে যেন সত্যভামা ছিল ॥ দামোদর কান্দি  
 বলে হা হা প্রাণনাথ ! কোথা আছ কোথা পাব  
 তোমার সাক্ষাৎ । নিজ প্রাণ সম্বোধিয়া বলে দামো-  
 দর । ওহে প্রাণ জাড্য ছাড়ি বলহ সত্ত্বর । একা প্রাণে-  
 শ্বর মোর গেছেন সৎপ্রতি । তাঁর পাদ পদ্ম ভজো  
 গিয়া শীঘ্র গতি ॥ প্রেমীগণ গণনে আমার আছে অঙ্ক ।  
 না গেলে প্রেমের কুলে হইব কলঙ্ক ॥ অতএব চল  
 প্রাণ কলঙ্ক না কর । এত বলি মুচ্ছিত হইল দামো-  
 দর ॥ নিজ প্রাণে ধিক্কার করিয়া হরি দাস ।  
 কহিতে লাগিল কান্দি ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ গৌরচন্দ্র  
 হেন প্রভু ছাড়িয়া সে গেল । তবু প্রাণ কোন সুখ  
 খাইতে রহিল ॥ তাঁর সঙ্গে না গেল দারুণ মোর  
 প্রাণ ॥ তাতে জানি ঝাঁট নাহি করিব পয়ান । বড়ই  
 নিলজ্জ কত সহিছে ধিক্কার । আপনে পাইছ দৃষ্ট  
 লেখা নাহি তার ॥ আমারেহ জ্বালা দেহ শরীরে  
 থাকিয়া । বাহিরে না যাও কেনে না বুঝিল ইহা ॥  
 ভালরে ভালরে প্রাণ দেখি একক্ষণ । যদি পুনরার  
 নহে প্রভুর দর্শন ॥ যদি পুনঃ না করে করুণা দৃষ্টি  
 পাত । ঈশ্বর না দেন পুনঃ চরণ মাখাত ॥ তবে বজ্র  
 সমান কঠিন প্রাণ বটে । তূণ প্রায় ছাড়ি যাব প্রভুর  
 নিকটে ॥ গৌরচন্দ্র পাদ পদ্ম পাবার কারণে । কোটি  
 প্রাণ ছাড়িতে পারিতে এক ক্ষণে ॥ ইহা বলি ধৈর্য্য

করি করেন চিন্তন । কি কপে করিব গৌরচন্দ্র দর্শন ॥ বিদ্যানিধি বিলাপ করেন পুনর্বার । ওহে প্রেম তোমাকে করিয়ে নমস্কার ॥ অকপটে কোথায় কি না কর উদয় । বুঝিল কপটময় তোমার আশয় ॥ এ নহিলে অকৈতব কৃপা যেপুভুর । তিহো ছাড়িসংপুতি গেলেন কত দূর ॥ তথাপি জীবন আছে এ বড়ই লাজ । অকপট হও প্রাণ যাও প্রভু কায ॥ এত বলি ভূমিতে পড়িল বিদ্যানিধি । রোদন করেন প্রেম রসের অবধি ॥ মুরারি করিয়া ধৈর্য্য কহে সভাকারে : কান্দিহ পশ্চাৎ আগে করহ বিচারে ॥ নবদ্বীপে নাহি মেনে শ্রীগৌর সুন্দর । জানা গেল খুঁজিলাম পুতি ঘরেঘর ॥ কোথা গিয়াছেন কিবা করিয়া বিচার । একা গেল কিবা সঙ্গে কেহো আছে আর ॥ অদ্বৈত বলেন যে কহিলে সে বিচার । কি করিয়া জানিব উপায় বল তার ॥ রাত্রি গেল প্রভু দেখা নাহি কারো মনে । পথেহ কাহার মনে না হৈল দর্শনে ॥ বিজুরী আকাশে যেন উঠিয়া লুকায় । এইমত অদৃশ্য হইল গৌররায় ॥ মুরারি বলেন আছে উপায় ইহার । মভে বলে বল দেখি কি উপায় তার ॥ মুরারি বলেন এই নবদ্বীপ পুরে । যত ভক্ত আছে ডাক তাহা সভা কারে ॥ দেখিতে না পাব যারে সঙ্গে গেছে সেই । সঙ্গী বার্তা জানিতে উপায় হয় এই ॥ মুরারির বাক্যে যত ভক্ত পরিবার । উত্তম কহিলে বলি করেন বিচার ॥ মুরারি বলেন জানিলাম অনুমানে । দুই জন গিয়াছেন গৌরচন্দ্র মনে ॥ কে সে দুই জন বলি

পুছে ভক্তগণ। মুরারি বলেন নিত্যানন্দ এক জন ॥  
 আর শ্রীআচার্য্য রত্ন দুই ভাগ্যবান । শ্রীগৌরচন্দ্রের  
 সঙ্গে করিলা পয়ান ॥ সতে বলে কেমনে জানিলে  
 এই কথা। মুরারি বলেন তাঁরা গিয়াছে সর্বথা ॥ এত  
 বলি কষ্ট দশা আমা সভাকার । নবদ্বীপ ময় হৈল  
 মহা চমৎকার ॥ তাঁরা যদি থাকিতেন নবদ্বীপ পুরে ।  
 এই স্থানে আসিয়া মিলিতা সভাকারে ॥ মুরারি  
 বচনে কিছু হইল আশ্বাস । ভক্ত সব কহিছেন ছাড়িয়া  
 নিশ্বাস ॥ মো সভার কিছু হউ তারে নাহি যাই ।  
 একা নাহি যান তিহো তত্ত্ব স্বাস্থ্য পাই ॥ অদ্বৈত  
 বলেন তুমি চলহ মুকুন্দ । শচী মাতা হৈয়াছেন  
 বড় নিরানন্দ ॥ এই কথা তুমি যাই কহ তাঁহা প্রতি ।  
 আচার্য্য রত্ন নিত্যানন্দ দুজন সৎহতি ॥ কোন কার্য্য  
 লাগি গিয়াছেন গৌররায় । চিন্তা না করিহ তিহো  
 আইলেন প্রায় ॥ শচীর জীবন রক্ষা সতে যত্ন কর ।  
 বিলম্ব না কর তুমি চলহ সত্বর ॥ যে আক্সা বলিয়া  
 শীঘ্র চলিল। মুকুন্দ । শচীরে কহিল। নানা করিয়া  
 প্রবন্ধ ॥ এথা শ্রীঅদ্বৈত বলে শুন ভক্তগণ । একথাতে  
 কিছু ধৈর্য্য যুত হৈল মনঃ ॥ শ্রীআচার্য্য রত্ন আর নিত্যা-  
 নন্দ রায় । সর্বার্থে নিপুণ তাঁরা জানি সর্বথায় ॥ তাঁরা  
 দুই যদি তাঁর সঙ্গেতে থাকিব । স্বতন্ত্র বটেন তত্ত্ব  
 স্বাতন্ত্র্য নহিব ॥ কিন্তু কহ দেখি সবে কি উদ্দেশ্য  
 তাঁর । হেন ব্যবসায় করিলেন বিশ্বস্তর ॥ হেন মনে  
 আছে যদি করিবেন তীর্থ । লুকাইয়া কেন গেলা  
 মোরাহ সমর্থ ॥ গৃহ পত্র দক্ষা ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে ।

আমরাও তীর্থে যাইতাম অতি রঞ্জে ॥ যদি বল  
 শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্য রত্ন । দুই বড় প্রিয় তাতে  
 হইয়া সযত্ন ॥ লৈয়া গেলা সে কি এথা থাকিব না  
 হয় । হেথাই করিতা দোহারে প্রীত অতিশয় ॥ কি  
 নিমিত্ত গেলা কিছু বুঝিতে না পারি । নিঃশব্দে সতেই  
 রহিলেন চিন্তা করি ॥ এথা গৌরচন্দ্র গিয়া কণ্টক  
 নগরে । নবদ্বীপ পাঠাইলা আচার্য্য রত্নেরে ॥  
 শ্রীআচার্য্য রত্ন পথে করেন বিচার । নবদ্বীপ বাসীর  
 কেমন সমাচার ॥ তিন দিন হৈল পুতুনদীয়া ছাড়িয়া ।  
 সম্মাস করিল আমি সভারে বঞ্চিয়া ॥ তিন দিন  
 হৈল কেহ বার্তা না পাইল । নবদ্বীপ ভক্তগণ কেমন  
 হইল ॥ জীবন আছে ন কিবা তেজিল পরাণ-কিবা  
 মুচ্ছাগত হৈয়া ভূমে গড়ি যান । প্রাণ প্রিয়া আপন  
 ঈশ্বর গৌরহরি । দেখিলেন সম্মাস করি হৈল দণ্ড  
 ধারী ॥ প্রাণ লৈয়া ফিরি তবে যাইছি নদীয়ায় ।  
 কি বলি দাঁড়াব যাই বৈষ্ণব সভায় ॥ এত বলি নব-  
 দ্বীপ বাহিরে থাকিয়া । কান্দেন আচার্য্য রত্ন  
 গৌরাঙ্গ বলিয়া ॥ না যাইব আমি নবদ্বীপের  
 ভিতর । দেহ ত্যাগ যতনে করিব গঙ্গাতীর ॥  
 এত বলি শ্রীআচার্য্য রত্ন গঙ্গাতীরে । কান্দেন প্রভুর  
 লাগি বসি উচ্চৈঃস্বরে ॥ অদ্বৈতাদি নবদ্বীপে যত  
 ভক্তগণ । দূরেতে কন্দন ধ্বনি করিল শ্রবণ ॥ সতে  
 বলে আচার্য্য রত্নের কণ্ঠস্বর । গদ গদ কণ্ঠে করে  
 বিলাপ বিস্তর ॥ শুন শুন ওহে ভাই হৈয়া সাবধান ।  
 কে কান্দে নিশ্চয় জানি যাব তাঁর স্থান ॥ পুনর্বার



শ্রীআচার্য্য রত্ন কান্দি বলে । মো সম পামর নাহি  
 পৃথিবী মণ্ডলে ॥ গৌরচন্দ্র সঙ্কে সঙ্কে কেনে নাহি  
 গেনু । শূন্য নবদ্বীপ কোন সুখ থাইতে আইনু ॥ হায়  
 হায় হঠ প্রভু সঙ্কে নাহি সাজে । বিদায় দিলেন পুনঃ  
 গেলে হয় অকায়ে ॥ যদি দুস্ব হয় তভু প্রভুর ইচ্ছায় ।  
 নিজ মত প্রবর্তায় ভক্তের হিয়ায় ॥ সূর্য্য যেন সূর্য্য-  
 কান্ত মণির উপর । নিজ তেজঃ অপিয়া দহেন কলে-  
 বর ॥ পুড়ি মরে মণি তভু তেজঃ ঘুচাইতে । না পারে  
 সরস নয় সূর্য্যের ইচ্ছাতে ॥ এইমত প্রভুর যে ইচ্ছা  
 সেই হয় ॥ অকর্তব্য কর্তব্য করান ইচ্ছা ময় ॥ এইমত  
 শ্রীআচার্য্য রত্ন কথা কয় । ভক্তগণ শুনি বলে জানিল  
 নিশ্চয় ॥ ভগবান বিশ্বক্সরে ছাড়ি কোন স্থানে । আইল  
 আচার্য্য রত্ন বুঝিল বচনে ॥ প্রভু সঙ্কে হঠ করি  
 এনহে উচিত । সে নহিলে হেন বাক্য কেন আচ-  
 রিত ॥ হায় হায় ভাগ্য আশা বীজ পাইয়াছি ॥  
 অক্ষুর হইবে বলি হৃদয়ে রোপিণু ॥ দুর্দ্দৈব অনলে  
 সেই বীজ ভাজা গেল । তেমতি রহিল বীজ অক্ষুর না  
 হৈল ॥ আচার্য্য আছেন সঙ্কে প্রভুপাব বলি । আশা  
 করি আছি ॥ সকল ভক্ত মেলি ॥ আচার্য্য আইলা  
 ছাড়ি প্রভু গেলা কোথা । আর মেনে প্রভু দেখা না  
 পাব সম্বথা ॥ এত বলি কান্দের সকল ভক্তগণ ।  
 মুরারি বলেন শুন আমার বচন ॥ নিত্যানন্দ দেব  
 আছে মহাপ্রভু সঙ্কে । আচার্য্য পাঠাইল কোন  
 কার্য্যের প্রসঙ্কে ॥ আচার্য্য রতন তেঞি একলে  
 আইলা । অদ্বৈত বলেন তুমি ভাল না कहিলা ॥

কিবা কার্য আছে তাঁর নদীয়া নগরে । ধনে কার্য নাহি যে পাঠাব তাঁর তরে ॥ মায়ে শান্ত করিতে সে পাঠাইল এথা । সেহ নহে মায়ে তাঁর নাহিক মমতা ॥ মমতা যদিপি থাকে তবে একাকিনী । ছাড়ি গেল। অগোচর নহে খল বাণী ॥ যদি বল আমি সব আছি নদীয়ায় । নিতে পাঠাইল প্রভু আমা সভাকায় ॥ হেন ভাগ্য মোরা করিয়াছি কোন কালে । অতএব কার্য নাহি এসব বিচারে ॥ দুর্দ্দৈব বিষের বৃক্ষ আমা সভাকার । দেখ কোন ফল ধরিলেক পুনরার ॥ এত বলি শ্রীঅদ্বৈত সচিন্ত্য হইয়া । মৃত প্রায় নিশ্চল রহিল। দাঁড়াইয়া ॥ এথা শ্রীআচার্য রত্ন করেন বিলাপ । হায় হায় মৈলু মৈলু এ বড় সম্ভ্রাম ॥ পরম পামর মুঞি বড় হতভাগী । গৌরচন্দ্র পাছু পাছু না গেল কি লাগি ॥ সম্যাস করিল প্রভু শিখা মূত্র ছাড়ি । ভিক্ষা রূপ হইল। ছাড়িয়া নাগরানি ॥ চক্ষু ভরি আমি তাহা দেখিলু দাঁড়াইয়া । জ্বলি পুড়ি চক্ষু কেনে না গেল ফাটিয়া ॥ যাও বলি প্রভু যবে বলিল। বচন । তখনি আমার কেন না গেল জীবন ॥ হা হা বিশ্বস্তর দেব তোমার মায়ায় । বঞ্চিত করিল প্রভু আমা অভাগায় ॥ এই মত কান্দি কান্দি আচার্য রতন । নবদ্বীপে যায় অতি বিষাদিতমন ॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণে বলেন ডাকিয়া । আমরা রঞাছি তুয়া মুখ পানে চাইয়া ॥ শীঘ্র আইস বিলম্ব না কর অতঃপর । দাঁড়াইয়া রহিল। চাঞা ভক্ত নিকর ॥ শ্রীআচার্য রত্নপুনঃ করেন বিলাপ । কোন নিদারুণ বিধি দিল

এত তাপ ॥ কোথা মুখ চিকুণ চাঁচর শ্যাম কেশ ।  
 মুগুন করিয়া কোথা সম্যাসীর বেশ ॥ কোথা সে মধুর  
 শ্রোণিদেশ চারুতর । অরুণ কোপীন কোথা তাহার  
 উপর ॥ ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ করেন বিচার । গৌর  
 চন্দ্র ইশ্বর আশ্রয় সভাকার ॥ লোকে মাত্র দেখে প্রভু  
 এই রূপ হৈল ॥ বস্তুতস্ত ইশ্বর তাহতে এই লীলা ॥  
 নাগরালি সম্যাস পৌগণ্ড বাল্যাদি । সভার আধার  
 তিহ তত্ত্ব নিরূপাধি ॥ সর্ব রূপ স্ফুর্ভি করে তাহার  
 শরীরে । অগণ্য অগাধ লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ হেন  
 বেলা অদ্বৈতাদি সব ভক্ত গণে । বেড়িলা আসিয়া ।  
 সম্ভে আচার্য্য রতনে ॥ সম্ভে বলে কহ কহ প্রভুর  
 অঙ্গপ্রাঙ্গণ । কোন থানে ছাড়ি আইলে গৌর ভগবান ॥  
 আচার্য্য বলেন আমি পরম পামর । কি কথা কহিব  
 তোমা সভার গোচর ॥ এত বলি দুই চক্ষে ধারা  
 বাহি যায় । কহ কহ কি বৃত্তান্ত অদ্বৈত সুধায় ॥  
 অদ্বৈতের কানে কানে কহেন আচার্য্য । অদ্বৈত বলেন  
 গুপ্ত করিয়া কি কার্য্য ॥ একথা কি হাতে ঢাকি রাখি-  
 বারে পারি । অতএব ব্যক্ত করি কহত বিস্তারি ॥  
 ব্যক্ত কহ সভাই শুনুক নিজ কানে । কানাকানী  
 কর আর কোন প্রয়োজনে ॥ আচার্য্য রতন কান্দি  
 কহেন সভারে । কি জিজ্ঞাস আর বজ্রপাণ হৈল  
 শিরে ॥ সমাপ্তি হইল সৎকীর্তন নৃত্য খেলা । সেই  
 সেই প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা ॥ দৃষ্টি ছাড়ি মো  
 সভার হৃদয়ে রহিল । দৃষ্টি সুখ নবদীপ বাসির ফুরা-  
 ইল ॥ প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা ।

স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা ॥ হা হা গৌর-  
চন্দ্র পুত্রে তোমার সন্ন্যাস । আমা সকলের করিলেক  
সম্বনাশ ॥ পুত্রের সন্ন্যাস শুনি আচার্যের মুখে ।  
সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিনলোকে ॥ মুচ্ছিত হইয়া  
কেহ ভূমিতে পড়িল । কেহ শিরে করাঘাত মারিতে  
লাগিল ॥ প্রভু নাম লৈয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।  
কেহ গড়াগড়ি যায় ধূলার উপরে ॥ পুত্রের বাড়ীতে ওথা  
লোকে বাত্মা দিল ॥ গৌরাঙ্গের বাত্মা লৈয়া আচার্য  
আইলা ॥ শচীদেবী গঙ্গাদাস পাঠাইলা-সত্বরে ।  
গৌরাঙ্গের কি বৃত্তান্ত জানিবার তরে ॥ গঙ্গাদাস শীঘ্র  
আইলা অদ্বৈতের ঠাঞি । জিজ্ঞাসিল আসি শুনি  
অদ্বৈত গোসাঞি ॥ শচীদেবী মোরে পাঠাইল-ভাষা  
জ্ঞানে । কহ দেখি বিশ্বম্ভর দেবের কল্যাণে ॥ গঙ্গাদাস  
বাক্য শুনি অদ্বৈত গোসাঞি । কান্দিতে লাগিল  
মুখে বাক্য আইসে নাঞি ॥ মাজ্জন করিয়া চক্ষু অনেক  
যতনে । কহিল অদ্বৈত দেব গঙ্গাদাস জ্ঞানে ॥ শচী  
দেবী জ্ঞানে কহিও মোর নাম করি । নিশ্চয় সন্ন্যাস  
কৈল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ পূর্বে যেন বনবাসী রাম  
চন্দ্র হৈলা । বিরহ সন্তাপ তাঁর সহিল কোশল্যা ॥  
মথুরা গেলেন যেন শ্রীনন্দ নন্দন । যশোদা সহিল  
যেন বিরহ বেদন ॥ সৎপ্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র সন্ন্যাস  
করিল । এ সন্তাপ সহিতেও শচীকে হইল ॥ গঙ্গা-  
দাস বলে হায় কি দুর্ঘট আখ্যান । আপনেই পূর্বে শচী  
কৈল অনুমান ॥ আমারে কহিল তিহো অএ গঙ্গা-

দাস । এ কথা আমারে কেন না কর প্রকাশ ॥ মোর  
মনে লইছে আমার বিশ্বস্তর । জ্যেষ্ঠ ভাই পথতিহেঁ  
লইলা দূতর ॥ অলৌকিক চরিত্র এই সর্ব লোকে  
কয় । কারুণ্য কাঠিন্য তাঁর সমান উদয় ॥ ইহা বলি  
কান্দিছেন তিহেঁ অবিরাম । যে কহিল সেই কথা  
হৈল পরিণাম ॥ অদ্বৈত বলেন শচী জ্ঞানময়ী হন ।  
এ নহিলে তাঁর কেন সে হেন নন্দন ॥ অদ্বৈত  
বলেন প্রভু করিব সন্ন্যাস । কোন শাস্ত্রে  
এ কথা লিখিয়াছেন ব্যাস ॥ ইহা বলি শাস্ত্র অর্থ  
ভাবিতে লাগিল । ভারতের মহমু নাম মনেতে  
পড়িল ॥ অদ্বৈত বলেন পাইল প্রমাণ বচন । গঙ্গা-  
দাস শুন ব্যাস যে কৈল লিখন ॥ সন্ন্যাস কংশম  
শান্তি নিষ্ঠা শান্তি পর । ব্যাস লিখিয়াছে শান্তি পবের  
ভিতর । সে সকল নাম পূর্বে ছিল অসংগত । গৌর  
চন্দ্র যথার্থ করিল ব্যাস মত ॥ মুখ্যার্থ ছাড়িয়া নহে  
গৌণার্থ কল্পনা । সে নাম লইল যহৎ স্বার্থ লক্ষণ ॥  
গঙ্গাদাস যাহ তুমি শচী দেবী স্থানে । প্রভুর সন্ন্যাস  
কহ গিয়া বিদ্যমানে ॥ গঙ্গাদাস চলিলেন কান্দিয়া  
কান্দিয়া । শচীদেবী আছে তাঁর পথ পানে  
চাইয়া ॥ গঙ্গাদাস দাঁড়াইলা শচীর গোচর । শচী  
বলে কোথা মোর প্রাণ বিশ্বস্তর ॥ গঙ্গাদাস বলে  
তুমি যে কথা কহিল । সেই সত্য গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসী  
হইলা ॥ অদ্বৈত কহিয়াছেন যশোদা কৌশল্যা ।  
রাম কৃষ্ণ বিরহ সন্তাপ যেন পাইলা ॥ সেই দুঃখ  
পাইবারে তোমারে হইল । গঙ্গাদাস এই কথা

শচীরে কহিল ॥ গৌরাঙ্গ চরণ পদ্ম প্রাপ্তি অভিনাষ ।  
প্রভুর সন্ন্যাস কথা লিখে প্রেমদাস ॥

ত্রিপদী ।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কথা, শুনি শচী জগন্মাতা;  
হইলেন উনমত্ত প্রায় ।  
বিলাপ করিয়া যাহা, রোদন করিল তাহা;  
শুনি কাণ্ড পাষণ মিলায় ॥  
মোর কোল শূন্য করি, কোথা গেলা গৌরহরি;  
আর নাহি পাব দরশন ।  
তপ্ত মোর বক্ষঃ স্থল, কে করিবে সুশীতল;  
কার মুখে করিব চুষ্মন ॥  
বড় অভাগিনী আমি, যদি বা জানিতুঁ তমি;  
ছাড়ি যাবে অনাথ করিয়া ।  
বুক ভরি কোলে নিতুঁ, চাঁদ মুখে চুষ্ম দিতুঁ;  
নিরখিতুঁ নয়ান ভরিয়া ॥  
অগোচরে রাত্রিকালে, নদীয়া ছাড়িয়া গেলে;  
বজ্রপাড়ি অভাগিনী শিরে ।  
কথা না কহিতে পাইলুঁ, মুখে চুষ্ম না থাইনু;  
বড় শেল রহিল অন্তরে ॥  
পুথি হাতে করি যবে, পড়িতে যাইতে তবে;  
ক্ষণেকত যুগ হৈত মোর ।  
সে তুমি সন্ন্যাস করি, অনুদ্দেশ দেশান্তরি;  
কেমনে সহিব দুঃখ ঘোর ॥  
রাতুল চরণ দুটি, কেমনে যাইবে হাঁটি;  
কোথা বা থাকিবে বৃক্ষ তলে ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা বেলা হব; অন্ন জন কেবা দিব;  
 ভিক্ষা লাগি যাবে কার ঘরে ॥  
 অমিয়া মধুর মোর, সমসার দুজন তোর;  
 গৃহ ছাড় আমা দোহা তরে ।  
 আমারে কহিতে যবে, দোহে ছাড়ি যাতু তবে;  
 তুমি কেনে না থাকিলে ঘরে ॥  
 গঙ্গাতীর পুণ্য স্থান, অষ্টৈতাদি ভগবান;  
 সন্তে লৈয়া কীৰ্ত্তন বিলাস ।  
 হেন নবদ্বীপ ছাড়ি, আমারে অনাথ করি;  
 কেনে বাছা করিলে সন্ন্যাস ॥  
 কার স্থানে অপরাধ, কিবা কৈল পরমাদ;  
 সে লাগি বা তুমি ছাড়ি গেলে ।  
 তারে যদি জানি আমি, পায় ধরি দোষ ক্ষমি;  
 তোমা বাছা পুনঃ আনি ঘরে ॥  
 তিন দিন হৈল আর, দেখা নাহিক তোমার;  
 প্রাণ মোর ছুট ফট করে ।  
 কোন নিদারুণ বিধি, কাড়ি নিল গুণ নিধি;  
 মোরে ফেলি দুঃখের সাগরে ॥  
 তোমার শয়ন ঘর, ব্যাঘ্র সম হৈল মোর;  
 চাহিতে গিলিতে আইসে মোরে ।  
 তোমার লিখন পুথি, ঘরে আছে পাতি পাতি;  
 দেখি মোর হৃদয় বিদরে ॥  
 মুঞি হেন অভাগিনী, ত্রিভুবনে নাহি শুনি;  
 পাইনু রত্ন কেবা কাড়ি নিল ।  
 মোর হেন দশা আর, ভুবনে না হইও কার;

কত দুঃখ বিধাতা লিখিল ॥  
 পূর্বে রামায়ণে শুনি, রঘুবংশ চূড়ামণি;  
 রাম ছিল কৌশল্য নন্দন ।  
 সত্য কৈল পিতা তাঁর, তার লাগি ঘর দ্বার;  
 ছাড়ি তিঁহু গিয়াছিল বন ॥  
 চৌদ্দ বৎসর বই রাম, আসিব অযোধ্যা ধাম;  
 নিশ্চয় জানিয়া এই মনে ।  
 কৌশল্য আছিল দুঃখি, চৌদ্দ বৎসর বই সুখী;  
 দেখা হৈল রামচন্দ্র সনে ॥  
 সন্ন্যাসী হইলে তুমি, না আসিবে জন্ম ভূমি;  
 মোর সনে দেখা নাহি আর ।  
 কোন দেশে যাবে তুমি, বার্তাও না পাব আমি;  
 আমা হেন দুঃখ আছে কার ॥  
 শুনিয়াছি ভাগবতে, কৃষ্ণ গেল মথুরাতে;  
 যশোদাকে ছাড়িয়া গোকুলে ।  
 নিকট মথুরা তার, নিত্য আইসে সমাচার;  
 রামকৃষ্ণ আছেন কুশলে ॥  
 রাজ পরিচ্ছদ লঞা, কৃষ্ণ আছে সুখ পাঞা,  
 শুনি যশোদার মনে সুখ ।  
 গোকুলে আপন ঘরে, দেখিতেন না তাঁহারে;  
 এই মাত্র ছিল তাঁর দুঃখ ॥  
 তুমি সে সন্ন্যাসী বেশ, ভ্রমিবে কতেক দেশ;  
 ভিক্ষা বৃত্তি কোপীন পরিয়া ।  
 কোন থানে আছে তার, না পাইব সমাচার;  
 কেমনে ধরিব আমি হিয়া ॥



বিশ্বকপ হেন পুত্র, তেয়াগিয়া শিখা সূত্র;  
 কোথা গেলা দেখা না পাইনু ।  
 তোমার বদন চন্দ্র, দেখি হৈত মহানন্দ;  
 সেহ দুঃখ পাসরিয়াছি নু ॥  
 নবদ্বীপ কূলি কূলি, আর না আসিব চলি;  
 বিভূষিত এ গন্ধ চন্দনে ।  
 মোর চক্ষুকপ দেখি, আর না হইব সুখী;  
 ভুবন আধার তোমা বিনে ॥  
 তোমার চাঁচর চুল, তাহে দিয়া নানা ফুল;  
 আমি আর না করিব বেশ ।  
 পটবস্ত্র তোমার অঙ্গে, আর না পরাব রঙ্গে;  
 আমার দুঃখের নাহি শেষ ॥  
 শিষ্যগণ মধ্যে বসি, এই নবদ্বীপে আসি;  
 আর তুমি পুথি না পড়াবে ।  
 চাঁদ মুখে হাসি হাসি, মোর আঙ্কিনাতে আসি;  
 মা বলিয়া আর না ডাকিবে ॥  
 নবদ্বীপ আলো করি, চন্দ্র ছিল গৌরহরি;  
 কোথা গেলে আন্ধার করিয়া ।  
 কি করিব কোথা যাব, কোথা তোমা দেখা পাব;  
 কুক কেন না যায় ফাটিয়া ॥  
 কেহ হেন মস্ত্র জানে, বাছারে ফিরাইয়া আনে;  
 তবে তারে দিয়ে ঘর দ্বার ।  
 দেখি গৌরচন্দ্র মুখ, পাসরি সকল দুঃখ;  
 খত দিয়া দাসী হব তার ॥  
 নটবর বেশ ধরি, সহচর সঙ্গে করি;

আর না নাচিব সৎকীর্তনে ।  
 দেখিতে কীর্তন সুখ, নদীয়া নিবাসী লোক;  
 না আসিব আমার অঙ্কনে ॥  
 নদীয়ার লোক সব, আমার করিত স্তব;  
 ধন্য শচী সফল জীবন ।  
 কত পুণ্য ব্রত ধরি, কত বা তপস্যা করি;  
 গৌরচন্দ্র এ হেন নন্দন ॥  
 এবে সে সকল লোক, দেখিয়া আমার মুখ;  
 অভাগিনী বলিষে আমারে ।  
 কোন লাজে আমি যাইয়া, লোক মাঝে দাঁড়াইয়া;  
 ছার্ন মুখ দেখাব কাহারে ॥  
 অএ বিধি তুমি যদি, কাড়ি নিলে গুণ নিম্নি;  
 যে তোমার ইচ্ছা তা করিলা ।  
 এবে মোর বোল ধর, শীঘ্র মোর মৃত্যু কর;  
 সহিতে না পারি দুঃখ জ্বালা ॥  
 শচীর নাহিক বাহ, অন্ন জন গৃহ কার্য,  
 সব ছাড়ি কান্দে নিরন্তর ।  
 নদীয়ার যত লোক, মতে পাইল মহা শোক;  
 প্রভু লাগি ব্যাকুল অন্তর ॥  
 বুদ্ধিমন্ত গঙ্গাদাস, করে শচীরে আশ্বাস;  
 'কহি নানা প্রবন্ধ বচন ।  
 শচীর বিলাপ যত, প্রেমদাস তাহা কত;  
 দুই হাতে করিব লিখন ॥  
 পয়ার । এথা অদ্বৈতাদি যত মহা ভক্তগণ । আচার্য্য  
 রত্নে জিজ্ঞাসেন দুঃখী মন ॥ মূলে হইতে কহ দেখি

সব বিবরণ। কেনে গেলা কি রূপে বা সম্যাস গ্রহণ ॥  
 কান্দিয়া আচার্য বলে ভক্তগণ স্থানে। জীবন রহিল  
 মোর এই প্রয়োজনে ॥ সে সব দুঃখের কথা শুনাব  
 সভায়। হা হা গৌরচন্দ্র কিবা করিলে আশায় ॥  
 কহি শুন রাত্রি যবে হৈল অবসান। কীৰ্তন রহিলা  
 সতে গেলা যথা স্থান ॥ মোর হাতে ধরি প্রভু পদ  
 কত গেলা। আগে নিত্যনন্দ দেব দেখিতে পাইলা ॥  
 তুমিহ চলহ বলি সঙ্গে তাঁরে লইয়া। সুরধুনি পার  
 হৈয়া চলে শীঘ্র হৈয়া ॥ তবে আমি জিজ্ঞাসিনি  
 দেব কোথা যাও। একাকি চলিলে কেন কি করিতে  
 চাও ॥ মোর বাক্য না শুনিয়া চলে মৌন হৈয়া।  
 অশ্রু দুঃজনে পাছু চলি নু ধাইয়া ॥ মত সিংহ গমনে  
 চলিলা গৌরহরি। ধাঞা যাই তভু সঙ্গে যাইতে না  
 পারি ॥ ইন্দ্রাণী পশ্চিম দিগে কটক নগর। সেই  
 প্রাণে চলি গেলা বড়ই সত্বর ॥ কেশব ভারতী নাম  
 যতীন্দ্র আইলা। অকস্মাৎ তাঁর স্থানে যাই উত্ত-  
 রিলা ॥ তা দেখিয়া মোরা মনে চিন্তি দুই জন ॥  
 হেন বঝি করিবেন সম্যাস গ্রহণ ॥ এই চিন্তিলাম  
 তবে তাঁহার ইচ্ছায়। কিছু তাঁরে বলিবারে না  
 আইসে জিজ্ঞাস্য ॥ এই রূপে সে দিবস তথায়  
 রহিলা। পর দিনে মোরে প্রভু ডাকিয়া কহিলা ॥  
 আচার্য করহ তুমি যে হয় উচিত। এক্ষণে পূর্ব  
 ক্রিয়া যেমন বিহিত ॥ জিজ্ঞাসিনি আমি তবে কি  
 কৰ্মের তরে। আজ্ঞা কর মোরে কিবা করিব  
 বিচারে ॥ তবে ভগবান মোরে কহিলা প্রকাশি।

গৃহাশ্রম ছাড়ি আমি হইব সন্ন্যাসী ॥ এ কথা শুনিয়া  
 আমি হত জ্ঞান হইনু । উত্তর না আইসে কিছু  
 কান্দিতে লাগিনু ॥ ততঃপর পরবশ প্রায় যেন হইঞা ।  
 সন্ন্যাসের পূর্ব ক্রিয়া সামগ্রী আনিয়া ॥ সকল  
 দিলাম গৌরচন্দ্রের গোচরে । তবে স্নান করি আইলা  
 দেব বিশ্বম্ভরে ॥ নাপিত আইল তবে মুণ্ডন করিতে ।  
 আইলা অসংখ্য লোক গৌরাক্ষ দেখিতে ॥ লোক  
 সব বলে আহা কি রূপ মাধুরী । নয়ান জুড়ায় চক্ষু  
 ফিরাইতে নারি ॥ এমন বয়সে পুত্র সন্ন্যাস করিব  
 ইহার জননী প্রাণ কেমনে ধরিব ॥ ততঃপর এই রূপ  
 হৈলা ভগবান । মুখে তাহা বলিতে কেমন করে পুণ ॥  
 অতএব আমি তাহা কহিতে না পারি । বলিয়া  
 আচার্য্য কান্দে অধোগুথ করি ॥ শুনি ভক্তগণ অতি  
 বিষণ্ণ হইল । হা হা বিশ্বম্ভর দেব কি রূপ করিল ॥  
 প্রেম রস করুণাতে সভারে সিঞ্চিলে । অকস্মাৎ হেন  
 কেন নিষ্ঠুর হইলে ॥ কেহ বলে তাঁরে কেন দেহ ওলা-  
 হন । অভাগা আমরা সব এই সে কারণ ॥ এত  
 দিন দুঃখের যে বৃক্ষ বাড়ি ছিল । সে বৃক্ষের ফল ধরি-  
 বার কাল হৈল ॥ হরি হরি প্রভুর সে দশার স্বরণে ।  
 দুস্বৈ মনঃ পুড়ে উঠে দগধে পরাণে ॥ আচার্য্য কি রূপে  
 তুমি সে রূপ দেখিল । এত বলি সতে কান্দি ভূমিতে  
 পড়িল ॥ অদ্বৈত বলেন কহ আচার্য্য রতন । ভগবান  
 করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ সন্ন্যাসী হইলে নাম রাখি  
 পুনর্বার । কোন নাম গৌরচন্দ্র করিল স্বীকার ॥

আচার্য্য বলেন প্রভু মহিমা অগণ্য । অঙ্গীকার কৈন  
 নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ শুনিয়া অদ্বৈত দেবে হৈল  
 চমৎকার । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচিত তাঁহার ॥ কৃষ্ণ  
 শব্দে নন্দ পুত্র চৈতন্য সে জ্ঞান । কৃষ্ণ রূপ জ্ঞান কৃষ্ণ  
 চৈতন্য সে নাম ॥ অতএব মহা বাক্য অর্থ যে কহিল ।  
 সেই মহা বাক্য অর্থ ফলবান হৈল ॥ গুরু যে করিল  
 তিহ কেশব ভারতী । সেই সত্য কেশব ভারতী বলি  
 শ্রুতি ॥ কেশব কৃষ্ণেরে বলি তাঁহার যে বাণী । তারে  
 শ্রুতি শাস্ত্র বলে সতে ইহা জানি ॥ কেশব ভারতী  
 যিহ তীর্থ শ্রুতি রূপ । তিহ যে সকল সেই বেদের  
 স্বরূপ ॥ তাঁর মুখে কেনে বা আসিব অন্য নাম ।  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম যথার্থ আখ্যান ॥ অদ্বৈত বলেন  
 পুনঃ কহত আচার্য্য । ন্যাসী হৈয়া পুনঃ প্রভু কি  
 করিল কার্য্য ॥ তথায় আছেন কিবা গেল। অন্য  
 স্থানে । কিবা কোন রূপে আছে প্রভু ভগবানে ॥  
 আচার্য্য রতন বলে সন্ন্যাস করিয়া । নিত্যানন্দ হাথে  
 নিজ দণ্ড সমর্পিয়া ॥ রক্ত বস্ত্র কৌপীন পরিয়া গৌর-  
 হরি । সেই রূপে চলি গেল। সভা পরিহরি ॥ অদ্বৈত  
 বলেন কিছু তোমারে কহিল। কিবা তিহ নিজ  
 ইচ্ছায় অনুত্তরে গেল। ॥ আচার্য্য বলেন মোরে কি  
 কহিব কথা । বাহু দৃষ্টি তাঁর মনে নাহিক সর্বথা ॥  
 যেই মাত্র করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ । প্রেমে অন্ধ প্রায়  
 হৈল। কিসের বচন ॥ দুনয়নে ধারা মাত্র অবিচ্ছিন্ন  
 বহে । গণ্ড বন্ধ সিক্তসদা অশ্রুর পুবাহে ॥ চলি যাইতে  
 চরণ কোথবা যাঞ। পড়ে । তাহা নাহি জানেন বচন

রহু দূরে ॥ আপনা পাসরি যেই চলে অন্ধ প্রায় । হেন  
জন কি বলিব আমি অভাগায় ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি  
কেনে বঝাইলে । মহা প্রভুর পাছু পাছু কেনে নাহি  
গেলে ॥ আচার্য বলেন আমি নিত্যানন্দ মনে । প্রভু  
পাছু পাছু ধাঞা যাই দুই জনে ॥ তবে নিত্যানন্দ দেব  
বলিল আমারে । শীঘ্রগতি যাহ তুমি অদ্বৈতের  
পুরে ॥ দেব পাছু পাছু আমি করিব গমন । ফিরাইয়া  
লৈব করি উপায় চিন্তন ॥ কোনই প্রকারে আমি  
অদ্বৈতের ঘরে । লৈয়া যাব ছল করি দেব বিশ্বস্তরে ॥  
এই কথা কহ গিয়া অদ্বৈতাদি স্থানে । দুষ্টে আর্ন্ত  
তার। সব স্বাস্থ্য পাও মনে ॥ শুনিয়া অদ্বৈত বলে  
ধন্য নিত্যানন্দ । জিনিলা সভারে দিয়া পরম অঙ্গনন্দ ॥  
অকৈতব সুহৃদ জানিল এত দিনে । এবিপশ্বে হেন  
বার্তা পাঠাইল আপনে ॥ আসা আসা আচার্য্য ভ্রাত  
এক জনে । নবদ্বীপে পাঠাইব শচীদেবী স্থানে ॥  
আশ্বাস করুগা যাঞা কঞা সমাচার । আমরাও  
করিগা উচিত ব্যবহার ॥ এতবলি শ্রীআচার্য্য রত্নের  
সংহতি । নিজ গৃহে গেলেন অদ্বৈত মহা মতি ॥  
চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত হইল এই মতে । গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস  
গ্রহণ কৈল যাতে ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী  
উজ্জ্বলা । অপূর্ণ অমৃত কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা ॥ যথা  
মতি প্রেমদাস করিল লিখন । মোর কোন দোষ না  
মইবে ভক্তগণ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং চতুর্থ অঙ্কঃ ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

পয়ার ॥ জয় শ্রীচৈতন্য নাম প্রবল আনল । মহা  
পাপ তুলা রাশি পোড়ায় সকল ॥ অতঃপর তাহা শুন  
করি নিবেদন । গৌরচন্দ্র করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥  
প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র উন্মত্তের প্রায় । শীঘ্র গতি  
দক্ষিণ মুখেতে চলি যায় ॥ পাছু পাছু নিত্যানন্দ  
ধাইয়া চলিল । প্রেমে মত্ত গৌরচন্দ্র বাহু পাস-  
রিল ॥ একাদশে ভিক্ষু এক শ্লোক যেকহিল । অক-  
স্মাৎ সেই শ্লোক গৌরচন্দ্র পড়িল ॥

তথাহি

এতাং সমাস্তায় পরাত্না নিষ্ঠা, মুপাষিতাং পূর্বতমৈর্মহত্তিঃ ।

অইত্তরীয়াসি দুরন্ত পারং; তমো মুকুন্দাঙ্গি নিষেবরৈব ॥

পয়ার ॥ অবস্তি নগরে এক ব্রাহ্মণ আছিল ।  
বার্তাবৃত্তি কদর্য্য তাহার খ্যাতি হৈল ॥ কদর্য্য  
বিপ্রে'র যবে হইল নির্বেদ । এই কথা কহিলেন  
মনে পাঞা খেদ ॥ অজ্ঞান কারণে জীব ভব বন্ধ পায় ।  
সেই বন্ধ খসাইতে নাহিক উপায় ॥ সেই বন্ধে বন্ধ  
মুঞ্চি পাইনু বড় কৌশ । সেই কৌশ কোন মতে না  
হইল শেষ ॥ অতএব ছাড়ি এই অনিত্য সংসারে ।  
যাইব বৈরাগ্য করি কৃষ্ণ ভজিবারে ॥ পরমাত্মা কৃষ্ণ  
তাতে নিষ্ঠা মনঃ ধরি । মুকুন্দ চরণ সেবা মানসিক  
করি ॥ এই দুরন্তাপার ভব তমঃ দুঃখময় । তরিব  
মুকুন্দ সেবি এইত নিশ্চয় ॥ পূর্ব তমঃ আমি সব সাধু  
মহাজন । এই পথ নিশ্চিত করিল আনন্দন ॥ এই  
পথ বিনা ভব বন্ধ নাহি যায় । তরিতে সংসার দুঃখ

এই সে উপায় ॥ গৌরচন্দ্র বলে ভিক্ষুক कहিল  
উচিত । মুকুন্দ চরণ সেবা এই সে বিহিত ॥ এত  
বলি গৌরচন্দ্র পড়িয়া ঢলিয়া । মোনার শ্রীঅঙ্গ যায়  
ধূলায় লোটায়া ॥ প্রভু বলে সব ছাড়ি বৃন্দাবন  
যাইয়া । গোবিন্দ সেবির সদা অন্তর্মনা হৈয়া ॥  
নিত্যানন্দ মনে মনে করেন বিচার । সেই প্রেমামৃত  
এই অতি চমৎকার ॥ নির্বেদ অনল যেন পুতুর অন্তরে ।  
প্রেমামৃত আবর্তন করে সে অনলে ॥ সিজি সিজি  
প্রেম যবে পিণ্ড প্রায় হবে । হৃদয়ের ব্রণ প্রায়  
দুঃখ জন্মাইবে ॥ একা আমি কি করিব পরমাদ বড় ।  
ভাল ভাল উপায় চিন্তিব হৈয়া দড় ॥ এত বলি  
নিত্যানন্দ প্রভু পানে চান । দেখিল অদ্ভুত রূপ  
গৌর ভগবান ॥ প্রভুর আনন্দ সিন্ধু উঠিল অপার ।  
নৃত্য রূপ তরঙ্গ উঠিছে বার বার ॥ সঘন হুঙ্কার সেই  
সিন্ধুর গজ্জন । শ্বেদ স্তম্ভ আদি তাহে বিবিধ রতন ॥  
অন্তরে যে বেগ আছে লখিলে না হয় । হেন প্রেমানন্দ  
হৈল অন্তরে উদয় ॥ না জানি এ কি রূপ হয় পরি-  
ণাম । সচিস্ত হইলা দেখি নিত্যানন্দ রাম ॥ মহা  
ঝড়ে যেন পুষ্প পরাগ উড়ায় । এই মত বেগে ধাইয়া  
চলে গৌররায় ॥ আমি নিত্যানন্দ যাই ধাইয়া সত্বর ।  
তথাপি না পাই লাগ বড়ই দুষ্কর ॥ সকল ইন্দ্রিয়  
বৃত্তি হীন কলেবর । কোথা যান ইতি উতি নাহিক  
ঠাণ্ডর ॥ পথ বা বিপথ কিছু নাহিক গেয়ান । পথ পানে  
নাহি চাহে ঘণিত নয়ান ॥ কখন উন্মত্ত প্রায় উঠে  
উচ্চ স্থানে । কখন বা গর্তে পড়ে তাহা নাহি জানে ॥



চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে । কখন প্রবেশে  
 বনেচক্ষু নাহি মেলে ॥ অগ্র বা পশ্চাৎ কিছু না করে  
 বিচার । ভুলিল। আপন দেহ কিসে লেখি আর ॥  
 অরণ্যে প্রভিন্ন বন্য গজ যেন চলে । এই মত যান  
 প্রভু প্রেমার হিল্লোলে ॥ শুনিঞাছি আত্মারাম  
 যত মূনি গণ । ইন্দিয়ের বৃত্তি তার না হয় অরণ ॥  
 প্রেমীভক্ত গণ নিজ দেহ নাহি জানে । ভগবান রূপে  
 মগ্ন থাকে রাত্রি দিনে ॥ ঈশ্বর যদ্যপি নিজ আন-  
 ন্দহ হয় । ভক্তে বা ঈশ্বরে ভেদ কিছুই না রয় ॥  
 বুকিল কারণ পুনঃ বলে নিত্যানন্দ । ভগবানের বশী  
 ভূত তাঁর নিজানন্দ ॥ জীব লোক আনন্দের বশী  
 ভূত হন । আনন্দ স্বতন্ত্র যেন করাগ যখন ॥ গৌরচন্দ্র  
 ঈশ্বর সৎপ্রতি নিজানন্দে । আবিষ্ট হইয়া রহি-  
 য়াছেন স্বচ্ছন্দে ॥ সৎপ্রতি একক আমি কি করি  
 উপায় । বাহু দৃষ্টি কেমনে পাইব গৌররায় ॥ তিন  
 দিন হৈল আজি নাহিক আহার । জলপান নাহি  
 ক্রীড়া কি করিব আর ॥ এক মাত্র কটি দেশে আছেন  
 কোপীন । নিজ সুখে মগ্ন ভ্রমিল। তিন দিন ॥ কবে  
 বা দিবস যায় কবে রাত্রি যায় । কিছুই না জানে মহা  
 উন্মত্তের প্রায় ॥ হে গৌরাজ্ঞ কৃপানিধি কি করিব  
 আমি । আর্ন্ত আমি প্রীত হইয়া কৃপা কর তুমি ॥  
 এই মত কান্দিয়া ডাকিল। নিত্যানন্দ । তথাপি  
 না পায় বাহু প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ পুনঃ নিত্যানন্দ ভাবে  
 মনের ভিতর । এহো ভাল বিবশ হইলা বিশ্বম্ভর ॥  
 ইহার যে আনন্দ বৈবশ্য উপজিল । জীবন ঔষধ মোর

সং প্রতি হইল ॥ পথের বিচার দৈবে নাহিক ইহার ।  
 ফিরাঞা ভুলাঞা লৈয়া করি গঙ্গা পার ॥ গঙ্গা পার  
 হুঞা যাব অদ্বৈতের ঘরে । সভার আনন্দ হব দেখিয়া  
 প্রভুরে ॥ এত ভাবি নিত্যানন্দ পাইল আশ্বাস ।  
 প্রভু পাছে পাছে যান অন্তরে উল্লাস ॥ হেন বেল  
 সেই স্থানে গোপ শিশুগণ । গোকুরাথে তারা সব  
 পাই দরশন ॥ ঈশ্বর দর্শনে হৈল আনন্দ অন্তর ।  
 হরি বোল বলি সতে করি কোলাহল ॥ ত শুনিয়া  
 নিত্যানন্দ অগ্রপানে চায় । দেখিল বালক সব হরি-  
 ধ্বনি গায় ॥ কেহো বাহু তুলি নাচে হরি হরি বলি ।  
 দণ্ডবৎ হয় কেহো শ্রদ্ধা ভক্তি করি ॥ কৌতুক আদর  
 ভক্তি দেখি তা সভার । নিত্যানন্দ বলে কি অদ্ভুত  
 চমৎকার ॥ গোপের বালক নাহি ভাল মন্দ জ্ঞান ।  
 প্রভু দেখি প্রেমানন্দে হাস্য নৃত্য গান ॥ পূর্বাভ্যাসে  
 গৌরহরি শুনি হরিনাম । পরানন্দ নিদ্রা যেন পাইল  
 বিরাম ॥ মুদ্রিত নয়ানে প্রভু যাইতে আছিল ।  
 হরি ধ্বনি শুনি চক্ষু মেলিয়া চাহিল ॥ নিদ্রা ভাঙ্গি  
 উঠি যেন ঘূর্ণিত লোচন । যেই দিগে হরি ধ্বনি সেই  
 দিগে চান ॥ নিত্যানন্দ বোলে এই গোপের কুমার ।  
 ইহার করিল মোর বড় উপকার ॥ এ সতের হরি  
 ধ্বনি শুনি ভগবান । নিদ্রা হৈতে উঠি যেন মিলিল  
 নয়ান ॥ সর্পাঘাত হৈতে যেন অচেতন বিধে । মস্ত  
 শুনি পুনঃ যেন জ্ঞান ফিরি আইসে ॥ এই মত গৌর-  
 চন্দ্র হরি ধ্বনি শুনি । শিশু সকলের পাশে চলিল  
 আপনি ॥ বোল বোল বলি প্রভু পুনঃ পুনঃ বোলে ।

শিশু সব আসি পড়ে চরণ কমলে ॥ প্রণাম করিয়া  
 সবে করতালী দিয়া ॥ হরি ধনি গান করে নাচিয়া  
 নাচিয়া ॥ সম্পূহ হইয়া প্রভু হরি সৎকীর্তন ৷ দুই  
 দণ্ড শুনিলেন না কৈল গমন ॥ সে সব শিশুর ভাগ্য  
 কে বলিতে পারে ৷ নাচে গায় গোলোকের ঈশ্বর  
 গোচরে ॥ দেখি নিত্যানন্দ বড় আনন্দ পাইলা ৷  
 মনে মনে প্রভু দশা কহিতে লাগিলা ॥ আনন্দ  
 হইতে উন্মাদ উপজায় ৷ কখন সে নামা মত  
 -চাপল্য করায় ॥ কখন বা উন্মাদে করয়ে জড়  
 পায় ৷ কভু জড়্য চাপল দুই সে উপজায় ॥ গ্রহ  
 প্রস্তু প্রায় কভু উদ্ধ ক্ষিপ্ত করে ৷ উন্মাদের দশা  
 কত কে বুঝিতে পারে ॥ গ্রহপ্রস্তু প্রায় প্রভু হইলা  
 সৎপ্রতি ৷ অন্ধ বাহু দশাতে হইল উপস্থিতি ॥  
 চক্ষু মিলি চায় কিছু না করে বিষয় ৷ অন্ধ বধিরের  
 প্রায় কিঞ্চিৎ শুনয় ॥ যে শুনে তাহার অর্থ কিছু  
 নাহি বুঝে ৷ কি দেখে কি শুনে কিবা চিন্তে হিয়া  
 মাঝে ॥ তিন দিন বই নাম সৎকীর্তন শুনি ৷ চক্ষু  
 মিলি চাহিলা সন্ন্যাসী চূড়ামণি ॥ নিত্যানন্দ তা  
 দেখিয়া পাইলা উল্লাস ৷ নিরবে দাঁড়াইয়া আছে  
 মহাপ্রভু পাশ ॥ কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুবালকের মুখে ৷  
 তাহা সবে কৃপা দৃষ্টি করিলেন সুখে ॥ আস্য আস্য  
 বলি হস্ত কমল পসারি ৷ শিশু সকলের শিরে দিল  
 গৌরহরি ॥ যেহস্ত পরশ লাগি লক্ষ্মী আশা করে ৷  
 সে হস্ত কমল দিল গোপ শিশু শিরে ॥ প্রভু বলে  
 অএ সাধু কীর্তন করিলে ৷ তোমরা আমারে কৃষ্ণ

মাম শুনাইলে ॥ কৃতার্থ করিলে মোরে করি  
সৎকীর্তন । গোলোকের নাথ শিশু সন্ধে কথা কন ॥  
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন । তোমরা জানহ  
বৃন্দাবন কোন স্থান ॥ নিত্যানন্দ বলে মোর এই  
অবসর । এক শিশু হাত মানি ডাকিলা সত্তর ॥ ধীরে  
ধীরে নিত্যানন্দ শিখান তাহারে । শুন বাপু এই  
পথ দেখাহ প্রভুরে ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া শিশু গেল  
প্রভু স্থানে । কহিলেন এই পথে যাহ বৃন্দাবনে ॥  
নিত্যানন্দ যেই পথ শিখাইল তারে । সেই গঙ্গা-  
তীর পথ কহিল প্রভুরে ॥ আনন্দ আবেশে প্রভু  
চলে সেই পথে । প্রণমিয়া শিশু সব গেল তথা  
হৈতে ॥ নিত্যানন্দ বলে মুক্তি পাইনু নিস্তার । এবে  
মনোরথ পূর্ণ হইল আমার ॥ যেই পথে অদ্বৈত  
গোসাঞির বাড়ী যায় । কোন পাকে প্রভু লৈয়া  
যাইব তথায় ॥ এত বলি পাছু পাছু নিত্যানন্দ চলে ।  
যাইতে যাইতে পথে অনুমান করে ॥ পর পরিচয়  
দশা কিঞ্চিৎ হইল । চিত্তে কি না চিত্তে মোরে তাহো  
নাজানিল ॥ আপন সৌভাগ্য আমি পরীক্ষিব বলি ।  
প্রভুর নিকটে নিত্যানন্দ গেল চলি ॥ মহাপ্রভু পুনঃ  
এক শ্লোক পাঠ কৈলা । এতৎ সমাশ্রয় যেই পূর্বেই  
কহিল ॥ প্রভু বলে ভিক্ষু বাক্য কহিল উত্তম ।  
মুকুন্দ সেবাতে যুচে সৎসার বন্ধন ॥ অতএব আমি  
যাব ব্রুব্দাবন । মানসে সেবিব যাঞা মুকুন্দ চরণ ॥  
প্রভু বলে কত দূরে আছে বৃন্দাবন । হেন বেলা

নিত্যানন্দ কহিল। বচন ॥ এক দিবসের পথ-  
 শ্রীবৃন্দাবন । নিত্যানন্দ বাক্য প্রভু করিল শ্রবণ ॥  
 নিদ্রা জাগরণ মধ্যে এই দশা হন । সেই দশা প্রভুর  
 হৈয়াছে সেইরূপ ॥ নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু তার পানে  
 চাঞা । চমৎকার হৈল প্রভু তাহারে দেখিয়া ॥ প্রভু  
 কহে কেবা তুমি আইলে কোথা হৈতে । নিত্যানন্দ  
 স্বরূপের প্রায় লাগে চিত্তে ॥ প্রভু দশা দেখি নিত্যা-  
 নন্দের বদনে । বাক্য না আইসে কান্দে অঝর নয়নে ॥  
 সেই আমি বলি অর্দ্ধ বচন কহিয়া । প্রভু আগে  
 রুদ্ধ কণ্ঠে রহিল। দাঁড়াইয়া ॥ প্রভু বলে শ্রীপাদ  
 আছিলে নবদ্বীপে । কোথা হৈতে আইলা বৃন্দা-  
 বনের সমীপে ॥ নিত্যানন্দ বলে তুমি যাবা বৃন্দাবন ।  
 লোক মুখে এই কথা করিল শ্রবণ ॥ বৃন্দাবন দেখি-  
 বারে আমিহ আইনু । কত দূরে আসিয়া তোমার  
 সঙ্ক পাইনু ॥ গৌর ভগবান বলে বড়ই সুন্দর । একত্র  
 যাইব চল বৃন্দাবন স্থল ॥ দুই জনে বৃন্দাবন নিকুঞ্জে  
 যাইয়া । ভজিব গোবিন্দ পদ একান্ত হইয়া ॥ এত  
 বলি আনন্দে চলিল। গৌরচন্দ্র । পথ দেখাইয়া আগে  
 যান নিত্যানন্দ ॥ নিত্যানন্দ বলে আগে বহু দূর নয় ।  
 শ্রীযমুনা ভগবতী আছেন নিশ্চয় ॥ যমুনাতে স্নান  
 কৃত্য করিতে উচিত । শুনি গৌরচন্দ্র বলে হইয়া  
 বিস্মিত ॥ সত্য আজি যমুনার পাব দর্শন । নিত্যা-  
 নন্দ বলে এই নিশ্চয় বচন ॥ হর্ষ পাঞা প্রভু বলে  
 কহ নিত্যানন্দ । কোথা কোথা শ্রীযমুনা গরম  
 আনন্দ ॥ এই আগে বলি নিত্যানন্দ চলি যায় । প্রভু

সঙ্গে লৈয়া শীঘ্র আইলা গঙ্গায় ॥ নিত্যানন্দ বলে  
প্রভু দেখ ভগবান। এই শ্রীযমুনা দেবী হৈলা বিদ্য-  
মান ॥ দেখিয়া আনন্দে পুতু করিলা পুণাম। শ্লোক  
পাঠিস্তব করে গৌর ভগবান ॥

তথাহি।

চিদানন্দ ভানোঃ সদানন্দ সুনোঃ পরপ্রেমপাত্রী  
দ্রবব্রহ্ম গাত্রী। অযানঃ লবিত্রী জগৎ ক্লেম  
ধাত্রী; পবিত্রী ক্রিয়ানোঁ বপুর্গিত্তপুত্রী ॥ .

পয়ার ॥ জ্ঞানানন্দ প্রকাশক যে নন্দ নন্দন ।  
তার তুমি হও পরম প্রেম ভাজন ॥ দ্রব রূপ ব্রহ্ম ময়  
সলিল তোমার। সর্ব পাপ দূর করে দর্শনে যাহার ॥  
সূর্য্য পুত্রী রূপে কর জগতের ক্লেম। মো সভার বপু  
শুদ্ধ কর দিয়া। প্রেম ॥ নিত্যানন্দ বলে কর যমুনায়  
স্নান। যে আজ্ঞা বলিয়া স্নান কৈল ভগবান ॥  
নিত্যানন্দ মনে মনে করেন বিচার। বড়ই আনন্দ  
এবে যে হৈল আমার ॥ মত্তবন হস্তী যেন মজ্জে বশ  
করে। এই মত উপায়ে আনিল গঙ্গাতীরে ॥ অব-  
শেষ কিছু মাধ্য কর্ম আছে ইতি। তাহো আজি আমি  
পূর্ণ করিব সৎপ্রতি ॥ এত ভাবি চৌদিগে চাহেন  
নিত্যানন্দ। একটি মনুষ্য দেখি পাইলা আনন্দ ॥  
সঙ্গেতে ডাকিয়া তারে নিকটে আনিল। সেহো  
ভাগ্যবান আমি প্রণাম করিল ॥ তার কানে কানে  
নিত্যানন্দ কথা কয়। মোর এক কার্য্য তুমি কর  
মহাশয় ॥ নিকটে অদ্বৈত বাড়ী গঙ্গার ও ধারে।  
অদ্বৈতের গৃহে তুমি চলহ মজুরে ॥ এই কথা কহণ

অদ্বৈত ভগবানে । নিত্যানন্দ আর এক সন্ন্যাসীর  
 সনে ॥ গঙ্গাপারে নিকটে আছেন দাঁড়াইয়া । তোমার  
 অপেক্ষা করি তুমি চল ধাঞা ॥ এই কার্য্য তুমি ভাই  
 করহ আমার । বিলম্ব না কর শীঘ্র যাও গঙ্গাপার ॥  
 নিত্যানন্দ আক্কা পাঞা সে লোক ধাইলা । শীঘ্র গঙ্গা  
 পার হই শান্তিপূর গেলা ॥ নিত্যানন্দ বলে আজি তিন  
 দিন হৈল । জলস্পর্শ নাহি করি তনু শুকাইল ॥ অত-  
 এব আমিহ গঙ্গায় করি স্নান । স্নান করিলেন নিত্যা-  
 নন্দ ভগবান ॥ ওখাঙ্গি অদ্বৈত স্থানে মনুষ্য যাইয়া ।  
 কহিল প্রভুর বার্তা সত্ত্বর হইয়া ॥ শুনিয়া অদ্বৈত হৈল  
 আনন্দ সিঞ্চিত । সেই ক্ষণে ধাইয়া চলে গণের  
 সহিত ॥ পথে পথে অদ্বৈত কহেন এই কথা । প্রভুর  
 বিরহে প্রাণ না গেল সন্ন্যাসী ॥ আশা দড়ি গুণ প্রভু  
 দুইতে বাকিয়া । রাখিলেন প্রাণ নাহি গেল বাহির  
 হৈয়া ॥ থাকিয়া ও প্রাণ বড় কৈল উপকার । গৌর-  
 চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিব পুনর্বার ॥ এ প্রাণকে নিন্দা কৈনু  
 প্রভুর বিরহে । সেই প্রাণ প্রশংস্য হইল আসি  
 দেহে ॥ বিরাম আরাম হয় অভীষ্ট দর্শনে । এত  
 বলি অদ্বৈত ধাইলা হুঁফ মনে ॥ নিত্যানন্দ বলে  
 গুনি অদ্বৈতের বাণী । আইলা অদ্বৈত চন্দ্র হেন  
 অনুমানি ॥ বিধাতা করিল মোর বড় উপকার । প্রভু  
 রক্ষা লাগি মোর ছিল অতি ভার ॥ সেই ভার মোর  
 এবে শিথিল হইলা । একা ব্যগ্র হৈয়াছি অনুদ্বৈত  
 আইলা ॥ এত বলি প্রভু পানে চাহে নিত্যানন্দ ।  
 শিরে দুই হস্ত দিয়া আছে গৌরচন্দ্র ॥ বহির্দাস

কৌপীন ভিজিছে গঙ্গাজলে । অভ্যাস ঘুচিছে প্রভু  
তাহা না নিষ্কড়ে ॥ বাহু নাহি লজ্জা নাহি প্রেমের  
মাতোয়ারা । মর অঙ্গ কাঞা পড়ে গঙ্গা জনধার ॥  
রক্তপদ্ম শিরে দিয়া যেন মাতাহাতী । জলে হৈতে  
উঠি তীরে থাকে তৈছে ভাঁতি ॥ নিত্যানন্দ বলে  
হৈল বড়ই পুমান্দ । পুমান্বেশ পুভুর না ঘুচে তিল  
আধ ॥ অদ্বৈত বিলম্ব বা কতেক তাহা দেখি । শান্তি  
পুর পথ পানে প্রসারিল আঁখি ॥ দেখিল অদ্বৈত  
সঙ্গে বহু পরিবার । উৎকণ্ঠায় ধাঞা আইসে হৈয়া  
গঙ্গা পার ॥ অদ্বৈত দেখিল গৌরচন্দ্র গঙ্গা তীরে ।  
দাঁড়াইয়া আছেন দিব কেশ নাহি শিরে ॥ অদ্বৈত  
বলেন কেশ করিলা মুগুন । দূরে হৈতে দেখে যেন  
সেই পুভুনন ॥ তথাপি কাঞ্চন কান্তি অধিক লাবণা ।  
তাতে হৈতে জানি ইহো জীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ অদ্বৈত  
বলেন কিবা কপের মাধুরী । দাঁড়াইয়া আছেন পুভু  
রক্ত বস্ত্র পরি ॥ ললিত কাঞ্চন কান্তি অরুণ বসন ।  
গৌরাক্ষণ আনু ফল পাকিল যেমন ॥ মুদ্রিত নয়নে  
পুভু আছে দাঁড়াইয়া । পুভু আগে জীঅদ্বৈত আইলা  
ধাইয়া ॥ দেখিয়া তোমারূপ মুদ্রিত নয়ানে । মুক্ত  
কণ্ঠে কান্দেন অদ্বৈত ভগবানে ॥ কন্দন শুনিয়া পুভু  
চক্ষু মিলি চায় । অদ্বৈত দেখিয়া জিজ্ঞাসেন কিপ্ত  
প্ৰায় ॥ কে তুমি অদ্বৈত বট দেহ পরিচয় । নিত্যা-  
নন্দ বলে ইহো জীঅদ্বৈত হয় ॥ আস্য আস্য বলি পুভু  
কৈল আনিজন । কহ দেখি অদ্বৈত সকল বিবরণ ॥  
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা । যোর পাছু পাছু



তুমি কি কপ আইলা ॥ অথবা আমার ভ্রম কিবা স্বপ্ন  
 দেখি । অদ্বৈত চিন্তেন মনে অশ্রুযুত আঁখি ॥ বৃন্দাবন  
 প্রতীত হৈয়াছে গঙ্গাতীরে । প্রেমাবেশে মত্ত প্রভু  
 বাহু গেছে দূরে ॥ অদ্বৈত কহেন স্বপ্ন নহে যে  
 তোমার । কিন্তু মুক্তি সেই সে পামর দুরাচার ॥ এত  
 বলি অদ্বৈত পড়িল ভূমি তলে । দুই বাহু ধরি প্রভু  
 তুলি লৈল কোলে ॥ অশ্রুযুত হৈয়া প্রভু বলে  
 অদ্বৈতেরে । তুমি মোর বৃন্দাবন দেখিল তোমারে ॥  
 বৃন্দাবন-তোমাতে কিছুই ভেদ নাথি । কৃষ্ণ পাদ পদ্ম  
 যোগ আছে দুই ঠাঞি ॥ যথার্থ অদ্বৈত তুমি কহ  
 মোর স্থানে । কোথায় আছিনু মুক্তি আছে কোন  
 স্থানে ॥ অদ্বৈত বলেন পুতু যাতে কৈলে স্নান । ভাগী-  
 রথী গঙ্গা ইহে । দেখ বিদ্যমান ॥ ইহার উপার শান্তি-  
 পুর মোর ঘর । এত শুনি বাহু পাইলেন বিশ্বম্ভর ॥  
 পুতু বলে নিত্যানন্দ কি তোমার লীলা । গঙ্গা দেখা-  
 ইয়া মোরে যমুনা কহিল ॥ নিত্যানন্দ বলে পুতু  
 করহ বিচার । যমুনাতে স্নান কৈলে সন্দেহ কি তার ॥  
 পুয়াগে ত্রিবেণী যথা জানে সর্ব জনে । সরস্বতী যমুনা  
 জাহ্নবী এক স্থানে ॥ উত্তরে গঙ্গার ধারা মধ্যে  
 সরস্বতী । দক্ষিণে যমুনা বহে কি সন্দেহ ইতি ॥ সেই  
 যমুনাতে স্নান করিলে সম্প্রতি । বুঝ আমি মিথ্যা  
 নাহি কহি তোমা পুতি ॥ পুতু কহে নিত্যানন্দ যে  
 নাটে নাচায় । সেই নাটে নাচি আমি আর কি  
 বুঝাও ॥ অদ্বৈত বলেন পুতু ধন্য হইনু আমি । পুনঃ  
 কপা করিয়া দর্শন দিলে তুমি ॥ পুণ মোর বিরহে

বাহির হৈতে ছিল। আশা পাশে তুয়া গুণে বাকিয়া  
 রাখিল ॥ সেই পুণে পূর্বে বহু কৈলু ধিকার। এবে  
 স্তুতি করি দেখা পাইয়া তোমার ॥ পুণ গেলে পুনঃ দেখা  
 নহিত তোমার। কষ্ট পাঞা পুণ থাকিঞা কৈলু উপ-  
 কার ॥ নিত্যানন্দ বলে শুন অদ্বৈত গোসাঞি। বহু  
 কথা প্রসঙ্গে সংপ্রতি কার্য নাঞি ॥ দণ্ডের গ্রহণ পুতু  
 করিল। যাবত। আমার উপরে দণ্ড করিল। তাবত ॥  
 তিন দিন হৈল আজি নাহিক আহার। ক্ষুধায় শরীর  
 ব্যগ্র হৈয়াছে আমার ॥ প্রভু নিজানন্দ ভোগে তৃপ্ত  
 বাহু নাঞি। ক্ষুধায় বিকল আমি চল ঝট যাই ॥  
 নিত্যানন্দ কথা শুনি অদ্বৈত ত্বরিতে। নব বস্ত্র  
 কোপীন আনিলা ভূতা হাতে ॥ পুনঃ স্নান করাইয়া  
 প্রভুর শরীরে। পরাইলা অদ্বৈত নয়ানে অশ্রুধারে ॥  
 কান্দিতেহ বলে তোমার শ্রীঅঙ্ক। দেবতার যোগ্য  
 বস্ত্র পরাঞাছি রক্ষ ॥ সেই অঙ্কে ভিক্ষুর উচিত যে  
 কোপীন। তাহা পরাইল এবে হেন হৈল দিন ॥  
 তোমার সৌন্দর্য্য শোভা সেই আছে সব। প্রসন্ন  
 বদন সেই পরম উৎসব ॥ কিন্তু প্রভু নেত্র যুগ আমা  
 সভাকার। সে রূপ একপ ভেদ দেখিয়ে তোমার ॥  
 সে যে হৈল আমা সভাকার কন্ম ফল। অতঃপর  
 শুন প্রভু আমার উত্তর ॥ নিকটে আমার ঘর তথা  
 আগুসর। চরণ অর্পণে গৃহ অনঙ্কৃত কর ॥ পুতু কহে  
 নিত্যানন্দ এই কার্য তরে। পুতারণা করিয়া আনিলা  
 গজাভীরে ॥ অদ্বৈত বলেন পুতু তুমি ভগবান।  
 কাহার পুতার্য্য নহ এই সে পুমাণ ॥ কিন্তু কেহো

বলে যদি বটেন ঈশ্বর। মায়া দূর হন তিঁহ নানা মূর্তি  
 ধর ॥ কেহ বলে ঈশ্বর স্ফাটিক মণি পায়। নিকটে যে  
 বস্তু থাকে সেই রূপ পায় ॥ আমি বলি ঈশ্বর বালক  
 পায় হন। যেই ইচ্ছা যখন সেই করেন তখন ॥ কিন্তু  
 যেই কর তুমি সেই সত্য হয়। শ্রীপাদের কিন্না দোষ  
 তুমি ইচ্ছাময় ॥ শ্রীপাদ বলিয়া নাম পুসিদ্ধ ইহার।  
 নিজ নাম অর্থ ইহো করিল পুচার ॥ শ্রীশ শব্দে কৃষ্ণ  
 বলি তাঁরে যেই আনে। শ্রীপাদ বলিয়া নাম ধরে  
 সেইজ্ঞানেন ॥ নিত্যানন্দ নিজ নাম করিল যথার্থ। কৃষ্ণ  
 আনি আমি সভা করিল কৃতার্থ ॥ অতএব ও কথায়  
 নাহি পুয়োজন। আগে চল কৃপা করি আমার  
 ভবন ॥ আজি সে পুথম ভিক্ষা হৈব মোর ঘরে। পুভু  
 বলে যেইচ্ছা তোমার মনে ধরে ॥ কোন পথে যাব  
 বল তোমার মন্দিরে। অদ্বৈত চাপাইলা পুভু নৌকার  
 উপরে ॥ নিত্যানন্দ বলেন অদ্বৈত কানে কানে।  
 নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়াছ কোন জনে ॥ অদ্বৈত বলেন  
 পাঠাইয়াছি সমাচার। আইলেন পুয় সব ভক্ত  
 নদীয়ার ॥ মহাপুভু বলেন শুন অদ্বৈত গোসাঞি।  
 তোমার বাড়িতে আমি কভু নাহি যাই ॥ অদ্বৈত  
 বলেন পুভু মুঞি দুরাচার। শ্রীনিবাস সম ভাগ্য  
 নহিল আমার ॥ নৃত্য লীলা কৈলে তুমি শ্রীবাস  
 মন্দিরে। বারেক না আইলে পুভু তুমি মোর ঘরে ॥  
 নিত্যানন্দ বলে শুন অদ্বৈত গোসাঞি। বিলম্ব পুসঙ্গে  
 আর কিছু কার্য নাঞি ॥ ঈশ্বরের বার্তা স্বয়ং পুকা-  
 শিত হন। এখন সকল লোক করিব শ্রবণ ॥ মথুরা

গমন তাতে শুনি সতে জানে । প্রভু দেখিবারে উৎ-  
কণ্ঠে সতে মনে ॥ শুনি মাত্র বুদ্ধা বাল যুবা যত  
আছে । দেখিবারে সতেই আসিব প্রভু কাছে ॥  
লোক ভিড়ে চলিবারে পথ পাব নাই । এই বেল  
অলক্ষিতে চল শীঘ্র যাই ॥ তোমার বাড়ীতে শীঘ্র  
করিগা প্রবেশ । অদ্বৈত বলেন ভাল কৈলে উপ-  
দেশ ॥ শীঘ্রগতি নিজ গৃহ বহিষ্কার পারে । প্রভু লৈয়া  
ঐ অদ্বৈত আইলা সত্বরে ॥ এথা শান্তিপূর ময় হৈল  
মহা ধুনি । পরস্পর লোক সব কহিছেন বাণী ॥  
বিশ্বকর ভগবান জননী প্রতারি । কটক নগরে  
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি ॥ মথুরা যাইতেছিল ভূলাঞা  
তাহারে । নিত্যানন্দ আনিলেন তাঁরে শান্তিপূরে ॥  
চল চল সতে যাই প্রভু দেখিবারে । সৎপ্রতি গেলেন  
তিহো অদ্বৈতের ঘরে ॥ এত বলি সহস্র সহস্র লোক  
ধায় । অদ্বৈতের প্রতি কহে নিত্যানন্দ রায় ॥ এক  
গ্রাম শান্তিপূর ইহাতেই দেখ । শুনি মাত্র আইল  
সহস্রাধিক লোক ॥ কতক্ষণ বিলম্বে লোক লক্ষ লক্ষ  
হব । ঘর দ্বার সকল তোমার ভাঙ্গি যাব ॥ অতএব  
কত জন দ্বারী দেহ দ্বারে । অন্তঃপুরে কেহ যেন  
প্রবেশিতে নারে ॥ তবে দ্বারে নিযুক্ত করিল কত  
জন । প্রভু লৈয়া অন্তঃপুরে করিল গমন ॥ এথা সর্ব  
লোক অতি উৎকণ্ঠিত হঞা । দেখিতে ধাইল লোক  
কথা কঞা কঞা ॥ কেহ বলে নবদ্বীপে যে রূপ  
দেখিল । সে রূপ ছাড়িয়া প্রভু সন্ন্যাস করিল ॥

তথাপি চিত্তের ক্ষোভ তাহারে দেখিতে । শিব শিব  
 বড়ই উৎকণ্ঠা বাড়ে চিত্তে ॥ অপ্রাকৃত বস্তু যদি হয়  
 অন্যাকার । তথাপি সমান সুখ করহ বিচার ॥ অত-  
 এব কোথা আছে গৌর ভগবান । এত বলি কুলি কুলি  
 খুঁজিয়া বেড়ান ॥ আরদিগে বহু লোক করিল গমন ।  
 তারা পূর্বে নাহি দেখে প্রভুর চরণ ॥ তারা বলে  
 পূর্বাশ্রমে প্রভুর মাধুরী । না দেখিল আমার এ দুই  
 চক্ষুভরি ॥ অদ্যপি সন্ন্যাসী হৈলা তাহা না দেখিব ।  
 দেহ প্রাণ চক্ষে ধিক কি কার্যে রাখিব ॥ কেহো  
 বলে আস্য আস্য অদ্বৈতের ঘরে । ভগবান গিয়া-  
 ছেন দেখিব তাঁহারে ॥ এত বলি অদ্বৈতের বহি-  
 দ্বারে যাইয়া । দেখিলেন দ্বারিকারে না দেয় ছাড়িয়া ॥  
 কেহ বলে হায় হায় যাইতে না পার । কেহ বলে  
 দ্বারীরে সভে ব্যগ্রতা কর ॥ তত্ব যদি দ্বারী ছাড়ি  
 নাহি দেন দ্বার । কিছু কিছু দিয়া পায়ে ধরিব  
 তাহার ॥ এত বলি দ্বারী পাশে করিল গমন । বেত্র  
 হাতে দ্বারী সব করে নিবারণ ॥ দ্বারী বলে আরে  
 ভাই শুনহ বচন । এই স্থানে বিলম্ব না কর এক ক্ষণ ॥  
 যাবত করিল প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ । তাবত না খান  
 জল নাহিক ভোজন ॥ চতুর্থ দিবসে আজি করিবেন  
 ভিক্ষা । তাবত তোমরা সভে করহ অপেক্ষা ॥ বসি  
 বসি থাক না করিহ কোলাহল । ভিক্ষা হৈলে দেখ্য  
 ভগবান বিশ্বম্ভর ॥ ওথা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র প্রভু ঘরে  
 নৈয়া । প্রক্ষালিল পাদপদ্ম কৃতার্থ হইয়া ॥ গোষ্ঠী  
 সহ সেই জন নহিলেন শিরে । আনন্দে অদ্বৈত নাচে

প্রভু পাঞা ঘরে ॥ তবে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিল।  
 বহু বিধ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইল। ॥ সর্ব ভোগে  
 দিলেন শ্রীতুলসী মুঞ্জরী। সর্ব অন্ন ব্যঞ্জন গোবিন্দ  
 সাক্ষাৎ করি ॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দুই প্রভুলৈয়া।  
 বসাইল। অদ্বৈত উত্তম আসন দিয়া ॥ নিত্যানন্দ  
 অদ্বৈত কৌতুক বড় হৈল। আনন্দে ঈশ্বর দুই ভোজন  
 করিল ॥ চারি বেদে যার তত্ত্ব জানিতে দক্ষর। হেন  
 জন ভিক্ষা কৈল অদ্বৈতের ঘর ॥ সুগন্ধি শীতল জলে  
 কৈল। আচমন। ভিক্ষুর উচিত মুখ বাসের গ্রহণ ॥  
 তবে সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র প্রভুকে পরাইয়া। সুগন্ধি চন্দন  
 দিল সর্বাঙ্গে লেপিয়া ॥ শুক্ল পুষ্প মাল্য দিল গলায়  
 মাথায়। কাঁচা সোনা তনু শোভা কহা নাহি যায় ॥  
 সুমেরু পর্বতে যেন শিশির পড়িল। এই মত শ্রীঅঙ্কে  
 চন্দন শোভা কৈল ॥ সন্ধ্যা সূর্য্য শোভা যেন সুমেরু  
 উপর। সেই শোভা হৈল যেন অরুণ অধর ॥ সুমেরু  
 উপরে যেন বহে গঙ্গাধার। বক্ষঃ স্থলে তৈছে শোভা  
 ধরল মালার ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু আইস এই দিগে।  
 অদ্বৈতের সে কথা দ্বারীর কণে লাগে ॥ অনুমানে  
 দ্বারী জানিলেন ভিক্ষা হৈল। গন্ধ মাল্য বসনে তেঁই  
 সে পরাইল ॥ দ্বারী বলে লোক সব বড় উৎকণ্ঠিত।  
 কি রূপে প্রভুর দেখা পাইব ত্বরিত ॥ ওথা শ্রীঅদ্বৈত  
 দেব লোকে করি দয়া। অউালিকা উপরে উঠাল্য প্রভু  
 লৈয়া ॥ দ্বারী বলে মাধু মাধু অদ্বৈত আচার্য্য। প্রভুরে  
 অউালী চড়াইয়া কৈল কায্য ॥ অউালীর নাম উপকা-  
 রিকা বলি আর। যথার্থ হইল নাম এবে সে উহার ॥

প্রভুকে দেখাইয়া কৈল লোক উপকার । তেঞি সে  
 যথার্থ নাম উপকারিকার ॥ অউলী উপর প্রভু  
 আইলা যখন । হরিধ্বনি কলরব উঠিল তখন ॥ প্রভুর  
 শ্রীমুখ দেখি লোক এক কালে । আনন্দে দুবাহু তুলি  
 হরি হরি বলে ॥ লক্ষ লোক এক কালে বলে হরি ।  
 মহাধ্বনি উঠি গেল স্বর্গ মর্ত্য ভরি ॥ শুনি আনন্দিত  
 প্রভু বসিলা আসনে । অদ্বৈতাদি বেড়িয়া বসিলা চারি  
 পানে ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি কৈলে কিবা লীলা ।  
 সম্যাস্ত্র গ্রহণ তুমি কি বুঝি করিল ॥ অদ্বৈত যে  
 ব্রহ্ম তাঁরে ভজে যেই জন । তারা সে সম্যাস্ত্র পথ  
 করয়ে গ্রহণ ॥ জ্ঞান ছাড়ি ভক্তি করি শিক্ষাহ  
 সভারে । আপনে অদ্বৈত মাগে গেলা কি বিচারে ॥  
 হাসিয়া বলেন প্রভু শুনহ অদ্বৈত । অদ্বৈত ভজনেচ্ছা  
 নাহিক কদাচিত ॥ কপে লিখে তাহা তোমাতেই  
 ভেদ মাত্র । তাঁরে আমি ভজি দৈবে তাঁর কৃপাপাত্র ॥  
 অদ্বৈত বলেন তুমি সরস্বতী পতি । তোমাতে উত্তর  
 দিব কাহার শকতি ॥

### ত্রিপদী

হাসি প্রভু বলে পুনঃ, অদ্বৈত গোমাঞি শুন;  
 তত্ত্ব কথা কহি তোমা আগে ।  
 শিখা সূত্র সব ছাড়ি, হইলাম দণ্ড ধারী;  
 গোবিন্দ পাবার অনুরাগে ॥  
 কৃষ্ণ মোর প্রাণ নাথ, তাঁর কৃপা দৃষ্টিপাত;  
 না পাইয়া অন্তর ব্যাকুল ।  
 সকল ছাড়িয়া তাঁরে, নিরন্তর ভজিবারে;

তেয়াগিনু যজ্ঞ সূত্র চুল ॥  
 সম্যাসী হইলে তার, গৃহ বন্ধু পরিবার;  
 ভজে জানে ছাড়িল সম্যসার ।  
 সম্যসার সম্বন্ধ কথা, শুনিতে অন্তরে ব্যথা,  
 এই লাগি সম্যাস আমার ॥  
 ব্রহ্ম অদ্বৈতের পথ, তাহার ভজন মত;  
 স্বপ্নেহ না শুনি আমি কানে ।  
 দ্বিভুজ শ্যামল তনু, বাঁহার বদনে বেণু;  
 সেই কৃষ্ণ তজ্জি কায় মনে ॥  
 দণ্ড যে ধরিল তার, শুন কহি সমাচার;  
 মোর মনঃ পশুর সমান ।  
 দণ্ড হাতে না দেখিলে; পশু ধায় নানা স্থলে;  
 এই হেতু দণ্ডের আদান ॥  
 হাসিয়া অদ্বৈত কন, সব কৈলে প্রতারণ;  
 কিন্তু শুন তোমার যে মর্ম্ম ।  
 সম্যাস কংশান্ত সম, যথার্থ সে সব নাম;  
 কৈলে তেঞি তোমার একর্ম্ম ॥  
 শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, আর যত ভক্ত বৃন্দ;  
 এইমতে নানা রস কথা ।  
 একান্ত গৌরাঙ্গ শশী, অটালী উপরে বসি;  
 লোক ছেথি উদ্ধ করি মাথা ॥  
 প্রভুর শ্রীচন্দ্র মুখ, দেখিয়া লোকের মুখ;  
 চক্ষুকেহো ফিরাইতে নারে ।  
 চিত্রের পুতলী প্রায়, অনিমিষে রূপ চায়;  
 যত দেখে ততঃ আর্তি বাটে ॥



শান্তিপুৰ ভরি হৈল মহা কোলাহল ॥ যেই সব  
লোক প্রভুর দৰ্শনে আছিল । হরি ধনি শুনি তারা  
ফিরিয়া চাহিল ॥ দেখি প্রভু জন্ম স্থান বাসী সৰ্ব  
জন । দেখিতে উৎকণ্ঠা সন্তে করিলা গমন ॥ অত-  
এব এই বেলা চল সন্তে যাব । মহাভিড় হব পাছু  
যাইতে নারিব ॥ এত বলি লোক সব গেলা তথা  
হৈতে । নবদ্বীপ বাসী সন্তে আইলা দ্বরিতে ॥ কেহো  
বলে দুই চক্ষু হৈয়াছিল অন্ধ । অন্ধ গেল আজি সে  
দেখিলু গৌরচন্দ্র ॥ কেহো বলে দশ দিগ সুপ্র-  
সন্ন লাগে । গৌরচন্দ্র উদয় হইব মনে লাগে ॥  
কেহো বলে জীবনেছা ব্রত তিনি কর । শুকাইয়া  
ছিল না পাইয়া চন্দ্র কর ॥ সেই লতা অক্ষুর  
মিলিল এত দিনে । গৌরচন্দ্র নিকটে পাইব দর-  
শনে ॥ কেহো বলে অন্তঃকরণ নষ্ট হৈয়া ছিল ।  
আচম্বিতে তাতে যেন চৈতন্য আইল ॥ আজি  
নবদ্বীপ বাসী শীতল হইব । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়  
এখনি দেখিব ॥ এত বলি উৎকণ্ঠাতে সব লোক  
ধায় । অটালী থাকিয়া দেখে শ্রীঅদ্বৈত রায় ॥  
অদ্বৈত বলেন সব নবদ্বীপ বাসী । প্রভুরে দেখিতে  
সব মিলিলেন আসি ॥ শ্রীবাসাদি করি যত ভক্ত  
শিরোমণি । অগ্রে করি লইয়াছেন প্রভুর জননী ॥  
বাল বৃদ্ধ তরুণ দেশের সৰ্বজন । উদ্ধ মুখে শীঘ্র সন্তে  
করিলা গমন ॥ গৌরচন্দ্র ভগবান মুখ তুলি চায় ।  
সভার অগ্রেতে দেখিলেন শচী মায় ॥ বিবর্ণ হৈয়াছে  
শচী অস্থি চক্ষু সার । বুক মুখ বাহি পড়ে নয়নের

ধার ॥ দোলা হৈতে নামি শচী আসিছে চলিয়া ।  
 উর্দ্ধ মুখে চায় পুত্র দেখিব বলিয়া ॥ অটালী হইতে  
 প্রভু জননী দেখিয়া । শীঘ্র নাঞ্চিলেন সঙ্গে অধৈতাদি  
 লৈয়া ॥ দ্বারের নিকটে শচী কৈল আগমার । আস্ত  
 ব্যস্তে দ্বারী সব ছাড়ি দিল দ্বার ॥ প্রবেশ করিলা শচী  
 অধৈত চত্বরে । হেন বেলে গৌরচন্দ্র আইল সত্বরে ॥  
 গৌরচন্দ্র ভগবান মায়ের চরণে । প্রণাম করিলা  
 আসি সজল নয়ানে ॥ জননী সভয় ভক্তি বাৎসল্য  
 সম্ভোষে । গৌরচন্দ্র দেখি কান্দে গদ গদ ভাষে ॥  
 বৈরাগ্য বা হও তুমি কিবা দিব্য জ্ঞান । ভক্তি রূপে  
 হও কিবা রস মূর্তিমান ॥ কিছু হও তুমি তার কি  
 মোর বিচার । আনি জানি সেই মোর দুষ্কের ছাও-  
 য়াল ॥ এত বলি শচী দেবী উৎকণ্ঠিত মনঃ । শ্রীগৌরান্ধ  
 চন্দ্র ধরি কৈল আলিঙ্গন ॥ পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ কান্দে  
 উভরায় । নেত্র জলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ধোয়া যায় ॥ শচী  
 দেবী বলে আজি চারি দিন হৈল । তোমা বিনা  
 অভাগীর কোল শূন্য ছিল ॥ চতুর্থ দিবসে আজি  
 পাইয়াছি কোলে । ছাড়িয়া না দিব পুনঃ লৈয়া যাব  
 ঘরে ॥ প্রভু বলে তুমি ভগবতী জগন্মাতা । ফল ধন্নি-  
 লেক তোমার বাৎসল্য খলতা ॥ বাৎসল্য রসের  
 যেই পরাকাষ্ঠা হয় । তোমার বাৎসল্যে তাঁর সর্বথা  
 উদয় ॥ ভুবনে যতেক আছে চরাচর গণ । নিরুপাধি  
 বাৎসল্য সম্ভার প্রতি হন ॥ অতএব তুমি হও জগত  
 জননী । মূর্তিমতি ক্রমা তুমি কি বলিব আমি ॥ এত

বলি পুনঃ প্রভু করিলা প্রণাম । শচী পুনঃ কোলে  
 লৈলা মজল নয়ান ॥ কোলে করি শচী পুনঃ বুকেতে  
 করিলা । হেনকালে ত্রিঅদ্বৈত কহিতে লাগিলা ॥  
 পশ্চাৎ হইব কথা যে আছে অন্তরে । সৎপ্রতি চলহ  
 তুমি মোর অন্তঃপুরে ॥ এত বলি সীতাদেবী যেখানে  
 আছিল। শচী লৈয়া আপনে অদ্বৈত তথা গেল। ॥  
 সীতাদেবী বন্দিলেন শচীর চরণ । বসিতে আনিয়া  
 দিল। উত্তম আসন ॥ অদ্বৈত আইলা পুনঃ প্রভুর  
 অন্তিকে । গোরচন্দ্র ভক্ত গণে মিলিলা কৌতুকে ॥  
 কারে আনিজন করে কারে স্যাক্ষ অঙ্গে । কাহারে  
 করুণা আছে কারে কথা রঞ্জে ॥ যথা যোগ্য সম্ভাষ  
 করিলা গোরহরি । সর্ব ভক্তে সুখী কৈল প্রেমে সিক্ত  
 করি ॥ হারাইল রত্নপুনঃ পাণ্ডা ভক্ত গণ । কত সুখ  
 হৈল তার কে করু বর্ণন ॥ অদ্বৈত বলেন নিজ ভৃত্যকে  
 ডাকিয়া । নবদ্বীপ বাসী যত মিলিলা আসিয়া ॥ বাল  
 বৃদ্ধ যুব। আচণ্ডাল সর্বজনে । সভাকারে বাসা স্থান  
 দেহ সাবধানে ॥ যার যাতে প্রীতি দেহ সর্ব উপহার ।  
 কোন মতে দুঃখ যেন না হয় কাহার ॥ এক ভৃত্য  
 অদ্বৈতের প্রবীণ আছিল। সভা লৈয়া বাসা আদি  
 দিতে তিহোঁ গেল। ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু শুন গোর-  
 হরি । চরণ কমলে এক নিবেদন করি ॥ সেই আমি  
 সেই সব ভক্ত পরিবার । সেই তুমি সেই মত প্রেম  
 সভাকার ॥ তোমার করুণা সেই সেই সব সুখ । কিন্তু  
 সন্ন্যাসীর বেশ দেখি হয় দুঃখ ॥ ভগবান বলেন  
 অদ্বৈত শুন শুন । হেঁন বাক্য তুমি আর না কহিও

পুনঃ ॥ শ্যামামৃত প্রবাহে পেলিল নিজ দেহা ।  
 তাহার তরঙ্গে ভাসী নাহি পাই থেহা ॥ যে যে দশা  
 হৈবে পাই শুভাশুভ কিবা । সর্বত্র আমার  
 মুখ মোরে বল কিবা ॥ নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ  
 ভাসী যায় । ভদ্রাভদ্র কিবা বেগে যথা নৈয়া  
 যায় ॥ অতএব বহু কথার নাহি প্রয়োজন । কৃষ্ণের  
 ইচ্ছায় মোরে যে করে যখন ॥ চল যাই চিরকালের  
 ভক্তগণ সনে । দেখা হইল সভা সনে বসিব নিজ্জনে ॥  
 এত বলি শ্রীভাসাদি যত ভক্ত গণ । সভা সঙ্কে বসি-  
 লেন শ্রীশচীনন্দন ॥ যার যে মনের কথা সে তাহা  
 কহিল । শোলোক সম্পদ শান্তিপুরে প্রবেশিল ॥  
 পঞ্চমাক্ষ সমাপ্ত হইল এই হৈতে । বিলাস অদ্বৈত  
 গৃহে কহিল। যাহাতে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদ্যাং পঞ্চম অঙ্কঃ ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠ অঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

শ্রীমদ্রোপালদেব শ্রীগোপীনাথো শচীসুতঃ ।

জগন্নাথঞ্চ দূর্য্যো শ্রীসার্কভৌম মমোচয়ৎ ॥

পয়ার ॥ ততঃপর রত্নাকর সমুদ্র আইলা ।  
 বিষয় পাইয়া তিহো কহিতে লাগিল ॥ আমার  
 প্রিয়সী পঞ্চা অকস্মাৎ কেনে । বিষনার প্রায় দেখি  
 ব্যথা লাগে মনে ॥ ইহার মনের দুঃখ হৈল কি  
 কারণে । নিকটে যাইয়া প্রশ্ন করিব যতনে ॥ এত  
 বলি সমুদ্র গঙ্গার পাশ গিয়া । দেখিলেন গঙ্গাদেবী  
 কান্দিছে বসিয়া ॥ আপনা আপনি গঙ্গা করিছে

বিলাপ। কতেক সহিব আমি দারুণ সম্ভাপ ॥ যার  
পাদ পদ্ম জল প্রভাব হইতে । এমন মৌভাগ্য মোর  
অখিল জগতে ॥ "ত্রৈলোক্যের লোক সব মোর পূজা  
করে। কৃষ্ণ পাদ ধৌত জল এই সে বিচারে ॥ হেন  
প্রভু অবতরি নদীয়া নগরে । চিরকাল বিহার করিল  
মোর জলে ॥ শ্রীঅঙ্কের সঙ্গ পাঞ আনন্দ অপার ।  
অতঃপর কিবা ভাগ্য আছয়ে আমার ॥ পাঞ প্রভু  
হারাইনু যেন পুনর্ব্বার । অতঃপর অভাগ্য বা কি আছে  
আমার ॥ অতএব কি করিব এমন ভাগিনী । চিন্তিত  
হইয়া গঙ্গা কান্দিছে আপনি ॥ রত্নাকর বলেন  
ভাগীরথী কি নিমিত্ত । বসিয়া কান্দিছ তুমি ছাড়ি সব  
কৃত্য ॥ ফিরিয়া চাহিল গঙ্গা দেখে রত্নাকরে । কহিতে  
লাগিল। তাঁরে গদ গদ স্বরে ॥ আর্য্য পুত্র কি জিজ্ঞাস  
কি কহিব বাণী । ত্রিভুবনে আমি সম নাহি অভা-  
গিনী ॥ রত্নাকর বলে কিবা অভাগ্য তোমার । গঙ্গা  
এক শ্লোক পড়ি কহে সমাচার ॥

তথাহি

যৎপাদ শৌচজলং নিত্যমলঘ্নিবিশ্ব, বিখ্যাতকীর্ত্তি  
ভগবান্ রসকৌতুকীসঃ । নিত্যাবগাহ কলয়া  
রসমাধুকারঃ মামদ্য সত্যজ্জতিহা বততেনদুয়ে ॥

পয়ার । জাত পাদ শৌচ জল এই সে কারণে ।  
বিখ্যাত হইল কীর্ত্তি মোর ত্রিভুবনে ॥ সেই রস  
কৌতুকী ঈশ্বর ভগবান । আমাতে করিল নিত্য  
অবগাহ স্নান ॥ তাঁরস্পর্শে হৈত মোর নিরুপম সুখ ।  
তিহোঁ ছাড়ি যাব তাতে মোর অতি দুঃখ ॥ রত্নাকর

বলে কেনে দুঃখ ভাব তুমি । তাঁহার বৃত্তান্ত সব শুনি-  
য়াছি আমি ॥ সম্ম্যাস করিয়া তিহোঁ কণ্টক নগরে ।  
মথুরা যাইতেছিল বিস্থল অন্তরে ॥ নিত্যানন্দ বহু  
যত্নে ফিরিয়া আনিলা । সৎপ্রতি অদ্বৈত গৃহে পড়ুরে  
রাখিলা ॥ গঙ্গা কহে যে কহিলে সেই সত্য হয় ।  
শান্তিপুরে আছে তিহোঁ অদ্বৈত আনয় ॥ কিন্তু নব-  
দ্বীপ হৈতে তাঁরে দেখিবারে । শ্রীবাসাদি বন্ধুবর্গ  
আইলা শান্তিপুরে ॥ প্রথম দিবসে ভিক্ষা সীতার  
রন্ধন । পরম আদরে প্রভু করিলা ভোজন ॥ রাত্রি-  
কাল হৈল সবে পরম আনন্দে । সৎকীর্তন আরম্ভিল  
অদ্বৈতাদি সঙ্কে ॥ আপনে অদ্বৈতচন্দ্র মৃদঙ্গ বাজায় ।  
শ্রীনিবাস আদি ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ গায় ॥ নৃত্যে প্রবে-  
শিলা গৌর গোলোক ঈশ্বর । প্রভু সঙ্কে ফিরে নিত্যা-  
নন্দ হনধর ॥ যৈছে নৃত্য তৈছে গান তৈছে বাদ্য  
বাজে । কি উপমা দিব তার ত্রিভুবন মাঝে ॥ পাস-  
রিল ভক্তগণ বিরহের জ্বালা । প্রেমামৃতে গৌরচন্দ্র  
সভারে সিঞ্চিলা ॥ কি আনন্দ কত সুখ তার অন্ত  
নাঞি । নৃত্যে প্রবেশিলা পুনঃ অদ্বৈত গোসাঞি ॥  
অদ্বৈত গোসাঞি আত্মা কৈল শ্রীনিবাসে । এই পদ  
গান কর আমার সন্তোষে ॥

তথাহি পদং ।

কি কহবরে সখী আনন্দ ওর ।

চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥

আর হাম প্রিয়া দূর দেশ না পাঠাও ।

আঁচল ভরিয়া যদি মহা নিধি পাও ॥

পাপ সুধাকর মোরে যত দিল তাপে ।

সব দূর গেল মোর সে জন আলাপে ॥

ভায়ে বিদ্যা পতি শুন বর নারী ।

বহু দিন পিপাসায় পিয়ে ঘন বারি ॥

পর্যায় ॥ এই পদ গাও যাইয়া অদ্বৈত গোসাঞি ।

যত নৃত্য করিলেন তার অন্ত নাঞি ॥ আনন্দে  
নাচেন হরি বোলান সত্যারে । প্রভু পাদ পদ্ম ধূলী  
মুছিলয় শিরে ॥ নাম সৎকীর্তন করি বিস্তর কান্দিয়া ।  
গঙ্গাজল তুলসী চরণ পছে দিয়া ॥ বিস্তর করিয়া-  
ছিনু তুয়া আরাধন । সেই ফলে পাঞা ছিনু তোমা  
হেন ধন ॥ সে তুমি অনাথ করি গেছিলে ছাড়িয়া ।  
পুনরবার পাইনু তোমা রাখিব বাঙ্কিয়া ॥ গদ গদ  
স্বরে এই কথা বলি বলি । অকুটি করিয়া নাচে  
অদ্বৈত কুতূহলী ॥ এইমত বিস্তর হইল সৎকীর্তন ।  
শ্রান্ত হই বসিলেন সর্ব ভক্তগণ ॥ বিচিত্র পালঙ্ক  
পাতি অদ্বৈত আনন্দে । শয়ন করাইল লৈয়া  
শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দে ॥ ভক্তগণ যথা রুচি করিয়া  
আহার । শয়ন করিল মনে আনন্দ অপার ॥ প্রাতঃ  
কাল হৈল সবে প্রাতঃকৃত্য করি । সর্ব ভক্ত বসিলেন  
গৌরচন্দ্র বেটি ॥ রন্ধনের আয়োজনে সীতা ঠাকুরাণী ।  
বহু দামী সঙ্কে করে হৈয়া আনন্দিণী ॥ হেন বেলা  
শচীদেবী কহেন সীতারে । মোর এক নিবেদন  
তোমার গোচরে ॥ যত দিন নিম্নাঙ্গি আছেন শান্তি-  
পুরে । ততঃ দিন আপনি রাখিয়া দিব তাঁরে ॥ চারি  
দিন হৈল আজি বাছার লাগিয়া । অভাগিনী না

দিলাস রঞ্জন করিয়া ॥ শচীর বচনে সন্তে আন-  
 ন্দিত হৈলা । স্নান করি শচীদেবী পাক শালা গেলা ॥  
 শচী জানেন গৌরাঙ্গের প্রীত যে ব্যঞ্জনে । সেই সেই  
 ব্যঞ্জন রাঙ্কিলা হৃষ্টমনে ॥ অন্ন কূট ক্ষীর আদি বহু  
 উপহার । বহু যত্নে কৈলা শচী লেখা নাহি তার ॥  
 সকল উপরে দিয়া তুলসী মুঞ্জরী । শ্রীঅষ্টৈত গোমাঞি  
 গোবিন্দ সাথ করি ॥ আত্ম-বর্গ ভক্তগণ সভা সঙ্কে  
 করি । ভোজনে বসিলা আসি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥  
 পরিবেশে শচীদেবী আনন্দ অন্তর । মধ্যে বসি-  
 লেন নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ॥ গোকুলে যশোদা ঘরে  
 সঙ্কে সখা গণ । মাতৃদত্ত কৃষ্ণ যৈছে করিলা ভোজন ॥  
 পরম আনন্দে হাস্য পরিহাস করি । ভোজন সমাপ্তি  
 কৈলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ আচমন কৈলা সর্ব ভক্তগণ  
 লৈয়া । বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দিত হঞা ॥ কহিতে  
 লাগিলা কিছু প্রভু বিশ্বম্ভর । শুনহ অষ্টৈত শ্রীনিবাস  
 গদাধর ॥ মথুরা যাবার লাগি করেছিনু মনে । স্বতন্ত্র  
 হৈয়া গেনু নহিল সে কারণে ॥ জননী আমার মূর্তিমতি  
 ভক্তি হন । তাঁর আজ্ঞা বিনা গেনু বিঘ্ন হৈল মনঃ ॥  
 তোমরা প্রণয়ী মোর সুহৃদ কেবল । তোমা সভা  
 কৃপা যেসে মোর এ সকল ॥ তোমা সভাকার আজ্ঞা  
 লৈয়া নাহি গেনু । তে কারণে বিঘ্ন হৈল যাইতে  
 নারিনু ॥ অতএব এত দিনে জানিল নিশ্চয় । ভক্ত  
 আজ্ঞা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয় ॥ প্রসন্ন হইয়া  
 সন্তে কৃপা কর মোরে । আজ্ঞা দেহ বৃন্দাবন দেখি-  
 যার তরে ॥ রত্নাকর আনন্দে জিজ্ঞাসে গঙ্গা প্রতি ।



কহ কহ প্রভু কথা অদভুত অতি ॥ গঙ্গা বলে অদ্বৈত  
 আচার্য্য মহামতি । কান্দিতে কান্দিতে কহে গৌর-  
 চন্দ্র প্রতি ॥ তোমার প্রীতের লাগি যদি সভে বলে ।  
 তোমারে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার তরে ॥ তবে তুয়া যাত্রা  
 পূর্বে হয় সভার প্রাণ । যাইবেক দেহ ছাড়ি করি  
 অনুমান ॥ প্রভু বিনে ছার দেহ আছ কি কারণে ।  
 এত বলি ধিকার করিছে ভক্তগণে ॥ নিজ দুঃখ জানি  
 প্রাণ আগে যাব চলি । অতএব এ কথা কেমনে সভে  
 বলি ॥ রত্নাকর বলেন অদ্বৈত সাধু বর । ভাল ভাল  
 প্রভু মনে করিল উত্তর ॥ তবে তবে ভালরীতে কহ  
 দেখি গঙ্কে । পুনর্বার কি প্রসঙ্গ হৈল প্রভু সঙ্গে ॥  
 গঙ্গা বলে গৌরাঙ্গ কহিল পুনর্বার । শুন শুন অদ্বৈত-  
 তাদি ভক্ত পরিবার ॥ জানিবা না জানি যদি করি-  
 য়াছি সন্ন্যাস । এ বেশ ধরিয়া যেন নহে পরিহাস ॥  
 প্রণয়ী বান্ধব লৈয়া আপনার দেশে । সন্ন্যাসীর উচিত  
 এসব না আইসে ॥ তোমরাও বিজ্ঞবট সব তত্ত্ব জ্ঞতা ।  
 তোমা সভা স্থানে আর বিশেষ কি কথা । যদি বল  
 জননী অনাথা একাকিনী । তিহোঁ সে পরম বিজ্ঞা  
 তাহোঁ আমি জানি ॥ ধর্ম্ম হানি লোক নিন্দা করিব  
 আমারে । তাহাতেই কোন সুখ লাগিব তাঁহারে ॥  
 তবে বল জননীর পোষণ পালন । কৃষ্ণ করিছেন সর্ব  
 জগত রক্ষণ ॥ তাহাতে তোমরা আছ পরম সজ্জন ।  
 আমার মায়ের তনু নহিষ পালন ॥ অতএব বিস্তর  
 প্রসঙ্গে কার্য্য নাঞি । কৃপা কর আজ্ঞা দেহ অদ্বৈত  
 গোসাঞি ॥ রত্নাকর বলে যুক্ত হৈল ভগবান । এই

বাক্যে সর্বদিগ কৈল সাবধান ॥ তবে কি হইল তাহা  
বল দেখি গন্ধে । গন্ধা বলে অদ্বৈত সকল ভক্ত সঙ্গে ॥  
শচীর নিকটে গেল । সকল মহান্ত । কহিলেন প্রভু  
সঙ্গে যে হৈল বৃত্তান্ত ॥ সন্তে মিলি যুক্তি করি কি  
করি উপায় । কি করি গৌরাঙ্গচাঁদে করিব বিদায় ॥  
যদি প্রভু নিশ্চয় শ্রীবৃন্দাবন যান । তবে সর্বভক্তগণ  
তাজিব পরাগ ॥ তিন দিন প্রভুর উদ্দেশ না পাইয়া ।  
অন্ন জন ছাড়ি সন্তে বুলিল কান্দিয়া ॥ সে প্রভু  
ছাড়িয়া যদি মথুরাকে যাব । প্রাণ লৈয়া কোন সুখে  
আমরা থাকিব ॥ যদি ছাড়ি না দিয়ে রাখিয়ে এই  
দেশে । দুই লোক তথাপি করিব উপহাসে ॥ কেহ  
বলে নিন্দা হও করু উপহাসে । তথাপি গৌরাঙ্গচাঁদ  
থাকু এই দেশে ॥ সম্মতি না দেয় কেহ প্রভুরে যাইতে ।  
শচীদেবী সভাকারে লাগিল কহিতে ॥ শুনহ শ্রীবাস  
শ্রীঅদ্বৈত আদি সন্তে । এ দেশে থাকিলে ধর্ম্য দোষ  
হয় তবে ॥ আপনার সুখ লাগি রাখিব তাঁহারে । থল  
লোক নিন্দা করিবেক বিশ্বস্তরে ॥ নিজ সুখ লাগি তাঁর  
নিন্দা করাইব । প্রেমের এ রীত নহে কেমনে কহিব ॥  
আপনার যে সে হও তারে নাহি যাই । তাঁর যাতে সুখ  
হয় সেই মাত্র চাই ॥ অতএব জগন্নাথ ক্ষেত্র যান  
যবে । কদাচিত তাঁহার দর্শন পাই তবে ॥ রত্নাকর  
বলে মাতা মাধু মাধু তুমি । জ্ঞান দৃষ্টি দেবহৃতি  
জিনিলে সে জানি ॥ তবে তবে কহ গন্ধা রত্নাকর বলে ।  
গন্ধাদেবী বলে শুন কহিয়ে তোমারে ॥ শচীর বচন

শুন সর্ব ভক্তগণ । বিবশ হইয়া কহে করিয়া রোদন ॥  
 হেন বাক্য কেনে মাতা কহিলে আপনে । শ্রুতি বাক্য  
 সম ইহা খণ্ডে কোন জনে ॥ নীলাচল যাইতে  
 আপনে আক্সা দিলে । দুর্ল্লভ্য তোমার বাক্য কেনে বা  
 কহিলে ॥ শচী বলে মো সভার হউ যথা তথা । তাঁরে  
 দূষিবেক খলে সেই বড় ব্যথা ॥ সহিতে নারিব দুফ  
 লোকের বচন । অতএব যদি যাব শ্রীপুরুষোত্তম ॥  
 তবে মধ্যে মধ্যে তথা যাইবে তোমরা । তোমা সভা  
 স্থানে বার্তা পাইব আমরা ॥ তবে সর্ব ভক্তগণ প্রভু  
 স্থানে গিয়া । শচীর কথিত কথা কহে শুনাইয়া ॥  
 তা শুনিয়া ভগবান আনন্দ অপার । তাঁর যেই আক্সা  
 সেই কর্তব্য আমার ॥ আমার আঁছিল ইচ্ছা দেখি  
 জগন্নাথ । মায়ের হইল আক্সা ঈশ্বর ইচ্ছাত ॥ অত-  
 এব কৃপা করি আক্সা দেহ সভে । নিব্বিরোধে জগন্নাথ  
 দেখি আমি তবে ॥ ভক্তগণ কান্দি বলে করি নিবে-  
 দন । দিন কত থাক প্রভু অদ্বৈত ভবন ॥ আমরা  
 অভাগা তুয়া চরণ কমল । দিন কত দেখি করি  
 নয়ন সফল ॥ রত্নাকর বলে তবে তবে কহ গঞ্জে ।  
 গঙ্গা বলে বাস্কা গেলা প্রেমের তরঞ্জে ॥ শচী আর  
 ভক্ত গণ সভা প্রীতি তরে । তিন দিন রহিলেন  
 অদ্বৈত মন্দিরে ॥ শচী আর সীতা ঠাকুরাণী দুই জন ।  
 পরম যতন করি করেন রন্ধন ॥ ভক্ত গণ সঙ্গে প্রভু  
 করেন ভোজন । রাত্রিতে করেন রাধাকৃষ্ণ সৎকীৰ্ত্তন ॥  
 গোলোকের সুখ শ্রীঅদ্বৈত দেব ঘরে । তিন দিন যে  
 হৈল তা কে বর্ণিতে পারে ॥ চতুর্থ দিবসে পুাতঃকালে

গৌররায় । সভা স্থানে আইলেন হইতে বিদায় ॥ সর্ব  
ভক্ত গণ গিলি মন্ত্রণা করিল । যুক্তি করি চারিজন  
প্রভু সঙ্গে দিল ॥ নিত্যানন্দ চন্দ্র আর শ্রীজগদানন্দ ।  
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত শ্রীমুকুন্দ ॥ মায়ের চরণে  
প্রভু কৈল নমস্কার । শরীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন  
ধার ॥ প্রভু বলেন মাতা দুঃখ না ভাবিহ মনে । সর্ব  
সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥ গৃহে যাই কর কৃষ্ণ-  
চন্দ্র আরাধন । সর্ব সুখ দাতা কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণ ধন ॥  
সংযোগ বিয়োগ করে সংসারের ধর্ম । সুখ দুঃখ পায়  
জীব যার যেন কর্ম ॥ সে কর্মের বন্ধ যায় কৃষ্ণ আরা-  
ধনে । গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ ভজ আমার বচনে ॥ যদি  
আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সভাকার । কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ  
পাইবে আমার ॥ সহজে তোমরা নাহি জান কৃষ্ণ  
বিনে । তথাপিহ বলি আমি সভার কারণে ॥ এত  
বলি সভা স্থানে হইয়া বিদায় । নিরপেক্ষ হৈয়া গেলা  
শ্রীগৌরানন্দ রায় ॥ নীলাচল যাত্রা প্রভু করিল যখন ।  
অদ্বৈত মন্দিরে তবে উঠিল ক্রন্দন ॥ নিত্যানন্দ  
আদি চারি চলে প্রভু মনে । হইল ক্রন্দন ময় অদ্বৈত  
ভবনে ॥ নবদ্বীপ বাসী কান্দি নবদ্বীপ যায় । কান্দি  
কান্দি অদ্বৈত প্রভুর পাছে ধায় ॥ কোথা যাও মহা-  
প্রভু ছাড়ি অভাগারে । মূর্ছিত হইল এহে চলিতে  
না পারে ॥ ফিরিয়া তাহারে প্রভু না কৈল উত্তর ।  
নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে চলিল সত্তর ॥ রত্নাকর বলে  
বড় অসঙ্কত হৈলা । বিচার না করি সাম্প্রতিক  
কেনে গেলা ॥ গৌড়দেশ অধিপতি যবন ভূপাল ।

উড়িষ্যার রাজা গজপতি সঙ্গে তার ॥ বড়ই বিরোধ  
 লোক না করে গমন । তাতে কেনে গেলা সবে সঙ্গে  
 চারি জন ॥ গঙ্গা বলে আৰ্য্য পুণ এ আশ্চর্য্য নয় । দেখ  
 দেখ গৌরচন্দ্র করিলা বিজয় ॥ দৌরাভ্য হৈয়াছে  
 দুই সেনা কটুতর । তার মধ্যে মধ্যে চলে গৌরাঙ্গ  
 সুন্দর ॥ পাঁচ ছয় বন্ধু মাত্র সঙ্গে চলি যায় । কেহ কিছু  
 না বলেন মতে সুখ পায় ॥ জগতের অন্তর্যামী  
 চৈতন্য গোসাঞি । সভার নির্বাজ বন্ধু ঘেষ্টা কেহ  
 নাঞি ॥ হেন জনে ঘেষ করিবেক কোন লোকে ।  
 নিরীষে চলিয়া যান আপনার সুখে ॥ আর শুন এ  
 অভূত কহি চমৎকার । গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘউ  
 পাল ॥ মহারণ্য পর্বতে যতেক বাটপাড় । পথিক  
 লোকের তারা বড়শঙ্কাকার ॥ সে সকল দুষ্ট দেখি  
 গৌরাঙ্গ ঈশ্বর । কান্দিয়া চলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে বহে প্রেমধার । গড়াগড়িয়ায়  
 দেহে রোমাঞ্চ সঞ্চার ॥ রত্নাকর বলেন যথার্থ এই  
 কথা । সভারে আনন্দ দেন গৌরাঙ্গ সর্বথা ॥ সবে  
 যার সহজ অসুর ভাব মনে । দেখিলেহ আনন্দ না  
 পায় সেই জনে ॥ তার পর যদি হয় পরম পামর ।  
 প্রেম দিয়া শুদ্ধ করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ রত্নাকর  
 বলে গঙ্গা কহ অতঃপর । শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রের লীলা  
 সুখা স্বাদুতর ॥ গঙ্গা কহে প্রভু রাজপথে চলি  
 যান । সৈন্যের সন্ধ্যা তাতে সুখ নাহি পান ॥  
 গজপতি প্রতাপরুদ্রের সেনা যত । সেনাপতি অশ্ব  
 গজপতি শত শত ॥ নিরন্তর গতায়াত করে রাজ-

পথে । গৌরাঙ্গ না পান সুখ চলিতে তাহাতে ॥ রাজ  
পথ ছাড়ি বন পথে চলি যান । প্রেমে মত্ত প্রভু নাহি  
জানে স্থানাস্থান ॥ তাহাতে অদ্ভুত শুন গৌরাঙ্গ  
কাহিনী । কোন অবতারে হেন দেখি নাহি শুনি ॥  
পূর্বে যবে রঘুনাথ বনবাস গেল । লক্ষ্মণ সহিত মহা  
বনে প্রবেশিল ॥ সেই বনে ছিল যত ব্যাঘ্র হস্তী  
গণ । মহিষ গণ্ডার আদি কে করু গণন ॥ রামের  
কোদণ্ড ভয়ে পলাইল যারা । এই অবতারে গৌরচন্দ্র  
দেখি তারা ॥ মাধুর্য্যে মজিল মনঃ চলিতে না পারে ।  
শুভ্র হৈয়া পশু সব দেখেন প্রভুরে ॥ তা সভারে  
দেখি প্রভু বড় সুখ পান । কৃষ্ণ বল বল বোলে  
সভারে শিখান ॥ ব্যাঘ্র হস্তী মৃগ গণ্ডার থাকি এক  
ঠাকুর । কৃষ্ণ বলি কান্দে প্রভু দেখি সুখ পাই ॥ এমনি  
কৌতুকে প্রভু যান বন পথে । বৃক্ষ লতা সুন্দর  
দেখেন দুই ভিতে ॥ বনের দেখিয়া শোভা যান  
মহানন্দে । বৃন্দাবন স্মৃতি হয় মহাপ্রভু কান্দে ॥  
কত দূর এই মতে করিল গমন । পুনঃ রাজ পথে গেল  
শচীর নন্দন ॥ রত্নাকর বলে কেনে বন পথ ছাড়ি  
রাজ পথে পুনঃ গেল । গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ গঙ্গা কহে  
রেমুণা নামেতে এক গ্রাম । রাজ পথে আছেন  
দেখিতে রম্যস্থান ॥ সেই রেমুণাতে হয় শ্রীকৃষ্ণের  
মূর্ত্তি । গোপীনাথ নাম তাঁর মধুর আকৃতি ॥ দ্বিভুজ  
মুরলী ধর ললিত ত্রিভঙ্গ । বহুকাল আছে শুনি  
পাইলা বড় রঙ্গ ॥ প্রাচীন দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেখিব নয়নে ।  
এই লাগি রাজ পথে গেল । তাঁর স্থানে ॥ রত্নাকর

বলে পুরাতন কৃষ্ণ মূর্তি। দেখিবারে যত্নে গেলা কোন  
অর্থ ইতি ॥ নবীন বিগ্রহে কি আদর নাহি করি ।  
কোন অভিপ্রায় গেলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ গঙ্গা কহে  
সন্দর্ভকহিয়ে শুন তাঁর । যে নিমিত্ত দেখিবারে কৈলা  
আগুসার ॥ এই গৌরচন্দ্র যবে ভক্তগণ সঙ্গে । কৃষ্ণ  
উপাসনার বিচার করে রঞ্জে ॥ চতুর্ভুজ রূপ যে  
আছেন ভগবান । তাহা হৈতে অতিশয় রসের  
নিধান ॥ দ্বিভুজ মুরলী মুখ গোপীনাথ মূর্তি । উপাস্য  
প্রধান তিহে । মধুর আকৃতি ॥ এই মত ভক্তগণে  
উপদেশ করে । তার মধ্যে কেহো কেহো কহেন  
তাঁহারে ॥ দ্বিভুজ উপাস্যতম চতুর্ভুজ হৈতে । হেন  
কথা কোথাও না শুনি কাহা হৈতে ॥ যতক শ্রীমূর্তি  
আছে পৃথিবী ভিতরে । চতুর্ভুজ মূর্তি সব বিদিত  
সংসারে ॥ দ্বিভুজ আকৃতি কোথাও দেখি নাঞি ।  
তবে যে দ্বিভুজ মূর্তি আছে কোন ঠাঞি ॥ নূতন  
প্রকাশ নহে হয় পুরাতন । অতএব ঈশ্বর সে চতু-  
র্ভুজ হন ॥ যেই মতে মূর্থ লোক কহেন প্রভুরে ।  
তাহা শুনি প্রভু দুঃখ পায়েন অন্তরে ॥ বিস্তর  
সিদ্ধান্ত করি করেন জ্ঞাপন । সভারে কহেন এই  
বিশেষ বচন ॥

তথাহি

রসেনোৎকর্ষতে কৃষ্ণ রূপমেবা রসস্থিতি ।

পয়ার ॥ তার মধ্যে শুনিলেন দ্বিভুজ আকৃতি ।  
রেমুণাতে গোপীনাথ পুরাতন মূর্তি ॥ তাঁরে দেখিবারে  
প্রভু উৎকণ্ঠিত হৈলা । তেজারণে বন ছাড়ি রাজ-

পথে গেল। ॥ রত্নাকর বলে যেবা কহে হেন কথা ।  
 সেই সব লোক ভাস্ত জানিল সর্বথা ॥ অত্যন্ত প্রাচীন  
 মূর্ত্তি দ্বিভুজ আকৃতি । সাক্ষী গোপালাদি কটকাদি  
 স্থানে স্থিতি ॥ পূর্বে কৃষ্ণ গেল। যবে মথুরা নগরে ।  
 কংস বধ করি গেল। কুজার মন্দিরে ॥ কুজাকে  
 করিয়া কৃপা বিদায় হইয়া । যাইতে চাহেন কৃষ্ণ  
 না দেয় ছাড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কহে কুজা তুমি মুদহনয়ান ।  
 এথায় থাকিব নাহি যাব অন্য স্থান ॥ কৃষ্ণের বচনে  
 কুজা নয়ান মুদিল। অন্তর্দ্বান করি কৃষ্ণ তথা হৈতে  
 গেল ॥ আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিমার চলে । কুজা  
 ঘরে রাখি গেল। মদন গোপালে ॥ মথুরাতে কুজা  
 যত দিবস আছিল। মদন গোপাল সেবা আপনে  
 করিল ॥ কালক্রমে কুজা যবে অপ্রকট হৈল।  
 ব্রাহ্মণে তখন সেবা করিতে লাগিল ॥ কত কালে  
 যবন হইল বলবান । না দেয় করিতে সেবা না শুনয়ে  
 পুরাণ ॥ সেবক ব্রাহ্মণ সব গেল পলাইয়া । মদন  
 গোপালে কুঞ্জ ভিতরে রাখিয়া ॥ অদ্যাপিহ কুঞ্জে  
 তিহো আছে ইচ্ছা বশে । বৃন্দাবন প্রকট হইবা কিচু  
 শেষে ॥ এক সূত্রধার গেল। বনের ভিতর । কুঞ্জে দেখে  
 বিগ্রহ দ্বিভুজ মনোহর ॥ ঠাকুর দেখিয়া তিহো ঘরে  
 লৈয়া গেল। প্রস্তর ঠেকনি দিয়া ঠাকুরে রাখিল ॥  
 রূপ সনাতন যবে যাব বৃন্দাবনে । স্বপনে গোপাল  
 আক্ৰা দিব সনাতনে ॥ আক্ৰা পাঞা মদন গোপাল  
 দেবে লৈয়া । দ্বাদশ আদিত্য কুঞ্জে সেবা সংস্থা-  
 পিয়া ॥ ত্রিভুবন মোহন শ্রীমদন গোপাল । লোকে



অনুগ্রহ করি আছে চিরকাল ॥ আর শুন গঙ্গা কহি  
গোবিন্দের কথা । বৃন্দাবনে গোবিন্দ অধিষ্ঠাতৃ  
দেবতা ॥ জীবরাহ অবতার হইল যখন । বরাহে  
পৃথিবীদেবী পুচ্ছিল তখন ॥ বরাহ সৎহিতায় কহিল  
ভগবান । শুনহ পৃথিবী কহি গোবিন্দ আখ্যান ॥  
পদ্মাকৃতি মধুপুরী তীর্থ শিরোমণি । চারি দিগে চারি  
দল শ্রেষ্ঠ করে মানি ॥ কর্ণিকাতে শ্রীকেশব আছে  
আপনে । দরশনে কৃতার্থ করেন ত্রিভুবনে ॥ হরি  
দেব পশ্চিম দলেতে অধিষ্ঠান । জগতে বিখ্যাত তার  
গোবর্দ্ধনে স্থান ॥ দক্ষিণ দলেতে আছে নৃসিংহ  
আপনে । মহা পাপী মুক্ত হয় যার দরশনে ॥ পূর্ব  
দলে বরাহ আছে মূর্তি ধরি । যে দেখে সে যায়  
শীঘ্র ভব সিক্ত তরি ॥ উৎকৃষ্ট উত্তর দল বৃন্দাবন  
রূপ । শ্রীগোবিন্দ দেবতার মধুর স্বরূপ ॥ দ্বিভুজ মুরলী  
মুখ মদন মোহন । স্বয়ং ভগবান তিহে । শ্রীনন্দ  
নন্দন ॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেখেন যে যে জন ।  
সে জন না যায় কভু যমের ভবন ॥ মহা মহা পাপী  
যদি দেখেন গোবিন্দ । মহাপুণ্যবান গতি পায়েন  
স্বচ্ছন্দ ॥

তথাহি

বৃন্দাবনেতু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুকরে ।

ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাংগতি ॥

পয়ার ॥ এই মত আর কত দ্বিভুজ আকার ।  
স্থানে স্থানে আছে কে লেখা করে তার ॥ ততঃপর  
কহ গঙ্গা শ্রীগৌর সুন্দর । রেমুণাতে কি লীলা করিল

নহেশ্বর ॥ গঙ্গা বলে গোপীনাথ নিকটে যাইয়া ।  
প্রণাম করিল। প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ গৌরচন্দ্র দেখি  
গোপীনাথ সুখী হৈলা । পূজা করিলেন নিজ শিখী  
চন্দ্র দিয়া ॥ গোপীনাথ চূড়াতে আছিল শিখীদল ।  
আগনে পড়িল। গৌরচন্দ্র শিরোপরে ॥ চূড়া পাঞা  
গৌরচন্দ্র প্রেমে মত্ত হৈয়া । শ্লোক পড়ে গোপীনাথ  
আগে দাণ্ডাইয়া ॥

তথাহি

ন্যক্ষং কফোনিম মিদং সমুদগ্ধদগ্ধং, তীৰ্য্যাক্ প্রকোষ্ঠে  
কিয়দবৃত পীনবক্ষাঃ । আকুত্ৰ মণি বলয়ৌ মুরলী  
মুখস্য; শোভাং বিভারয়তি কামপি বামবাহুঃ ॥

অপিচ

আকুক্ষনাং কুল কফোনি তলাদিবাপো; লক্ষশূড়া মধু-  
রিমামৃতধারৈব । আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং, মুরলী  
মুখস্য, লক্ষ্মীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণ বাহুরেষ ॥

পয়ার ॥ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসঙ্গ শুনিয়া ।  
সৰ্বলোকে কহে প্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ মাধবেন্দু-  
পুরী লাগি ক্ষীর চুরি করি । ভক্ত লাগি চোরা নাম  
ধরিল। জীহরি ॥ রত্নাকর বলে গঙ্গা কহ তবে তবে ।  
পুনর্বার গৌরাক্ষ করিল। কি উৎসবে ॥ গঙ্গা বলে  
এইমতে দেখি গোপীনাথ । নিত্যানন্দ মুকুন্দাদি  
লৈয়া নিজ সাথ ॥ রত্নপথ ছাড়ি পুনঃ বন পথে গেল।  
বৃক্ষলতা পশু পাখি সঙ্গে করি খেলা ॥ পুনর্বার  
আইলা কটক নাম গ্রাম । গজপতি রাজার যে গ্রামে

রাজ হান ॥ সাক্ষীগোপাল নাম মধুর আকার । তাঁরে  
 দেখিবারে আইলা শচীর কুমার ॥ রত্নাকর বলে  
 ইহো বড়ই সুন্দর । অবশ্য দৃষ্টব্য সাক্ষীগোপাল ঈশ্বর ॥  
 শুন গন্ধা কহি সাক্ষীগোপাল চরিত । যে কারণে  
 সাক্ষী নাম হইল বিদিত ॥ স্বয়ং ভগবান ইহো  
 প্রতিমা আকার । ইহার চরিত্রে লোকে লাগে  
 চমৎকার ॥ বিদ্যানগর গ্রামে আছে এক গ্রাম ।  
 তাহাতে আছিল এক বিপ্র ভাগ্যবান ॥ পরম সুশান্ত  
 বিপ্র সরল হৃদয় । একান্ত কৃষ্ণের ভক্ত পরম হৃদয় ॥  
 বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর ইচ্ছা হৈল । ব্রজে যাইবারে  
 তিহো যাত্রা যে করিল ॥ সেই গ্রামে ছিল এক  
 ব্রাহ্মণ কুমার । বৃন্দাবন যাইতে চিত্ত হইল তাহার ॥  
 বৃদ্ধ বিপ্র সঙ্গে তিহো করিল গমন । দোহে বৃন্দা-  
 বনে চলে উল্লাসিত মনঃ ॥ পথে পথে যুবা বিপ্র  
 ভকতি করিয়া । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে সেবে সযত্ন হইয়া ॥  
 অন্ন জল আয়োজন করেন আপনি । শিষ্য যেন  
 গুরুকে সেবেন প্রতি দিনি ॥ এই মত গেল দোহে  
 শ্রীব্রজ মণ্ডলে । বৃন্দাবনে ভ্রমিলেন সব লীলা স্থলে ॥  
 গোপালের মন্দিরে রহিল রাত্রি কালে । পরম  
 আনন্দ পাইল দেখি শ্রীগোপালে ॥ বৃদ্ধ বিপ্র যুবা  
 বিপ্রে কহেন আপনে । অবধান কর বাপু আমার  
 বচনে ॥ তোমার সেবাতে আমি হইয়াছি বশ !  
 তাতে এক কার্য্য মোর হইয়াছে মানস ॥ অনুচর  
 আমার কন্যা আছে ন বাড়িতে । তাহা আমি সৎপ্র-  
 দান করিব তোমাতে ॥ এই বৃন্দাবন স্থানে অঙ্গীকার

কর । বাক্য দান কৈল আমি তুমি চিত্তে ধর ॥ যুবা  
 বিপ্র বলে তুমি শুনহ গোসাঞি । আমারে ইচ্ছিত  
 কর কোন দোষ পাই ॥ কুলীন প্রবীণ তুমি বিথ্যাত  
 ভুবনে । দরিদ্র অকুল আমি জানে সর্ব জনে ॥  
 তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র নহো আমি । এমত  
 দূষণ বাক্য কেনে বল তুমি ॥ বৃদ্ধ বিপ্র বলে  
 মনে না ভাবিহ তুমি । সত্য তোমারে সম্প্র-  
 দান কৈলু আমি ॥ কুলীন বা দরিদ্র একি মোর  
 বিচার । আপনার প্রীতে দিব কন্যা আপনার ॥  
 যুবা বিপ্র বলে যোগ্য পুত্র সে তোমার । বন্ধু বর্গ  
 নিষেধ করিব পরিবার ॥ প্রতিজ্ঞা করিলে ভঙ্গ অকার্য  
 হইবে । অতএব সারথানে প্রতিজ্ঞা করিবে ॥ বৃদ্ধ বিপ্র  
 বলে সেই কন্যকা আমার । কন্যার উপরে আর  
 কার অধিকার ॥ আপন ইচ্ছায় আমি কন্যা দিব  
 যারে । কাহার শক্তি ইহা নিষেধিতে পারে ॥ যুবা  
 বিপ্র বলে যদি এই সুনিশ্চয় । এক জন সাক্ষী কর  
 তবে ভাল হয় ॥ বৃদ্ধ বিপ্র বলে আর কেবা সাক্ষী  
 এখা । শ্রীগোপাল দেব সাক্ষী করিল সর্বথা ॥ দুই বিপু  
 সম্মতি করিয়া শ্রীগোপালে । সাক্ষী করি তাহারে  
 যে যোড় হস্তে বলে ॥ শুন প্রভু গোপাল সকল লোক-  
 নাথ । ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ্বর সাক্ষাত ॥ বিপ্র  
 কন্যা সম্প্রদান প্রসঙ্গ কারণে । তোমারে করিল  
 সাক্ষী আমরা দুই জনে ॥ এতবলি গোপালেদ্রে  
 করিয়া বন্দন । দুই বিপ্র নিজ ঘরে করিল গমন ॥  
 নিজ নিজ ঘরে গিয়া যত বন্ধু ছিল । ব্রজ যাত্রা কথা

সব সম্বন্ধে কহিল ॥ বৃদ্ধবিপ্র পুত্র যোগ্য আছিলেন  
 ঘরে । কন্যার বিবাহ তবে কহিলেন তাঁরে ॥ বাক্য  
 দান করিয়াছি বৃন্দাবন স্থানে । মোর সঙ্গে বিপ্রেকন্যা  
 দানের কারণে ॥ ইহা শুনি বিপু পুত্র বহু দুঃস্থ হৈলা ।  
 পিতার সাক্ষাতে তিহে কহিতে লাগিল ॥ বড়ই  
 সুবুদ্ধি তুমি কি বলিব আর । একাধে সম্মতি দিলে  
 কেমন বিচার ॥ অকুলীন গৃহ সর্ব লোকের গহিত ।  
 উহারে ভগিনী দিব বড় অনুচিত ॥ এই মত বন্ধুবর্গ  
 যতেক আছিল । উহারে না দিব কন্যা সম্ভে নিষে-  
 ধিল ॥ বৃদ্ধ বিপু বলে করিয়াছি বাক্য দান । পুনর্বার  
 সে কথা কেমনে হবে আন ॥ ব্রাহ্মণ বালক কন্যা  
 চাহিতে আসিব । তাহার সাক্ষাতে আমি কি বাক্য  
 কহিব ॥ বিপু পুত্র বলে এই কহিবে তাহারে । কখন  
 কি বলিয়াছি মনে নাহি অরে ॥ এই কথা কহি তুমি  
 থাকিবে বসিয়া । আমরা সকলে তারে দিব উড়া-  
 ইয়া ॥ এত শুনি বৃদ্ধ বিপু সঙ্কটে পড়িল । গোপাল  
 চরণ পদ চিন্তিতে লাগিল ॥ এ সঙ্কটে পুত্র তুমি  
 কর পরিব্রাজ । এত বলি হৃদয়ে গোপাল করে ধ্যান ॥  
 এই মতে কত দিন গেল ততঃপর । যুব বিপু আইলেন  
 বৃদ্ধ বিপু ঘর ॥ কন্যা দান কর মোরে কহিল আসিয়া ।  
 বৃদ্ধ বিপু পুত্র বৈল কোপাবিষ্ট হৈয়া ॥ কহিতে  
 লাগিল তারে করিয়া ভৎসন । গৃহ হৈতে দূর যাহ  
 অধম দুজ্জন ॥ এ কথা কহিতে লজ্জা নাহিল তার ।  
 কোম যোগ্যতাতে ভগ্নীপতি হবে মোর ॥ পুনর্বার  
 যদি হেন বচন কহিবে । তবে চর্ম পাদুকার পুহার

পাইবে ॥ যুবা বিপ্র বলে ওহে কি দোষ আমার ।  
 তোমার জনক মোরে করিলা স্বীকার ॥ কন্যা লাগি  
 মোর বাচা নাহি সুখ যতন । কিন্তু এ লাগিয়া চিন্তিত  
 মোর মন ॥ বৃন্দাবনে তোমার জনক বাক্য দিল ।  
 গোপাল গোচরে কথা মিথ্যা সে হইল ॥ বৃদ্ধ বিপ্র  
 পুত্র শুনি যষ্টি হাতে ধরি । ব্রাহ্মণ মারিতে যায় মহা  
 ক্রোধ করি ॥ আস্তে ব্যস্তে যুবা বিপ্র গেল পলাইয়া ।  
 গ্রামের ভিতরে গেল লজ্জিত হইয়া ॥ প্রামাণিক  
 লোক সব একত্র ডাকিয়া । পূর্বের বৃত্তান্ত সব কহিল  
 ভাঙ্গিয়া ॥ শুনিঞা সকল লোকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে ।  
 পুত্র সহ আনাইল সভার মাঝারে ॥ লোক সব বলে  
 তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ । বাক্য দিয়া কন্যা নাহি দেহ  
 কি কারণ ॥ বৃদ্ধ বিপ্র বলে সন্তে কর অবধান ।  
 মোর সঙ্গে ইহোঁ গিয়াছিল ব্রজ ধাম ॥ কত কথা  
 কত স্থানে কহিল দুজনে । কখন কি বলিয়াছি স্মৃতি  
 নাহি মনে ॥ পুত্রানুরোধে বিপ্র মিথ্যা কথা কঞা ।  
 চিন্তে গোপালেরে চিন্তে ব্যাকুল হইয়া ॥ দুই  
 বিপ্রে'র ধর্ম রাত্ৰ ব্রাহ্মণ্য হইয়া । নতুবা তীর্থের  
 বাক্য যায় মিথ্যা হইয়া ॥ অন্তর্যামী প্রভু তুমি জানহ  
 অন্তর । এ ধর্ম সঙ্কটেরক্ষা কর সর্বেশ্বর ॥ বৃদ্ধ বিপ্র  
 পুত্র কহে শুন সর্ব জনে । এ অধম মিথ্যা মিথ্যা কথা  
 কহে কেনে ॥ যুবা বিপ্র বলে সাক্ষী আছে'ন ইহার ।  
 কন্যা দিতে আমারে করিলা অঙ্গীকার ॥ ইহার অধর্ম  
 হ'ব প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে । তে' কারণে বলি কন্যা দান  
 করিবারে ॥ মধ্যস্থ সকল বোলে সাক্ষী যদি কয় । তবে

আমার বচন তবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ আগে আগে  
 চল তুমি সুপ্রসন্ন মনঃ । তোমার পশ্চাতে আমি  
 করিব গমন ॥ কদাচিত্ ফিরিয়া না চাহিবা পশ্চাৎ ।  
 নিজ ঘরে যাই আশ্রয় দেখিবে সাক্ষাৎ ॥ তবে যদি  
 তুমি মোরে চাহিবে ফিরিয়া । তথায় থাকিব আমি  
 নাযাব চলিয়া ॥ বিপ্র কহে ফিরি যদি তোমা না  
 দেখিব । কেমনে আমার তবে প্রত্যয় জানিব ॥ কি  
 লক্ষণে জানি প্রভু আসিছে পশ্চাৎ । অনৃত বুদ্ধি  
 মুণ্ডিত প্রভু নিবেদি সাক্ষাৎ ॥ অতএব আগে আগে  
 চল কৃপা করি । সাক্ষাৎ ছাড়িয়া ধ্যানে কেন যাব  
 চলি ॥ হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ ।  
 যাহাতে বিশ্বাস হয় সুপ্রসন্ন মনঃ ॥ আমার চরণে  
 আছে বাজন নূপুর । চলিতে তাহার ধ্বনি হইব  
 মধুর ॥ তাহা শুনি শুনি তুমি আগে আগে যাবে ।  
 মোর বাক্যে কদাচিত্ ফিরি না চাহিবে ॥ বিপ্র কহে  
 আমরা মনুষ্য অল্প বল । দূর পথ এক দিনে যাইতে  
 দুষ্কর ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি দেহ ব্যবহার । সব  
 পূর্ণ আছে দেহে আমা সভাকার ॥ কি করিয়া  
 তোমা রাখি করিব ভোজন । জলপান কি করিয়া  
 কেমনে শয়ন ॥ গোপাল বলেন বিপ্র কর অবধান ।  
 যে দিনে যে স্থানে তুমি করিব বিশ্রাম ॥ অনায়াসে  
 যে মিলিব করিব রন্ধন । শ্রদ্ধা করি মোরে তাহা  
 করিবে সমর্পণ ॥ অলক্ষিতে আমি তাহা  
 করিব ভোজন । মানসিক শয়্য্য করি করাবে  
 শয়ন ॥ যদ্যপি সকল আমি খাব ধ্যান মাত্র । তথা-

পিহ তেমতি থাকিব শেষপাত্র ॥ সেই অবশেষ তুমি  
করিবা ভোজন । অধিক আশ্বাদ পাবে সুস্থ হবে  
মনঃ ॥ গোপালের বাক্যে বিপ্র আনন্দ সিঞ্চিত । ততঃ  
ক্ষণে শুভ যাত্রা করিল ত্বরিত ॥ ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ  
ভক্তের কারণে । ব্রাহ্মণের পাছে পাছে চলিলা  
আপনে ॥ শ্রীচরণে মধুর মঞ্জীর বাজি যায় । কত  
শত ভৃঙ্গ যেন সুমধুর গায় ॥ কতেক মরাল যেন  
শব্দ করি চলে । মূর্তি ধরি চারি বেদ যেন স্তব করে ॥  
অপূর্ব অমৃত নদী বহে যেন কানে । এমত নৃপুর ধ্বনি  
শুনেন ব্রাহ্মণে ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ শ্রম না জানে  
ব্রাহ্মণে । আনন্দ সিঞ্চিত চলে ঈশ্বরের সনে ॥  
অভ্যাসে করেন মাত্র রন্ধনাদি ক্রিয়া । সেহ  
গোপালের আজ্ঞা তাহার লাগিয়া ॥ এইমতে গেলেন  
মাহেন্দ্র দেশাবধি । মনে মনে চিন্তে বিপ্র প্রেম রস  
নিধি ॥ যে পদ নৃপুর রবে জুড়ায় শ্রবণ । কেমন  
ভক্তি গতি আইসে সেই চরণ ॥ ফিরিয়া বারেক তাহা  
দেখিব নয়নে । তবে যদি গোপাল থাকেন এই  
স্থানে ॥ তথাপিহ ভাল গ্রাম হইল নিকট । এথায়  
দিবেন সাক্ষী ঘুচিব সঙ্কট ॥ এত ভাবি ফিরিয়া  
চাহিলা সে ব্রাহ্মণ । হাসিয়া গোপাল আর নাকৈন  
গমন ॥ ব্রাহ্মণেরে বলেন আমি আর না যাইব ।  
এই স্থানে থাকিয়া তোমার সাক্ষী দিব ॥ গ্রামস্থ  
মধ্যস্থ আদি সবারে আনহ । এথায় থাকিব আমি  
চিন্তা না করিহ ॥ এত শুনি বিপ্র গেল। গ্রামের



তুমি কনা পাবে ইথে কি সংশয় ॥ কে আছে  
 সাক্ষী তারে আনহ সত্তর । বিপ্র কহে সাক্ষী আছে  
 অনেক অন্তর ॥ বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল সাক্ষী ভগবান ।  
 যার বাক্য ত্রিভুবনে করেন প্রমাণ ॥ বাক্য দান  
 করিয়াছেন তাঁর বিদ্যমান । তাহারে আনিয়া আমি  
 করাব প্রমাণ ॥ লোক সব বলে বিপ্রহের আগে  
 বাক্য । কেমনে নির্বাহ হব বড়ই অশক্য ॥ বৃদ্ধ  
 বিপ্র বলে সভে কেমন আখ্যান । ইহোঁ যে বলেন  
 কথা এ বটে প্রমাণ ॥ বৃদ্ধ বিপ্র পুত্র শুনি আনন্দিত  
 হৈলা । সভার সাক্ষাতে তবে কহিতে লাগিল ॥  
 সেই যে গোপাল সাক্ষী আছে বৃন্দাবনে । তিহোঁ  
 যদি আমি কহে সভাবিদ্যমানে ॥ তবে এই বিপ্র  
 যদি না হয় সম্মান । তথাপি উহারে আমি ভগ্নী  
 দিব দান ॥ তার মনে প্রতিমা কি চলিয়া আসিব ।  
 এ প্রসঙ্গ অসঙ্গত নিশ্চয় নহিব ॥ ছোট বিপ্র বলে  
 যদি এই মারোদ্ধার । তবে আমি বৃন্দাবন যাই পুন-  
 র্বার ॥ গোপাল চরণ পদ্ম করিয়া ধ্যান । সম্মতি  
 লইয়া বিপ্র করিল প্রস্থান ॥ একাকি শ্রীবৃন্দাবনে  
 যাই উত্তরিল । গোপাল চরণ পদ্মে প্রণাম করিল ॥  
 যোড় হস্তে গোপালেরে কহিতে লাগিল । পূর্বে  
 দুই জন যেই কথা কণ্ঠা ছিল ॥ অবধান কর প্রভুভকত  
 বৎসল । তুমি সে ব্রহ্মণ্য দেব সর্বজ্ঞ ইশ্বর ॥ তোমার  
 সাক্ষাতে বিপ্র বাক্য দান কৈল । গৃহে যাই সেই  
 বাক্য অন্যথা করিল ॥ তাঁর যত পরিবার ধর্মজ্ঞান  
 হীন । বৃদ্ধ বিপ্র হৈলা দুষ্ক পুত্রের অধীন ॥ তাঁর কন্য

পাব ইথে যত্ন মোর নাঞি । তাঁর ধর্ম ভঞ্জন হয় দেখি  
 দুঃখ পাই ॥ ভক্ত বৎসল তুমি ভক্ত সুখ হেতু । যুগে  
 যুগে তুমি রক্ষা কর ধর্ম সেতু ॥ সে দেশে যাইয়া  
 তুমি যদি সাক্ষী দেহ । তবে ধর্ম রক্ষা পায় নাহিক  
 সন্দেহ ॥ গোপাল বলেন বিপ্র তুমি যাহ ঘরে ।  
 সেখানে যাইয়া স্মৃতি করিহ আমারে ॥ একত্র সকল  
 লোক সমাজ করিয়া । সাক্ষী বোলাইতে যাবে  
 ব্রাহ্মণে লইয়া ॥ সেই স্থানে তবে মোর আবির্ভাব  
 হব । সভারে সম্বোধি তবে আমি সাক্ষী দিব ॥  
 ব্রাহ্মণ বলেন ইহা কহিতে না পাবে । হাঁটি এই  
 রূপে যাই তথা সাক্ষী দিবে ॥ তবে সে সভার মনে  
 প্রত্যয় জন্মিব । ইহাতে অন্যথা হৈলে বিতণ্ডা  
 করিব ॥ চতুর্ভুজ রূপে যদি হবে বিদ্যমান । তবু  
 সেই বাক্যে নাহি করিব প্রমাণ ॥ কহিবেক কথা  
 শিখি আইল ইন্দু জাল । বিদ্যা বলে এত করে  
 কোথা বা গোপাল ॥ অতএব আপনে চলহ সেই  
 স্থানে । সভা আগে সাক্ষী দিবে প্রসন্ন বদনে ॥ বিপ্র  
 ধর্ম পালন করহ সর্ব কাল । ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে  
 বাটে ঠাকুরাল ॥ গোপাল বলেন আমি প্রতিমা  
 হইয়া । কেমনে চলিয়া যাব বল দেখি ইহা ॥ প্রতি-  
 মার গমনাদি অসম্ভব হয় । বিপ্র কহে প্রতিমা  
 কেমনে কথা কয় ॥ প্রতিমাত নহ তুমি সাক্ষাৎ  
 গোপাল । অতএব কৃপা করি কর আগুসার ॥ গোপাল  
 পড়িল ফাঁদে এড়াইতে নারে । পুনর্বার কহিছেন সেই  
 ব্রাহ্মণেরে ॥ আমি যদি তোমা সঙ্গে করিব গমন ।

আমার বচন তবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ আগে আগে  
 চল তুমি সুপ্রসন্ন মনঃ । তোমার পশ্চাতে আমি  
 করিব গমন ॥ কদাচিৎ ফিরিয়া না চাহিবা পশ্চাৎ ।  
 নিজ ঘরে যাই আশ্রয় দেখিবে সাক্ষাৎ ॥ তবে যদি  
 তুমি মোরে চাহিবে ফিরিয়া । তথায় থাকিব আমি  
 নাযাব চলিয়া ॥ বিপ্র কহে ফিরি যদি তোমা না  
 দেখিব । কেমনে আমার তবে প্রত্যয় জন্মিব ॥ কি  
 লক্ষণে জানি প্রভু আসিছে পশ্চাৎ । অনৃত বুদ্ধি  
 মুণ্ডি প্রভু নিবেদি সাক্ষাৎ ॥ অতএব আগে আগে  
 চল কৃপা করি । সাক্ষাৎ ছাড়িয়া ধ্যানে কেন যাব  
 চলি ॥ হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ ।  
 যাহাতে বিশ্বাস হয় সুপ্রসন্ন মনঃ ॥ আমার চরণে  
 আছে বাজন নূপুর । চলিতে তাহার ধ্বনি হইব  
 মধুর ॥ তাহা শুনি শুনি তুমি আগে আগে যাবে ।  
 মোর বাক্যে কদাচিৎ ফিরি না চাহিবে ॥ বিপ্র কহে  
 আমরা মনুষ্য অল্প বল । দূর পথ এক দিনে যাইতে  
 দুষ্কর ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি দেহ ব্যবহার । সব  
 পূর্ণ আছে দেহে আমা সভাকার ॥ কি করিয়া  
 তোমা রাখি করিব ভোজন । জলপান কি করিয়া  
 কেমনে শয়ন ॥ গোপাল বলেন বিপ্র কর অবধান ।  
 যে দিনে যে স্থানে তুমি করিব বিশ্রাম ॥ অনায়াসে  
 যে মিলিব করিব রন্ধন । শ্রদ্ধা করি মোরে তাহা  
 করিবে সমর্পণ ॥ অলক্ষিতে আমি তাহা  
 করিব ভোজন । মানসিক শয্যা করি করাবে  
 শয়ন ॥ যদ্যপি সকল আমি খাব ধ্যান মাত্র । তথা-

পিহ তেমতি থাকিব শেষপাত্র ॥ সেই অবশেষ তুমি  
করিবা ভোজন । অধিক আশ্বাদ পাবে সুস্থ হবে  
মনঃ ॥ গোপালের বাক্যে বিপ্র আনন্দ সিঞ্চিত । ততঃ  
ক্ষণে শুভ যাত্রা করিল ত্বরিত ॥ ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ  
ভক্তের কারণে । ব্রাহ্মণের পাছে পাছে চলিলা  
আপনে ॥ শ্রীচরণে মধুর মঞ্জীর বাজি যায় । কত  
শত ভৃঙ্গ যেন সুমধুর গায় ॥ কতেক মরাল যেন  
শব্দ করি চলে । মূর্ত্তি ধরি চারি বেদ যেন স্তব করে ॥  
অপূর্ব অমৃত নদী বহে যেন কানে । এমত নূপুর ধনি  
শুনেন ব্রাহ্মণে ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ শ্রম না জানে  
ব্রাহ্মণে । আনন্দ সিঞ্চিত চলে ঈশ্বরের সনে ॥  
অভ্যাসে করেন মাত্র রন্ধনাদি ক্রিয়া । সেহ  
গোপালের আজ্ঞা তাহার লাগিয়া ॥ এইমতে গেলেন  
মাহেন্দ্র দেশাবধি । মনে মনে চিন্তে বিপ্র প্রেম রস  
নিধি ॥ যে পদ নূপুর রবে জুড়ায় শ্রবণ । কেমন  
ভঙ্গি গতি আইসে সে চরণ ॥ ফিরিয়া বারেক তাহা  
দেখিব নয়নে । তবে যদি গোপাল থাকেন এই  
স্থানে ॥ তথাপিহ ভাল গ্রাম হইল নিকট । এথায়  
দিবেন সাক্ষী ঘুচিব সঙ্কট ॥ এত ভাবি ফিরিয়া  
চাহিলা সে ব্রাহ্মণ । হাসিয়া গোপাল আর নাকৈল  
গমন ॥ ব্রাহ্মণেরে বলেন আমি আর নাযাইব ।  
এই স্থানে থাকিয়া তোমার সাক্ষী দিব ॥ গ্রামস্থ  
মধুস্থ আদি সভারে আনহ । এথায় থাকিব আমি  
চিন্তা না করিহ ॥ এত শুনি বিপ্র গেলা গ্রামের

ভিতরে । সাক্ষী আইলেন বলি কহিল সভারে ॥  
 শুনিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার । ধাইলা সকল  
 লোক সাক্ষী দেখিবার ॥ বৃদ্ধ বিপ্র পরিজন সব  
 সঙ্গে লৈয়া । গোপালে দেখিতে চলে আনন্দিত  
 হৈয়া ॥ পথ মধ্যে গোপাল আছেন দাঁড়াঞা । স্ত্রী  
 পুরুষ সমে দেখি আনন্দিত হৈয়া ॥ গোপাল  
 সৌন্দর্য দেখি চক্ষু জুড়াইল । দুস্থ শোক ব্যথা লোক  
 সব পাশরিল ॥ প্রামাণিক লোক সব কহে গোপা-  
 লেরে । সাক্ষী বল প্রভু তুমি সভার গোচরে ॥ হাসিয়া  
 গোপাল কহে সর্ব লোক জানে । বাগদত্তা কৈল  
 কন্যা মোর বিদ্যমান ॥ বৃদ্ধ বিপ্রে বলে তুমি কন্যা  
 কর দান । আমার সাক্ষাতে কথা না করিহ আন ॥  
 আনন্দিত হৈয়া বিপ্র কন্যা দান কৈল । শ্রীগোপাল  
 প্রতি কাম সঙ্কল্প করিল ॥ দেখি সর্ব লোকের হইল  
 চমৎকার । প্রতিমা কথা কহেন বিশ্বয় সভার ॥  
 ভক্ত বৎসল প্রভু ভক্তের লাগিয়া । শ্রীচরণে ব্রজে  
 হৈতে আইলা চলিয়া ॥ গোপাল বলেন শুন ব্রাহ্মণ  
 দুজন । আমার কিস্কর সে তোমরা দুইজন ॥ তোমা  
 দোহায় কৃপা করি এ দেশে আইনু । দোহে মোর  
 সেবা কর এথায় রহিনু ॥ সেই দুই ব্রাহ্মণ বড়ই  
 ভাগ্যবান । গোপালের সেবা করে হৈয়া সাবধান ॥  
 দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মহা ধনি হৈল । শ্রীগোপাল  
 ব্রজে হৈতে আসি সাক্ষী দিল ॥ নানা লোক নানা  
 দ্রব্য আনিতে লাগিল । দিনে দিনে সেবা অতি  
 প্রসিদ্ধ হইল ॥ বৃন্দাবনে ছিল নাম গোপাল বলিয়া ।

সাক্ষীগোপাল নাম হৈল বিপ্র সাক্ষী দিয়া ॥ এই  
 মত বহুকাল মহা সেবা হয় । লোক সকলের প্রীতি  
 নিত্য বাঢ়য় ॥ ইতো মধ্যে পুরুষোত্তম দেব গজপতি ।  
 তাহার বিরোধ হৈল যবনের প্রতি ॥ বিদ্যানগরের  
 রাজা আছিল যবন । তার সঙ্গে গজপতি কৈল  
 মহা রণ ॥ ভঙ্গ দিয়া যবন পলায় অন্য স্থান । সে দেশ  
 করিল জয় গজপতি নাম ॥ বহু দ্রব্য যবনের আনিলা  
 লুটিয়া । ততঃপরে রাজা সাক্ষী গোপালে দেখিয়া ॥  
 গোপালের সৌন্দর্য্য আর প্রভাব শুনিঞ । শ্রীগো-  
 পালে লৈয়া গেল ভকতি করিয়া ॥ কটক নামেতে  
 গ্রাম তাঁর রাজধানী । গোপালের সেবা তথা স্থাপী-  
 লেন আনি ॥ উড়িষ্যার লোক সব দেখিতে আইল ।  
 গোপালের রূপ দেখি নেত্র জুড়াইল ॥ রাজ রাণী  
 শুনিলেন গোপাল গমন । আনন্দে আইলা তিহোঁ  
 করিতে দর্শন ॥ নেত্র মনঃ জুড়াইল সৌন্দর্য্য দেখিয়া ।  
 অনিমিষে রাজরাণী রহিল চাহিয়া ॥ প্রতি অঙ্গে  
 অভরণ দিল গঢ়াইয়া । মনের আনন্দে রাণী দেখেন  
 চাহিয়া ॥ রাজরাণী নাসিকাতে অমূল্য বেশর ।  
 তাহাতে আচ্ছয়ে মুক্তা অতি রম্যতর ॥ রাজরাণী  
 বিচার করেন মনে মনে । নাসিকায় ছিদ্র যদি হৈত  
 কোন স্থানে ॥ তবে আমি আপনার বেশরের  
 মতি । পরাইতু গোপালেরে স্বর্ণ দিয়া তথি ॥ ইহা  
 বলি রাজরাণী গেল অন্তঃপুরে । গোপালের রূপ  
 সদা জাগয়ে অন্তরে ॥ স্বপ্নে যাই গোপাল কহেন  
 রাণী প্রতি । চিত্তে করিয়াছ মোরে দিতে নিজ

মতি ॥ দক্ষিণ নাসিকা পুটে ছিদ্র মোর হয় । মুক্তা  
 দেহ তুমি মোরে যদি চিত্তে লয় ॥ শিশুকালে  
 যত্ন করি যশোদা জননী । নাসা ছিদ্র করি দিয়া  
 ছিল দিব্য মণি ॥ এইমত রাজরাণী দেখিয়া স্বপন ।  
 প্রাতঃকালে উঠি প্রেমে করেন রোদন ॥ ঠাকুরে  
 দেখিল নাসিকায় ছিদ্র হয় । মুক্তা পরাইল রাণী  
 আনন্দ হৃদয় ॥ রাণীর ভাগ্যের কথা কে কহিতে  
 জানে । আপনে গোপাল মুক্তা মাগে যার স্থানে ॥  
 রত্নাকর গঙ্গারে কহিল এই কথা । গোপাল চরিত্র  
 শুনি ঘুচে মনঃ ব্যথা ॥

তথাহি

সাক্ষিভ্বেনবৃত্তো দ্বিজেন সচলং তস্যৈব পশ্চাজ্জনৈঃ;  
 শ্রীমৎ কোমল পাদ পদ্ম যুগলে লাবাণ্যদং নূপুরং ।  
 দৃষ্ট্যন্তেন বিবৃত্ত কন্দর মহো মাহেন্দ্র দেশাবধি;  
 প্রাপ্যৈব প্রতিমাত্ম মন্তর মনা স্তত্রৈবতস্থৌ প্রভুঃ ॥

পয়ার ॥ রত্নাকর বলে গঙ্গা কহ দেখি শুনি ।  
 গোপাল দেখিয়া কি করিল ন্যাসীমণি ॥ গঙ্গা বলে  
 গৌরচন্দ্র গোপাল দেখিয়া । যতেক পাইল সুখ  
 কি কহিব তাহা ॥ আপন হৃদয় হৈতে বাহির  
 হইয়া । আগে যেন গোপাল আছেন দাপ্তাইয়া ॥  
 ধোয় মূর্তি সাক্ষাৎ দেখিল হেন মানে । অনিমিষ  
 নেত্রে চাহে গোপালের পানে ॥ আপনে গোপাল  
 কপে প্রবেশিল যেন । মুহূর্ত্তেক গৌরচন্দ্র থাকিলেন  
 হেন ॥ ততঃপর গৌরচন্দ্র গোপাল চরণ । শ্লোক  
 পটি নিজ মুখে করিল বর্ণন ॥ পুতনার শত্রু কৃষ্ণ

চরণ কমল । আমা সভার রক্ষা কর সহজ শীতল ॥  
 মোম মুখ দশাঙ্গুলী পাদ পদ্মদল । প্রেমে মর্ত গোপ-  
 নারী বক্ষোজ মণ্ডল ॥ কেশর মাখিল তাতে অর্পিল  
 চরণ । কেশরের ধূলী উঠে চরণ ঠেকন ॥ সেই ধূলী  
 পরাগ সমান উড়িয়ায় । চিন্মাধিক পাদ পদ্মে বসে  
 সর্বদায় ॥ নখ মণি তেজঃপুঞ্জ কিঙ্কর সমান । জন্ম  
 রূপ গাল তাতে অপূর্ব বন্ধান ॥ হেন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম  
 রাখু মো সভারে । এমতি চরণ বন্দে গৌরাঙ্গ ঈশ্বরে ॥  
 অতঃপর যত ছিল ভক্ত পরিবার । এই রূপ দেখি  
 সবে পাইল চমৎকার ॥ রত্নাকর বলে কি দেখিল  
 ভক্তগণ । তাহা কহ দেখি গঙ্গা করিব শ্রবণ ॥ গঙ্গা  
 বলে শ্রীগোপাল মুরলী বদন । শ্রীগৌর সুন্দর তিহো  
 করি দরশন ॥ অধর হইতে বেণু ভূমিতে রাখিল ।  
 গৌরচন্দ্র সরসে যেন কথা আরম্ভিল ॥ অতি শুদ্ধ  
 শ্রদ্ধা করি দোহে কথা কন । এই মত ভক্তগণ  
 কৈল দরশন ॥ এই রূপে দেখি সাক্ষী গোপাল ঈশ্বর ।  
 সে দিন রহিল । তথা গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ তার পর দিন  
 দেখিবারে জগন্নাথ । অতি উৎকণ্ঠাতে চলে ভক্তগণ  
 সাথ ॥ অতি শীঘ্র গতি প্রভু করিল । প্রস্থান । কমল-  
 পর নাম প্রায়ে গেলা ভগবান ॥ তথা এক নদী আছে  
 তাতে করি স্নান । নদীকে করিল ধন্য গৌর ভগবান ॥  
 ততঃপর জগন্নাথ দেউল দেখিতে । একা আগে গেলা  
 প্রভু বড়ই ত্বরিতে ॥ এথা নিত্যানন্দ হাতে ছিল  
 প্রভুর দণ্ড । নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গি কৈল তিন খণ্ড ॥  
 কি কার্য্য দণ্ডেতে বলি সেই নদী জলে । ভাসাইয়া



দিল নিত্যানন্দ কুতূহলে ॥ ঈশ্বরের কৰ্ম সব বুঝিতে  
 দুস্কর । কেনে বা ভাঙ্কিলা দণ্ড কে বুঝে অন্তর ॥ ওথা  
 শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভু সঙ্কে যায় । আগে তিহোঁ শ্রীদেউল  
 দেখিবারে পায় ॥ ভগবান পুতিতবে কহেন মুকুন্দ ।  
 দেখ পুভু কি আশ্চর্য্য দেউলের গন্ধ ॥

ত্রিগদী

দেখ কিবা পৃথী দেবী, কেমনে অন্তরে ভাবি;  
 দিনমণি সূর্য্য ধরিবারে ।  
 ভুজ উঠাইল যেন, দেউল শোভিছে তেন;  
 অথবা কহিব অর্থান্তরে ॥  
 পাতালে অনন্ত ছিল, কি মেনেকরিতে লীলা;  
 সত্য লোক যাইবার তরে ।  
 অনন্ত উঠিলা যৈছে, দেউল শোভিছে তৈছে;  
 জগল্লোক নেত্র মনোহরে ॥  
 কিম্বা যত নাগ গণ, তার ফণা মণি গণ;  
 তার কান্তি একত্র হইয়া ।  
 পৃথী ভেদি উঠিয়াছে, স্বর্গ লোক চলি যাইছে;  
 এছে দীপ্তি আগে দেখ চাঞা ॥  
 এই কথা গঙ্গা মুখে, শুনি রত্নাকর সুখে;  
 কহে শুন শুন ভাগীরথী ।  
 গৌরচন্দ্র নীলাচলে, আইলা ইহার তরে;  
 বিমনা তুমি বা কেনে ইথি ॥  
 আমার যে ভাগ্যোদয়, তোমার সে সব হয়;  
 মোর ভাগ্যো তুমি ভাগ্যবতী ।  
 ছাড়িয়া তোমার কূল, মহাপ্রভু জগন্মূল;

নীলাচলে আইলা মণপুতি ॥

শুভ দশা এত দিনে, আমার হইল বেনে;

গৌরচন্দ্র আইলা মোর তীরে ।

তুমি থাক মোর সঙ্গে, মহাপ্রভু দেখ রঙ্গে;

কেনে দুঃখ ভাবিছ অন্তরে ॥

আর কহি শুন গঙ্গে, গৌরচন্দ্র ত্রেতা যুগে;

যবে হৈলা রাম অবতার ।

পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু, বনে গেলা ধর্ম্ম সেতু;

সীতা সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মণ আর ॥

রাবণ হরিল সীতা, লৈয়া গেলা লক্ষ্মা যথা;

বার্তা জানি আইলা হনুমান ।

যেসীতা উদ্ধার তরে, বন্ধ করিলেন মোরে;

করিলেন মোর অপমান ॥

আর কহি লক্ষ্মী ধন্যা, জলে ছিল মোর কন্যা;

জলে হৈতে তাঁরে উঠাবার ।

মহন করিল মোরে, দুঃখ দিল অতি ঘোরে;

শশুরের না কৈল আদর ॥

কলিকালে সেই রমা, ঈশ্বরের প্রিয়তমা;

বিষ্ণুপুয়া বলি নাম ধরি ।

বিপ্ কূলে জনমিয়া, আপনার নাথ পাঞ;

সেবা কৈলা বহুমান করি ॥

এবে দেখ মোর ভাগ্য, পুভু কৈলা বৈরাগ্য;

নবদ্বীপে সেই লক্ষ্মী ছাড়ি ।

মোর তঁট সুনিকটে, আইলা অক্ষয় বটে;

মোরে কৃপা করি গৌরহরি ॥

অতএব সুরধুনী, চল যাই ন্যাসীমণি;  
দেখি যাঞা নিকটে থাকিয়া ।

যে আক্ৰা তোমার বলি, সমুদ্রের সঙ্গে চলি;  
গঙ্গা গেলা আনন্দিতা হৈয়া ॥

॥ পয়ার ॥

ওথা নিত্যানন্দ আদি যত ভক্ত গণ । সভা লৈয়া গৌর-  
চন্দ্র করিলা গমন ॥ দেউল দেখিয়া প্রভু হৃষ্ট হৈয়া  
মনে । কহিতে লাগিল নিত্যানন্দ আদি স্থানে ॥  
দেখ দেখ শ্রীদেউল কি শোভা হৈয়াছে । যদ্যপিহ  
চূড়া যাঞা মেঘে ঠেকিয়াছে ॥ তথাপিহ জগতের  
হৃদয়ে পুবেশে । অতি স্থূল বটে তভু নেত্র যুগে পৈশে ॥  
শিলাতে হৈয়াছে সিদ্ধ তভু রস বর্ষে । কি অদ্ভুত  
ঈশ্বরের মন্দির পুকাশে ॥ এত বলি ধায় পুভু উৎ-  
কণ্ঠিত হৈয়া । ধাঞা যান ভাবাবেশে পড়েন ঢলিয়া ॥  
সভে বলে এক মুহূর্ত্তের পথ ইতি । দীর্ঘ হৈতে দীর্ঘ  
হৈল মহাপুভু প্রতি ॥ নিত্যানন্দ আদি সভে করেন  
বিচার । জগন্নাথ দর্শনের জ্ঞান সমাচার ॥ নীলাচল  
চন্দ্র জগন্নাথ দর্শন । পরিচারক বিনা নাহি পায়  
অন্য জন ॥ তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব । তা  
সভার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ ॥ রাজার মনুষ্যে যদি  
করয়ে সহায় । তবে সে সুলভ হয় জগন্নাথ রায় ॥  
মুকুন্দ বলেন আছে উপায় ইহার । সভে বলে কহ  
দেখি কি উপায় তার ॥ মুকুন্দ বলেন বিশারদের  
জামাতা । গোপীনাথ আচার্য্য আছে ন তিহো এথা ॥  
সার্বভৌমের হন তিহ ভগিনীর ভর্তা । গৌর ভগবানের

সকল তত্ত্ব বেত্তা ॥ নবদ্বীপ বিলাস পুভুর যত যত ।  
 সকল জানেন তিঁহ তোমা সভার মত ॥ সভে বলে  
 তিঁহ যদি এখানে আছেন । কোন কার্য সিদ্ধ তাঁহা  
 হৈতে হইবেন ॥ মুকুন্দ বলেন তিঁহো সার্বভৌম  
 দ্বারে । পারিবেন সর্ব কার্য সিদ্ধি করিবারে ॥  
 এত শুনি সভাই হইলা আনন্দিত । সাধু সাধু মুকুন্দ  
 কহিলা সুনিশ্চিত ॥ অতঃপর চল আগে গোপীনাথ  
 ঘর । অনেষণ করি নীলাচলের ভিতর ॥ এত বলি  
 চলে সভে আনন্দ হৃদয় । গোপীনাথ আর্য্য হোথা  
 হেনই সময় ॥ জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন । পথে  
 যাইতে মনে মনে করেন চিন্তন ॥ আজি কেনে মনে  
 এত আনন্দ উপন্ন । নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু মনঃ সুপ্র-  
 সন্ন ॥ না জানিয়ে আজি জগন্নাথের শ্রীমুখ । দেখিয়া  
 পাইবে যেনেকত মহা সুখ ॥ মনে মনে এত চিন্তি  
 দরশনে চলে । গোপীনাথে মুকুন্দ দেখিলা হেন  
 কালে ॥ মুকুন্দ বলেন এই আইলা আচার্য্য । নিত্যা-  
 নন্দ বলে সিদ্ধ হব সব কার্য্য ॥ শীঘ্র চল মুকুন্দ  
 বোলাহ আচার্য্যেরে । যাবৎ প্রবেশ না করেন সিংহ-  
 দ্বারে ॥ মুকুন্দ আচার্য্য স্থানে ত্বরিত চলিলা । আচা-  
 র্য্যের নেত্র আসি মুকুন্দে লাগিলা ॥ গোপীনাথ বলে  
 এই বৈষ্ণব কোথাকার । গোড়িয়া হইব চিত্তে লাগিছে  
 আমার ॥ পুনঃ দেখে পদ দুই চারি আগে আসি । চুটী  
 দেখি কহে ওহে নবদ্বীপ বাসী ॥ নবদ্বীপ লোক দেখি  
 বাটিল উল্লাস । শীঘ্র গতি গোপীনাথ চলে তাঁর

পাশ ॥ মুকুন্দে চিনিয়া কহে একি চমৎকার । গৌরা-  
 ঙ্গের প্রিয় ইহোঁ সেবক তাঁহার ॥ যাত্রা কালে আমি  
 শুভ কুশল দেখিনু । তার ফল ধরিলেক মুকুন্দ পাইনু ॥  
 নিকটে আসিয়া কহে অহে । কি আনন্দ । কহ কহ  
 তুমি বট আপনি মুকুন্দ ॥ সেই মুণ্ডি বলি তিহোঁ  
 করিলা বন্দন । গোপীনাথ তাঁরে ধরি কৈল আলি-  
 ঙ্গন ॥ গোপীনাথ বলে আগে কহ সমাচার । কুশলে  
 আছেন গৌর সুন্দর আমার ॥ মুকুন্দ বলেন সব কুশল  
 বচন । কিন্তু এথাকেই আইলা প্রভুর চরণ ॥ তাঁর  
 সঙ্গে আমিহ আইনু নীলাচলে । শুনি গোপীনাথ  
 ভাসে আনন্দ হিল্লোলে ॥ কোথা কোথা প্রভু বলি  
 কান্দিতে লাগিলা । পুনঃ মুকুন্দে ধরি আলিঙ্গন  
 কৈলা ॥ কি অপূর্ব সমাচার কহিলে মুকুন্দ । কত কত  
 দূরে মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ মুকুন্দ বলেন আইস  
 প্রভু দেখিয়া । মুকুন্দের সঙ্গে গোপীনাথ চলে  
 স্বাক্ষা ॥ আগে দেখি নিত্যানন্দ আনি ভক্তবৃন্দ । তার  
 মধ্যে উদয় করিলা গৌরচন্দ্র ॥ মুকুন্দে কহে  
 ইহোঁ কে বটে যতীন্দ্র । মুকুন্দ কহেন ইহোঁ প্রভু  
 গৌরচন্দ্র ॥ আচার্য বলেন দেখি সন্ন্যাসীর বেশ ।  
 মুকুন্দ সকল কথা কহিল রিশেষ ॥ আনন্দিত বিষা-  
 দিত হইলা আচার্য । পুনঃ প্রভু দেখি বলে এবড়  
 আশ্চর্য ॥ ইহোঁ পূর্বে আছিল কেবল প্রেম বশ ।  
 বৈরাগ্য রসেতে হৈলা মিশ্রিত বিবশ । নেত্রের আশ্রয়  
 প্রভুর তেজতি প্রচুর । দুই রস মিশ্র যেমন অল্প মধুর ॥  
 মুকুন্দ বলেন প্রভু কর অবধান । গোপীনাথ আচার্য

আইলা মতিমান ॥ জগন্নাথ অনুব্রজি লইতে  
 তোমারে । আপনার প্রতিনিধি পাঠাইল ইহারে ॥  
 বাহু পামরিয়্যাছেন গৌর ভগবান । মুকুন্দের বাক্যে  
 প্রভুর হৈল বাহু জ্ঞান ॥ কোথা গোপীনাথ বলি  
 মুকুন্দে সুধান । এই আমি বলি আচার্য্য করিলা  
 প্রণাম ॥ গোপীনাথে ধরি প্রভু আলিঙ্গন কৈলা ।  
 প্রভু অঙ্ক স্পর্শে তিহোঁ প্রেমে মত্ত হৈলা ॥ তবে  
 নিত্যানন্দ দেবে আচার্য্য বন্দিল । জগদানন্দ দামো-  
 দরে প্রণাম করিলা ॥ মুকুন্দ বলেন তবে গোপী-  
 নাথ আচার্য্য । সৎপ্রতি তোমাকে জিজ্ঞাসিব এক  
 কার্য্য ॥ জগন্নাথ ভগবান শ্রীমুখ দর্শন । অবাধে  
 স্বচ্ছন্দ কৈছে হইব প্রসন্ন ॥ গোপীনাথ আচার্য্য বলে  
 ইথে কি সৎশয় । যদি হয় সার্বভৌমের তথা ভাগ্যো-  
 দয় ॥ এ কার্য্য সাহায্য যদি ভট্টাচার্য্য করে । তবে  
 তার যত পূর্ব ভাগ্য ফল ধরে ॥ সত্বে কহে তবে তুমি  
 মহাপ্রভু প্রতি । নিবেদন কর অনুমতি দেন ইতি ॥  
 গোপীনাথ বলে পুভুকরি নিবেদন । কৃপাকরি কর সার্ব-  
 ভৌম সম্ভাষণ ॥ তাঁর দেখা বিনা জগন্নাথ দরশন ।  
 সুলভ না হয় হেন লয় মোর মনঃ ॥ না জানি তোমার  
 প্রভু কিবা ইচ্ছা হয় । তবেচ্ছায় মোর ইচ্ছা ভগবান  
 কয় ॥ গোপীনাথ বলে হৈল পরম মঞ্চল । সার্ব-  
 ভৌমের পুণ্য বৃক্ষ ধরিলেক ফল ॥ এই দিগে দেব  
 তবে ধর শ্রীচরণ । কোন পথে যাব বলি মহাপ্রভুকন ॥  
 গোপীনাথ সার্বভৌম গৃহে চলি যান । তাঁর সংক্ষে-  
 পণ সহ প্রভুর প্রয়ান ॥ ওথা সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য

হেন কালে । অধ্যাপন সমাপিয়া আছে কুতূহলে ॥  
 চারি দিগে শিষ্য গণ যেন বৃহস্পতি । ডাকি কহে ভট্টা-  
 চার্য নিজ লোকপতি ॥ কে আছে জ্ঞানহুগুগ্নাতের  
 বারতা । মধ্যাহ্ন ধূপ হৈল কিবা নহিল একথা ॥  
 গোপীনাথ কহে ভট্টাচার্য কণ্ঠধ্বনি । অধ্যাপনসায়  
 হৈল হেন অনুমানি ॥ অতএব শীঘ্র আমি যাই তাঁর  
 স্থানে । অভ্যস্তরে যাবৎ না করেন প্রস্থানে ॥ এই মত  
 মনে চিন্তি প্রভু আগে যাঞা । গোপীনাথচার্য বলে  
 কৃতাজ্ঞানি হঞা ॥ এই স্থানে এক ক্ষণ করহ বিশ্রাম ।  
 যাবৎ আসিয়ে আমি পুনঃ তোমা স্থান ॥ গোপীনাথ  
 প্রভু থুঞা চলিল। সত্বর । ভট্টাচার্য পাশে যাই  
 কহিল। উত্তর ॥ ভট্টাচার্য শুন এক মহা অনুভব । এথা  
 আইলা তাঁরে দেখি সর্বাভীষ্ট লাভ ॥ অতএব আগে  
 অনুব্রজে চল তুমি । পরম ভাগ্যের কথা নিবেদিল  
 আমি ॥ সার্বভৌম কহেন তিহ যত দূরে হন । নিকটে  
 আছেন তিহ গোপীনাথ কন ॥ উঠি চলে সার্বভৌম  
 শিষ্য গণ পাছে । শীঘ্র গতি আইলেন মহাপ্রভু  
 কাছে ॥ সার্বভৌম দেখি নিত্যানন্দ ভাবে মনে ।  
 বৈষ্ণব হইব ইহঁ। বুঝ অনুমানে ॥ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত  
 তত্ত্বগর্ভ তেয়াগিয়া । আপনে আইলা মাধু বলি তা  
 দেখিয়া ॥ ভট্টাচার্য আসিয়া দেখিল ভগবান ।  
 নমঃ নারায়ণ বলি করিল। প্রণাম ॥ কৃষ্ণ রতি কৃষ্ণ  
 মতি বলে ভগবান । ভট্টাচার্য শুনি মনে করে অনু-  
 মান ॥ সন্ন্যাসীর মুখে শুনি অপূর্ব বচন । বৈষ্ণব  
 সন্ন্যাসী ইহঁ। হেন লয় মনঃ ॥ কৃষ্ণ রতি আশীর্বাদ

শুনি প্রভুমুখে । উদ্ধত পটুয়া গণ হাসয়ে কৌতুকে ॥  
 সার্বভৌম বলে স্বামী এই দিগে চল । প্রভু লৈয়া  
 উত্তম অঙ্গনে বসাইল ॥ ভট্টাচার্য আপনে বসিলা প্রভু  
 আগে । ভক্তগণ প্রভুর বসিলা চারি দিগে ॥ গোপী-  
 নাথে ভট্টাচার্য কহে পূর্বাশ্রমে । গোড়িয়া আছিল  
 কিবা ছিল কোন গ্রামে ॥ গোপীনাথ পরিচয় কহে  
 সার্বভৌমে । নবদ্বীপ বাসি ইহঁ আছিল পূর্বাশ্রমে ॥  
 নীলাশ্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপ বাসি । তাহার দৌহিত্র  
 ইহঁ হইলা সম্যাসী ॥ জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের নন্দন ।  
 শুনি সৌহারদ করি ভট্টাচার্য কন ॥ নীলাশ্বর চক্রবর্তী  
 আমার পিতার । সতীর্থ হয়েন মহা পণ্ডিত উদার ॥  
 তাহার জামাতা মিশ্র পুরন্দর ধন্য । আমার পিতার  
 তিহঁ হন অতি মান্য ॥ গোপীনাথ কহে আমি  
 করি নিবেদন । ইহঁ সভার উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর-  
 শন ॥ যেমতে দর্শন হয় কহ তার কথা । ভট্টাচার্য  
 কহে তাহা হইব সর্বথা ॥ আপনার এক লোক কহেন  
 ডাকিয়া । মোর পুত্র চন্দ্রনেশ্বরে শীঘ্র আন গিয়া ॥  
 চন্দ্রনেশ্বর বার্তা পাইয়া আইলা মদুর । আসিয়া  
 বন্দিল প্রভুর চরণ কমল ॥ তবে প্রণমিল তিহঁ  
 পিতার চরণে । সার্বভৌম কহে পুত্র শুন সাবধানে ॥  
 ত্রিপাদ যাবেন জগন্নাথ দর্শনে । ইহঁর পশ্চাত তুমি  
 কর'হ গমনে ॥ দ্বারিকে কহিবে আর কার্য পশ্চাগণে ।  
 আমার জনক কহিয়াছে সভা স্থানে ॥ এই যে ত্রিপাদ  
 হ'ন মোর মান্যতম । আপনহঁ মহা বিজ্ঞ মহা যোগ্য  
 হন ॥ অতএব তোমরা হইবে সাবধান । জগন্নাথ



দরশন নিত্য যেন পান ॥ যখন দেখিতে চান তখনি  
 দেখাবে । আদর করিবে কেহো বাধ না করিবে ॥  
 সভারে কহিয়া হেন করিবে যতনে । সুখে যেন  
 শ্রীমুখ দেখেন প্রতি দিনে ॥ যে আজ্ঞা তোমার বলে  
 চন্দনেশ্বর । সার্বভৌম বলে স্বামী ইহা । সঙ্গে চল ॥  
 নিত্যানন্দ আদি সহ চলে ভগবান । চন্দনেশ্বর  
 সঙ্গে চলে হৈয়া সাবধান ॥ গোপীনাথ মহাপ্রভু  
 সঙ্গেই চলিল । তুমি না যাইবে সার্বভৌম নিষে-  
 ধিলা ॥ সার্বভৌম বাক্যে গোপীনাথ ফিরি আইলা ।  
 মুকুন্দে হাতে ধরি সঙ্গে লৈয়া গেলা ॥ গোপী-  
 নাথ মুকুন্দ বসিল । দুইজন । সার্বভৌম বলে কহি  
 শুনহ বচন ॥ সন্ন্যাসী হইল ইহো । ইহারে দেখিয়া ।  
 তরল হইলু স্নেহ শোক দুই পাইয়া ॥ নীলাশ্বর চক্র-  
 বত্তী সম্বন্ধে আমার । অত্যন্ত স্নেহের পাত্র দ্বিধা  
 নাহি আর ॥ সন্ন্যাস করিলা তিহো অল্প বয়স্কমে ।  
 ইহা লাগি শোক বড় উঠিছে মরমে ॥ যে হবার  
 সে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায় । সৎপ্রতি ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসি  
 তোমায় ॥ মহা বাক্য উপদেষ্টা কাহারে করিল ।  
 কেশব ভারতী নাম আচার্য্য কহিল ॥ সার্বভৌম  
 বলে হায় কি কার্য্য করিল । ভারতী সম্প্রদায় কেনে  
 প্রবর্ত্ত হইল ॥ গিরিপুরী তীর্থ আদি সম্প্রদায় উদ্ভব ।  
 তা ছাড়া ভারতী হৈল বড় ব্যতিক্রম ॥ গোপীনাথ  
 বলে বাহ্যাপেক্ষা নাহি তাঁর । কেবল সৎসার ত্যাগে  
 আদর ইহার ॥ সার্বভৌম বলে তুমি বাহ্য বল কারে ।  
 সম্প্রদায় উৎকর্ষাদি গোপীনাথ বলে ॥ সার্বভৌম

বলে তুমি ভাল না कहিলে । আশ্রম উজ্জ্বল তুমি  
 বাহু মে জানিলে ॥ গোপীনাথ বলে লোকে গৌরব  
 করিবে । তার তরে মে সব মে বাহু হৈল দৈবে ॥  
 সার্বভৌম বলে লোকে করিব গৌরব । তাতে কোন  
 অপরাধ না বুঝ এসব ॥ অতএব আমি বলি করুণ  
 এমন । ভাল সম্প্রদায়ী ভিক্ষু আনি এক জন ॥ পুন-  
 র্বার যোগ পটু করাই গ্রহণ । সৎস্কার হউ পুনঃ বেদান্ত  
 শ্রবণ ॥ ভট্টাচার্য্য মুখে শুনি এসকল কথা । গোপী-  
 নাথ্যচার্য্য মনে পাইল মনে ব্যথা ॥ গোপীনাথ বলে  
 তুমি হও সাবধান । ইহার মহিমা তুমি কিছু নাহি  
 জান ॥ না জানিয়া যদ্বা তদ্বা कह যুক্ত নয় । শুন ভট্টা-  
 চার্য্য আমি যে কৈল নিশ্চয় ॥ দেখিয়াছি আমি  
 যত মহিমা ইহার । নিশ্চয় ঈশ্বর ভাব হৈয়াছে  
 আমার ॥ এসব উত্তর শুনি গোপীনাথ মুখে । মুকন্দ  
 অন্তরে ভাবে পাণ্ডা বড় মুখে ॥ সাধু সাধু গোপী-  
 নাথ कहিলে সুন্দর । ভট্টাচার্য্য বাক্যাগ্নিতে পোড়া-  
 ইল অন্তর ॥ তাহা নিভাইল তুষা অমৃত বচনে । এই  
 কথা মুকন্দ कहিল মনে মনে ॥ শিষ্যগণ পুনর্বার কহে  
 আচার্য্যেরে । কি প্রমাণে ঈশ্বর বলহ তুমি তাঁরে ॥  
 গোপীনাথ বলে শুন ইতি যে প্রমাণ । ভগবান অনু-  
 গ্রহে হয় দিব্য জ্ঞান ॥ জীব অগোচর অলৌকিক  
 মে প্রমাণ । তাতে জানিয়াছি তিহ স্বয়ং ভগবান ॥  
 লৌকিক প্রমাণে নাহি জানি ভগ বত্তা । ঘট পট  
 বাথানিলে নহে তাঁর বেত্তা ॥ অলৌকিক বস্তু লৌকি-  
 কের অগোচর । ইহা বুঝি দেখ নিজ মনের ভিতর ॥

শিষ্যগণ বলে এই শাস্ত্র অর্থ নয় । অনুমানে কেমনে  
 ঈশ্বরে সাধ্য হয় ॥ গোপীনাথ বলে শাস্ত্রে সাধুক  
 ঈশ্বর । কিন্তু ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে দুস্কর ॥ ভগবৎ অনু-  
 গ্রহজন্য পায় জ্ঞান । ঈশ্বর যথার্থ জানে সেই ভাগ্য-  
 বান ॥ শিষ্যগণ বলে ইহা দেখিয়াছ কোথা । অনু-  
 গ্রহ বিনে নাহি জানি ভগবত্তা ॥ গোপীনাথ বলে  
 দেখি পুরাণ বচনে । পঠ দেখি তাহা শুনি বলে শিষ্য  
 গণে ॥ গোপীনাথ বলে শুন দেখিল দশমে । ব্রহ্মা  
 যবে স্তব কৈল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥

তথাহি

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়; প্রসাদলেশানু গৃহীত এবহি ।  
 জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিমো; নচান্য একোপি চিরং বিচিন্বন ॥  
 পয়ার ॥ ব্রহ্মা বলে সবিশেষ নির্বিশেষ দুই ।  
 তাঁর তত্ত্ব বুঝিবারে কার শক্তি নাঞি ॥ তথাপি  
 তোমার যেই পদাম্বুজ দ্বয় । প্রসাদের লেশ অনু-  
 গৃহীত যেন হয় ॥ সেই সে তোমার মহিমা তত্ত্ব  
 জানে । মহা পণ্ডিতেহো নারে অনুগ্রহ বিনে ॥  
 পুরাণ বেদাদি শাস্ত্রে অনুেষুণ করে । তথাপি তোমার  
 তত্ত্ব জানিতে না পারে ॥ শিষ্যগণ বলে তুমি কিবা  
 কথা কহ । শাস্ত্র পটিলেকি নহে তাঁর অনুগ্রহ ॥  
 গোপীনাথ বলে এই বটে কহ কিবা । বিচিন্বন শব্দ  
 ব্রহ্মা কহিল কেনে বা ॥ শিষ্যগণ হাসি বলে শুনত  
 আচার্য্য । এতকাল তুমি তবে পটিলেকি কার্য্য ॥  
 গোপীনাথ বলে শিল্প বিশেষ সে হয় । শিল্প শিখি-  
 বারে লোকে কার ইচ্ছা নয় ॥ ভট্টাচার্য্য হাসি

গোপীনাথ প্রতি কয় । বুঝিল তোমাতে অনুগ্রহ  
 তার হয় ॥ তাঁর তত্ত্ব তুমি মেনে-জান ভাল মতে ।  
 কিঞ্চিৎ-শুনাহ-আমা সভার সাক্ষাতে ॥ আচার্য্য  
 দুঃস্থিত ভট্টাচার্য্য প্রতি কয় । ঈশ্বরের তত্ত্ব নহে কথার  
 বিষয় ॥ অনুভব বেদ্য সেই মনে মাত্র জানে । কহিতে  
 ঈশ্বর তত্ত্ব না আইসে বদনে ॥ কোন ভাগ্যে তোমা  
 প্রতি অনুগ্রহ হয় । তাঁর তত্ত্ব অনুভব করিবে নিশ্চয় ॥  
 তা শুনিয়া মনে মনে ভাবে-শিষ্য গণে । অসাধ্য সে  
 কথা কন ভট্টাচার্য্য সনে ॥ হেন বিধি করুণ কহিতে  
 যুক্ত নয় । অথবা ভগিনীপতি গোপীনাথ হয় ॥  
 তে কারণে ভট্টাচার্য্য পরিহাস করে । এই মত শিষ্য  
 গণ ভাবয়ে অন্তরে ॥ গোপীনাথ বলে শুন কহি ভট্টা-  
 চার্য্য । তোমাকে উচিত নহে এ সকল কার্য্য ॥  
 গৌরাঙ্গ ঈশ্বর হন তাঁর প্রতি তুমি । ব্যতিক্রম  
 কহিলে যে তা শুনিয়া আমি ॥ সহিতে নারিলু  
 তেঞি কহিল তোমা প্রতি । তাতে তুমি ন্যায় কর  
 আমার মনোহতি ॥ পরম গভীর হইয়া ইথে কর যোষ ।  
 অথবা তোমার ইথে কিছু নাহি দোষ ॥ ঈশ্বরের  
 মায়া শক্তি ভুলায় সভারে । মায়ায় মোহিত হইয়া  
 নানা তর্ক করে ॥

॥ তথাহি ॥

যজ্ঞকৃত্যো বদতাং বাদীনাং বৈ, বিবাদ সংবাদ  
 ভুবো ভবন্তি । কুর্কন্তি চৈবাং মুহুরাস্ম মোহং,  
 তস্মৈনমোহনন্ত গুণায় ভূমে ॥

পয়ার ॥ ষষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি কৃষ্ণ করে স্তুতি ।  
 এই শ্লোক পঢ়িত হৈ কৃষ্ণ কৈল নতি ॥ যার শক্তি  
 বিবাদী সৎবাদী যত জন । তা সভার বিবাদ সৎবাদ  
 স্থান হন ॥ তা সভারে মোহিত করেন বারবার ।  
 সে তুমি অনন্ত গুণ মহিমা অপার ॥ এত বলি কৃষ্ণেরে  
 বন্দিল দক্ষ মুনি । তুমি যে মোহিত হবা কি আশ্চর্য্য  
 গনি ॥ ভট্টাচার্য্য হাসি বলে বুঝিলাম সব । গোপী-  
 নাথ তুমি বট কেবল বৈষ্ণব ॥ গোপীনাথ সার্বভৌমে  
 কহে সপ্রশ্রয় । যদ্যপি গৌরাঙ্গ কৃপা তোমা প্রাপ্ত  
 হয় ॥ তুমিহ বৈষ্ণব তবে হইবে সর্বথা । প্রভুকবেন  
 তবে সঙরিবা এই কথা ॥ ভট্টাচার্য্য বলেন প্রলাপে  
 কার্য্য নাঞি । শীঘ্র তুমি যাহ নিজ ঈশ্বরের ঠাঞি ॥  
 কিন্তু তাঁরা জগন্নাথ দেখিয়া আইলে । মোর মাতৃ  
 স্বস গৃহে বাসাদিতে তাঁরে ॥ মোর নামে গণ সহ  
 করিহ নিমন্ত্রণ । জগন্নাথের প্রসাদ যেন করেন  
 ভোজন ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া সঙ্গে লইয়া মুকুন্দ ।  
 গোপীনাথ গেলা চিত্রে হৈয়া নিরানন্দ ॥ মধ্যাহ্ন  
 করিতে ভট্টাচার্য্য চলি গেলা । শিষ্যগণ তাঁর সহ  
 গমন করিলা ॥ এথা গোপীনাথ শ্রীমুকুন্দ প্রতি কহে ।  
 ভট্টাচার্য্য বাক্য বজ্র আমার হৃদয়ে ॥ কাটিছে হৃদয়  
 মোর কেন করে প্রাণ । এই বজ্র মহাপ্রভু যদ্যপি  
 ঘুচান ॥ তবে সে মনের অগ্নি মোর নিভাইব । নতুবা  
 যাবত জীব তাবত থাকিব ॥ মুকুন্দ বলেন কিবা  
 অশক্য তাহার । মনোরথ পূর্ণ প্রভু করিব তোমার ॥  
 গোপীনাথ বলে চল যাব প্রভু ঠাঞি । জগন্নাথ দর্শনে

গেল। তথা চল যাই ॥ এত বলি গোপীনাথ মুকুন্দ  
 দুই জনে । সিংহদ্বার পার হৈয়া চলে প্রভু স্থানে ॥  
 ওথা গৌরচন্দ্র জগন্নাথ দেব দেখি । নিশ্চল হইয়া রহে  
 অনিমিষ আঁখি ॥ জগন্নাথ দেখি নিত্যানন্দ আদি  
 মিলি । শ্রীমুখ বর্ণনা করে হই কুতূহলী ॥ দেখ দেখ  
 ঈশ্বরের দুখানি নয়ন । অপূর্ব কমল দুটি ফুটিল  
 যেমন ॥ তার নাথে দুটি তার। দুটি যেন ভৃঙ্গ । উছলি  
 পড়িছে যেন করুণা তরঙ্গ ॥ শুক্লচতুর্থির চন্দ্র সমান  
 অধর । হিজুল মাখিল যেন তাহার উপর ॥ চারু  
 কারুণিক দারু ব্রজের উদয় । অঙ্গে অঙ্গে যে সৌন্দর্য্য  
 বর্ণন না হয় ॥ ইন্দু নীলমণি দর্পণের মত গর্ব্ব ।  
 অঙ্গের কান্তিতে তারে করিলেক খর্ব্ব ॥ নিত্যানন্দ  
 আদি সতে এই মত কয় । দূরে হৈতে গোপীনাথ  
 সে কথা শুনয় ॥ গোপীনাথ মুকুন্দে কহে পুনরায় ।  
 শ্রীমুখ দর্শন মেনে হৈল সভাকার ॥ সে নহিলে নিত্যা-  
 নন্দ আদি যত জন । পরস্পর করে কেন মুখের বর্ণন ॥  
 ওথা জগন্নাথ দেব আর গৌর চন্দ্র । দৌহা দেখি  
 কহিছেন প্রভু নিত্যানন্দ ॥ দেখ দেখ অন্যান্য  
 করি দরশন । অনুরাগে রঞ্জিত হইল দুই জন ॥  
 দৌহে দৌহা দেখিছেন অনিমিষ আঁখি । দুই জগত্তের  
 নাথে নিশ্চলাঙ্গ দেখি ॥ হেন বুঝি জগন্নাথ দারুব্রজ  
 কপে । নরব্রজ গৌরচন্দ্র লীন হৈল সুখে ॥ কিবা  
 নরব্রজ রূপ শ্রীগৌর সুন্দরে । লীন হৈলা দারুব্রজ  
 হেন চিত্তে ধরে ॥ দারুব্রজ নরব্রজ দুই দিগে রঞ্জে ।  
 মিথ দরশন করে অনিমিষ হৈয়া ॥ ভাল ভাল

নিত্যানন্দ গোপীনাথ বলে । দুই ঈশ্বরের তত্ত্ব যথার্থ  
 কহিলে ॥ এক ভগবান আশ্বাদিতে ভক্তি তত্ত্ব ।  
 আশ্বাদাশ্বাদক রূপে হৈল । দুই মত ॥ শুখা নিত্যা-  
 নন্দ কহিছেন পুনরবার । এক ভগবান দুই রূপ অব-  
 তার ॥ জগন্নাথ গৌরচন্দ্র দুই ভগবান । জগতের  
 নেত্র পথে হৈল । বিদ্যমান ॥ দুই কার্য জগতের  
 উদ্ধার কারণ । ইহাতে সমান জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য ॥  
 কিন্তু গৌর অন্তর্যমী শ্রীনন্দ নন্দন । জগন্নাথ অন্তর্যমী  
 দারুণ হন ॥ এই মাত্র ভেদ আর সকল সমান ।  
 জগতের ভাগ্যে দুই প্রভু বিদ্যমান ॥ নিত্যানন্দ  
 মূখে শুনি এসব আখ্যান । গোপীনাথ বলে সাধু  
 নিত্যানন্দ রাম ॥ গৌর ভগবান তত্ত্ব তুমি মাত্র জান ।  
 বহির্গৌর অন্তঃকৃষ্ণ গৌর ভগবান ॥ মুকুন্দেরে কহে  
 প্রভু অনুমানি হেন । জগন্নাথ দেখি সন্তে ফিরি  
 আইলা যেন ॥ শীঘ্রগতি আমরা চলহ অতঃপর ।  
 জগন্নাথ দেব দেখি আসিব সত্ত্বর ॥ পথে যেন পাই  
 গৌরচন্দ্র দরশন । এত বলি পথান্তরে ধায় দুই জন ॥  
 এথা জগন্নাথ দেখি গৌর ভগবান । পরানন্দে মগ্ন  
 নাহি আত্ম পর জ্ঞান ॥ ভক্তগণ প্রভুরে ধরিয়া লৈয়া  
 যায় । চন্দ্রনেশ্বর সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ রায় ॥ চন্দ্রনে-  
 শ্বর জিজ্ঞাসেন মহান্ত সকলে । জগন্নাথ দরশন স্বচ্ছন্দ  
 পাইলে ॥ নিত্যানন্দ আদি সন্তে কহেন স্বচ্ছন্দ । যথা  
 মনোরথ দেখিলাম মুখ চন্দ্র ॥ চন্দ্রনেশ্বর মনে মনে  
 কহিতে লাগিল । গোপীনাথচায়া কেনে বিলম্ব  
 করিলা ॥ সৎপ্রতি অপ্রাক্ত আমি কি করি বিচার ।

কিছু না কহিলা মোরে জনক আমার ॥ হেন বুঝি  
 পিতা কহিয়াছে আচার্য্যেরে । ইহা সকলের বাসা  
 সমাধান তরে ॥ এত ভাবি চন্দ্রনেশ্বর চারি দিগে  
 চায় । গোপীনাথচার্য্যেরে দেখিতে না পায় ॥ ওথা  
 গোপীনাথ মুকুন্দেরে সঙ্গে লৈয়া । জগন্নাথ দেখি  
 শীঘ্র আইলা ফিরিয়া ॥ মুকুন্দেরে কহে চল চল শীঘ্র  
 করি । সপার্ষদে এই আগে জান গৌরহরি ॥ দুই কার্য্য  
 আমা দোহার হইল স্বচ্ছন্দ । দেখিয়া আইলু আগে  
 নীলাচলচন্দ্র ॥ হেমাচল গৌর এবে দেখি বিদ্যমান ।  
 এত বলি শীঘ্র আইল মহাপ্রভুর স্থান ॥ চন্দ্রনেশ্বরে  
 ডাকি বলে তুমি যাহ ঘর । আমি সব সমাধান করিব  
 অতঃপর ॥ যে আঞ্জা বলিয়া করি প্রভুকে প্রণাম ।  
 চন্দ্রনেশ্বর নিজ গৃহে করিল প্রস্থান ॥ গোপীনাথ প্রভু  
 পদে করিল প্রণাম । দামোদর বলে প্রভু কর অব-  
 ধান ॥ আচার্য্য প্রণাম করে হও কৃপাবান । ইহা  
 শুনি বাহু পাইলেন ভগবান ॥ আসা আসা বলি  
 তাঁরে কৈল আলিঙ্গন । গোপীনাথ বলে প্রভু করি  
 নিবেদন ॥ ভট্টাচার্য্যগণ সহ কৈল নিমন্ত্রণ । তাঁর  
 মাতৃস্বমা গৃহে করহ গমন ॥ এত বলি পুতুরে বাসায়  
 লৈয়া গেল । পাদ প্রক্ষালন আদি পরিচর্যা সব  
 কৈলা ॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বসিলা আসনে । ভৃত্য  
 গণ বেড়িয়া বসিলা চারি পানে ॥ গোপীনাথ প্রভু  
 আগে কৃত্যঞ্জলি হইয়া । কহিতে লাগিলা কান্দি  
 বিমনা দাপ্তাইয়া ॥ সার্বভৌম আর এক কৈল নিবে-  
 দন । মহাপ্রভু হাসি বলে কহ সে কেমন ॥ গোপী-



নাথ বলে ভাল সম্প্রদায়ী মঙ্গ্যাসী । সুপ্রসিদ্ধ হইবেক  
 তাঁরে লৈয়া আসি ॥ তাঁর স্থানে যোগ পটু দিয়া  
 পুনরার । বেদান্ত শুনাঞা তোমার করিব সংস্কার ॥  
 শুনিয়া গভীর প্রভু ঈষৎ হাসিলা । বড় অনুগ্রহ  
 মোরে এবোল বলিলা ॥ মুকুন্দ বলেন প্রভু করি  
 নিবেদন । গোপীনাথ তদবধি বড় দুঃখি মনঃ ॥ ভট্টা-  
 চার্য্য বাকা সব ক্ষুণ্ণিতের প্রায় । ইহার হৃদয় দক্ষ  
 করিছে সদায় ॥ আজি ইহোঁ না করিলা প্রসাদ  
 স্বীকার । সেই দুঃখে উপবাস হইল ইহার ॥ ভগবান  
 হাসি বলে শুনহ আচার্য্য । আমি সে বালক নাহি  
 জানি কার্য্যাকাৰ্য্য ॥ আমা প্রতি সেহ তিহো করেন  
 সর্ব্বথা । ভট্টাচার্য্য সেই হেতু কহিল এ কথা ॥ তার  
 লাগি তুমি কেনে দুস্থ বাস মনে । গোপীনাথ কহে  
 পুনঃ সজল নয়ানে ॥ ভট্টাচার্য্য বাক্য হৈল শেলের  
 সমান । মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ ॥  
 সেই শেল তুমি প্রভু উদ্ধার আপনে । তবে সে করিব  
 আমি জীবন ধারণে ॥ এত বলি গোপীনাথ করেন  
 রোদন । মহাপ্রভু বলে কেনে করিছ রোদন ॥ জগ-  
 ন্নাথ বাঞ্ছা কম্পতরু অবতার । তিহোঁ মনোরথ পূর্ণ  
 করিব তোমার ॥ দামোদর যাহ তুমি গোপীনাথ  
 লৈয়া । ভোজন করাহ মহাপ্রসাদ আনিয়া ॥ যে আজ্ঞা  
 তোমার বলি দামোদর চলে । গোপীনাথার্চ্য্যে  
 ভোজন করাবারে ॥ এথা পুভু জগদানন্দের পুতি কন ।  
 রাত্রি শেষে জগন্নাথ উঠেন কখন ॥ শয্যাখান লীলা  
 যেন পাই দরশন । এই কার্য্য লাগি তুমি করিবে

যতন ॥ হেন কালে সাঙ্গাতে আইলা দামোদর । মহা  
 প্রভু প্রতি তিহো বলেন উত্তর ॥ গোপীনাথে করাইল  
 পুসাদ ভোজন । এথাই আইলা তিহো করিতে শয়ন ॥  
 ভাল ভাল বলি প্রভু তাঁরে প্রশংসিলা । গোষ্ঠী করি  
 সমেত কৃষ্ণ কথা আরম্ভিলা ॥ কৃষ্ণ কথা কহে প্রভু  
 উল্লসিত মনে । ত্রিযামা যামিনী হৈল তিহো নাহি  
 জানে ॥ ওথা জগন্নাথ তবে বেড়ের ভিতর । পানী-  
 শয্যে ধুনি হৈল শুনি মনোহর ॥ শুনি সভাকার বড়  
 হৈল চমৎকার । আনন্দে প্রহর ত্রয় গেল সভাকার ॥  
 প্রহরেক রাত্রি মাত্র আছে অবশেষ । পানীশয্যে  
 ধুনি হৈল মঙ্গল বিশেষ ॥ পুরী দেবী রাত্রি শেষে  
 উত্থান করিলা । তাঁর যেন সর্বাঙ্গ ভূষণ শব্দ কৈলা ॥  
 কিম্বা জগন্নাথের দেউল হস্তীরব । রাত্রি শেষে হৈল  
 তাঁর বৃন্দিত, সকল ॥ কিম্বা জগন্নাথ হন কৃপার  
 নিধান । তাঁর কৃপা দেবী করে জগতে আস্থান ॥ এই  
 মত পানীশয্যে শুনি গৌররায় । বর্ণন কারয়া তাহা  
 সভারে শুনায় ॥ অবিতথ রজনী সভার আজ গেল ।  
 অতএব আচার্য্য আমার সঙ্গে চল ॥ একত্র দেখিব  
 সমেত শয্যেস্থান লীলা । গোপীনাথ গেলা প্রভু  
 যে ইচ্ছা হইলা ॥ এত বলি সময়ানুচিত কহ্য তরে ।  
 গোপীনাথ গেলা প্রভু আজ্ঞা ধরি শিরে ॥ ওথা ভট্টা-  
 চার্য্য শেষ রাত্রিতে উঠিয়া । নিজ এক মনুষ্য দিলেন  
 পাঠাইয়া ॥ এই কথা গোপীনাথে কহ তুমি যাইয়া ।  
 শয্যেস্থান গৌরাঙ্গে দেখান যেন লৈয়া ॥ সেই লোক  
 গোপীনাথে খুজিয়া বেড়ায় । যারে দেখে তারে বাত্ৰা

ডাকিয়া সুধায় ॥ আর এক লোক তাঁকে ডাকিয়া  
 কহিল । গৌরান্ন নিকটে গোপীনাথকে দেখিল ॥ এত  
 শুনি প্রভুর বাসায় সেই চলে । গোপীনাথ কোথা  
 বলি চৌদিকে নেহালে ॥ গোপীনাথ দেখি চলি-  
 লেন তাঁর স্থানে । এথা গোপীনাথ ভাবিছেন মনে  
 মনে ॥ শয্যোস্থান লীলার সময় হৈল প্রায় । অত-  
 এব শীঘ্র যাই যথা গৌররায় ॥ ভট্টাচার্য্য মনুষ্য  
 আচার্য্য প্রতি কয় । তোমারে কহিল সার্বভৌম মহা-  
 শয় ॥ ত্রিক্ষণৈচ্ছিতনা যেন গণের সহিতে । জগন্নাথ  
 শয্যোস্থান দেখেন সুরীতে ॥ তুমি তাঁরে সঙ্গে করি  
 সমত্ব হইয়া । দেখাবে উত্থান লীলা মোর আত্মা  
 পাঞা ॥ গোপীনাথচার্য্য বলে যেই আত্মা তাঁর ।  
 দেখাব শয়নোত্থান মোর লাগে ভার ॥ এত বলি গৌর  
 চন্দ্র আনিবারে যায় । হেথা গণ সহ প্রভু মুকুন্দে  
 বোলায় ॥ দেখে দেখে মুকুন্দ কি করে গোপীনাথ । কি  
 বিলম্ব তাঁর প্রায় হইল প্রভাত ॥ তা শুনিয়া গোপী-  
 নাথ বলে এই আমি । তোমার অপেক্ষা করি শীঘ্র  
 চল তুমি ॥ প্রভু কহে আগে চল পথ দেখাইয়া ।  
 গোপীনাথ আগে চলে পথ দেখাইয়া ॥ ত্রিজগ-  
 মোহনে লৈয়া গেলা গৌররায় । হেন বেলা দেউলের  
 কবাট ঘুচায় ॥ গোপীনাথ বলে প্রভু দেখে গৌরধাম ।  
 শেষরাত্রে দেউলের শোভা অনুপাম ॥ শয়ন মন্দির  
 হৈতে মৌরভ সুন্দর । বাহির হইছে সর্ব ভক্ত চিত্ত  
 হর ॥ নিদ্রা ভাঙ্গি যেন কেহো জুগুণ করিল । এই  
 মত প্রাসাদের কবাট ঘুচিল ॥ আর দেখে প্রভু বড়

আশ্চর্য্য এ লীলা । শয্যা হৈতে জগন্নাথ উঠিয়া  
বসিল ॥ গম্ভীর গম্ভীরা কুঞ্জে অঙ্ককার অতি । প্রদীপ  
নাহিক তত্বদেখি দিব্য দ্যুতি ॥ লক্ষ্মীপতি জগন্নাথ  
দুখানি নয়ন । কালিন্দীতে গদ্য দুটি ফুটিল যেমন ॥  
তার। দুটি শোভে যেন মত্ত মধুকর । বায়ুতে ঘুরিছে  
যেন কমল যুগল ॥ গৌরচন্দ্র গরুড়ের স্তম্ভের  
পশ্চাতে । সম্পূহ হইয়া দেখিছেন জগন্নাথে ॥ দুই  
নেত্রে বহিছে আনন্দ অশ্রুজল । তাহে সিন্ধু ক্রুরি-  
ছেন পৃথিবীর তল ॥ নুকুন্দ বলেন দেখ এ আশ্চর্য্য  
অতি । গম্ভীরা কুহরে জলে প্রদীপ সন্ততি ॥ জগন্নাথ  
নেত্র হৈতে উঠিছে কিরণ । মলিন করিল তাহে প্রদী-  
পের গণ ॥ চিত্রের লিখন যেন জলে মারি মারি ।  
গোপীনাথ বলে দেখ অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ প্রথম করিলা  
প্রভু মুখ প্রক্ষালন । অভ্যঙ্গ হইল স্নান পরাইল  
ভূষণ ॥ বাল ভোগ লীলা তবে কৈল জগন্নাথ ।  
শ্রীহরি বল্লভ ভোগ তাহারপশ্চাৎ ॥ সৎপ্রতি দেখে  
প্রাতঃ ধূপ পূজা নাম । আনন্দে স্বকিত দেখে গৌর  
ভগবান ॥ হেন বেলে জগন্নাথের পার্বদ দুজন । মহা-  
প্রসাদ মালা লৈয়া বাহিরে গমন ॥ জগদানন্দ  
আদি ভক্তে কহেন অচার্য্য । হোর দেখ আর পুনঃ  
বড়ই আশ্চর্য্য ॥ প্রাতঃ ধূপ পুসাদাম কিচু অঞ্জলিতে ।  
লই এক জন আইলা দেউল হইতে ॥ আর এক জন  
মালা হস্তে করি লৈয়া । একিকালে আইলেন বাহির  
হইয়া ॥ প্রায় বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে দিব লৈয়া । কিবা

এই দুই জনে দিল পাঠাইয়া ॥ অথবা শ্রীজগন্নাথ  
 আপনে পাঠাইল । তথা দুই পার্শ্বদ প্রভুর পাশ গেল ॥  
 মহাপ্রভু অধোমাথা করিল আপনে । এক জন মালা  
 গলে দিলেন যতনে ॥ বহির্দ্বার অঞ্চল প্রসারি  
 ভগবান । প্রসাদাম্বল আর জন করিল সদান ॥ প্রসা-  
 দাম্ব মহাপ্রভু অঞ্চলে করিয়া । জগন্নাথে প্রণমিয়া  
 চলিল ধাইয়া ॥ সিংহ প্রায় ত্বরিত গমনে প্রভু  
 গেল । তা দেখিয়া ভক্তগণ চিস্তিতে লাগিল ॥  
 অকস্মাৎ কেনে প্রভু কেনে না কহিল । কোথা যান  
 কি করেন চল দেখি যাঞা ॥ এত বলি পুরী হৈতে  
 সম্ভে বাহির হৈল ॥ যাঞা যান প্রভু তাহা দেখিতে  
 পাইল ॥ নিজ বাসা পথ ছাড়ি করিল বিজয় । তা  
 দেখিয়া গোপীনাথ সভা প্রতি কয় ॥ অএ অএ দামো-  
 দর আদি ভক্তগণ । সার্বভৌম ঘরে প্রভু করিল  
 গমন ॥ সার্বভৌম পুণ্য বৃক্ষ ধরিলেক ফল । অতঃপর  
 পুনঃ জগদানন্দ দামোদর ॥ তোমরা দুজনে চল মহা-  
 প্রভু সঙ্গে । দেখ ভট্টাচার্য্য ঘরে হয় কোন রঞ্জে ॥  
 মুকুন্দের সঙ্গে আমি থাকিব বাহিরে । দেখিব কি  
 লীলা করে গোরাঙ্গ সুন্দরে ॥ তোমাকে যে রূপে  
 বলি চলে দুই জন । ভট্টাচার্য্য অন্তঃপুরে করিল  
 গমন ॥ গোপীনাথ গেল এথা মুকুন্দেরে লৈয়া ।  
 সার্বভৌম দ্বিতীয় কক্ষায় রহে যাঞা ॥ অগ্রপানে  
 দৃষ্টি করি চাহে গোপীনাথ । সার্বভৌম দুই  
 ভৃত্য দেখিল সাক্ষাৎ ॥ নিকটে আছেন দুই বিদ্বয়  
 পাইয়া । কি বলে তা শুনি বলি রহে লুকাইয়া ॥

ওথা কথা কহে মুখে ভূত্য দুই জনে । দ্বার আড়ে  
 গোপীনাথ তাহা নাহি জানে ॥ এক জন বলে ওরে কি  
 আশ্চর্য্য-কথা । এ সম্যাসী কোন মন্ত্র জানয়ে সর্ব্বথা ॥  
 সেই সে মোহন মন্ত্র ভট্টাচার্য্যে দিল । গ্রহ গ্রস্ত  
 প্রায় তাঁরে উদ্ধৃত করিল ॥ আর জন বলে ওরে  
 করিল কেমন । পূর্ব্ব জন বলে শুন দেখিল যেমন ॥  
 রাত্রি শেষে ভট্টাচার্য্য শুষ্ক শয্যোপরে । এ সম্যাসী  
 গেলা সে শয়ন ঘর দ্বারে ॥ এক বটু ভট্টাচার্য্য  
 নিকটে আছিল । ভট্টাচার্য্য ডাকি তিহো কহিতে  
 লাগিল ॥ উঠ উঠ শীঘ্র ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য । সেই  
 যে সম্যাসী আইলা না জানি কি কার্য্য ॥ শুনি ভট্টা-  
 চার্য্য অতি সন্তুষ্টে উঠিল । সম্যাসী দেখিয়া তাঁর  
 চরণে পড়িল ॥ জগন্নাথ প্রসাদ ভাত লৈয়া সে  
 সম্যাসী । থাও থাও ভট্টাচার্য্য বলে হাসি হাসি ॥  
 অতঃপর আমার ইশ্বর ভট্টাচার্য্য । উদ্ভবের প্রায়  
 হৈয়া পাসরে বিচার্য্য ॥ নাকরেন স্নান নাহি মুখ  
 প্রক্ষালন । সেই ক্ষণে সেই ভাত করিল ভক্ষণ ॥  
 সম্যাসীর দত্ত অন্ন থাইলেন মাত্র । চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত  
 কণ্টকিত গাত্র ॥ নিরন্তর কণ্ঠ শব্দ হয় ঘর ঘর । অপ-  
 স্মার রোগে যৈছে ব্যগ্র কলেবর ॥ মহি তলে গড়া-  
 গড়ি যায় বার বার । কি হয় পশ্চাৎ মেনে না জানি  
 ইহার ॥ ভট্টাচার্য্য ভূত্য মুখে শুনি এই বাত । মুকুন্দ  
 শুনিলে কিছু বলে গোপীনাথ ॥ মুকুন্দ বলেন আমি  
 শুনিব সকল । অন্তর্যামী প্রভু জানি তোমার অন্তর ॥  
 সার্বভৌমে কপা করি প্রেম রত্ন দিল । তোমার

অনুতাপ হৈতে এমত করিল ॥ ওথা দুই ভৃত্য বলে  
 চল দুই জনে । দেখি গোপীনাথ সে আছে ন কোন  
 স্থানে ॥ এত বলি সার্বভৌম ভৃত্য দুই গেল । এথা  
 দামোদর প্রভু মহিমা দেখিল ॥ দামোদর বলে  
 কি অদ্ভুত প্রভু লীলা । বারি বিনা বন মদ করীন্দ্র  
 বান্ধিল ॥ ভকতের হৃদয়েতে সম্ভাপ দহন । জল  
 বিনা সে অগ্নি করিলা নিৰ্বাপণ ॥ পণ্ডিতের পতি  
 সার্বভৌম মতি মান । বজ্র হৈতে সুকঠোর ছিল  
 তার মনঃ ॥ যত্ন বিনা কৃপাময় গৌর ভগবান । প্রসন্ন  
 হইয়া তারে দিল দিব্য জ্ঞান ॥ এই কথা শুনি দামো-  
 দরের বদনে । গোপীনাথ বলে কহ কেমন কারণে ॥  
 দামোদর বলে আছে পরম রহস্য । তোমারে সে  
 কথা আমি কহিব অবশ্য ॥ কিন্তু আমি তোমা  
 লাগি আইলু এপথে । চল গৌর ভগবানে দেখিব  
 ত্বরিতে ॥ অতঃপর নিজ বাসা গেল । গৌরহরি । প্রভুর  
 বাসায় গিয়া দরশন করি ॥ এত বলি তিন জন কতদূর  
 গেল । দামোদর গোপীনাথে কহিতে লাগিল ॥ বারি  
 বিনা মত্ত হস্তী বান্ধিল । গৌরাঙ্গ । ইত্যাদি আচার্য্য সব  
 কহিল পুসঙ্গ ॥ গোপীনাথ বলে সার্বভৌম দুই ভৃত্য ।  
 পরস্পর কহিতে শুনেছি সেই কৃত্য ॥ দামোদর  
 কহে তুমি মহা ভাগবত । তোমার পুসাদে সার্ব-  
 ভৌম ভাগ্য এত ॥ অতএব শীঘ্র চল প্রভুর সমীপে ।  
 দেখিব যাইয়া পুনঃ কি হয় আলাপে ॥ ভট্টাচার্য্য  
 কৃত্য হৈয়া সর্বথায় । মহাপ্রভু দেখিবারে আই-  
 লেন প্রায় ॥ সম্প্রতি জানিব সার্বভৌমের আশয় ।

পূর্বে তাঁর সঙ্গে বাক্য পুয়োগ না হয় ॥ দেখিব  
কৌতুক এবে কিবা ব্যবহার । তিন জনে পুভু পাশে  
কৈল অনুসার ॥ এথা পুভু আপনার বাসায় আসিয়া ।  
আসনে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে লৈয়া ॥ জগদানন্দ  
বসিছেন পুভুর সম্মুখে । গৌরভগবান তাঁরে কহে  
নিজ সুখে ॥ গোপীনাথচার্য্য আছেন কোন স্থানে ।  
জগদানন্দ কহেন আইলা বিদ্যামানে ॥ দামোদর  
মুকুন্দ দুজন সঙ্গে করি । আচার্য্য আইলা যথা রসি  
গৌরহরি ॥ গোপীনাথ বলে পুভু জয়তি জয়তি । পরম  
করুণাময় গৌর লোকপতি ॥ জগদানন্দ বলে বড়  
কৌতুক পুকাশ । অবিশ্রুত পূর্ণ তোমার করুণা বিলাস ॥  
গোপীনাথ বলে তাঁহা তোমরাহ জান । ইহা বলি  
পুভু পদে করিলা পুণ্যম ॥ ভক্ত সঙ্গে এই সুখে বসি  
গৌরহরি । ওথা সার্বভৌম স্নান আহ্নিকাদি করি ॥  
মহাপুভু দরশনে চলে শীঘ্র গতি । পাছে এক ভত্য  
তাঁর চলিলা সংহতি ॥ জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহ-  
দ্বার ছাড়ি । পুভুর বাসার পথে যান ত্বর করি ॥ তাঁর  
ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কয় । জগন্নাথ মন্দিরের  
পথ এই নয় ॥ গৌর ভগবান তাহা শুনিতে পাইলা ।  
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহিতে লাগিলা ॥ দেখ  
দেখি কিবা কথা কহে কোন জন । আচার্য্য বাহিরে  
আশ্রি করে বিলোকন ॥ সার্বভৌমে দেখি তথা  
আইলা পুনর্বার । পুভুরে বলেন জানিলাম সমাচার ॥  
ভট্টাচার্য্য পুথমে না দেখি জগন্নাথ । পুভু পদ দেখি-  
বারে আসিছে সাক্ষাত ॥ দামোদর বলে জানিয়াছি



অনুমানে । সন্তে চাহি রহে ভট্টাচার্য্য মুখ পানে ॥  
 ওথা ভট্টাচার্য্য মনে মনে কথা কয় । গোপীনাথ যে  
 কহিল সেই সত্য হয় ॥ সত্য গৌর ভগবান সাক্ষাৎ  
 ঈশ্বর । সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর ॥ তর্ক  
 নিঃ চিত্ত হেন কৈল দিয়া প্ৰেম । স্পর্শমণি স্পর্শে  
 যেন লৌহ হয় হেম ॥ এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে  
 চলিল । আপন মাসীর পুর দ্বারে উত্তরিল ॥ গোপী-  
 নাথচার্য্য ভট্টাচার্য্যেরে দেখিয়া । অগ্রে সরি তথা  
 হৈতে আইলা উঠিয়া ॥ গোপীনাথ দেখি সার্বভৌম  
 সুখী মনে । জিজ্ঞাসিল মহাপ্রভু আছেন কি কন্ম ॥  
 গোপীনাথ বলে প্রভু আছেন বসিয়া । আস্য আস্য  
 প্রভুর চরণ দেখসিয়া ॥ ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণ পাশ  
 গেলা । স্ত্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ॥ কৃতাঞ্জলি  
 মাশু নেত্রে অগ্রে দাঁড়াইয়া । শ্লোক দ্বয়ে শুব করে  
 প্রেমাবিষ্ক হৈয়া ॥

তথাহি

নানা লীলা রস বশত যাকুর্ষতো লোক লীলাং,  
 সাক্ষাৎকারেপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্ব প্রবোধঃ ।  
 জ্ঞাতুং শক্নোত্যাহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং,  
 যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তি ত্বরাল্লৌহ মাত্রাংন হেম ॥

অপিচ

স্বজন হৃদয় সদ্মা নাথ পদ্মাধিনাথো, ভুবিচ-  
 রসি যতীন্দ্রঃ ছদ্মনা পদ্মনাভঃ । কথমিহ পশু  
 কংসাস্ত্রাম নন্যানুভাবং; প্রকটনভবামোহন্ত  
 বামো বিধিন্ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

স্বয়ং ভগবান তুমি, চিনিতে নারিল আমি;  
 কুতর্কেকর্কশ মোর মনঃ ।  
 অসাধনে প্রেম দিলে, দুষ্ট বুদ্ধি ঘুচাইলে;  
 পাদ পদ্মে লভিনু শরণ ॥  
 নানা লীলা রস বশ, হৈয়া কর নানা রস;  
 সৎপ্রতি লৌকিক লীলা কারী ।  
 নিজ তড়াছন্ন করি, নর কপে অবতরি;  
 হইলে সম্যাসী দণ্ডধারী ॥  
 দেখিয়া ও লোক সব, নাহি জানে সে বৈভব;  
 তত্ত্ববোধ না হয় কাহার ।  
 স্বমহিমা ব্যক্ত করি, লোকে অনুগ্রহ ধরি;  
 যাবৎ না করহ বিহার ॥  
 লোকে যেন স্পর্শ রত্নে, চিনিতে না পারে যত্নে;  
 লৌহ লৈয়া তাহাতে ছোঁয়ায় ।  
 লোহা সোনা হয় যবে, স্পর্শ মণি চিনে তবে;  
 সেই মত তুমি গৌররায় ॥  
 আর কহি পাদ পদ্মে, স্বজন হৃদয় সন্দেহ;  
 তুমি সদা করহ নিবাস ।  
 পদ্যনাভ হৈয়া তুমি, আইলে উৎকল ভূমি;  
 যতি ছন্দ করিয়া প্রকাশ ॥  
 হেন পদ্যনাভ তুমি, পশুর সমান আমি;  
 কেমনে হইব অনুভব ।  
 অনপানুভব প্রভু, মুণ্ডি অধমেরে তভু;  
 জানাইলে আপন বৈভব ॥

পূর্বে যবে দেখা দিলা, বিধি মোরে বাম ছিল;  
তোমা প্রভু চিনিতে নারিলু ।

এই মুখে পাপ মতি, নিন্দা কৈলু তোমা প্রতি;  
হাতে তুলি গরল খাইনু ॥

বিষু নিন্দা করে যেই, কুম্ভীপাকে পড়ে সেই;  
পূর্ব ধর্ম সকল বিনাশ ।

না বুঝি তোমার লীলা, তুয়া ভক্তে কৈলু হেলা;  
নিশ্চয় নরকে হৈত বাস ॥

তুমি সে করুণা সিদ্ধু, অধম জনের বন্ধু;  
মোর প্রতি কৃপা দৃষ্টি করি ।

দুষ্ট মনঃ ঘুচাইলে, পাদ পদ্মে ভক্তি দিলে;  
দয়াময় তুমি গৌরহরি ॥

পূর্ব পূর্ব অবতারে, যে তোমার নিন্দা করে;  
তাহাকে নরকে দিলে স্থান ।

এই অবতারে যত, নিন্দক পাষণ্ড শত;  
তারে কৈলে তীর্থের সমান ॥

অতএব জানি সার, এই গৌর অবতার;  
সর্ব লোক হিত দয়াময় ।

অনন্য হইয়া যেন, পাদ পদ্মে থাকো যেন;  
কৃপা কর লইলু আশুয় ॥

গৌরাঙ্গ শুনিব মুখে, গৌরাঙ্গ বলিব সুখে;  
গৌরাঙ্গ চিন্তিব সদা মনে ।

গৌরাঙ্গ ভকত সনে, বাস হউ রাত্রি দিনে;  
রতি হউ গৌরাঙ্গ চরণে ॥

কাঁচ খাঁজি বুলে যেই, চিন্তামণি পায় সেই;

কাঁচে তুচ্ছ বুদ্ধি হয় তার ।  
 এই মত কর্ম জ্ঞান, তাতে হৈল অবজ্ঞান;  
 পাদপদ্ম দেখিলু তোমার ॥  
 শুনি সার্বভৌম কথা, আচার্যের গেল ব্যথা;  
 সুখী হৈলা সর্ব ভক্ত গণ ।  
 দুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল দুই কান;  
 সার্বভৌমে কহেন বচন ॥  
 শুন ভট্টাচার্য তুমি, তোমার বালক আমি;  
 মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য ।  
 তুমি মহা বিদ্বৎ হও, কেমন যে কথা কও;  
 লোকে উপহাসের প্রাবল্য ॥  
 গৌরহরি মনে ভাবে, ইহার আশয় ইবে;  
 পরীক্ষা করিয়া আমি লব ।  
 প্রেমদাস বলে আর, কি জিজ্ঞাস সমাচার;  
 নিরুপটে হইলা বৈষ্ণব ॥

পয়ার ॥ প্রভু কহে মহাশয় করি নিবেদন ।  
 সর্ব শাস্ত্রে তুমি হও অতি বিচক্ষণ ॥ রুহ দেখি শাস্ত্র  
 সম্বন্ধে কৈল বিচার । প্রতিপাদ্য কিবা তার কহ সারো-  
 দ্ধার ॥ ভট্টাচার্য কৃতাজ্জলি কহে মুণ্ডি ছার । প্রভুর  
 সাক্ষাতে কিবা করিব বিচার ॥ তথাপি তোমার  
 করি আজ্ঞার পালন । এহো ভাগ্য যথা শক্তি করি  
 নিবেদন ॥

পয়ার । শাস্ত্র কৰ্ত্তা বিস্তর করিল নানা মত । নিজ  
 রুচি অনুকূপ সভার কম্পিত ॥ সে নহিলে অন্যোনে

করিতে খণ্ডন । কি রূপে পাণ্ডিত্য করে শাস্ত্র কৰ্ত্তা  
গণ ॥ পরম উদ্দেশ্য কিলু কহে শাস্ত্র বৃন্দে । ভক্তি  
যোগ নিষ্কাম যে মুরারি সম্বন্ধে ॥ ইথে যারে অনুগ্রহ  
করে ভগবান । শাস্ত্র যত সেই জন ভক্তিযোগ পান ॥  
কৃষ্ণ কৃপা বিনা ভক্তি কেহো নাহি পায় । কৃষ্ণ মায়া-  
শক্তি ভক্তি হীনেরে ভুলায় ॥

॥ তথাহি ॥

শাস্ত্রং নানামতমপি তথা কল্পিতং স্ব স্ব রুচ্যা,  
নোচেত্ত্বাং কথমিব মিথঃ খণ্ডনে পণ্ডিতত্বং ।  
তত্রোদ্দেশ্যং কিমপি পরমং ভক্তিযোগো মুরারে,  
নিষ্কামো যঃ সহি ভগবতোহনুগ্রহে নৈব লভাঃ ॥

পয়ার ॥ আরো কহি শুন প্রভু যে কৈল নির্দ্বার ।  
চারি বেদ ভারত পুরাণ সব আর ॥ বহু তন্ত্র বহু মন্ত্র  
যত কিছু বল । ব্রহ্ম বস্তু প্রতিপন্ন করেন সকল ॥ কিবা  
ব্রহ্ম বস্তু হয় কিবা তত্ত্ব তাঁর । ইহা বুঝিবারে অম  
জন্মে সভাকার ॥

॥ তথাহি ॥

বেদাঃ পুরাণানিচ ভারতঞ্চ, তন্ত্রাণি মন্ত্রা অপি সৰ্ব্ব  
এব । ব্রহ্মৈব বস্তুপ্রতিপাদয়ন্তি, তত্ত্বস্যহিবিভ্রাম্যতি  
কশ্চিদেব ॥

পয়ার ॥ বৃহি বৃদ্ধো ধাতু তাতে ব্রহ্ম সিদ্ধ হয় ।  
আপনে বৃহৎ বৃদ্ধ সভারে করয় ॥ মুখ্য ব্রতে ব্রহ্ম  
শব্দে সবিশেষ বলে । নিবিশেষ তাতে বলে যে বিজ্ঞ  
সকলে ॥ কহে মাত্র তারা সব সাধিতে না পারে ।  
উন্নত প্রলাপ হেন বজ্রিয়া সে মরে ॥

॥ তথাহি ॥

যস্মিন্ বৃহত্তাদর্থ বৃহৎ জ্ঞানু খ্যাত্যর্থং বন্তে সবিশেষ-  
তীয়াং । যে নির্বিশেষত্ব মুদীরয়ন্তি, তে নৈব তৎ  
সাধয়িতুং সমর্থাঃ ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্ম বস্তু নির্বিশেষ বলে যে যে শ্রুতি ।  
সেই শ্রুতি সবিশেষ বলে ব্রহ্ম প্রতি ॥ সবিশেষ  
নির্বিশেষ দুই বাক্য ধরি । দৃষ্টি হঞা শ্রুতির বিচার  
যদি করি ॥ তবে বলবৎ সবিশেষ ব্রহ্ম প্রায় । নির্বিশেষ  
ব্রহ্ম পক্ষ দুর্বল বুঝায় ॥

॥ তথাহি ॥

যাযাশ্রুতির্জ্ঞাপতি নির্বিশেষং, সা সাভিধন্তে সবি-  
শেষমেব । বিচার যোগে সতি হস্ত তাসাং, প্রায়ো  
বলী যঃ সবিশেষমেব ॥

পয়ার ॥ শ্রুতি কহে আনন্দ হইতে সর্ব ভূত ।  
জ্ঞাবর জজ্ঞম আদি জন্মে যে অভূত ॥ আরো কহে  
সেই ব্রহ্ম করিল ঈক্ষণ । প্রকৃতি ক্ষোভিত তবে হইল  
তখন ॥ সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্ম করিলেন কাম । ভূত-  
ন্দিয় দেবতা হইল পরিণাম ॥ নেত্র বিনা ঘটে নাই  
প্রকৃতি দর্শন । মনঃ বিনা ঘটে নাই সৎকল্প কারণ ॥  
ঈক্ষণ করণ কাম দুই বাক্য হইতে । ব্রহ্ম বস্তু সাধারণ  
জানিল এই মতে ॥ এই দুই বাক্য দেখ করিয়া বিচার ।  
সিদ্ধ নাহি হয় যেই ব্রহ্ম নিরাকার ॥

॥ তথাহি শ্রুতি ॥

আনন্দাক্ষৌবখল্লিঙ্গানি । ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি ।  
স ঐক্ষতেত্যাদৌ সৌক্যগয়তেত্যাদৌচ ॥

পয়ার ॥ বিশেষ আইল যদি এ দুই সিদ্ধান্তে ।  
 সুতরাং রূপ তবে আইল নিতান্তে ॥ কিন্তু সেই রূপ  
 যে প্রাকৃত কভুনয় । জ্যোতিষ বচনে যে রূপে সত্য  
 কয় ॥ জ্যোতিষের অপ্রাকৃতত্ব সাধ্য যেন হয় । তেন  
 অপ্রাকৃত রূপ জানিবে নিশ্চয় ॥ ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ  
 বলিয়ে কেবল । শূন্য বাদ অবসর প্রসঙ্গ প্রবল ॥  
 অতএব মুখ্য ব্রহ্ম শব্দে এই কন । ষড়ৈশ্বর্য্য ভগ-  
 বান-ব্রহ্ম বাচ্য হন ॥ ভাগবত প্রথমেই পরিভাষা  
 রূপ । ব্রহ্ম শব্দে ত্রিধা বাচ্য ভজনানুরূপ ॥

॥ তথাহি ॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ং ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

পয়ার ॥ সূত কহে জীবনের এই প্রয়োজন ।  
 তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করে লইঞা সজ্জন ॥ সেই তত্ত্ব  
 জ্ঞানী সব ব্রহ্ম বলি কয় । যোগী সব পরমাত্মা কহে  
 সুনিশ্চয় ॥ ভক্তে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান । অদ্বয়  
 জ্ঞান তত্ত্ব তার অভিধান ॥ ভক্তি যোগ জ্ঞান তিন  
 ভজনের পথ । তিনেরি আশ্রয় কৃষ্ণ হন তিন মত ॥  
 দুষ্ক যেন এক বস্তু বিবিধ ইন্দ্রিয় । যার যেই অধিকার  
 সে করে বিষয় ॥ সেই দুষ্কে নয়নে দেখে শুক্ল বর্ণ ।  
 রসনায়ে দুষ্কে দেখে মধুর সম্পন্ন ॥ ত্বকে দেখে শীত  
 উষ্ণ যখন যে হয় । এই মত ভগবান তিনের বিষয় ॥  
 নিজ পক্ষ রাখিতে যে অত্যাগ্রহ করে । মুখ্য অর্থ  
 ছাড়ি তার। গৌণার্থে সঞ্চারে ॥ নির্বিশেষ ব্রহ্ম তার।  
 নিকপিতে নারে । তথাপি যে যদা তদা প্রতিপন্ন

করে ॥ স্বপক্ষ রাখিতে তার দুরাগ্রহ মাত্র । সবিশেষ ব্রহ্মে জানে কৃষ্ণ কৃপা মাত্র ॥

পয়ার । বস্তুত বিচার যোগে দ্বিবিধ আনন্দ । মূর্ত্তিমান এক এক হয় মূর্ত্তি শূন্য ॥ মূর্ত্তানন্দ অমূর্ত্তের হয়েন আশ্রয় । মূর্ত্তানন্দ শব্দে কৃষ্ণ জানিবে নিশ্চয় ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তানন্দো প্রভেদতঃ ।

অমূর্ত্তস্য আশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দো চ্যুতো মতঃ ॥

পয়ার । কিন্তু উপাসক আছে যতেক সজ্জন । অমূর্ত্ত আনন্দে তার । এই মত কন ॥ পরমাত্মা জ্ঞান রূপে স্বস্বরূপ আর । কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্ম হন নিরাকার ॥

॥ তথাহি ॥

অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞান রূপশ্চ নির্গুণঃ ।

স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্মচেতি সত্যং মতং ॥

পয়ার ॥ ইথে যদি যথার্থ বিচার করি বেদ । মূর্ত্তানন্দ অমূর্ত্তে আনন্দে নাহি ভেদ ॥ তবে যে করেন ভেদ বেদের বিচারে । মণি তার তেজঃ হেন জানিবে অন্তরে ॥ কিন্তু মণি হন যেন তেজের আশ্রয় । ব্রহ্মের আশ্রয় কৃষ্ণে পঞ্চরাত্রে কয় ॥

॥ তথাহি ॥

॥ হয় শীর্ষ পঞ্চ রাত্রং ॥

অমূর্ত্ত মূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ব বিচারতঃ ।

ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্মণি তত্ত্বজসৌরিব ॥

পয়ার ॥ ক্রীকপিল পঞ্চ রাত্রে অগস্ত্যের প্রতি । কহিল ক্রীকপিল দেব তাহা শুন ইথি ॥



॥ তথাহি ॥

দে ব্রহ্মণীতু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্ত্বামূর্ত্তমেব চ ।

মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাবোঃ ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভূঃ ॥

পয়ার ॥ দুই ব্রহ্ম সবেই জানিবে পৃথিবীতে ।  
এক মূর্ত্ত ব্রহ্ম আর অমূর্ত্ত এমতে ॥ সভাকার বিভূ  
হন ধ্যেয় নারায়ণ । মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাব তাহার সদা  
হন ॥ এই পঞ্চ রাত্র্য মত হয় নিম্নসর । আরো শুন  
ব্রহ্মবাদী আছয়ে বিস্তর ॥ তারা বলে অমূর্ত্তে  
আনন্দে ব্রহ্ম বলি । সিদ্ধান্ত স্থাপিতে নারে করয়ে  
বিকলি ॥ স্ববাসনা কপস্য প্রকটে তারা আনি । নিব্বি-  
শেষ স্থাপিবারে করে টানাটানি ॥ পঞ্চ রাত্র্য মত  
যদি করিয়ে স্বীকার । তাহার বিচারে ব্রহ্মে কহেন  
সাকার ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যাदि চ ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মের যে রূপ তিহো আনন্দ স্বরূপ ।  
অদ্বিতীয় রূপ সেই ব্রহ্ম তত্ত্বরূপ ॥ রূপ শব্দে জানা  
গেল ব্রহ্ম যে সাকার । মণি মনে তেজঃ দৃষ্টি একতা  
তাহার ॥ অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান । ব্রহ্ম শব্দে  
কহে সর্ব শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ তবে যার যার হয়  
বাসনা বৈশিষ্ট্য । নিরাকার ব্রহ্মে তার চিত্ত হয় নিষ্ঠ ॥  
নিব্বিশেষ স্থাপিবারে তাহার আগ্রহ । মূর্ত্ত ভগবানে  
বলে লীলার বিগ্রহ ॥ অমূর্ত্ত আনন্দ হন সভার  
আশ্রয় । লীলার কারণে তিহো নানা রূপ হয় ॥  
ভক্তি শূন্য তারা সব তত্ত্ব নাহি জানে । সূর্য্যে যেন

মনুষ্যে কিরণ করি স্নানে ॥ পঞ্চরাত্রি মত লঞা যেই  
যেই জনা । সেই মত করে ভগবত উপাসনা ॥ অবি-  
গীত শিষ্টাচারে তা সভারে গণি । তা সভার আচারে  
বেদার্থ অনুমানি ॥

॥ তথাচ ॥

শাখাঃ সহস্রং নিগম দ্রুমস্য, প্রত্যক্ষ সিদ্ধো ন  
সমগ্রঃ এষঃ । পুরাণ বাক্যৈরবিগীত শিষ্টাচারৈশ্চ  
তস্যাবয়বোহনুমেষঃ ॥

পয়ার ॥ নিগম দ্রুমের শাখা সহস্র সে হয় ।  
তাঁহে অবয়ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় ॥ অবয়ব জানি এক  
পুরাণ বচনে । আর অবিগীত শিষ্ট জন আচরণে ॥  
তাতে পুরাণের বাক্যে কর অবগতি । দশমে কৃষ্ণকে  
কহিলেন প্রজাপতি ॥

॥ তথাচ ॥

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসারঃ ।  
যগিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু কমল নয়ান ।  
নন্দ ব্রজবাসী সব অতি ভাগ্যবান ॥ যে তুমি পরমা-  
নন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম হয় । ব্রজলোক সনাতন মিত্র রূপে  
রয় ॥ পূর্ণ শব্দে ব্রহ্ম বস্তু রূপবৎ কয় । নির্বিশেষ অপূর্ণ  
নিকূপ ব্রহ্ম হয় ॥ অতএব মূর্ত্তানন্দ রূপ ভগবান ।  
কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ কহিলাম এই  
প্রভু সকল শাস্ত্রার্থ । স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যেই পর-  
মার্থ ॥ শুনি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা । সাধু  
সাধু ভট্টাচার্য্য বলি প্রশংসিলা ॥ অতঃপর চল

জগন্নাথ দরশনে । পাইলু পরমানন্দ তোমার  
 ব্যাখ্যানে ॥ ভট্টাচার্য্য চলে প্রভু যে আক্সা বলিয়া ।  
 দামোদর জগদানন্দ দুই সঙ্গে লৈয়া ॥ মুকুন্দ বলেন  
 কেনে এই দুই জনে । সঙ্গে লঞা ভট্টাচার্য্য গেলা  
 দরশনে ॥ গোপীনাথ বলে আছে নিগূঢ়াভিপ্রায় ।  
 সে কারণে দুই জনে সঙ্গে লঞা যায় ॥ কিন্তু প্রভু  
 দেখে এহো সেই ভট্টাচার্য্য । অকস্মাৎ হেন দশা বড়ই  
 আশ্চর্য্য ॥ তুমি মহা ভাগবত পরম উত্তম । তুয়া  
 সঙ্ক হৈতে তাঁর হৈল দিব্যজ্ঞান ॥ গোপীনাথ হাসি  
 বলে এই কথা হয় । যার সঙ্গে হৈল তাহা সভাই  
 জানয় ॥ এই সুখে আছে সতে প্রভুর সৎহতি ।  
 দামোদর জগদানন্দ আইলা শীঘ্রগতি ॥ প্রভু আগে  
 দুই জন কহে দাঁড়াইয়া । ভট্টাচার্য্য দুই শ্লোক দিল  
 পাঠাইয়া ॥ জগন্নাথ প্রসাদাম্ন ভিক্ষার কারণে ।  
 তাহোঁ পাঠাইয়া দিল। আমা দোহা মনে ॥ ভগবান  
 বলে মোরে অনুগ্রহ কৈল । তেঞি সদ্য প্রসাদাম্ন  
 পাঠাইয়া দিল ॥ কিবা শ্লোক বটে বলি লইলা মুকুন্দ ।  
 মনে মনে পঢ়িতে পাইল পরানন্দ ॥

॥ তথাহি ॥

বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিয়োগ, শিক্ষার্থমেকঃ

পুরুষঃ পুরাণঃ । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীর ধারী,

কৃপামুখি য় স্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

কালান্ধঃ ভক্তিয়োগং নিজং যঃ, প্রাদুর্ভূতঃ কৃষ্ণ

চৈতন্যনামা । অবিভূত স্তম্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং

গাঢ়ং নীয়তাং চিত্ত ভৃঙ্গঃ ॥ ২ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

কলি অধিকার হৈল, ধর্ম্য সব দূরে গেল;  
 সন্নিদ্যা বৈরাগ্য ভক্তি তত্ত্ব ।  
 অধর্ম্মের দিনে দিনে, বৃদ্ধি হইল ক্রমে ক্রমে;  
 জীব হৈল অজ্ঞানে প্রমত্ত ॥  
 তা দেখিয়া কৃপাষুধি, পুরাণ পুরুষ আদি,  
 জীব প্রতি অতি কৃপা করি ।  
 বৈরাগ্য আর বিদ্যা যাতে, নিজ ভক্তি শিখাইতে;  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ ধরি ॥  
 অসাধনে ভক্তি দিল, বৈরাগ্যাদি শিখাইল;  
 করুণা সমুদ্র গৌররায় ।  
 মুণ্ড অতি মূঢ় মতি, কি জানি তোমার গতি;  
 শরণ লইনু রাখা পায় ॥  
 অরে ভাই সব শুন, নিবেদিয়ে পুনঃ পুনঃ;  
 এঘোর সৎসারে কেনে মর ।  
 যদি চাহ পরানন্দ, ঘুচাবে সৎসার বন্ধ;  
 তবে মতে মোর বোল ধর ॥  
 নিজ ভক্তি কলিকালে, অদৃশ্য হইল তারে;  
 পন্থার প্রকাশ করিতে ।  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, ধরি কৃষ্ণ গুণ ধাম;  
 আবির্ভূত হইলা জগতে ॥  
 তাঁহার চরণ পদে, ছাড়িয়া সকল ছন্দে;  
 চিত্ত ভঙ্গ গাঢ় করি রাখ ।  
 তবে সব যাবে দুঃখ, পাইবে পরম সুখ;  
 প্রেম রসে মগ্ন হঞা থাক ॥

পয়ার । মুকুন্দ এ দুই শ্লোক মনে মনে পড়ি ।  
 প্রাচীরে লিখিল অলক্ষিতে যত্ন করি ॥ অতঃপর সেই  
 পত্র দিল প্রভু হাতে । হাতে করি মহাপ্রভু লাগিল  
 পড়িতে ॥ আপন মহিমা দেখি বাহে দুঃখ পাইঞা ।  
 শ্লোক পত্র খণ্ড খণ্ড করিল চিরিঞা ॥ মনে মনে মুকুন্দ  
 হাসেন তা দেখিয়া । চিরিলে কি হয় আমি রাখিল  
 লিখিয়া ॥ সেই দুই শ্লোক লঞা প্রভু ভক্তগণ । অভ্যাস  
 করিয়া কৈল কণ্ঠের ভূষণ ॥ গোপীনাথ বলে পুত্ৰমোর  
 বোল ধর । মধ্যাহ্ন সময় হৈল বিলম্ব না কর ॥  
 শ্রীচরণ গমন করাহ অতঃপর । মধ্যাহ্ন করিতে চল  
 দেব বিশ্বম্ভর ॥ সন্ভে বলে গোপীনাথ উত্তম কহিল ।  
 মধ্যাহ্ন করিতে সন্ভে যথা জানে গেল ॥ ষষ্ঠ অঙ্কে  
 সার্বভৌমে অনুগ্রহ কৈল । প্রেমদাস যথা মতি  
 আনন্দে লিখিল ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং ষষ্ঠ অঙ্কঃ ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ॥

সপ্তমে কৃষ্ণচৈতন্য তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গতঃ ।

দাক্ষিণাত্যান্ জনান্ ধন্যান্ ব্যাধাং প্রেম

প্রদায়তঃ ॥

পয়ার । শ্রীচৈতন্য ভগবান করুণার সিদ্ধু । নিরা-  
 শ্রয় মোরে কৃপা কর দীন বন্ধু ॥ সার্বভৌম মহাপ্রভু  
 করিল উদ্ধার । দেখি সর্ব লোকের হইল চমৎকার ॥  
 অচিন্ত্য মহিমা প্রভুর অলৌকিক শক্তি । সর্বলোকে

রঙ্গ ছিল । চৈতন্যের কথা সব রাজারে कहিল ॥  
 গোড়হৈতে আইল। এক অপূর্ব সন্ন্যাসী । তাঁর চেফা  
 দেখিয়া ঐশ্বর হেন বাসি ॥ গভীর পরম বিজ্ঞ হেন  
 সার্বভৌমে । কৃপা করি উন্নত করিল তাঁরে প্রেমে ॥  
 শুনিয়া প্রতাপরুদ্র উৎকণ্ঠিত হৈল । সার্বভৌমে  
 আনিবারে দূত পাঠাইল ॥ সার্বভৌম বসিয়াছে  
 গৌরাঙ্গ ধ্যানেন । হেন কালে রাজ দূত আইল তাঁর  
 স্থানে ॥ দূত বলে ভট্টাচার্য শীঘ্রগতি চল । ভূপানের  
 আজ্ঞা হৈল বিলম্ব না কর ॥ শূনি ভট্টাচার্য মনে  
 বিষয় জন্মিল । অসময়ে গজপতি কি কার্যে ডাকিল ॥  
 অতঃপর মোরে শীঘ্র যাইতে হইল । সেই ক্ষণে ভট্টা-  
 চার্য শুভ যাত্রা কৈল ॥ হোথা রাজা বসিয়াছে পরি-  
 বার সঙ্গে । সার্বভৌম লাগি উঠে উৎকণ্ঠ । তরঙ্গে ॥  
 পুনঃ পুনঃ রাজা কহে এখানে কে আছে । সার্বভৌমে  
 শীঘ্র ডাকি আন মোর কাছে ॥ ওথা সার্বভৌম আইল  
 রাজ আজ্ঞা শূনি । কহে মুণ্ডি অনাস্থানে আইনু  
 আপনি ॥ সার্বভৌমে দেখি রাজা প্রণাম করিল ।  
 এই আসনেতে বৈস তাঁহারে कहিল ॥ মহারাজে  
 ভট্টাচার্য করি আশীর্বাদ । আসনে বসিল । মনে  
 পাইয়া অহ্লাদ ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য করি নিবেদন ।  
 এক শুভ বার্তা আজি করিল শ্রবণ ॥ গোড়ে হৈতে  
 যতীন্দ্র সৎপ্রতি এক জন । নীলাচলে আইল । নাকি  
 করিল শ্রবণ ॥ বড়ই প্রভাব তাঁর পরম করুণ । সর্ব  
 লোক বলে তাঁর অপ্ৰাকৃত গুণ ॥ ভট্টাচার্য বলে যেই  
 শুন সত্য হয় । নীলাচলে লোক ভাগ্যে তাঁহার

উদয় ॥ রাজা বলে আমি যাঞা তাঁহার চরণ । কি  
 রূপে বন্দন করি উপায় কেমন ॥ ভট্টাচার্য বলে রাজা  
 এ অতি দুর্ঘট । ভিন্ন লোক যাইতে নারে তাহার  
 নিকট ॥ বিরলে থাকেন সদা লন কৃষ্ণ নাম । নিক্ষিপন  
 বিনে দেখা নাহি পায় আন ॥ তাঁর সঙ্গী যত তারা  
 সব অকিঞ্চন । তাঁর সঙ্গে সদা আশ্বাদেন প্রেম ধন ॥  
 তথাপি করিতু যত্ন তোমার লাগিয়া । সৎপ্রতি  
 গেছেন তিহো এস্থান ছাড়িয়া ॥ সৎপ্রতি দক্ষিণে  
 তিহো করিল প্রস্থান । পাদপদ্ম দর্শন না হয় সমা-  
 ধান ॥ রাজা বলে নীলাচল ক্ষেত্র হেন স্থান । আপনে  
 ঈশ্বর জগন্নাথ বিদ্যমান ॥ এস্থান ছাড়িয়া কেনে  
 করিল গমন । ভট্টাচার্য বলে শুন করি নিবেদন ॥  
 যত যত তীর্থ আছে পৃথিবী মণ্ডলে । পাপী সক-  
 লের পাপ তাহাতে সঞ্চারে ॥ তীর্থের তীর্থত্ব তবে  
 করে অন্তর্ধান । পুনস্তীর্থ করিবারে সাধুর প্রস্থান ॥  
 সাধুর অন্তরে সদা আছে গদাধর । যেস্থানে যাহেন  
 সাধু সেই তীর্থবর ॥ তীর্থে তীর্থ করিবারে করেন  
 গমন । এমন স্বভাব ধরে সামান্য সজ্জন ॥

॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

ভবদ্রিগা ভাগবতা স্তীর্থিভূতা স্বয়ং প্রভো ।

তীর্থী কুর্কন্তি তীর্থানি স্বাস্তস্তেন গদাভূতা ॥

পয়ার ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হন স্বয়ং ভগবান ।  
 তীর্থ মহাতীর্থ লাগি তাঁহার প্রস্থান ॥ ভট্টাচার্য  
 বলে রাজা বিস্ময় পাইয়া । তুমিহ তাঁহাকে কহ  
 ঈশ্বর করিয়া ॥ লোক মুখে শুনি মোর আছিল

সংশয় । কোথাকার সন্ন্যাসী ঈশ্বর মেনে নয় ॥ এবে  
 সত্য জ্ঞান হৈল শুনি তোমা স্থানে । তবে তাঁরে যত্ন  
 করি না রাখিলা কেনে ॥ পাইল ঈশ্বর তাঁরে কেনে  
 ছাড়ি দিলে । আমি না দেখিনু তাঁর চরণ কমলে ॥  
 ভট্টাচার্য বলে তিহোঁ ঈশ্বর স্বতন্ত্র । নিজেচ্ছায়  
 বিহরে নহেন পরতন্ত্র ॥ ব্রহ্মা আদি লোক পাল  
 ক্রভঙ্কে যাঁহার । যে করণ তাঁই করে বশীভূত তাঁর ॥  
 তবে যার প্রতি তিহোঁ করুণা করিলা । তার বশ হন  
 তিহোঁ সেই এক লীলা ॥ তথাপি যখন তিহোঁ করেন  
 গমন । তখন করিল আমি কতেক শুবন ॥ ব্যগ্র  
 হঞা কাকু বাক্য বলিনু বিস্তর । তবে ভয় দেখাইনু  
 হইয়া মুখর ॥ যদি মোরে ছাড়ি তুমি করিবে বিজয় ।  
 প্রাণ ত্যাগ আমি তবে করিব নিশ্চয় ॥ ব্রহ্মহত্যা  
 লাগিবেক কঁহিল তোমাতে । তথাপি তাঁহারে না  
 পারিল রাখিবারে ॥ তবে তাঁর ধরি দুটি চরণ কমলে ।  
 বিস্তর রোদন কৈলু রাখিবার তরে ॥ তভু নিরপেক্ষ  
 হঞা করিল গমন । যৈছে অনুগৃহ তাঁর নিগ্রহ তেমন ॥  
 প্রকৃতি মহৎ যেই তার এই রীতি । কারুণ্য কাঠিন্য করে  
 যখন যে মতি ॥ উৎকণ্ঠিত রাজা জিজ্ঞাসিল পুনর্বার ।  
 নীলাচলে গমন হইব পুনঃ তাঁর ॥ ভট্টাচার্য বলে  
 পুনঃ করিব গমন । হেথাই আছেন তাঁর যত সঙ্গীগণ ॥  
 রাজা কহে সঙ্গী ছাড়ি একা কেনে গেল । ভট্টাচার্য  
 বলে তাঁরে একাকি বলিলা ॥ বিশ্ব আত্মা তিহোঁ  
 সব সংসার তাঁহার । তথাপিহ আমি মনে করিয়া  
 বিচার ॥ তাঁর সঙ্গে জন কথো বিপ্র সমীচীন । যত



করি পাঠাইয়াছি সর্বার্থে প্রবীণ ॥ রাজা বলে কত  
দূর যাব বিপ্র গণ । গোদাবরী সীমা যাব ভট্টাচার্য  
কন ॥ কিন্তু আমি মনে হেন অনুমান করি । সেতুবন্ধ  
পর্যন্ত যাইব গৌরহরি ॥ রাজা বলে সে অবধি ব্রাহ্মণ  
সকলে । তাঁর সঙ্গে যাইবারে কেনে না कहিলে ॥  
ভট্টাচার্য কহে তাহো কঞা ছিনু তাঁরে । অনুমতি না  
দিলেন সঙ্গে যাইবারে ॥ গোদাবরী পর্যন্ত যে যাবে  
বিপ্র গণ । রামানন্দ দেখাইব ইহার কারণ ॥ রাজা  
কহে তিহো গোদাবরী তীরে রহে । কিবা অনুরোধ  
রামানন্দ পরিচয়ে ॥ ভট্টাচার্য বলে যবে নিশ্চয়  
করিয়া । দক্ষিণে করেন যাত্রা সভারে ছাড়িঞা ॥ তবে  
আমি নিবেদন কৈলু তাঁর পায় । গোদাবরী তীরে  
আছে রামানন্দ রায় ॥ তাঁরে অনুগ্রহ প্রভু করিবে  
অবশ্য । মোরে স্মৃতি হবে যবে শুনিবে রহস্য ॥  
রাজা কহে ভট্টাচার্য কহ মোর স্থানে । রামানন্দ  
এতক সৌভাগ্য কি কারণে ॥ সার্বভৌম বলে রাজা  
শুন কহি সব । রামানন্দ রায় হন সহজ বৈষ্ণব ॥ কৃষ্ণ  
অনুগ্রহে তিহো সব ভদ্র জানে । কৃষ্ণ কথা পূর্বে  
কহিতেন মোর স্থানে ॥ তর্ক নিষ্ঠ ছিনু মুঞি বিদ্যা গর্ব  
বান । উদ্ধত পঢ়ুয়া সঙ্গ নাহি ভক্তি জ্ঞান ॥ না বুঝি  
অগাধ তাঁর বাক্যের বিলাস । পূর্বে আমি তাঁহারে  
করিনু পরিহাস ॥ মোর ভাগ্যে গৌরচন্দ্র আইলা  
নীলাচলে । মোরে অনুগ্রহ কৈল স্বকরণে বলে ॥  
চৈতন্যের অনুগ্রহ সৎপ্রতি হইল । তেঞি আমি  
রামানন্দ মহিমা জানিল ॥ রাজা বলে পরম্পরা শ্রবণ

করিল । তোমা প্রতি তৈছে তাঁর অনুগ্রহ হৈল ॥  
 জানিলাও কৃষ্ণ কৃপা না হয় যাহারে । বৈষ্ণব মহিমা  
 সেই জানিতে না পারে ॥ তুমি অতি ভাগ্যবান প্রভু  
 কৃপা পাইলে । পূর্বে কত ব্রত কত তপস্যা করিলে ॥  
 ভট্টাচার্য্য বলে রাজা আমি অতি মন্দ । কোনো  
 কালে নাহি করি সাধনের গন্ধ ॥ তবে গৌর ভগবান  
 কৃপা যে করিল । লক্ষ বিনা কৃপা তাঁর আপনে আইল ॥  
 নাম গুণ শুনি রাজা অনুরাগী হৈলা । সার্বভৌমে  
 স্বয়ং প্রভু অনুগ্রহ কৈলা ॥ রাজ কার্য্য করিবারে রাজা  
 নাহি যায় । ভট্টাচার্য্য সঙ্গে থাকে প্রভুর কথায় ॥  
 এক দিন দুই জনে গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ । করিছেন ক্রমে  
 ক্রমে আনন্দ তরঙ্গ ॥ হেন বেলে দ্বারী যাঞা উপস্থিত  
 হৈল । সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যে কহিতে লাগিল ॥  
 শুন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণ চৈতন্যের মনে । পাঠাইঞা ছিলে  
 তুমি যে সব ব্রাহ্মণে ॥ গোদাবরী হৈতে তারা  
 আইলা ফিরিয়া । তোমার অপেক্ষা করে দ্বারে দাঁড়া-  
 ইয়া ॥ শুনি ভট্টাচার্য্য যাইতে উৎকণ্ঠিত হৈলা ।  
 হেথাই আনহ বিপ্রে রাজা আজ্ঞা দিল ॥ যে আজ্ঞা  
 বলিঞা দ্বারী করিল গমন । তথাই আনিল বার্তা-  
 হারি বিপ্র গণ ॥ ভট্টাচার্য্য বলে অহো আইস আইস  
 ভাই । গজপতি রহিল বিপ্রে'র মুখ চাই ॥ বিপ্র সব  
 আশীর্বাদ করিল রাজারে । সার্বভৌমে প্রণাম করিল  
 সমাদরে ॥ রাজা বলে বৈস সব ব্রাহ্মণ ঠাকুর ।  
 গৌরাঙ্গ বৃত্তান্ত সব কহত আমূল ॥ রাজা আজ্ঞা বসি-  
 লেন সকল ব্রাহ্মণ । ভট্টাচার্য্য বলে কথা কহ এক

জন ॥ এক বিপ্র কহিতে লাগিল। শুদ্ধমতি । এক  
 চিত্তে শুনে সার্বভৌম গজপতি ॥ নীলাচল হৈতে  
 প্রভু করিল গমন । প্রথমে আলালনাথ কৈল দর-  
 শন ॥ আলালনাথেরে তবে করিল স্তবন । প্রণাম  
 করিঞা তাঁরেকরিলা গমন ॥ মহা মত্ত করীন্দু সমান  
 শীঘ্র যায় । সুমেরুর শৃঙ্গ যেন পবনে উড়ায় ॥ পাছু  
 পাছু ধাঞা ধাঞা চলিলা আমরা । তবু সঙ্গ নাহি  
 পাই গতি অতি দূরা ॥ নিরন্তর শ্রীমুখে বলেন কৃষ্ণ  
 নাম । মেঘধ্বনি শ্রেণী যেন কণা অভিরাম ॥ পথে  
 সে মধুর মূর্তি যেই জন দেখে । এক মনে একদৃষ্টে  
 চাহিএই থাকে ॥ বড়ই আশ্চর্য্য তাঁর দর্শন প্রভাব ।  
 যেই দেখে তার হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ এইমত লোকের  
 হরিঞা মনোনেত্র । অতি অল্প কালে প্রভু গেল।  
 কৃষ্ণ ক্ষেত্র ॥ সার্বভৌম জিজ্ঞাসেন ইহার ভিতরে ।  
 কোন স্থানে ভিক্ষা কি না কৈল কার ঘরে ॥ বিপ্র বলে  
 ইতি মধ্যে ভিক্ষা না হইল । ভট্টাচার্য্য বলে তুমি  
 সব কি করিল। ॥ বিপ্র বলে যথা লাভ পথে যে  
 পাইল । তাই থাইয়া তাঁরে দেখি পাছু পাছু গেল ॥  
 যদি কোথা আহার করি থাকিব পশ্চাৎ । তবে জানি  
 পুনঃ তাঁরে না পাই সাক্ষাৎ ॥ এই ভয়ে পাণ্ডুরক্ষা লাগি  
 কিছু খাঞা । আমরা প্রভুর পাছু গেলু ধাঞা ধাঞা ॥  
 কৃষ্ণ ক্ষেত্রে যাঞা কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া । শ্লোক পটি  
 স্তব করি আছেন দাঁড়াঞা ॥ সেই স্থানে ছিল। কৃষ্ণ  
 নামে দ্বিজবর । তাঁর মহা ভাগ্য বৃক্ষ ধরিলেক ফল ॥  
 তাঁর ঘরে মহাপ্রভু করিলা গমন । সেই বিপ্র শ্রদ্ধা

করি কৈল নিমজ্ঞ ॥ তাঁর ঘরে ভিক্ষা করি করিলা  
 যে কার্য্য । সে অতি অদ্ভুত কি কহিব ভট্টাচার্য্য ॥  
 ভট্টাচার্য্য বলে 'সেই কি কার্য্য করিল । বিপ্র কহে  
 শুন আমি যে রূপ দেখিল ॥ সেই ক্ষেত্রে এক বিপ্র  
 আছিল নিন্দিত । বাসুদেব নাম তার বড়ই কুৎ-  
 সিত ॥ সর্ব্ব অঙ্গে গলিত কুণ্ড বহু কৃমি তায় । নির-  
 স্তর রক্তরসা পড়ে তার গায় ॥ রসাতে রুধিরে ক্লিন্ন  
 তাঁর সর্ব্ব গায় । তাহাতে বিস্তর কৃমি ইতি উতি  
 ধায় ॥ লোকের নিকটে সেই না পায় থাকিতে । ঘৃণা  
 লাগে লোকে কেহো না দেই আসিতে ॥ কুস্থানে  
 থাকেন কারে কিছুই না কয় । কিন্তু তার রীত শুনি  
 লাগিল বিষয় ॥ কদাচিৎ কোন কৃমি যদি ভূমে  
 পড়ে । বড়ই উদ্বেগ তবে পায়েন অন্তরে ॥ ধীরে ধীরে  
 নিজ হস্তে সেই কৃমি লঞা । তার স্থানে যত্ন করি  
 দেন বসাইয়া ॥ পুনঃ কৃমি যবে তাতে চলিয়া বেড়ায় ।  
 তখন উদ্বেগ ঘুচে চিত্তে সুখ পায় ॥ মগ্ন হঞা মনে  
 মনে কিমন ধেয়ায় । অত্যন্ত সুশাস্ত মূর্ত্তি কোথায়  
 না যায় ॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আসিলা বসিয়া ।  
 অকস্মাৎ সিংহ গতি চলিলা ধাইয়া ॥ কেহো তাঁরে  
 না কহিল বিপ্রে'র প্রস্তাব । আপনেই গেলা প্রভু  
 অগম্যানুভাব ॥ আমরাহ তাঁর পাছে গেলাও সত্বরে ।  
 কোথা যান কি করেন দেখিবার তরে ॥ কুণ্ডী বিপ্র  
 পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র । চিরকালে পাইল যেন  
 অতিশয় বন্ধু ॥ দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিঞা দামোদরে ।

গাটতর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে ॥ রক্ত রসা কৃমি  
দেখি ঘণা না করিল ॥ আলিঙ্গন করি তাঁরে বড় সুখী  
হৈল ॥ বিপ্র বলে হায় হায় কি কার্য্য করিল ॥ অতি  
বিভৎসিত মোরে কেনে আলিঙ্গিল ॥ ততঃপর  
সুদামা কহিল দ্বারকায় ॥ সেই শ্লোক পটি বিপু পুভুকে  
শুনায় ॥

॥ তথাহি ॥

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ কুরুষঃ শ্রীনিকেতনঃ ।

ব্রহ্ম বন্ধরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্বিতঃ ॥

পয়ার ॥ কোথা আমি দরিদ্র পরম পাপীজন ।  
কোথা কৃষ্ণ ভগবান লক্ষ্মী নিকেতন ॥ নিন্দিত ব্রাহ্মণ  
মোরে ঘণা না করিল ॥ বাহু প্রসারিয়া মোরে আলি-  
ঙ্গন কৈল ॥ এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পটিল ॥ সেই  
ক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল ॥ রক্ত রসা কৃমি কুণ্ড  
সব কোথা গেল ॥ পুকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হৈল ॥  
তা দেখিয়া বাসুদেব কহিল প্রভুরে ॥ এমন সুন্দর  
কেনে করিলে আমারে ॥ তুমিত ঈশ্বর পার সকল  
করিতে ॥ কিন্তু আমি ব্যাধি হঞাছিলু মুঞ্চ চিত্তে ॥  
নিরুদ্ধেগে সুখে ছিনু স্থির ছিল মনঃ ॥ নিরন্তর স্মৃতি  
ছিল গোবিন্দ চরণ ॥ সৎপ্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে  
না পাব ॥ বিষয়ে আসক্ত মনঃ নানা দিগে যাব ॥ কৃষ্ণ  
সুখ ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয় সুখ দিলে ॥ ব্যাধি ঘুচাইয়া কেনে  
এমন করিলে ॥ তা শুনিয়া সদ্রব হইল প্রভুর মনঃ ॥  
কহিতে লাগিল তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ পুনর্বার  
তোমার গোবিন্দ স্মৃতি বিনা ॥ না হব ব্যাপার বাছে

মনে দুর্ভাসনা ॥ অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর ।  
ভক্তি সুখ আশ্বাদন কর নিরন্তর ॥ রাজা বলে ভট্টা-  
চার্য অবধান কর । সত্য মনে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ  
ঈশ্বর ॥ কদাচিৎ জীবে নাহি ঘটে একরুণা । এমন  
কুষ্ঠীরে আলিঙ্গয়ে কোন জনা ॥ যোগীন্দ্র যে সেহো  
কুষ্ঠ ঘুচাইতে নারে । ঈশ্বর নহিলে হেন করুণা কে  
করে ॥ সার্বভৌম বলে প্রভু তবে কি করিল । বিপ্র  
বলে তা বই নৃসিংহ ক্ষেত্রে গেল ॥ ভগবান নৃসিংহে  
করিল পরণাম । শ্লোক পটি স্তুতি কৈল গৌর গুণধাম ॥

॥ তথাহি ॥

উগ্রোপানুগ্রএবারং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ।

কেশরীব স্বপোতানা মন্যেযানুগ্রবিক্রমঃ ॥

পয়ার ॥ প্রদক্ষিণ করি তবে করিল প্রস্থান ।  
কাঞ্চন অচল কান্তি গৌর ভগবান ॥ অঙ্গ কান্তি পুঞ্জ  
পুঞ্জ বাহির হইল । সকল দক্ষিণ দিগ গৌর বর্ণ হৈল ॥  
গৌরাঙ্গের দরশন করুণা তরঙ্গী । সর্ব লোক চিত্ত  
দ্রবে যে দেখে সে ভঙ্গী ॥ নিরন্তর শ্রীমুখে বলেন কৃষ্ণ  
নাম । কেবল নামেই শ্লোক পটি পটি যান ॥

॥ তথাহি ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহিনঃ ॥

পয়ার ॥ মেঘের গজ্জন হেন গম্ভীর সুস্বরে ।  
এইমত নাম লঞা চলিল সত্বরে ॥ একে সে মধুর  
মুখ তাহে সে সুস্বর । তাহে কৃষ্ণ নাম বলে সুমধুর  
তর ॥ যে শুনে তাহার শ্রুতি আহাদিত হয় । লোক

চিত্ত হরি লঞা করিল বিজয় ॥ নার্বভৌম বলে বিপ্র  
 সত্য কহ তুমি । তাঁহার স্বভাব এছে দেখিয়াছি  
 আমি ॥ বিপ্র কহে ততঃপর গেলা গোদাবরী । তার  
 তীরে বিশ্রাম করিল গৌরহরি ॥ গৌর মূর্ত্তি জগ-  
 জ্জনন মনঃ অভিরাম । নিরুপম করুণার পরম  
 আরাম ॥ গৌর ভগবানে প্রেম সেই ভাগ্যবান ।  
 শ্রীঅঙ্কের পরিমল অতি অনুপাম ॥ কনক কেতকী  
 বনে যেন পরিমল । গন্ধে আনোদিত কৈল দশ দিগ  
 মণ্ডল ॥ সর্ব গুণ নিলয় চৈতন্য ভগবান । আপনি  
 প্রকাশি বার্তা গেল সর্ব স্থান ॥ গোদাবরী তীরে ছিল  
 যতেক ব্রাহ্মণ । গন্ধ পাঞা বিম্বিত হৈল সভার মনঃ ॥  
 কি আশ্চর্য্য কে ইনি বটেন ইহা বলি । দেখিতে আইলা  
 সব ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ॥ রূপ দেখি সভার নয়ন জুড়াইল ।  
 অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখি প্রণাম করিল ॥ প্রভু বলে উঠ  
 উঠ কহ কৃষ্ণনাম । শ্রীমুখের বাক্যে সভার জুড়াইল  
 কান ॥ এক বিপ্র কৃষ্ণভক্ত প্রভুকে দেখিয়া । হস্ত  
 ষোড় করি কহে সমুখে দাঁড়াঞা ॥ গোসাঁঞের ভিক্ষা  
 আজি আমার মন্দিরে । অনুমতি দিয়া প্রভু কৃপা  
 কৈল তাঁরে ॥ প্রামে প্রামে ঘরে ঘরে হৈল মহাধ্বনি ।  
 আইলা অদ্ভুত এক অদ্ভুত ন্যাসী মণি ॥ সর্ব লোক  
 ঞ্জতি কান্ত প্রভুর বৃত্তান্ত । অনন্ত রহস্য সভে কহেন  
 নিতান্ত ॥ তা শুনিঞা রামানন্দ রায় তথা ছিল । গ্রহ  
 প্রস্তু প্রায় হঞা দেখিতে চলিল ॥ মন্ত্রাক্ষর হৈলে  
 যেন রহিতে না পারে । চমৎকার হৈল রামানন্দের  
 অন্তরে ॥ রামানন্দ শীঘ্র আইলা যথা গৌর চন্দ্র ।

গজপতি বলে ধন্য ধন্য রামানন্দ ॥ চৈতন্য চরণ পদ্ম  
 দেখিল নয়নে । মুঞি অভাগার মাত্র না হৈল দর্শনে ॥  
 সার্বভৌম বলে রাজা তুমি ভাগ্যধর । প্রভুপাদ পদ্মে  
 তোমার ভক্তি দৃঢ় তর ॥ ভক্তি যার কৃষ্ণ তার জানিহ  
 নিশ্চয় । ভক্তি বিনা কৃষ্ণ দেখিলেই কিবা হয় ॥ কৃষ্ণ  
 দেখিলেক পূর্বে অসুরের গণ । শত্রু বুদ্ধি হৈল কৃষ্ণ  
 সঙ্গে কৈল রণ ॥ কৃষ্ণতে বিমুগ্ধ হৈয়া মূর্ত্ত হৈয়া গেল ।  
 কোন শাস্ত্রে কোন লোকে তাঁরে প্রশংসিল ॥ গোবিন্দ  
 চরণে ভক্তি প্রহ্লাদ করিল । অদৃশ্যেহ কৃষ্ণ তাঁরে  
 সর্বত্র রাখিল ॥ পশ্চাৎ তাঁহার লাগি কৈল অবতার ।  
 ভজ তাঁরে তবে জেনো গৌরাঙ্গ তোমার ॥ মিথি-  
 লাতে বহলাশ্ব রাজা ভক্ত ছিল । আপনেই যাঞা  
 কৃষ্ণ তাঁরে দেখা দিল ॥ বার্ত্তাহারি বিপ্র কহে শুনহ  
 রাজন । রামানন্দ আসি কৈল প্রভু দরশন ॥ প্রভু  
 দেখি দু নয়নে দশ বিশ ধার । অঙ্গ বাঞা বাঞা পড়ে  
 লেখা নাহি তার ॥ পাদ পদ্ম নিকটে করিল পরণাম ।  
 অনুগ্রহ কৈল তাঁরে গৌর ভগবান ॥ কোনো কালে  
 দেখা নাঞি তভু গৌরচন্দ্র । আপনি বলিল অয়ে তুমি  
 রামানন্দ ॥ রামানন্দ তা শুনিয়া পাইল চমৎকার ।  
 কেমতে সহসা নাম জানিল আমার ॥ রায় কহে  
 প্রভু মোর ওই নাম হয় । তবে উঠি আপনে গৌরাঙ্গ  
 দয়াময় ॥ দৃঢ় আনিঙ্গন করি কান্দিতে লাগিল ।  
 দুই জন প্রেমানন্দ সমুদ্রে ডুবিল ॥ রোমাঞ্চসঞ্চয়ে  
 চঞ্চলায়মান গাত্র । গভীর সুধীর স্থির নহে তিল  
 মাত্র ॥ কথোক্ষণে ধৈর্য্য করি বসিল চৈতন্য । রামা-



নন্দে কহে তুমি ভাগবত ধন্য ॥ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য  
 রহে নীলাচলে । তাঁর সঙ্গে ছিলুঁ কৃষ্ণ কথা কুতূহলে ॥  
 তথা হৈতে যাত্রা আমি করিল যখন । সার্বভৌম  
 মোর প্রতি কহিল তখন ॥ রামানন্দ রায় আছে  
 গোদাবরী তীরে । তাঁর সঙ্গে মিলিবে বিস্তর বৈল  
 মোরে ॥ তিহোঁ মোরে বিস্তর তোমার গুণ গণ । কহি-  
 য়াছে তা শুনি সোৎকণ্ঠ ছিল মনঃ ॥ বাঞ্ছা কপ্তরু  
 কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধ কৈলা । অন্মায়ামে আনি তোমা মোরে  
 মিনাইলা ॥ তোমার অপেক্ষা করি আছিলুঁ বসিঞা ।  
 বড় কার্য্য কৈলে তুমি আপনি আসিয়া ॥ সর্বৈষ্য  
 কবি তুমি পণ্ডিত অগাধ । তোমা স্থানে কৃষ্ণ কথা  
 শুনিতে হয় সাধ ॥ রায় কহে মোর হয় শূদ্র কুলে  
 জন্ম । সদা বিষয়ীর সম্বন্ধ বিষয়ের কৰ্ম্ম ॥ তোমা  
 দেখিল আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । কি কথা কহিব আমি  
 তোমার গোচর ॥ প্রভু কহে জাতি কুল একোন  
 বিচার । যার কৃষ্ণ ভক্তি সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥

॥ তথাহি ॥

চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণঃ ।

কৃষ্ণ ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি স্বপচাধমঃ ॥

পয়ার । বিদুরের জন্ম হইল দাসীর গর্ভতে । ধৃত-  
 রাষ্ট্রে উপদেশ করিল কেমনে ॥ ক্ষত্রি কুলে জন্ম হইল  
 জনক রাজার । শুকদেবে উপদেশে কিবা হেতু তার ॥  
 প্রতিলোম জাত সূত নৈমিষ কাননে । কৃষ্ণ কথা শূনি-  
 লেন মহামুনি গণে ॥ অতএব রায় তুমি ছাড়হ বঞ্চন ।  
 কৃষ্ণ কথা কহি পূর্ণ কর মোর মনঃ ॥ এই কথা রামা-

নন্দ শুনি প্রভু স্থানে । কোন কালে পরিচয় নাহি তাঁর  
মনে ॥ কেবা ইনি কিবা নাম কিবা অভিপ্রায় । কোথা  
জন্ম কিবা তত্ত্ব কি শুনিতে চায় ॥ প্রভুর বিশেষ কিছু  
না জানেন রায় । দর্শনে জানিলা সব তাঁর অভিপ্রায় ॥  
কত কাল সখ্য যেন ছিল তাঁর মনে । নিঃসাধুসে রামা-  
নন্দ কহে প্রভুর স্থানে ॥ প্রভু আগে এক শ্লোক পড়ে  
রামানন্দ । হির চিত্ত হঞা শুনিলেন গৌরচন্দ্র ॥

॥ তথাহি ॥

মনো যদি ন নিষ্ক্ৰি়তং কিমমুনা তপস্যাদিনা,

কথং সমনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ ।

কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি ন হস্ত চেতোদ্রবঃ,

স বা কথমহোভবেদ্যদি ন বাসনা কালনং ॥

পয়ার ॥ নিজ মনঃ জিনিতে নারিল যেই জন । সে  
জন্য তপস্যাদি কোন প্রয়োজন ॥ যদি নাহি চিন্তা  
করে মনেতে মাধব । তবে মনঃ জয় করিবাও অস-  
ম্ভব ॥ মাধবের চিন্তন করিলে কিবা হয় । চিন্তিতে  
চিন্তিতে যদি চিত্ত দ্রব নয় ॥ দুর্ব্বাসনা কালন না হয়  
যত দিনে । মনঃ দ্রব কেমনে হইব কিবা চিহ্নে ॥

পয়ার ॥ এত শুনি ভগবান কহে গৌরচন্দ্র ।  
এহো কথা বাহু সে কহিলে রামানন্দ ॥ প্রশ্নোত্তর  
এক শ্লোক রামানন্দ মনে । করিলেন গৌরচন্দ্র শুন  
ভক্ত গণে ॥

॥ তথাহি ॥

কা বিদ্যা, হরিভক্তিৱেব, ন পুন বেদাদি নিষ্কাততা,

কীর্ত্তিঃ কা, ভগবৎ পরোহরমিতি বার্থ্যাতি নদানাদিজ্ঞা ।

কা শ্রীঃ, তৎ প্রিয়তা ন বৈ ধন জন গ্রামাদি ভূয়িষ্ঠতা,  
কিং দুঃখং ভগবৎ প্রিয়স্য বিরহো নোহুদ্ব গাদি ব্যথা ॥

পয়ার । ভগবান বলে তুমি বিদ্যা বল কারে । হরি  
ভক্তি মহাবিদ্যা রামানন্দ বলে ॥ বেদ আদি শাস্ত্রে-  
তে প্রবীণ যেই জন । অভ্যাসী তাহারে বলি না হয়  
বিদ্বান ॥ প্রভু কহে বল দেখি কীৰ্ত্তি নাম কার । রায়  
কহে ভক্ত বলি খ্যাতি হয় যার ॥ দান আদি যজ্ঞ আদি  
করিলে যে হয় । হরি ভক্তি বিনা সে প্রতিষ্ঠা কিছু  
নয় ॥ ভগবান বলে শ্রী কাহারে তুমি বল । রায় কহে  
গোবিন্দ প্রিয়তা শ্রী অচল ॥ ধন জন বিস্তর গ্রামাদি  
থাকে যার । হরি প্রীতি বিনে সে সম্পদ ছার খার ॥  
প্রভু কহে রামানন্দ দুঃখ কারে কহ । রায় কহে দুস্ক  
কৃষ্ণ ভক্তের বিরহ ॥ হৃদয়ের ত্রণ আদি ব্যথা যত  
হয় । কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ সমান কেহ নয় ॥

ভগবান্, ভদ্রং কে মুক্তাঃ ॥

পয়ার ॥ ভগবান বলে ভাল মুক্ত বল কারে ।  
রামানন্দ বলে শুন মুক্ত বাণী যারে ॥

॥ তথাহি ॥

প্ৰীত্যাশক্তি হরি চরণয়োঃ সানুরাগেন রাগে,  
প্ৰীতিঃ প্রেমাহতিশয়িনি হরে ভক্তিযোগেন যোগে ।

আস্থাতস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে,  
যেবাং তে হি প্রকৃতি সরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ ॥

পয়ার ॥ শ্রীহরি চরণে সানুরাগ প্ৰীত্যাশক্তি । বিষয়  
পঞ্চকে যেই মানয়ে বিপত্তি ॥ প্রেম যুক্ত হরি ভক্তি  
যোগে যার প্রীতি । যোগ মাগে উদয়াস্তে যাহার হয়

মতি ॥ হরি প্রীতি রভসের উপদেহে আস্থা । দেহে  
আস্থা হীন কৃষ্ণ বিনে দূরবস্থা ॥ প্রকৃতি সরস তারা  
ভঞ্জন আনন্দে ॥ মুক্ত শিরোমণি তারা মুক্ত তারে  
বন্দে ॥ সালোক্যাদি মুক্তি পাঞ সুখ ভোগ করে ।  
তারে মুক্ত নাহি বলি কহিলো গোচরে ॥

॥ তথাহি ॥

কিং জ্যেয়ং ব্রজং কেলি কন্ম,

কি মিহ শ্রেয়ঃ সত্যং সঙ্কতিঃ,

কিং স্বর্ভব্য অঘারি নাম,

কি মনুধ্যেয়ং মুরারেঃ পাদং ।

কু স্থেয়ং ব্রজু এব

কিং শ্রবণয়ো রানন্দি বৃন্দাবন ক্রীড়েকা

কিমুপাস্য মত্র মহসী শ্রীকৃষ্ণ রাধাভিধে ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে জ্যেয় তুমি বলহ কাহারে । ব্রজ  
কেলি কন্ম জ্যেয় রামানন্দ বলে ॥ ভগবান বলে কিবা  
শ্রেয় অতিশয় । সতের সঙ্কতি শ্রেয় রামানন্দকয় ॥  
প্রভু কহে লোকের স্বর্ভব্য কিবা হয় । স্বর্ভব্য অঘারি  
নাম রামানন্দ কয় ॥ প্রভু কহে ধ্যেয় কারে বল রামা-  
নন্দ । রামানন্দ বলে কৃষ্ণ চরণারবিন্দ ॥ ভগবান বলে  
স্থেয় কোথা বল তুমি । রামানন্দ বলে বাসোত্তম ব্রজ  
ভূমি ॥ প্রভু কহে কর্ণানন্দ দায়ী কিবা হন । বৃন্দাবন  
ক্রীড়া একা রামানন্দ কন ॥ ভগবান বলে তবে কিহয়ে  
উপাস্য । রায় কহে রাধাকৃষ্ণ উপাস্য প্রশংস্য ॥

পয়ার ॥ ভগবান বলে ভাল ভাল কহ কহ । রামা-

নন্দ মনে বড় হইল সন্দেহ ॥ যে কিছু প্রশ্নানুরূপ  
কহিলু যতনে । ইতঃপর কি বলিব চিন্তে মনে মনে ॥  
এখন যে বক্তব্য তা শুনিঞা ইহার । সুখ ইয়ে নহে  
কিবা করি কি বিচার ॥ ঋণ এক এই মত করি বিচি-  
ন্তন । প্রকাশিয়া পুনঃ করে শ্লোক উচ্চারণ ॥

॥ তথাহি ॥

নির্বাণ নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা,  
চুষ্যন্ত নাম রসতত্ত্ব বিদো বয়ন্ত ।  
শ্যামামৃতং মদন মন্তর গোপরামা,  
নেত্রাঞ্জলী চুলিকিতা বসিতং পিবাম ॥

পয়ার ॥ নির্বাণ নিম্বের ফল রসানভিজ্ঞ জন । চুষুক  
যে যার ইচ্ছা মোর এবচন ॥ মদন মন্তর গোপ রামা  
নেত্রাঞ্জলে । পান কৈল শ্যামামৃত যথেষ্ট প্রকারে ॥  
তার অবশিষ্ট যে আছেন শ্যামামৃত । রস তত্ত্ব বেভা  
মোরা পিব সুনিশ্চিত ॥

পয়ার ॥ প্রভু বনে যে বলিলা সমানার্থ সেই ।  
পুনঃ আর কহ কণ-রসায়ন যেই ॥ রামানন্দ কহে  
ইতঃপর প্রতিপাদ্য । কিছুই না দেখি নহে মোর  
বুদ্ধি সাধ্য ॥ কি বলিব এমতি বিচারি নিজ মনে ।  
প্রকাশ করিয়া পুনঃ কহে প্রভু স্থানে ॥

॥ তথাহি ॥

লীড়ানেবপথশ্চকোর যুবতী যুখে নয়ঃ কুরুতে,  
সদ্যঃ স্ফাটিকয়ন্তি রত্ন ঘটিতাং যাঃ পাদপীঠাবলীং ।  
যাঃ প্রস্ফালিত মূর্তয়ো জললব প্রসন্দ শঙ্কাকৃত,  
স্তাঃ কৃষ্ণস্য পদাজয়ো নখ মণি জ্যোৎস্মাশ্চিরং পাস্তনঃ ॥

পয়ার । কৃষ্ণ পাদ পদ্ব দশ নথ মণি হয় । অপূর্ব  
কাহিনী তার বর্ণন না যায় ॥ যে যে পথে চলি যান  
গোবিন্দ চরণ । সেই সেই পথে আসি চকোরীর গণ ॥  
চন্দ্র জ্যোৎস্না । অমে পথ লিহে বার বার । আর শুন  
নথের চরিত্র চমৎকার ॥ রত্ন পাদ পীঠে যবে ধরেন  
চরণ । স্ফটিকের পাদ পীঠ হেন হয় ভ্রম ॥ পাথালি  
। মাজিয়া যেন ধরিল চরণ । জল খসি পড়ে যেন নথের  
কিরণ ॥ সেই কৃষ্ণ পদ জ্যোৎস্না । আমা সভাকারে ।  
চিরকাল রক্ষাকর রামানন্দ বলে ॥

পয়ার ॥ প্রভু কহে কাব্য এই পুনঃ কহ আর ।  
রামানন্দ মনে ক্ষণ করিঞা বিচার ॥

॥ তথাহি ॥

শ্রীবৎসস্য চ কৌস্তভস্য চ রমা দেব্যাশ্চ গর্ভাকরো,  
রাধা পাদ সরোজ যাবক রসো বক্ষঃস্থলস্থো হরে ।  
বালার্ক দ্যুতি মণ্ডলীব তিমিরৈশ্ছন্দেন বন্দী কৃতা,  
কালিন্দ্যাঃ পয়সীব পীব বিকচং শোণোৎপলং  
পাতনঃ ॥

পয়ার ॥ রাধিকার পাদ পদ্ব যাবকের রস । গোবি-  
ন্দের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সুরস ॥ শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি  
লক্ষ্মী দেবী আর । বক্ষের ভূষণ তারে করিল ন্যাকার ॥  
বিহানের সূর্য্য যেন কপটে তিমিরে । বন্দি করিয়াছে  
হেন বক্ষে শোভা করে ॥ কালিন্দীর জলে যেন রক্ত  
উৎপল । ঐছে শোভা করে যাবকেতে বক্ষঃ স্থল ॥  
হরি বক্ষঃ স্থিতা সেই রাধিকা যাবক । আমা সভা  
রক্ষাকরু কহে এই শ্লোক ॥

পয়ার । প্রভু কহে এই শ্লোক কাব্য পূর্বমত । রামা-  
নন্দ তবে কিচু হইল। স্বগিত ॥ পুনরার ধরি প্রভর  
দুখানি চরণ । রামানন্দ শ্লোকদ্বয় করিল পঠন ॥

॥ তথাহি ॥

সখিন সরমণো নাহংরমণীতি ভিদাবয়ো রাস্তে ।

প্রেম রসেনোভয় মনইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ ॥

পয়ার । এসখি শুন এই অদভূত বাণী । শ্যাম  
পিরিতি রস কহই না জানি ॥ সোই রমণ হাম তাক  
রমণী । ঐছে ভেদ দোহে পহিলে না জানি ॥ নিজ  
বলে প্রেম রস দিয়া দোহা মনঃ । পেষিয়া এক  
করু কৌতুকী মদন ॥ এই পর আর কিবা আছয়ে  
বিচিত্র । বুঝয়ে না পারিয়ে প্ৰেম চরিত্র ॥

॥ তথাহি ॥

অহংকান্তা কান্ত স্তুমিতি নতদানীং মতি রত

মনো বৃত্তি লুপ্তা ত্বমহ মিতি নোধীরপি হতা ।

ভবান্ভক্তা ভাষ্যাহ মিতি যদিদানীং ব্যবসিতি,

সুতথাপি প্রাণানাং স্থিতি রিতি বিচিত্রং কিমপরং ॥

পয়ার ॥ আমি কান্তা তুমি কান্ত ঐছন মতি ।  
পূরবে না ছিল এহ শুন যদুপতি ॥ তুমি আমি হেন  
বুদ্ধি না ছিল দোহার । মনোবৃত্তি লোপ ইবে হৈল  
দোহাকার ॥ এবে মোর ভর্তা তুমি হেন ভেল মতি ।  
আমি সে তোমার ভাষ্যা এই ব্যবসিতি ॥ তথাপি  
প্রাণের স্থিতি আছয়ে শরীরে । ইহা বই কি বিচিত্র  
আছয়ে সমসারে ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম বলে ইহা শুনি গৌরচন্দ্র । কহ

বিপ্র পুনঃ কি কহিল রামানন্দ ॥ বিপ্র কহে অতঃপর  
কথা না কহিল । শুন ভট্টাচার্য্য তবে কিরূপ দেখিল ॥

॥ তথাহি ॥

ধৃত ফণ ইব ভোগী গারুড়ী যস্য গানং, তদুদিত মতি  
রত্নাকর্ণয়ন সাবধানং । ব্যধিকরণয়াবানন্দ বৈবশ্যতো  
বা, প্রভরথ করপদ্বেনাস্যমস্যাংপদন্ত ॥

পয়ার ॥ গারুড়ীয় গান যবে শুনে সপর্বর ।  
ফণা প্রসারিয়া যেন শুনয়ে নিশ্চল ॥ এই মত তার  
কথা শুনি সাবধান । নিশ্চল হইয়া রহিলেন ভগ-  
বান ॥ আনন্দ বিবশে কিবা অযুক্ত শুনিল । নিজ  
হস্ত পদে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে ভট্টাচার্য্য একোন সন্দর্ভ ।  
ভট্টাচার্য্য কহে রাজা আছে হেতু গন্ত ॥ নিরুপাধি  
প্রেম কভু উপাধি না হয় । শ্লোকের পূর্বাঙ্কে তাহা  
করিল নিশ্চয় ॥ নিরুপাধি রাধাকৃষ্ণ প্রেম যে  
শুনিল । তাই প্রভু পুরুষার্থ করিয়া মানিল ॥ তবে  
যে তাহার মুখ প্রভু আচ্ছাদিল । রহস্য প্রকাশ  
হেতু তোমারে কহিল ॥ বিপ্র কহে রামানন্দ প্রভুকে  
দেখিয়া । নিজ মস্তকের কেশ দুগুচ্ছ করিয়া ॥ প্রভুর  
চরণ যুগে বেটিয়া চিকুর । কান্দিয়া কহেন কিছু  
বচন মধুর ॥ সেই তুমি প্রভু মোর হৃদয় ঈশ্বর । রস  
নাট্য লীলা গুরু রসিক শেখর ॥ আর কিবা শুধ  
আমি করিব তোমারে । নানা মূর্ত্তিধর তুমি সহস্র  
আচারে ॥ সৎপ্রতি সম্মানী হঞা করিছ ভ্রমণ । এ  
বেশে তোমার মোর নহে বিস্মাপন ॥ ইহা বলি চরণ



কমল দুটি ধরি । বিস্তর কান্দিলারায় ফুকরি ফুকরি ॥  
 মাঝে মাঝে কিচু কিচু গদ গদ স্বরে । আনন্দে কহেন  
 রায় প্রভুর গোচরে ॥

॥ তথাহি ॥

আকস্মিকোন্ বিধিনা নিধিরভ্য নায়ি, ভগ্নঃ কিমিন্দুর  
 মৃতস্য যদেষপাতঃ । আনন্দ ভ্রূহ ফলং সুবিপচ্য-  
 রীগাং, দৃষ্টং যদেব তবদেব পদারবিন্দং ॥

পয়ার ॥ অকস্মাৎ বিধি মোরে নিধি দিল আনি ।  
 কিবা চন্দ্র ভাঙ্গি পড়ে সুধা রস খানি ॥ কিবা  
 আনন্দের বৃক্ষ সুবিপক ফল । কি ভাগ্যে পড়িল  
 খসি আমার গোচর ॥ তোমার চরণ পদ দেখিল  
 নয়নে । বহু দিনে কৃতার্থ করিলে দীন জনে ॥ কিন্তু  
 আমি স্বপ্নে আজি যেমন দেখিল । সেই স্বপ্ন সাক্ষাৎ  
 তোমার পাদ পাইল ॥

পয়ার ॥ ইহা বলি পুনর্বার ধরি শ্রীচরণ ।  
 মহাসুখে রায় করে আনন্দ ক্রন্দন ॥ মহাপ্রভু ধরি  
 গাঢ় আলিঙ্গন কৈল । দোহা আলিঙ্গিয়া দোহে পুমে  
 মত্ত হৈল ॥ অতঃপর নিমন্ত্রণ কৈল যে ব্রাহ্মণ ।  
 প্রভুর নিকটে তিঁহো করিল গমন ॥ অপরাহ্ন বেলা  
 প্রভু হইল সৎপ্রতি । ভিক্ষাকর চল প্রভু আমার  
 সৎহতি ॥ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন । হেন  
 কালে আসি সব বন্দিলু চরণ ॥ গোদাবরী হৈতে  
 সন্তে দেখি শ্রীচরণ । নীলাচল আইলাউ কৈল  
 নিবেদন ॥ ততঃপর মহাপ্রভু কি কৰ্ম করিল । আমরা  
 তাহা নাহি জানি নিবেদন কৈল ॥ ভট্টাচার্য বলে ভাল

করহ বিশ্বাম । ব্রাহ্মণ সকল বসিয়াছে সেই স্থান ॥  
প্রভু বার্তা শুনি রাজা মল্লভট্ট হইল । বস্ত্র রত্ন আদি  
বহু বিপ্র গণে দিল ॥ সাদরে ব্রাহ্মণ সব রাজ দত্ত  
লঞা ॥ নিজ নিজ গৃহে গেল আনন্দিত হঞা ॥  
রাজা আর সার্বভৌম বসি দুই জনে । প্রভু বার্তা  
কহে সদা প্রেমদাস ভণে ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা গজপতি ।  
দৌহে গৌরাঙ্গের গুণ কহে শুদ্ধ মতি ॥ হেন কালে  
দ্বারী গেল রাজার সাক্ষাৎ । এক সমাচার কহে করি  
যোড় হাথ ॥ কর্ণাট দেশের রাজার নিজ মন্ত্রীবর ।  
পাঠাইয়া দিল তাঁরে তোমার গোচর ॥ পণ্ডিতের  
রাজা তিহো মল্লভট্ট নাম । দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন সবে  
উপায়ন ॥ সার্বভৌম বলে আমি তানে ভাল জানি ।  
পরম পণ্ডিত তিহো সর্ব শাস্ত্রজ্ঞানী ॥ গজপতি  
বলে শীঘ্র আনহ তাঁহারে । যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বারী  
আনিল সত্ত্বরে ॥ মল্লভট্ট দেখি সার্বভৌম কুতু-  
হলী । প্রত্যুত্থান কৈল তাঁরে আস্য আস্য বলি ॥  
মল্লভট্ট রাজারে করিয়া আশীর্বাদ । ভট্টাচার্য্য বলে  
তুমি কি কর প্রমাদ ॥ মোরে দেখি প্রত্যুত্থান কেনে  
কর তুমি । তোমার এমত আদরণীয় নহি আমি ॥  
অথবা যে সাধু তার এমতি আচার । সাহজিক সাধুর  
বিনয় অলঙ্কার ॥

॥ তথাহি ॥

সদৈব তুঃ কিল কাঞ্চনাচলঃ, সদৈব গভীর তমাঃ পয়োধরাঃ ।  
সদৈব ধীরা বিনয়ৈ কভূষণা, লক্ষ্মীঃ প্রকৃতিৈব জনৈঃ সমীয়তে ॥

## ঐচ্ছন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

পয়ার ॥ রাজা কহে তুমি ভউ বৈস এ আসনে ।  
যে আজ্ঞা বলিয়া ভউ বৈসে সেই স্থানে ॥ মল্লভউ  
কর্ণাটের যত উপায়ন । গজপতি সাক্ষাতে করিল  
সমর্পণ ॥ তুষ্ট হঞা গজপতি জিজ্ঞাসে ভউেরে ।  
কর্ণাটাধিপতির কল্যাণ কহ মোরে ॥ ভউ কহে  
তুমি হেন সুহৃদ যাঁহার । মহারাজ সতত কুশল হয়  
তঁার ॥ কিন্তু তাঁর সৎপ্রতি কুশলাধিক্য হয় । রাজা  
কহে সে কি তাহা শুনিতে আশয় ॥

॥ তথাহি ॥

এতস্মাজ্জন পদতঃ সতীর্থ যাত্রা,  
ব্যাজেন দ্রুত কনকদ্যুতি যতীন্দ্রঃ ।  
কোপ্যেকো যদবধি হন্ত দক্ষিণাশাং,  
সংপ্রাপ্ত স্তদবধি সোপি নিবৃত্তাত্মা ॥

পয়ার ॥ মল্লভউ কহে রাজা এই দেশ হৈতে ।  
এক ন্যাসীবর গেলা কর্ণাট দেশেতে ॥ প্রতপ্ত কাঞ্চন  
হেন তাঁর অঙ্গ দ্যুতি । অনির্বচনীয় তাঁর আকৃতি  
প্রকৃতি ॥ তীর্থ যাত্রা ব্যাজে তিহোঁ সেই দেশ গেলা ।  
তাঁরে দেখি রাজা মহা আনন্দে ডুবিল ॥

পয়ার ॥ এত শুনি সার্বভৌম উৎকণ্ঠিত অতি ।  
কহ ভউ কহ ভউ স্থির হউ মতি ॥ তাঁর বার্তা না  
পাইয়াছিল বড় দুঃখি । কহ তাঁর সমাচার চিত্ত  
হউ সুখী ॥ রাজা কহে মল্লভউ কহ সমাচার ।  
তাঁরে দেখি কিসে সুখ তোমার রাজার ॥ মল্লভউ  
কহে রাজা করি নিবেদন । কর্ণাটাধিপতি অতি শুদ্ধ  
ভক্ত হন ॥ বৈষ্ণব নাহিক কেহো সঙ্গ যার করে ।

ভক্তি বহির্মুখং দেখি দুঃখিত অন্তরে ॥ দক্ষিণ দেশের  
যত সুপ্রসিদ্ধ জন । কেহো কন্মী কেহো জ্ঞানী ভক্তি  
হীন মনঃ ॥ পাশুপত দক্ষিণে আছিল বহুতর । তাহা  
হৈতে বিস্তর পাষণ্ডী মূঢ় নর ॥ সেই সব রাজার  
সভায় নিত্য যায় । অন্যান্য বিবাদ করে যাইয়া  
সভায় ॥ আপন আপন মতে মতেই আচার্য্য । নানা  
মত করে সদা বিচার চাতুর্য্য ॥ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ  
কেহো নাহি কয় । অহঙ্কার করি সব বন্ধিগয়া মরয় ॥  
মুখাপেক্ষ করি রাজা কিছু নাহি বলে । সে সকল  
সঙ্গে মহা উদ্বেগ অন্তরে ॥ বাছে রাজ কার্য্য করি  
লোক প্রীতি লাগি । ভক্ত সঙ্গ নাহি তাতে অন্তর  
উদ্বেগী ॥ ইতো মধ্যে আকস্মিক শ্রীগৌর সুন্দর ।  
লোক ভাগ্যে প্রবেশিল কণাট ভিতর ॥ অচিন্ত্য  
অগম্য লীলা মহিমা তাঁহার । সর্বদেশে হইল আনন্দ  
চমৎকার ॥ অলৌকিক এক মহা পুরুষ আইলা ।  
অকস্মাৎ সর্ব লোক একথা শুনিলা ॥ বৃদ্ধ বাল তরুণ  
যতেক লোক ছিল । পরম আদরে মতে দেখিতে  
আইল ॥ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যত পণ্ডিত মণ্ডল । দেখিতে  
আইল তাঁর চরণ যুগল ॥ পরমানন্দনয় মূর্তি পরম  
সুন্দর । অঙ্ক লক্ষ্মী দেখি মতে আনন্দ অন্তর ॥ দর্শন  
প্রভাবে তাঁর মহিমা স্ফূরিল । উপদেশ বিনা সর্ব  
চিত্ত আকর্ষিল ॥ অহো রূপ অহো প্রেম অহো  
অশুধার । কবে হৈন দশা হব আমি সভাকার ॥ এই  
মত বাসনা হইল সভাকার । সর্বাঙ্গে পুলক হৈল

নেত্রে অশ্রুধার ॥ আপন আপন মত সন্তে পাসরিল ।  
 কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত সভাই হইল ॥ পাশুপত জটিল  
 পাষণ্ড আদি জন । কৃষ্ণ বলি নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥  
 সূর্য্যের উদয়ে যেন নাশে অন্ধকার । দর্শনে অদ্ভুত  
 ঐছে গেল সভাকার ॥ পরম্পরা লোক সব রাজারে  
 কহিলা । এক মহা পুরুষ এ দেশেরে আইলা ॥ দর্শনে  
 কৃতার্থ তিহো করিলা সভারে । সর্ব লোক মগ্ন কৃষ্ণ  
 প্রেমের সাগরে ॥ বৃদ্ধ বাল যুবা কিবা পণ্ডিত পাষণ্ড ।  
 কৃষ্ণ বলি কান্দে সন্তে নাচেন উদ্ভগ ॥ তাহা শুনি  
 রাজা হৈল পরম আনন্দ । ইচ্ছা হৈল দেখিতার  
 শ্রীচরণ দ্বন্দ ॥ লোক কহে তিহো সেতুবন্ধে যাত্রা  
 কৈল । দর্শন না পাঞ রাজা বড় দুঃখি হৈল ॥ প্রভুর  
 চরিত্র লীলা জানিতে বিশেষে । কথক ব্রাহ্মণ পাঠা-  
 ইল গৃঢ় বেশে ॥ সেতুবন্ধ দেখি প্রভু আইলা যাবত ।  
 বিপ্র সব প্রভু সঙ্গে আছিল তাবত ॥ যে কিছু  
 দেখিল তাঁর অলৌকিক লীলা । বিপ্র সব নৃপতিরে  
 সকলি কহিলা ॥ বিপ্র মুখে শুনিয়া প্রভুর গুণ লীলা ॥  
 রাজা ভব দাবানল জ্বালা পাসরিল ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য  
 নাম লয়ে নিরন্তর । কর্ণাটাদিপতি সদা আনন্দ  
 বিহ্বল ॥ পূর্বে যত পাষণ্ডাদি আছিল অধন্য । সন্তে  
 ইবে গায় ভজে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ এত শুনি গজপতি  
 পরমানন্দ হৈল । কর্ণাটের রাজারে বিস্তর প্রশং-  
 সিল ॥ ধন্য ধন্য মহীপাল সফল জীবন । গৌরচন্দ্র  
 পাদ পদ্ম করেন ভজন ॥ সার্বভৌম বলে মল্লভট্ট  
 মহাশয় । প্রভুর চরিত্র শুনিবারে ইচ্ছা হয় ॥ বিপ্র

লৈলে ফল তত ॥ এ সব সিদ্ধান্ত শুন রাম নাম  
হৈতে । কৃষ্ণ নামাশ্রয় হন শোক শুনইথে ॥

॥ তথাহি ॥

সহস্র নামতি স্তুত্যাং রাম নাম বরাননে ।

সহস্র নামাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং ।

একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ মল্লভট্ট কহে সত্য এই কথা সার ।  
আমার রাজার কাছে হৈয়াছে বিচার ॥ সকল  
পণ্ডিতে মেলি করিল নির্ণয় । রাম নাম হৈতে কৃষ্ণ  
নাম শ্রেয় হয় ॥ অতঃপর শুন গৌরচন্দ্রের মহিমা ।  
দক্ষিণে যে লীলা কৈল তার নাহি সীমা ॥ বিষ্ণু ভক্ত  
দক্ষিণে আছিল। যত যত । রঘুনাথ ভক্তি তার। করিত  
সন্তত ॥ যে কালে শ্রীরামচন্দ্র বন বাসে গেল। পঞ্চ-  
বটী আদি স্থানে যত লীলা কৈল ॥ দাক্ষিণাত্য বিষ্ণু  
ভক্ত সেই স্থল দেখি । তাথে অনুরক্তি তার ছিল স্বাভা-  
বিকি ॥ সৎপ্রতি যতীন্দ্র শ্রীল চৈতন্য গোসাঞি ।  
তারে দেখি কৃষ্ণ ভক্ত হইল। সভাই ॥ সদা কৃষ্ণ বলে  
রাম নাম হৈল ত্যাগ । বৃন্দাবন দেখিতে সভার অনু-  
রাগ ॥ এই মতে সর্ব চিত্ত করি আকর্ষণ । দক্ষিণে  
চৈতন্য চন্দ্র করেন ভ্রমণ ॥ এক দিন এক স্থলে এক  
বিপ্র বর । গীতা শাস্ত্র পড়ে তিহো বড়ই তৎপর ॥  
কিন্তু সে বিপ্রের নাহি শব্দের সংস্কার । শুদ্ধ বা  
অশুদ্ধ কিছু না জানে বিচার ॥ যখন অশুদ্ধ শ্লোক  
করে উচ্চারণ । শুনি তারে উপহাস করে সর্বজন ॥  
কিন্তু তিহো যত জ্ঞান করেন পঠন । অশ্র পলকিতে

পূর্ণ দেহ ততঃক্ষণ ॥ লোকে উপহাস করে তাহে নাহি  
 মনঃ । আনন্দে বিবশ গীতা করেন পঠন ॥ হেন বেলে  
 শ্রীচৈতন্য গেল। তার পাশ । তাঁর দশা দেখি হৈল  
 পরম উল্লাস ॥ প্রভু কহে এহোত উত্তম অধিকারী ।  
 মপ্রেম হইয়া গীতা পঢ়েন উচ্চারি ॥ তাঁরে জিজ্ঞা-  
 সিল প্রভু শুন মহাশয় । যে পঢ়িছ বলত কি অর্থ  
 তার হয় ॥ প্রভু মূর্ত্তি দেখি বিপ্র বিস্ময় পাইল ।  
 কৃতাঞ্জলি প্রভু আগে কহিতে লাগিল ॥ অর্থ আমি  
 নাহি বুঝি শুনহ গোমাঞি । ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে  
 জ্ঞান মোর নাঞি ॥ তবে আমি গীতা শাস্ত্র করিয়ে  
 পঠন । তার প্রয়োজন শুন করি নিবেদন ॥ গীতা পাঠ  
 আমি প্রভু করিয়ে যাবত । শ্রীকৃষ্ণ দশন আমি  
 পাইয়ে তাবত ॥ কুরুক্ষেত্রে অজ্ঞুনের রথের উপর ।  
 তমাল শ্যামল কৃষ্ণ অশ্বরজ্জুধর ॥ অজ্ঞুনেরে কৃপা  
 করি গীতা অর্থ কন । এই রূপ কৃষ্ণ আমি করি দর-  
 শন ॥ সে আনন্দে গীতা পাঠ ছাড়িতে না পারি ।  
 লোকে উপহাস করে মুর্থ জ্ঞান করি ॥ এ কথা শুনিয়া  
 তাঁরে কহে গৌরহরি । তুমি সে গীতার পাঠে  
 উত্তমাধিকারী ॥ তোমাতে দেখিলে ঘুচে সমসার  
 বন্ধন । এত বলি তাঁরে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ঈশ্বরের  
 আলিঙ্গন পাঞা বিপ্র বর । আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল  
 কলেবর ॥ গীতা পাঠে যতক আনন্দ পাঞা ছিল ।  
 তাহা হৈতে প্রচুর আনন্দ বিপ্র পাইল ॥ হস্ত ঘোড়  
 করি বিপ্র কহে প্রভু আগে । সেই কৃষ্ণ তুমি হও  
 মোর চিত্তে লাগে ॥ সম্যাসীর রূপে দেখা দিল ।

অজ্ঞ জনে । অষ্টাঙ্গ প্রণাম বিপ্র করে শ্রীচরণে ॥  
 অতিশয় বিশ্বাস হইলা সে ব্রাহ্মণ । প্রভু আগে দাগু-  
 ইয়া করেন কন্দন ॥ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলি চিনি  
 প্রভুরে । বহু কৃপা কৈল প্রভু সেই বিপ্র বরে ॥ সার্ব-  
 ভৌম বলে সে ব্রাহ্মণ ভাগ্যবান । উচিত তাহার যে  
 প্রভুরে কৃষ্ণ জ্ঞান ॥ নিরন্তর কৃষ্ণ স্মৃতি নিখল হৃদয় ।  
 অতএব তারে কৃষ্ণ জানিল নিশ্চয় ॥ মল্লভট্ট বলে  
 আমরাহ রাজ স্থানে । এইরূপে বিচার করিল সর্ব  
 জনে ॥ এইমত অনন্ত বিচিত্র তাঁর কথা । গুট  
 পুরুষেতে কহিলেন রাজা যথা ॥ তা আমি কহিব  
 কত অনন্ত সে হয় । সার্বভৌম বলে যে কহিলে  
 সে নিশ্চয় ॥ প্রভুর চরিত্র শুনি রাজা গজপতি ।  
 দর্শন লাগিয়া হৈলা উৎকণ্ঠিত অতি ॥ কান্দিয়া  
 কহেন রাজা হেন দিন হব । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ  
 নয়ানে দেখিব ॥ হেনকালে জগন্নাথ দিদৃক্ষুসঞ্চয় ।  
 ডাকি বলে হৈল এই দর্শন সময় ॥ বিলম্বে নাহিক  
 কার্য চল দেখিবারে । তা শুনি আনন্দে রাজা ভট্টা-  
 চার্য্য বলে ॥ অয়ে ভট্টাচার্য্য যথা পুস্তাব সময় ।  
 জগন্নাথ দর্শন সময় লোকে কয় ॥ মোর চিত্তে হেন  
 লয় শ্রীগৌরাঙ্গ রায় । নীলাচল ক্ষেত্রে পুনঃ সমাগত  
 প্রায় ॥ ভট্টাচার্য্য কহে মহারাজ সত্য হয় । আই-  
 লেন প্রায় প্রভু অন্যথা এ নয় ॥ রাজা কহে চিত্তে  
 মোর হেন সাক্ষী দেই । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পুরুষোত্তমে  
 যেই ॥ তিহোঁ এই ক্ষেত্রে আসি বীজ রূপ হব । তাহা



হৈতে আর বহু অঙ্কুর জন্মিব ॥ নীলাচল চন্দ্র সেবা  
 নহজে অশেষ । তাহা হৈতে হব তার সৌভাগ্য  
 বিশেষ ॥ এইমত দেখা দেই মনেতে আমার । কহ  
 ভট্টাচার্য্য কিবা সন্দর্ভ ইহার ॥ ভট্টাচার্য্য বলে  
 তোমা হেন রাজা যত । পুণ্যাত্মা হয়েন তাঁরা দেব  
 অংশ ভূত ॥ অতএব তোমার মনেতে যেই হয় ।  
 সেই সত্য হইবেক ইথে কি সংশয় ॥ নেপথ্যে কহেন  
 সত্য সত্য হেন কালে । শুনিয়া আনন্দে রাজা ভট্টা-  
 চার্য্য বলে ॥ অদ্যাপি তেমনি শুভ বার্তা কুশন্দন হয় ।  
 দেখ দেখি কার প্রতি কেবা কিবা কয় ॥ ভট্টাচার্য্য  
 বলে দুই তৈথিকে কহেন । জগন্নাথ দরশনে উৎকণ্ঠা  
 করেন ॥ হেনকালে দ্বারী আসি হৈল বিদ্যমান । রাজা  
 প্রতি বলে দেব কর অবধান ॥ বিস্তর আইসে লোক  
 ধাইয়া সত্তর । না জানি কে বটে তাঁরা করিল গোচর ॥  
 শুনি রাজা সচকিত দ্বারী প্রতি কয় । নিরঙ্ক কি শঙ্ক  
 দ্বারী দেখত নিশ্চয় ॥ দ্বারী যাঞা দেখি পুনঃ কহে  
 রাজা স্থানে । শঙ্ক নাহি নিরঙ্ক দেখিল সর্বজনে ॥  
 ভট্টাচার্য্য বলে রাজা হেন চিত্তে লয় । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য  
 দেব করিল বিজয় ॥ তাঁরে দেখিবারে লোক ধাইছে  
 সত্তরে । শুনিঞা রাজার হৈল আনন্দ অন্তরে ॥  
 হোথা নীলাচলে প্রভু কৈল আগমন । তাঁরে দেখি  
 হরি ধ্বনি করে সর্বজন ॥ স্বর্গ মর্ত্য যুড়িয়া উঠিল  
 হরি ধ্বনি । সার্বভৌম বলে সত্য আলগা ন্যাসী মণি ॥  
 হোথা গোপীনাথার্য্য নিজ ভাগ্য মানি । নিজ বন্ধু  
 গণ প্রতি কহে শুভ বাণী ॥ দক্ষিণ দেশে গিয়া

ছিন্ন। গৌরহরি । না হৈল মনের তৃপ্তি তীর্থ সব করি ॥  
 অতএব শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ রত্ন মানু । পুরুষোত্তম আই-  
 লেন ভক্ত পদ্য ভানু ॥ রত্নাকর তীরে আইলা গৌর  
 গুণে নিধি । মো সভার প্রতি সে সুমুখ হৈলা বিধি ॥  
 এই বার্তা শুনি গোপীনাথের বদনে । রাজা পুতি ভট্টা-  
 চার্য্য কহে হর্ষ মনে ॥ গোপীনাথ হর্ষ হঞা কহিছে  
 এ কথা । অতএব ভগবান আইলা সম্বথা ॥ আক্সা হয়  
 তবে আমি করি দরশন । শীঘ্র যাহ শীঘ্র যাহ রাজা  
 তাঁকে কন ॥ ভট্টাচার্য্য গেলা শীঘ্র প্রভুর দর্শনে ।  
 রাজা কহে মল্ল ভট্ট যাহ বাসাস্থানে ॥ বিশ্রাম করহ  
 নিজ বাসাস্থান গিঞা । আমিহ ঘাইব কার্য্য বিশেষ  
 লাগিঞা ॥ আপন আপন কার্য্যে মতে চলি গেলা ।  
 সপ্তমাস্ক নাটকের সম্পূর্ণ হইলা ॥ এই কথা শুদ্ধা  
 করি শুনে যেই ধন্য । সগণে তাহারে কৃপা করেন  
 চৈতন্য ॥ শ্রীহরি চরণ পদ ভূতের আভাস । চন্দ্রো-  
 দয় কৌমুদী কহেন প্রেমদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাঃ সপ্তমোহঙ্কঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

স্বভক্ত তার। নিকরৈঃ পরীতঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিধুঃ শিষ্যৈঃ  
 প্রতাপকুদ্রাক্ষ চকোরকংযঃ, কৃপামতে নার্ত্তমমুঃ প্রপদ্যে ॥

॥ ত্রিপদী ॥

দক্ষিণ সুধন্য করি, আইলা গৌরাঙ্গ হরি;  
 নীলাচল পুরে পুনর্বার ।

শুনি সব ভক্ত গণ, অতি আনন্দিত মন;

ধাঞা গেল। সমুদ্রের ধার ॥  
 সমুদ্রের কূলে যাঞা, গৌরচন্দ্র বিলৌকিয়া;  
 প্রভু পায় করিল প্রণাম ।  
 যথা যোগ্য সন্তাষিয়া, সভাকারে কোলে লঞা;  
 সুখী হৈলা গৌর ভগবান ॥  
 গৌরাঙ্গ করিয়া আগে, ভক্তগণ অনুরাগে;  
 দুই পাশে পশ্চাতে চলিলা ।  
 সার্বভৌম হাতে ধরি, সুখী হৈয়া গৌরহরি;  
 তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥  
 এত দূর পর্য্যটন, করি কৈল দরশন;  
 তোমা সম না দেখিল কারে ।  
 সবে রামানন্দ রায়, অলৌকিক দেখি তায়;  
 বড় সুখ পাইল অন্তরে ॥  
 তবে সার্বভৌম কন, তেঞি কৈল নিবেদন;  
 রামানন্দ গোদাবরী কূলে ।  
 দক্ষিণ যাইছ যবে, তাঁর সনে দেখা তবে;  
 অবশ্য করিবে মোর বোলে ॥  
 প্রভু কহে দক্ষিণেতে, দেখিলু বৈষ্ণব যতে:  
 নারায়ণ উপাসক সব ।  
 তত্ত্ববাদী কত যত, তাহারাও সেই মত;  
 দেখি না পাইল চিন্তাও সব ॥  
 বিস্তর দেখিলু শৈবে, কৃষ্ণেতে বৈমুখ দৈবে;  
 কেহো না বোলয়ে কৃষ্ণ নাম ।  
 বড়ই প্রবল আর, পাষণ্ডের পরিবার;  
 তাহারা ব্যাপিল সব গ্রাম ॥

দেখি কৃষ্ণ বহিমুখ, কোথাও নাপাইনু সুখ;

সবে এক রামানন্দ রায় ।

কৃষ্ণ ভক্ত রস বেত্তা, অলৌকিক তাঁর কথা;

বড় সুখ দিলেন আমায় ॥

রামানন্দ মত যেই, মোর চিত্তে লৈল সেই,

শুন প্রভু ভট্টাচার্য্য বলে ।

তোমার যে মত শ্রেষ্ঠ, তাহে তিহোঁ সুপ্রতিষ্ঠ;

মত কর্তা নহে স্বতন্তরে ॥

তোমার যেমত আদ্য, সর্ব শাস্ত্র প্রতিপাদ্য;

আমরা ইহাই বহু মানি ।

চরণে শরণ দিয়া, আমা সভা সঙ্ক লৈঞা;

বিহার করহ গুণ মণি ॥

গোপীনাথ্যচার্য্য কর, সার্বভৌম মহাশয়,

কোথা হব প্রভু বাসস্থান ।

সার্বভৌম তাঁর কানে, কহে চিন্তিয়াছে স্থানে;

আপনে নৃপতি মতিমান ॥

আচার্য্য বলেন কোথা, ভট্টাচার্য্য বলে যথা;

কাশীমিশ্র ভক্তের আলয় ।

আচার্য্য বলেন ভাল, চিন্তিয়াছে মহীপাল;

সিংহদ্বার নিকটে সে হয় ॥

তথা হৈতে সুখে হেন, জগন্নাথ দরশন;

সেই সে উত্তম বাসস্থান ।

এত বলি প্রভু সাথে, সমুদ্রের কূল হৈতে;

প্রবেশিল পুরুষোত্তম গ্রাম ॥

প্রভু আইলা পুরুষোত্তমে, ধুনি হৈল সর্ব গ্রামে;

জগন্নাথের পশুপাল যত ।  
 লইয়া প্রসাদ মালা, দর্শন করিতে গেলা;  
 কাশীমিশ্র পরিথার সাথ ॥  
 এই যে নিকট ভূমি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বামী;  
 এত বলি চলে উৎকণ্ঠাতে ।  
 সার্বভৌম মহাশয়, করায়েন পরিচয়;  
 তা সভার প্রভুর সহিতে ॥  
 পাণিতে পুসাদ মালা, ঈশ্বরের পশুপাল,  
 এই সব করিল গমন ।  
 এহো কাশীমিশ্র নাম, অসীম গুণের ধাম;  
 প্রাণ যার তোমার চরণ ॥  
 পরীক্ষা মহা পাত্র এই, শ্রীজগন্নাথের যেই;  
 সর্ব অধিকারী সব জানে ।  
 কাশীমিশ্র হৃষ্টমনে, পরীক্ষা পাত্রের সনে;  
 প্রণাম করিল শ্রীচরণে ॥  
 পশুপাল সব আইলা, প্রভু কণ্ঠে মালা দিলা;  
 তবে বন্দে চৈতন্যের পাদ ।  
 হায় হায় প্রভু কয়, এমত উচিত নয়;  
 তোমরা ঈশ্বর পারিষদ ॥  
 আমার আরাধ্য হঞা, প্রণাম করহ সিঞা;  
 অযোগ্য এমত কর কেনে ।  
 এত বলি সবা কারে, প্রণমিল সমাদরে,  
 সভাধরি কৈল আলিঙ্গনে ॥  
 যদ্যপি ঈশ্বর হন, মর্যাদার স্থাপন;  
 তথাপি করেন ভগবান ।

গৌরাঙ্গ চরিত দেখি, সর্বলোক হৈল সুখী,  
যুড়াইল প্রেমদাসের প্রাণ ॥

পয়ার ॥ পশুপাল তবে সার্বভৌমে কথা কয় ।  
জগন্নাথের হৈল দিবা স্বপ্নের সময় ॥ সৎপ্রতি সে  
ঈশ্বরের দরশন নাঞি । জগমোহনেতে যাঞা থাকিবে  
গোমাঞি ॥ কিম্বা অন্য স্থানে গিঞা করিব বিশ্রাম ।  
সানাদি করিয়া পাছু করিবা প্রয়ান ॥ সার্বভৌম  
বলে আগে করিবেন স্থান । তবে দেখিবেন জগন্নাথ  
ভগবান ॥ কাশীমিশ্র বলে তবে এই দিগে চল ।  
মোর গৃহে অর্প প্রভু চরণ যুগল ॥ সার্বভৌম বলে  
কাশীমিশ্র নিজ ঘরে । সুধিঞা রাখিয়াছেন শ্রীচরণ  
তরে ॥ ইহার মন্দিরে প্রভু করহ প্রবেশ । তবে  
মিশ্র পাইবেন মনোরথ শেষ ॥ এত শুনি গণ সঙ্গে  
গৌর ভগবান । কাশীমিশ্র ঘরে প্রভু করিল প্রয়ান ॥  
পশুপাল সব তবে প্রণাম করিঞা । স্বস্থানে গেলেন  
সভে আনন্দিত হঞা ॥ কাশীমিশ্র গোলোক ঈশ্বর  
পাঞা ঘরে । সেবিল প্রভুর পাদ পরম আদরে ॥  
হেথা যত মহাশয় উৎকল নিবাসী । প্রভুর গমন  
শুনি পরম উল্লাসী ॥ সভে বলে পূর্বে প্রভু আইলা  
যখন । আমা সভাকার ভাগ্য না হৈল তখন ॥ সে  
চরণ সে করুণা সে রূপ মাধুরী । দেখিতে না পাইলু  
তাহা দুই নেত্র ভরি ॥ সৎপ্রতি হইল ভাগ্য আমা  
সভাকার । জঙ্ঘম জগত নাথ শচীর কুলার ॥ নেত্র  
ভরি সে রূপ করিব দরশন । এত বলি উৎকণ্ঠাতে  
করিল গমন ॥ বসিয়াছেন মহাপ্রভু মহা মহেশ্বর ।

চতুর্দিগে বেটি বসিয়াছে সহচর ॥ তীর্থ কথা  
 সভারে কহেন প্রভ রঞ্জে । বৃন্দাবন চন্দ্র যেন গোপ  
 গণ সঙ্গে ॥ হেন কালে উৎকল নিবাসি ভক্তবৃন্দ ।  
 অষ্টাঙ্গ করিঞা বন্দে চরণারবিন্দ ॥ সার্বভৌম পরি-  
 চয় কহে সভাকার । এহো জনাঙ্গন নাম মহা অধি-  
 কার ॥ অনবসরে জগন্নাথ থাকেন যখন । অন্তরঙ্গ  
 এহো সেবা করেন তখন ॥ এহো কৃষ্ণদাস নাম স্বর্ণ  
 বেত্র ধারি । শিখিমাহাতি এহো লিখনাধিকারী ॥  
 শিখিমাহাতির ভাতা এই দুইজন । জগন্নাথ সেবা  
 কার্যে পরম নিপুণ ॥ এহো দাস মহাশয়ের নাম  
 মহাশয় । রক্তনশালার অধিকারী এহো হয় ॥ এ দিগে  
 প্রণাম করে এই যত জন । সতে জগন্নাথের নিসর্গ  
 ভক্ত হন ॥ এই চন্দ্রনেশ্বর মুরারি হৃৎসেশ্বর । উত্তম  
 ব্রাহ্মণ রাজ মহা পাত্রবর ॥ স্বভাব বৈষ্ণব তিন রাজ  
 মহা পাত্র । তোমার চরণে ভক্তি করে অতি মাত্র ॥  
 প্রহর রাজ মহা পাত্র নাম ইহার । পরম ভগবদ্ভক্ত  
 খ্যাতি যাহার ॥ প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহো কৃষ্ণ দাস এই ।  
 এই রামানন্দ সহোদর চারি ভাই ॥ তার মধ্যে ইহো  
 বাণীনাথ পট্ট নায়ক । ভবানন্দ রায় ইহো তাহার  
 জনক ॥ এই সব গোড়োৎকল বাসী দেখ যত । তোমা  
 গত প্রাণ সভার তোমা গত চিত্ত ॥ দণ্ডবৎ প্রণাম  
 করেন সর্বজন । ভগবান যথা যোগ্য কৈল সন্তাষণ ॥  
 সার্বভৌম বলে প্রভু কর অবধান । জগন্নাথ তুমি দুই  
 যদ্যপি সমান ॥ তথাপিহ এক ভেদ আছয়ে ইহাতে ।  
 দারুভ্রম্ম জগন্নাথ প্রকট জগতে ॥ তুমি সে জঙ্ঘম

ব্রহ্ম ভগবান । বিষ্ণু স্মৃতি করি প্রভু আচ্ছাদিল  
কান ॥ শুন সার্বভৌম অতি উক্তি এ তোমার ।  
শুনিঞা কর্ণের কটু জন্মিল আমার ॥ গৌড় রস অতি-  
রিক্তপাক যদি হয় । রাঙ্কা নাহি যায় আরো তিক্ত  
অতিশয় ॥ ভউ কহে গৌড় দেশ রস পাক যেই । তুমি  
অবতীর্ণ তাতে সুরস সে সেই ॥ তবে তুমি তিক্ত কেন  
বলিছ তাহারে । ভগবান কহে আমি হারিল  
তোমারে ॥ বিরম বিরম একথায় কার্য নাঞি । জগ-  
ন্নাথ দর্শন সময় চল যাই ॥ সতে বলে উচিত দর্শন  
কাল হৈল । প্রভু আগে করি সতে দেখিতে চলিল ॥  
আচম্বিতে নেপথ্যে হইল এক ধ্বনি । পরমানন্দ  
পুরীশ্বর ঈশ্বর আপনি ॥ পাপী পাপ দমন করিতে  
দণ্ডধারী । নেত্র রসায়ন রূপ অগ্রে মনোহারি ॥ তাহা  
শুনি সর্ব জন চিন্তেন অন্তর । জগন্নাথ দরশনে হৈল  
অবসর ॥ এনহিলে এমন প্রস্তাব কেনে হয় । শ্রীকৃষ্ণ  
চৈতন্য তবে চিন্তেন হৃদয় ॥ কি আশ্চর্য বাণী আজি  
শুনিল অবণে । পরমানন্দ পুরী কিবা আইল  
আপনে ॥ শ্রীল মাধবেন্দু পুরী শিষ্য মহাশয় ।  
আমার অগ্রজ বিশ্বরূপ, যেহৌ হয় ॥ তাঁহার ঈশ্বর  
তেজঃ যতেক আছিল । পরমানন্দ পুরীতে সে সব  
প্রবেশিল ॥ তিহৌ আইল হেন ঘোর সাক্ষী দেন  
চিন্তে । জগন্নাথ দেখি পাছু বুঝিব সে তত্ত্ব ॥ সতে  
বলে প্রভু আগে দেখ গৌরহরি । এই ভগবানের  
পরমানন্দ পুরী ॥ এত বলি সতে গৌরচন্দ্র সঙ্কে



লৈঞা । ইশ্বর দেখিতে পুরী প্রবেশিল । গিঞা ॥ হেথা  
 রঞ্জে প্রবেশিল । পরমানন্দ পুরী । ভারতে বিস্তর  
 তীর্থ পর্য্যটন করি ॥ উৎকণ্ঠিত হঞা পুরী কুহ  
 মনে মনে । কবে দেখা হব গৌর ভগবান মনে ॥ ভক্ত  
 রূপ তনু ধরি স্বয়ং ভগবান । লোক ভাগ্যে অবতীর্ণ  
 কমল নয়ান ॥ তাহার দর্শন ফল পাইবার তরে ।  
 ভাগ্য তরু বহু দিন রোপিলু অন্তরে ॥ ফল কাল  
 প্রত্যাসন্ন হইল যদ্যপি । না জানি কি ফল ধরে ভাগ্যের  
 বিটপী ॥ এত বলি নীলাচলে ভ্রমিয়া বেড়ান । দেখি-  
 বার তরে গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ গৌরাক্ষ দেখিতে  
 ভাবে গর গর মনঃ । হেন কালে জগন্নাথ বলে সর্ব-  
 জন ॥ জগন্নাথ ধনি শুনি পাছে স্মৃতি হৈল । আগে  
 আমি জগন্নাথ দর্শন না কৈল ॥ নিজ অপরাধ হেন  
 মানিঞা অন্তরে । জগন্নাথ সম্বোধিয়া বলে যোড়  
 করে ॥ আগে না দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ । গৌর-  
 চন্দ্র দেখিবারে করি অনুেষণ ॥ ইথে মোর যদ্যপি  
 হইল অপরাধ । তাহা ক্ষম জগন্নাথ করিবে প্রসাদ ॥  
 তুমি সে সর্বজ্ঞ জান সভার অন্তর । মোর উৎকণ্ঠার  
 কথা তোমাতে গোচর ॥ উৎকণ্ঠাতে লঞা যায় কি  
 করিব আমি । ইহা জানি মোর অপরাধ ক্ষম তুমি ॥  
 ইহা বলি অগ্র পানে প্রসারে লোচন । দেখিলেন  
 অগ্রেতে বিস্তর লোক গণ ॥ লোক দেখি চিন্তেন  
 পরমানন্দ পুরী । এই স্থানে থাকিবেন গৌরাক্ষ শ্রীহরি ॥  
 যত লোক নাহি দেখি জগন্নাথ দ্বারে । ততঃ লোক  
 এই দিগে কোলাহল করে ॥ প্রবেশিছে লোক সব

বাহির না হয় ! অতএব অত্র আছে গৌর কৃপাময় ॥  
 ধন্য ধন্য পৃথিবী তোমার পুণ্য হৈতে । হেম গৌর  
 ঈশ্বর মিলিল। এই ক্ষেত্রে ॥ তথাৎ এথাই উপসর্গ  
 করিব । গৌরচন্দ্র দরশন হেথাই পাইব ॥ হোথা  
 গৌরচন্দ্র করি ঈশ্বর দর্শন । পরমানন্দ বগ্ন সঙ্কে সর্ব  
 পরিজন ॥ মনে মনে মহাপ্রভু করিয়া স্মরণ । দাপ্ত-  
 ইয়া করেন চিন্তা প্রফুল্ল লোচন ॥ পরমানন্দ পুরী-  
 শ্বর ভক্ত শিরোমণি । সৎপ্রতি আসিবে হেন মনে  
 অনুমানি ॥ জগন্নাথ দরশনে যে সুখ হইল । আরো  
 কোন সুখ হব মনে সাক্ষী দিল ॥ আকস্মিক মনের  
 প্রসাদ হয় যবে । নিকট পরম সুখ মিলে আসি তবে ॥  
 উৎকণ্ঠাতে গৌরাক্ষ আছে ন দাপ্তাইয়া । হেথা পুরী  
 গোসাঞি দেখেন আগে চাঞা ॥ দেখিলেন মহা-  
 প্রভু ভক্তগণ সঙ্কে । জগন্নাথ দেখি বসিয়াছে অতি  
 রঞ্জে ॥ জগন্নাথ কপ গুণ কহিতে কহিতে ।  
 দুই নেত্রে অশ্রুধার বহে শতে শতে ॥ হেম মণি  
 শিলা বিলাসিত বক্ষঃ স্থল । তাহা বাঞা গড়িছে  
 আনন্দ অশ্রুজল ॥ আপাদ মস্তক সব পুলক বেষ্টিত ।  
 জয় শব্দ করি আগে আইলা আচরিত ॥ তারে দেখি  
 অনুমান করে গৌরহরি । ইনি মনে হৈবা শ্রীপরমা-  
 নন্দ পুরী ॥ সে নহিলে হেথা কেনে অকস্মাৎ  
 আইলা । উঠিয়া আপনে প্রভু নিকটে চলিল ॥  
 প্রণাম করিলা প্রভু আসিয়া নিকট । জিজ্ঞাসিল  
 স্বামী তুমি পুরীশ্বর বট ॥ সমস্ত্রমে পুরী তবে কহিতে  
 লাগিল । কহিতে কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধারা ॥

তীর্থ পর্যটন করি বারাণসী আইলু । তোমার  
 মঙ্গল বার্তা তথাই শুনিলু ॥ পুরুষোত্তমে আছ তুমি  
 একথা শুনিয়া । বারাণসী হৈতে আইলু উৎকণ্ঠিত  
 হঞা ॥ দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র যুড়াইল । তীর্থ  
 যাত্রা আদি মোর সফল হইল ॥ প্রভু কহে বড় অনু-  
 গ্রহ মোর প্রতি । আপনে আসিয়া দেখা দিলে মহা-  
 মতি ॥ তবে শ্রীজগদানন্দ আসিয়া আপনে । বিশ্রাম  
 করান পুরীশ্বরে দিব্যাসনে ॥ সার্বভৌম কহে প্রভু  
 অতি চিত্র নয় । সদৃষ্টান্ত কহি পুনঃ প্রভু কৃপাময় ॥  
 যত নদ নদী আছে পৃথিবী ভিতর । সপ্রবাহ হঞা  
 সভে যায় রত্নাকর ॥ সিন্ধু বিনা তার যেন স্থিতি স্থান  
 নাঞি । এই মত সর্ব ভক্ত আইসে তোমা ঠাঞি ॥  
 এইমত রঞ্জে আছে গৌর গুণমণি । হেন বেলে  
 নেপথ্যে হইল এক ধ্বনি ॥ অহোরস কলাবান কৃষ্ণ  
 ভগবান । তার রমাচার্য্য ভাব হৈতে মূর্তিমান ॥  
 সন্ন্যাসীর বেশ বপু প্রকাশ করিয়া । অবতীর্ণ হৈলা  
 লোকে কৃপা যুক্ত হঞা ॥ সর্বলোক দামোদর স্বরূপ  
 বলেন । প্রেম হৈতে অপৃথক তাহারে জানেন ॥  
 সার্বভৌম বলে অহো এ আনন্দ অতি । গৌরচন্দ্র  
 লোক সবে নৈসর্গিকি রতি ॥ পরোক্ষেহ ইহার  
 ভগবত্তা গান করে । দামোদর স্বরূপ বলিঞা সভে  
 বলে ॥ শ্রীচৈতন্য নেপথ্যে শুনিয়া সেই ধ্বনি । সার্ব-  
 ভৌমে কহে প্রভু ন্যাসী চূড়ামণি ॥ অকস্মাৎ  
 দামোদর স্বরূপ বলিয়া । আশ্চর্য্য শুনিল নাম বুঝ  
 সনঃ দিয়া ॥ পুরীশ্বর হেন রত্ন আইলা সপ্রতি ।

তৈছে কোন মহান্ত আইলা হেন লয়ে মতি ॥ নাম  
শুনি মনে বড় পাইল সন্তোষে । কি লয় তোমার  
মঙ্গল কহত বিশেষে ॥ সার্বভৌম বলে প্রভু তুয়া  
অবতারে । কেহো অবতীর্ণ পূর্বে কেহো আইলা  
পরে ॥ কালে আসি মিলিব তোমার স্থানে সর্ব্বৈ ।  
অতএব সপ্রবাহ কহিয়াছি পূর্বে ॥ হেথা শ্রীল দামো-  
দর স্বরূপ আইলা । উৎকণ্ঠাতে পুরুষোত্তমে প্রবেশ  
করিল। ॥ চৈতন্য দর্শন লাগি অনুরাগি হৈলা ।  
কান্দিতে কান্দিতে এক শোক পাঠ কৈলা ॥

॥ তথাহি ॥

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোক্ষীলদামোদয়া,  
সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মাদয়া ।  
শশ্বত্তক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুয্য মৰ্যাদয়া,  
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তবদয়া ভূষাদ মনোদয়া ॥

॥ ত্রিপদী ॥

স্বরূপ গোসাঞি অতি, গৌরাক্ষে নিবিষ্ট মতি;  
গৃহ বন্ধু সব পরিহরি ।  
প্রভুর দর্শন লাগি, হৈলা অতি অনুরাগি;  
আইলেন নীলাচল পুরী ॥  
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি; অবধূত বেশ ধরি;  
সদা কৃষ্ণ প্রেমে গর গর ।  
অধ্যাপক শাস্ত্র সর্ব্ব, ছাড়ি অহঙ্কার গর্ব্ব;  
গৌর বিনু না জানে অন্তর ॥  
রস শাস্ত্রে মহাদক্ষ, আকাশ করিয়া লক্ষ;  
প্রভু প্রতি কহে ছাড়ি মায়া ॥

শ্রীচৈতন্য দয়া নিধি, তব দয়া সাধ্যাবধি;  
 মোরে হউ আনন্দ উদয়া ॥  
 মাধুর্য্য মর্য্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই;  
 সে মাধুর্য্য মর্য্যাদা বিশদা ।  
 খেদকে কাঁপায় হৈলে, রস দেই সর্ব্ব কালে;  
 আমোদ উন্মীলে তাহে সদা ॥  
 যাহা হৈতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ;  
 মাধুর্য্য মর্য্যাদা মত্তা অতি ।  
 নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়;  
 শ্রীকৃষ্ণ চরণে দেই রতি ॥  
 হেন দয়া মোরে কর, এত বলি দামোদর;  
 প্রভুর নিকটে চলি যায় ।  
 গোপীনাথ তারে দেখি, হইলা বড়ই সুখী;  
 ভ্রাবিচ্ছেন আপন হিয়ায় ॥  
 অহো শুনিয়াছি পূর্বে, কহেন বৈষ্ণব সর্বে;  
 চৈতন্যনন্দ নামে ন্যাসী বর ।  
 তাঁর শিষ্য মহাজন, পরম বিরক্ত হন;  
 ভগবদ্ভক্তের প্রবর ॥  
 তিহোঁ অতি বিদ্বান, দামোদর স্বরূপ নাম;  
 সর্ব্ব গুণ রত্নের আকর ।  
 সমস্যাসের মন্ত্র যবে, গুরু স্থানে লিলা তবে;  
 গুরু হৈলা হরিষ অন্তর ॥  
 তাহার পাণ্ডিত্য দেখি, চৈতন্যনন্দ হৈলা সুখী;  
 কহিলেন শুন দামোদর ।  
 বেদান্ত পঢ়িয়া তুমি, হইয়া সভার স্বামী;

শিষ্য লঞা অধ্যাপনা কর ॥  
 এইমত গুরু তার, কহিলেন বার বার;  
 তিহোঁ কহে ইহা না বলিবে ।  
 কৃষ্ণ অনুরাগে মোর, চিত্ত সদা গর গর;  
 বেদান্ত আমার কি করিবে ॥  
 তবে যে সন্ন্যাস কৈল, শিখা সূত্র ত্যাগিল;  
 বৈরাগ্য করিব সেকারণে ।  
 বেশ মাত্র সন্ন্যাসীর, ভক্তি পথে মহাধীর;  
 সন্ন্যাসকে তুচ্ছ জানে মনে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ, তাহার পরাগ বৃন্দ;  
 তাহে সদা চিত্ত অনুরাগ ।  
 সন্ন্যাসার সম্বন্ধ ছাড়ি, অবধূত বেশ ধরি;  
 আইলেন কাশী করি ত্যাগ ॥  
 ভগবানে কহি যাঞা, এত বলি চলে ধাঞা;  
 গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে ।  
 যার নাম শ্রুত ধর, শ্রীস্বরূপ দামোদর;  
 তিহোঁ আইলা তোমাকে দেখিতে ॥  
 শুনি গৌর ভগবান, দামোদর স্বরূপ নাম;  
 গোপীনাথ জিজ্ঞাসে সমুত্তম ।  
 কোথা তেহোঁ দেখিলে, এত বলি উঠি চলে;  
 দামোদরে দেখিতে আপনে ॥  
 নিকটে স্বরূপ আসি, দেখিয়া গৌরাঙ্গ শশী;  
 পাদপদ্মে করিল প্রণাম ।  
 দুই বাহু প্রসারিয়া, শীঘ্র তাঁরে উঠাইয়া;  
 আলিঙ্গন কৈল ভগবান ॥

দৌহার যতেক প্রীতি, আলাপ দৈন্যাদি রীতি;  
এক মুখে কহা নাহি যায় ।

নীলাচলে প্রভুসঙ্গে, স্বকপরিহীনা রঙ্গে;  
প্রেমদাস লিখিল ভাষায় ॥

পয়ার ॥ এই মত মহাপ্রভু আছেন বসিয়া ।  
সার্বভৌম স্বকপাদি ভক্ত গণ লৈঞা ॥ হেন কালে  
নেপথ্যে হইল এক ধ্বনি । গণ সঙ্গে তাহা শুনিলেন  
ন্যাসী মণি ॥ ঈশ্বর পুরীর নিবেদনে অনুরক্ত । পরম  
বিরক্ত আপনেহ কৃষ্ণ ভক্ত ॥ বিষদ হৃদয় অতি বিষয়ে  
উদাস । তিহো আইলেন এই অন্তরে উল্লাস ॥ সার্ব-  
ভৌম বলে অয়ে জানিল কারণ । জগন্নাথ পুর পরি-  
চারক কোন জন ॥ কে বটে না জানি ইহা করি অনু-  
মান । পরীক্ষা পাত্রের প্রতি নিধির প্রয়ান ॥  
তেহোত না হয় অতি বিরক্ত উদাস । শ্রীচৈতন্য  
বলেন তবে পাইয়া উল্লাস ॥ হেন মনে লয় ঈশ্বর-  
পুরী পাশ হৈতে । কেহো যেন আইলেন ঈশ্বর  
দেখিতে ॥ সার্বভৌম বলে তবু জানিব সুরীতে ।  
এত বলি গেলা তিহো তাহাকে দেখিতে ॥ হোথা  
রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেই জন । নীলাচলে আইলা  
অতি সুপ্রসন্ন মনঃ ॥ বিচার করেন তিহো আপন  
অন্তরে । শ্রীঈশ্বর পুরী পাঠাইলেন আমারে ॥ মহা  
প্রভু নিকটে প্রস্থান কর তুমি । তাঁর আঙ্ক পাঞা  
হেথা আইলাও আমি ॥ নিজ ভাগ্য মহিমা না জানি  
কিবা হয় । অঙ্গীকার করেন চৈতন্য দয়াময় ॥ এত  
বলি প্রভুর নিকটে চলি গেলা । প্রণমিঞা কৃতাজলি

কহিতে লাগিল ॥ অবধান কর প্রভু করি নিবেদন ।  
 শ্রীঈশ্বর পুরী মোরে কহিল। যেমন ॥ নবদ্বীপে তুমি  
 যবে ছিল। গৃহাশ্রমে । তখন তোমার তিহোঁ কৈল  
 দরশনে ॥ নবীন কিশোর মূর্তি চাঁচর চিকুর । পট্টা-  
 ধর যজ্ঞ সূত্র পরম মধুর ॥ সেই মূর্তিধ্যান সদা সেই  
 মূর্তিকর । ততঃপর শুনিলেন সন্ন্যাস গুহণ ॥ দেখিতে  
 উৎকণ্ঠা ছিল দেখিতে না আইল । এই কথা তিহোঁ  
 মোরে কহি পাঠাইল ॥ প্রথমেই কপ আমি দেখিল  
 তাঁহার । তাহা দেখি পাইয়াছি আনন্দ অপার ॥  
 সৎপ্রতি তাঁহারে যদি দেখিবারে যাব । মধুর নটেন্দ্র  
 কপ দেখিতে না পাব ॥ সন্ন্যাসী দেখিলে সেই কপ  
 পাসরিব । অতএব না যাইব সে কপ চিত্তিব ॥ তুমি  
 যাহ গোবিন্দ তাঁহার পাদান্তিকে । শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠা-  
 ইলেন আমাকে ॥ শ্রীচৈতন্য বলে তাঁর ঈশ্বর আচার ।  
 মোর প্রতি অথগু বাৎসল্য ভাব তাঁর ॥ সার্বভৌম  
 বলে তুমি তাঁহার সৎগতি । কি কন্ম করিয়াছিল  
 কহত সৎপ্রতি ॥ গোবিন্দ বলেন তাঁর পরিচর্যা  
 করি । আছিল তাঁহার সঙ্গে বহু কাল ধরি ॥ তাঁর  
 পরিচর্যার ধরিল এবে ফল । দেখিল চৈতন্য চন্দ্র  
 চরণ যুগল ॥ সার্বভৌম বলে প্রভু করি নিবেদন ।  
 ব্যবহারে গোবিন্দ না হয়েন ব্রাহ্মণ ॥ শ্রীঈশ্বরপুরী  
 সন্ন্যাসীর চূড়ামণি । সকল শাস্ত্রের অর্থ জানেন  
 আপনি ॥ ব্রাহ্মণের ভিন্ন বর্ণে অনুগ্রহ করি ।  
 পরিচর্যা করাইলা কিবা মনে ধরি ॥



॥ তথাহি ॥

হরেঃ স্বতন্ত্রস্য রূপাপিতদ্বক্সতেন সাজাতি  
কুলাদ্যপেক্ষাং । সুযোধনস্যান্ন সুপোহ ইবা-  
জ্জগ্রাহদেবো বিদরান্ন মেব ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে ভট্টাচার্য্য হেন না কহিবে ।  
ঈশ্বরের কথ্যে কিবা বিচার করিবে ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর  
কৃপা স্বতন্ত্র সে হন । জাতি কুল অপেক্ষা না করেন  
কখন ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয় ।  
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেফা লৌকিক না হয় ॥ শ্রীচৈতন্য বলে  
পূজ্য হয় যেই জন । তাঁর পরিচর্যা করে যেই ধন্য  
তম ॥ তারে আপনার পরিচর্যা করাবারে । যদ্যপি  
না হয় যুক্ত শাস্ত্রের বিচারে ॥ তথাপি তাহার আজ্ঞা  
বলে তা করিব । গোবিন্দেরে আপনার সেবাতে  
রাখিব ॥ এত বলি গোবিন্দেরে অনুগ্রহ করি । নিজ  
সেবা অধিকার দিল । গৌরহরি ॥ এই মত সুখে  
বসি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর । হেন বেলে মুকুন্দ আইলেন  
সত্তর ॥ মুকুন্দ বলেন প্রভু করি নিবেদন । ব্রহ্মানন্দ  
ভারতীর হৈল আগমন ॥ তোমা দেখিবারে ইচ্ছা  
হৈয়াছে অন্তরে । আজ্ঞা হয় তবে তাঁরে আনি যে  
গোচরে ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে বড় ভাল কৈলা আগমনে ।  
কিন্তু তিহোঁ আপনাকে শান্ত করিমাণে ॥ অতএব  
আজি যাব তাঁর দরশনে । সেই সে উচিত হয় বুঝ  
সভে মনে ॥

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১

॥ তথাহি ॥

অলৌকিকানামপি লৌকিকত্ব, মলৌকিকত্ব  
প্রথনায়নুনং । ভুবঃ প্রয়াগং কিলবিষ্ণুপদ্যা,  
দিবংনয়তোব শরীর ভাজঃ ॥

পয়ার ॥ সতে বলে অলৌকিক হয় যেই জন ।  
তিহেঁ। যদি করে লৌকিকের আচরণ ॥ অলৌকিক  
ধর্ম তার খ্যাত হয় তবে । তাহার দৃষ্টান্ত এই দেখ  
তুমি সবে ॥ আপনি আইলা গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে ।  
ভূমে থাকি স্বর্গে লয়ে শরীরী সকলে ॥

পয়ার ॥ এত বলি ভক্ত গণ প্রভু সঙ্গে লঞা ।  
ব্রহ্মানন্দ দেখিবারে চলে হৃষ্ট হঞা ॥ চতুর্দিকে  
ভক্ত গণ মাঝে বিশ্বস্তর । তারক বেষ্টিত যেন পূর্ণ  
শশধর ॥ দূরে হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া ।  
কহিতে লাগিল অতি বিস্ময় পাইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ  
চৈতন্য ইহেঁ। জানিল নিশ্চয় । যে অপূর্ব শুনিয়াছি  
সেই রূপ হয় ॥ কনক পরিঘ সম দীর্ঘ বাহু হয় ।  
স্ফুটতর কনক কেতকী কান্তি হয় ॥ নব দমলক  
মাল্য লাল্য মণি দ্যুতি । উদয় করিল গৌরচন্দ্র  
চারু গতি ॥ এই মত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি ।  
তাহার নিকটে আইলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ দেখিলেন  
ব্রহ্মানন্দে গৌর বর্ণ ধর । প্রকাণ্ড শরীর পরিণাছে  
চর্ম্মাধর ॥ চর্ম্মাধর দেখি প্রভু বিমনা হইলা । চিনি-  
য়াও, তাঁরে যেন চিনিতে না পারিল । ॥ ছন্ন করি  
মুকুন্দে প্রভু জিজ্ঞাসয় । ভারতী গোসাঞি বল  
কোন স্থানে হয় ॥ মুকুন্দ বলেন এই দেখ বিদ্যমান ।

গৌরচন্দ্র বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান ॥ এহেঁ যদি হই-  
 তেন ভারতী গোসাঞি । বাহুবেশ চর্ম্মাশ্বর পরিতেন  
 নাঞি ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় যা সভাকার । চর্ম্ম আদি  
 বাহ প্রতারণা নাহি তার ॥ প্রভু বাক্য শুনি চিন্তে  
 ভারতী গোসাঞি । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে চর্ম্মাশ্বর রুচে  
 নাঞি ॥ উত্তম कहিল ইহেঁ উপযুক্ত নয় । দম্ভ  
 মাত্র জানাইতে চর্ম্মাদি ধারয় ॥ চর্ম্ম আদি বস্তু  
 নহেনা হয় সাধন । কিন্তু প্রেম জ্ঞান হয় শুদ্ধ হৈলে  
 মনঃ ॥ খজু পথে চলিলে সুখে শীঘ্র গম্য হয় । বক্র  
 পথে দুঃখ পাঞা বিনশ্বতে যায় ॥ আমি যে করিল এই  
 নহে সদাচার । চর্ম্ম দূর করি ইহা না পরিব আর ॥  
 ঈজ্বিত করিল প্রভু দামোদর পানে । দামোদর প্রভুর  
 ঈজ্বিত ভাল জানে ॥ নূতন বস্ত্রের বহির্দ্বার দামো-  
 দর । ব্রহ্মানন্দ ভারতীরে দিলেন সত্ত্বর ॥ ব্রহ্মানন্দ বস্ত্র  
 যবে কৈল পরিধান । তবে প্রভু কাছে যাঞা করিল  
 পুণ্যম ॥ ব্রহ্মানন্দ ভয় পাঞা করিল আদর । कहিলেন  
 শুন গোসাঞি আমার উত্তর ॥ ইশ্বর হইয়া লোক  
 শিক্ষার লাগিয়া । আমারে আদর কৈলে মান্য  
 বলিয়া ॥ ইশ্বর স্বভাব এই মর্যাদা স্থাপন । তোমার  
 উচিত কিন্তু মোর ভয় হন ॥ অতঃপর শুন মোর এই  
 নিবেদন । আমারে প্রণাম আর না করো কখন ॥

॥ তথাহি ॥

নীলাচলস্য মহিমা নহিমা দূশেন, শকো নিক্রপয়িতু  
 মেব মলৌকিকভাৎ । এতে চরিত্রতয়া প্রতিভাস-  
 মানে, হে ব্রহ্মণী যদিহ সম্প্রতি গৌরনীলে ॥

পয়ার ॥ দেখ দেখ নীলাচল মহিমা বলিতে ।  
আমার না হয় শক্তি অলৌকিক যাতে ॥ দুই ব্রহ্ম  
নীলাচলে বিরাজে সৎপ্রতি । চরস্থির গৌর নীল  
এ অশ্চর্য্য অতি ॥ তুমি সে জগন্ম ব্রহ্ম ভবনীলা-  
চলে । স্থির ব্রহ্ম জগন্মাতা বসিয়া মন্দিরে ॥

পয়ার । প্রভুবলে আপনে যে কহিলে সৎপ্রতি ।  
তব মুখে সত্য কহাইলা সরস্বতী ॥ সৎপ্রতি  
শব্দেতে বর্তমান কাল হয় । গৌর ব্রহ্ম তুমি আজি  
করিলে বিজয় ॥ তব নাম এক দেশে ব্রহ্ম শব্দ হয় ।  
জগন্মাতা তুমি দুই ব্রহ্ম সুনিশ্চয় ॥ ব্রহ্মানন্দ বলে কথা  
কহিবে বিচারি । ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে অনুমান করি ॥  
দেখ আমি ব্যাপ্য তুমি ব্যাপক হইলে । চর্য্য ঘুচাইয়া  
মোরে বস্ত্র পরাইলে ॥ সার্বভৌম বলে সত্য কহিলে  
গোসাঞি । গৌরচন্দ্র ব্যাপক ইহাতে অন্য নাঞি ॥  
ব্রহ্মানন্দ বলে সার্বভৌম দেখ দেখ । সহস্র নাম  
তোমরা পঢ়িলে তাহা লেখ ॥

॥ তথাহি ॥ . . .

সবর্ণ বর্ণোহেমাক্ষো বরাঙ্গশ্চন্দ্রনাঙ্গদী ।

সন্ন্যাস কুংসম শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ ॥

পয়ার ॥ এত কাল এ নামের অনুয় না ছিল ।  
গৌরহরি সেই নাম মানুষ্য করিল ॥ আপনার প্রসাদ  
চন্দন সূত ডোরে । জগন্মাতা অঙ্গদ দিয়াছে বাহু  
পরে ॥ গৌরচন্দ্র সঙ্করণে পরমানন্দ হয় । দর্শনে  
আনন্দ হয় এহো চিত্র নয় ॥ কৃষ্ণের যতেক আছে  
অংশ অবতার । তাঁ সভারে দেখি হয় আনন্দ

সভার ॥ সেই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আবিভূত । তা দেখি  
আনন্দ হয় এ নহে অভূত ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দানুভবৈকসাধন মহোরূপং ঘনানন্দ চিদ্বা-  
হান্তঃকরণোন্মি বৃত্তি বিবহস্যা পাদকং পশ্যতাং ।  
হিত্বানন্দখুলক্বে হৃদি নিরাকারন্ত যৈ শ্চিন্ত্যতে,  
মন্যেতান্ ভ্রময়ত্যহো ভগবতী সা কাপি দুর্দাসনা ॥

পয়ার ॥ আনন্দানুভবের সাধন এই হন ।  
পরম সুন্দর রূপ আনন্দ চিদ্রন ॥ যে দেখে সে রূপ  
তার বাহ্যন্তর বৃত্তি । সব দূর করি সখী করে যেই  
মূর্তি ॥ সে রূপ ছাড়িয়া যে আনন্দ লভিবারে । নিরা-  
কার ব্রহ্ম চিন্তা করয়ে অন্তরে ॥ হেন বৃষ্টি তার যে  
অন্তরে দুর্দাসনা । সেই তারে আন্ত করি করয়ে বঞ্চনা ॥

॥ তথাহি ॥

অমূর্ত্ত্বং তত্ত্বং যদি ভগবত্তত্ত্বং কথো মহো,  
মদাসূরাদীনামপি ন ভগবত্তত্ত্বং গণনা ।  
ন মূর্ত্ত্ত্বানুভবতি নিয়মঃ কিন্তু পরমো,  
য আনন্দো যস্মাদপিচ সচ জ্ঞেশো মম মতং ॥

পয়ার ॥ আরো কহি নিরাকার যদি ভগবত্ত্ব ।  
মদাসূরাদিকে নহে না হয় সে তত্ত্ব ॥ অতএব এই মত  
লয়ে মোর মনে । মূর্ত্ত্ত্বানুভব নিয়ম না হয় ভগবানে ॥  
পরম আনন্দ যেহো হয়েন আপনে । যাহা হৈতে  
আনন্দানুভবে অন্য জনে ॥ তাঁহারে জ্ঞেশ্বর বলি  
এই মোর মত । সার্বভৌম বলে স্বামী কহিলে  
উচিত ॥

॥ তথাহ্যন্তঃ ॥

অদ্বৈতবীথি পথিকৈ রুপীয়াঃ, স্বানন্দ সিংহাসন  
লক্ষদীক্ষাঃ । হঠেন কেনাপি বয়ং নাঠেন, দাসী  
কৃতাগ্নিপবধ বিটেন ॥

পর্যায় ॥ আনন্দ ময়োভ্যাসাদি তাহার ব্যাখ্যান ।  
যে করিল তাই শুন কহি বিদ্যমান ॥ আপনে আনন্দ  
যেই পদার্থ হয়েন । পরকেহো পরম আনন্দ তেহো  
দেন ॥ বহু ধনবান যেন আপনেহ ধনী । পরকেহো  
ধন দেই সেই মত জানি ॥ কিন্তু শুন গোমাঞি  
আমার নিবেদন । যার প্রতি ভগবান কৃপাবান  
হন ॥ নিরাকার ভাবনা ছাড়িয়া সেই জন । শ্রীবিগ্রহ  
মাধুর্য সাগরে ডুবে মনঃ ॥

পর্যায় ॥ চৈতন্য গোমাঞি হন স্বয়ং ভগবান ।  
সার্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান ॥ ব্রহ্মানন্দ ভারতী  
পরম বিজ্ঞ তম । দামোদর পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ  
উত্তম ॥ সতে মেলি কৈল পরব্রহ্মের বিচার । সাকার  
পরমব্রহ্ম এই সারোদ্ধার ॥ এই মত কৃষ্ণ কথা কহে  
সতে মেলি । হেন কালে দামোদর হৈলা কৃতাঞ্জলি ॥  
ব্রহ্মানন্দে কহে তিহো শুনহ শ্রীপাদ । আমি মোর  
নিমন্ত্রণ করিবে প্রসাদ ॥ যে কর্তব্য আহ্নিক তা করহ  
সৎপ্রতি । আমার নিবাস প্রতি চল শীঘ্রগতি ॥  
শ্রীচৈতন্য কহেন, স্বামী এই যুক্ত হয় । তোমার যে  
ইচ্ছা প্রভু ব্রহ্মানন্দ কয় ॥ ইহা বলি দামোদর আদি  
কতোজন । সঙ্গে লঞা ব্রহ্মানন্দ করিলা গমন ॥ তবে  
সার্বভৌমে কহে চৈতন্য ঈশ্বর । ভট্টাচার্য্য তুমিহ

চলহ নিজ ঘর ॥ সার্বভৌম বলে কিছু আছে নিবে-  
 দন । কি বটে তা কহ বলে শচীর নন্দন ॥ ভট্টাচার্য  
 বলে দেহ যদ্যপি অভয় । অসামুখে কহ তুমি  
 শ্রীচৈতন্য কয় ॥ সার্বভৌম বলে গজপতি ভূমি  
 পাল । তাঁর চিত্তে উৎকণ্ঠা হইয়াছে বহুকাল ॥  
 সাধ করে দেখিতে তোমার শ্রীচরণ । আজ্ঞা  
 দেহ আমি তাঁরে করিতে দর্শন ॥ এত শুনি প্রভু  
 দুই কর্ণে দিল হাথ । বিজ্ঞ তুমি যুক্ত নহে কহ  
 এছে বাত ॥

॥ তথাহি ॥

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবন্তু জনোন্মথস্য, পারং পরং

জিগিমিষো ভব সাগরস্য । মন্দর্শনং বিষয়িনা

মথযোষি তাক্ষ, হা হন্ত হন্ত বিষ ভক্ষণতোপ্যসাধুঃ ॥

পয়ার ॥ নিষ্কিঞ্চন যে করিব কৃষ্ণের ভজন ।  
 সমসার সাগর পার বাঞ্ছে যেই জন ॥ বরণ সেই  
 বিষ খাওয়া প্রাণ ত্যাগিব । তথাপি বিষয়ী নারী  
 দর্শন বজ্রিব ॥ হায় হায় সার্বভৌম তুমি কহ মোরে ।  
 বিষ পান হৈতে দুষ্ট কন্ম করিবারে ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম কহে স্বামী তুমি যে কহিলে ।  
 সত্য সেই শাস্ত্র মতে সে কথা না চলে ॥ কিন্তু এই  
 রাজা নহে বিষয়ী কেবল । জগন্নাথ সেবক রাজা  
 অন্তর নিম্নল ॥

॥ তথাহি ॥

আকারাদপি ভেতব্য জীণাং বিষয়িণা মপি ।

যথাহেম্ননসঃ ক্ষোভ স্তথা তস্যাকূতেরপি ॥

পয়ার ॥ শ্রীচৈতন্য কহে ভট্টাচার্য্য শুন কহি ।  
যদ্যপি অন্তর শুদ্ধ তথাপি বিষয়ী ॥ স্ত্রী আর বিষয়ী  
দেখা সেরে থাকুক দূরে । স্ত্রী আর বিষয়ী মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ  
যে করে ॥ তার দর্শস্পর্শনা করিব ভিক্ষু জন । রাজা  
সম্ভাষিতে বল কোন প্রয়োজন ॥ সাক্ষাৎ ভুজঙ্গ  
দেখি ক্ষুভিত অন্তর । তৈছে সপ আকৃতি দেখিয়া  
লাগে ডর ॥

পয়ার ॥ তুমি আৰ্য্য তব বাক্য লক্ষিতে না পারি ।  
অতএব এক কালে নিবেদন করি ॥ হেন বাক্য পুনঃ  
যদি কহ তুমি মোরে । নীলাচল ছাড়ি তবে যাব  
স্থানান্তরে ॥ এত শুনি সার্বভৌম নিরব হইলা ।  
শ্রীচৈতন্য তাঁরে পুনঃ কহিতে লাগিলা ॥ গৃহে চল  
ভট্টাচার্য্য হৈল অতিকাল । সার্বভৌম বলে প্রভু  
যে ইচ্ছা তোমার ॥ এত বলি সার্বভৌম গেল। নিজ  
ঘরে । শ্রীচৈতন্য হেথা পুনঃ কহে মুকুন্দেরে ॥ আমি  
যবে গেলুঁ তীর্থ দেখিবার তরে । নিত্যানন্দ শ্রীপাদ  
গেলেন কোন স্থলে ॥ মুকুন্দ বলেন তিহোঁ গোড় দেশ  
গেলা । যাত্রা কালে এই কথা আমারে কহিলা ॥ ভগ-  
বান নীলাচলে আসিব যখন । অনুমানে আমি তাহা  
জানিঞা তখন ॥ অদ্বৈতাদি করিয়া যতেক ভক্ত গণ ।  
সভা সঙ্গে হেথা পুনঃ করিব গমন ॥ তবে কহে  
গোপীনাথ আচার্য্য সম্প্রতি । দৌরাজ্যাদি এবে কিছু  
নাহি উপহতি ॥ শুনিয়াছি গোড় পথ সুগম হইল ।  
গুণ্ডিচা যাত্রা প্রায় আমি নিকট হইল ॥ তার আগ-



মনের যে সামগ্রী প্রস্তুত। কিন্তু এত দূর যদি গিয়া  
থাকে বাত। ॥ নীলাচলে ভগবান করিল। গমন ।  
শুনিল বা না শুনিল গোড় ভক্ত গণ ॥ অথবা সন্দেহ  
আমি করি কি কারণে । নিশ্চয় আইলা বার্জা গোড়  
ভক্ত গণে ॥ ॥

॥ তথাহি ॥

ধ্রুৱং বিধূয়কিরণৈ রুদিতস্য ভানো, চন্দ্রস্য বা  
জগতিকে কথয়ন্তি বার্তাং । লোকোত্তরস্য কিল বস্তুন  
এব সেরং, শৈলী স্বয়ং স্বমভিতঃ প্রকটী করোতি ॥

পয়ার ॥ সূর্য্য চন্দ্র গগণে উদয় করে যবে । কিরণে  
সকল অন্ধকার নাশে তবে ॥ জগতে কে কহে গিয়া  
বৃত্তান্ত তাহার । এই মত লোকোত্তর বস্তুর বিচার ॥  
সর্বত্র প্রকট করে আপনি আপনা । ঈশ্বরের এই হয়  
স্বভাব ঘটনা ॥ আইলেন প্রায় গোড়ের ভক্ত গণ সব ।  
এই মত ষোর মনে হয় অনুভব ॥

পয়ার ॥ ইহা কহি আচার্য্য প্রভুরে পুনঃ কৈল । জগ-  
ন্নাথ সায়াহু ধূপের কাল হৈল ॥ যদি আজ্ঞা হয় এই  
কহি অঙ্গবাত । সঙ্কোচিত হইয়া রহিল গোপীনাথ ॥  
ঐচ্ছৈতন্য কহে তুমি চলহ আচার্য্য । ধূপ দেখ গিয়া  
বিলম্বের নাহি কার্য্য ॥ আমিহ স্বরূপ আর পুরীশ্বর  
মনে । মিলন করিব গিয়া ইচ্ছা হৈছে মনে ॥ এত  
বলি মহাপ্রভু গেলেন চলিয়া । গোপীনাথ কহে কিছু  
চিত্তান্তর হঞা ॥ জগন্নাথ দেখিবার লিল অনুমতি ।  
তোঞি মহাপ্রভু চলি গেলা শীঘ্র গতি ॥ অতএব  
আমি ধূপ করিব দর্শন । পুনঃ শীঘ্র আসি প্রভু করিব

মিলন ॥ এত বলি কথো দূর গেলেন চলিয়া । হেথা  
 সার্বভৌম কথা কহিছে বসিয়া ॥ জগন্নাথ রথের  
 বিজয় প্রত্যামন । নৃপতি প্রতাপরুদ্র হইল উৎপন্ন ॥  
 রাজার হৈয়াছে অতি উৎকণ্ঠা অন্তরে । শ্রীচৈতন্য  
 প্রভুর চরণ দেখিবারে ॥ প্রভু অনুমতি তাহে নহে  
 কদাচিত্তে । কেমনে প্রবোধ হব নৃপতির চিত্তে ॥  
 ভট্টাচার্য্য কথা শুনি গোপীনাথ বলে । হেন বুঝি  
 গজপতি আইলা নীলাচলে ॥ নিকট হইল রথ যাত্রার  
 বিজয় । নৃপতির আগমন উপযুক্ত হয় ॥ শীঘ্র আমি  
 জগন্নাথ দর্শন করিয়া । আমি বলি গোপীনাথ চলিল  
 ধাইয়া ॥ সার্বভৌম হেথা মনে করেন বিচার । কি  
 কপে গৌরাজ্জ দেখা পাইব ভূপাল ॥ হেনকালে  
 রাজ দূত আইল ধাইয়া । ভট্টাচার্য্য কহে আমি  
 প্রণাম করিয়া ॥ শুন ভট্টাচার্য্য মোরে পাঠাইল  
 নৃপতি । তাঁর আজ্ঞা তাঁর কাছে চল শীঘ্রগতি ॥  
 শুনি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচারে । আমি মাত্র  
 রাজা কেনে বোলায় আমারে ॥ হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণ  
 চৈতন্য দেখিবারে । উৎকণ্ঠিত রাজা তেঞি বোলায়  
 সত্বরে ॥ এত বলি সার্বভৌম শীঘ্রগতি চলে । দূরে  
 হৈতে রাজারে দেখিল সভাতলে ॥ উত্তম মন্দির  
 তাহে দিব্য চন্দ্রাতপ । সোপধান দিব্য তাহে কুসুম  
 সৌরভ ॥ তার পর বিচিত্র পটের সুবিছান । তাতে  
 বসিয়াছে রাজা ইন্দুর সমান ॥ চতুর্দ্ভিগে পাত্রগণ  
 দেব পরিচ্ছদ । কে কহিতে পারে তাঁর রাজত্ব সম্পদ ॥  
 বাক প্রয়োগ নাহি কারো মৌন করিয়াছে । রাজার

আনন্দে অতি আনন্দ উঠিছে ॥ এবে আমি দেখিব  
 শ্রীচৈতন্য চরণ । এত ভাবি রাজার আনন্দ যুক্ত  
 মনঃ ॥ ভট্টাচার্য্য হেনকালে গেল। সভা স্থানে ।  
 আনন্দে আছেন রাজা তাহা নাহি জানে ॥ উৎ-  
 কণ্ঠিত রাজা মনে করিছে চিন্তন । কি কপে পাইব  
 কৃষ্ণ চৈতন্য চরণ ॥

॥ তথাহি ॥

অভূতচেষ্টা মমরাজ্যচেষ্টা, সুখস্য ভোগস্য বভূবরোগঃ ।

অতঃপরং চেৎসন বীক্ষতেমাং, নথারয়িষ্যে বতজীবিতঞ্চ ॥

পয়ার ॥ রাজ্য চেষ্টা করিবারে ইচ্ছা নাহি হয় ।  
 গৌরচন্দ্র বিনু মোর ব্যাকুল হৃদয় ॥ সুখ ভোগ রোগ  
 সম হইল আমার । কাল হৈল কাল মোর সব  
 অন্ধকার ॥ অতঃপর প্রভু মোরে না দেখে সর্বদা ।  
 না ধরিব জীবন আমার এই কথা ॥

পয়ার ॥ রাজা দেখি সার্বভৌম ভাবেন অন্তরে ।  
 অন্তরে সচিন্ত বড় দেখি যে রাজারে ॥ নিকটে  
 আইলু আমি তাহো নাহি জানে । অতএব পরিচয়  
 করিয়ে আপনে ॥ জয় জয় মহারাজ ভট্টাচার্য্য বলে ।  
 সাবধান হইয়া রাজা তাহারে নেহালে ॥ আস্য আস্য  
 বলি রাজা পুণাম করিল। ভট্টাচার্য্য আশীর্বাদ করিয়া  
 বসিল ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য্য ভগবান স্থানে ।  
 নিবেদন করিলে কি আমার কারণে ॥ সার্বভৌম  
 কহে আমি কহিল সদৈন্য । রাজা কহে কি কহিল।  
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ শ্রীমান মুখে ভট্টাচার্য্য কহে প্রত্যুত্তর ।  
 কি কহিব মহারাজ তোমার গোচর ॥ রাজার বিষাদ

হেল বুঝি অনুমানে । সম্মতি না দিলা প্রভু মোর  
দরশনে ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য্য বুঝিলুঁ তথনি ।  
যবে তুমি হর্ষে না কহিলে আপনি ॥

॥ ত্রিপদী ॥

নিশ্চয় জানিয়া মনঃ, শ্রীচৈতন্য দরশনঃ  
না দিবেন অভাগার প্রতি ।  
হাহা ধিক রাজহু, ইহা হৈতে সুনীচত্বঃ  
পৃথিবীতে নাহি আর কতি ॥  
দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে;  
মহাপ্রভু করে দরশন ।  
তথাপি আমার সনে, দেখা নাহি করে কেনে  
তাহে জানিলাও তাঁর মনঃ ॥  
আপনে ঈশ্বর পূর্ণ, পৃথিবীতে অবতীর্ণ  
হৈলা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ।  
প্রতাপরুদ্ধের বিনা, ত্রিভুবনে যত জনা;  
সভারে করিব আমি দয়া ॥  
এ নহিলে নরনারী, এ তিন ভুবন ভরি;  
সভে আসি দর্শন করিল ।  
সভারে করিয়া দয়া, দিল শ্রীচরণ ছায়া;  
মোরে কেনে বঞ্চিত করিল ॥  
এত বলি এক ক্ষণ, চিন্তি রাজা মনে মনঃ;  
সার্বভৌমে বলে শুন যুক্তি ।  
ঈশ্বরের সভা বাণী, অন্যথা না হব জানি;  
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে কার শক্তি ॥  
আমার প্রতিজ্ঞা এই, শুন ভট্টাচার্য্য কহি;

এই কার্য্য সিদ্ধির আভাষ ॥

কিন্তু এই কর তুমি, এ প্রসঙ্গ তুমি আমি;  
আর মাত্র জানে ভগবান ।

অন্যো না জানিব ইহা, যত্নে তুমি কর তাহা;  
তবে হয় মঙ্গল বিধান ॥

এই বটে বলে ভট্ট, উঠিল মঙ্গল হট্ট;  
দুই জনে আনন্দ প্রসঙ্গ ।

বসিলেন দুই জন; যুক্তি করি সুস্থ মনঃ;  
প্রেম দাস বসি দেখে রঙ্গ ॥

পয়ার ॥ হেন বেলে দ্বারী গেল রাজ সন্নিধান ।  
কৃতাজলি দাপ্তাইয়া কহে সাবধান ॥ শুন দেব  
রাজধানী হৈতে এক চর । দ্বারের নিকট আইল ।  
হইয়া সত্বর ॥ তারে মোর পাশে আন নৃপতি  
কহিল । দ্বারী যাঞা শীঘ্র তারে লঞা পুনঃ আইল ॥  
দ্বারী বলে এই এহো রাজধানী চর । রাজা বলে কহ  
সংগ্রামের সমাচার ॥

৥ তথাহি ॥

পরং সহস্রাঃ সহসৈব পারে, চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ  
সমুতাঃ । কিং তৈরিকান্তে পরচক্রজাঃ কিং, ঋত্বৈব  
কেলাহল মাগতোম্মি ॥

পয়ার ॥ চর বলে নরদেব কর অবধান ।  
লক্ষ লক্ষ লোক আইল চিত্রোৎপল স্থান ॥ সে সব  
মনুষ্য কিবা শত্রুর সেনানী । কিবা তীর্থ যাত্রিক  
নির্গয় নাহি জানি ॥ সত্বরে আইনু আমি শুনি কোলা-  
হল । তা সভার তত্ত্ব বুঝ হইয়া সত্বর ॥

পায়ার ॥ ভট্ট কহে তীর্থক সে জানিল রহস্য ॥  
 অন্যথা পূর্বে ই বার্তা পাইতুঁ অবশ্য ॥ তাতে আমি অনু-  
 মালঙ্করি যুক্তি বলি । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রিয় পার্শদ  
 সকলি ॥ ভাল হৈল আইলা চৈতন্য ভক্তগণ । তোমার  
 সহিত গোষ্ঠী হইব শোভন ॥ হোথা যত ভক্ত গণ নরেন্দ্র-  
 ন্দুর তীরে । হরিধ্বনি কোলাহল করে উচ্চৈঃস্বরে ॥  
 মেঘাগমারন্ধ্রে যেন চাতক সকল । দ্বিগুণ করয়ে ধ্বনি  
 উৎসাহ অন্তর ॥ তৈছে প্রভু নিকট হইলা সন্তে  
 জানি । মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি ॥ সার্ব-  
 ভৌম বলে রাজ্য করি নিবেদন । শীঘ্র তুমি কর অউ-  
 লীকা আরোহণ ॥ মহা ভাগবত গণ চৈতন্য পার্শদ ।  
 বহু ভাগ্যে ঘটে ভক্ত দর্শন সম্পদ ॥ সার্বভৌম সঙ্গে  
 রাজ্য অউলী উঠিল । নরেন্দ্র পথে দৃষ্টি করিয়া  
 রহিল ॥ হোথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্র সর্বজ্ঞ ইশ্বর । জানিলা  
 আইলা সর্ব ভকত মণ্ডল ॥ দামোদর স্বরূপে প্রভু  
 আক্ৰা দিল । অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিকটে আইলা ॥  
 ইশ্বর প্রসাদ লঞা চল শীঘ্রগতি । সম্মান করিয়া আন  
 গিয়া ভক্ত ততি ॥ দামোদর জগন্নাথ নিরাম্বল্য লইঞা ।  
 ভক্তগণ স্থানে চলে উল্লসিত হৈঞা ॥ গজপতি বলে এই  
 কোন জন যায় । ভগবন্নিরাম্বল্য লঞা চলিছে ত্বরায় ॥  
 সার্বভৌম বলে এহো দামোদর নাম । গৌর ভগ-  
 বানের পার্শদ প্রেম ধাম ॥ অদ্বৈতাদি প্রিয়গণ গমন  
 শুনিঞা । ভগবত প্রসাদ মালা দামোদরে দিয়া ॥  
 আপনে চৈতন্য পাঠাইল দামোদরে । পুরস্করি অদ্বৈ-

তাদি আনিবার তরে ॥ গজপতি বলে যত আইলা ভক্ত  
 গণ । তাহে হেন চৈতন্যের প্রিয় কেবা হন ॥ মালা  
 দিয়া অনুব্রজি আনাইব যারে । সার্বভৌম বলে আছে  
 জানিল বিচারে ॥ সে নহিলে হেন কেন ব্যসমায়  
 হয় । গৌড় দেশে মহা মহা ভাগবত রয় ॥ মোর  
 সঙ্গে পরিচয় নাহি তা সভার । গোপীনাথ আচার্য  
 বোলাহ জানিবার ॥ গৌড়ের সকল ভক্তে গোপীনাথ  
 চিনে । তিহো পরিচয় করাইব সর্বজনে ॥ হেন বেলে  
 আইল তথা গোপীনাথ আচার্য । সার্বভৌম বলে সিদ্ধ  
 হৈল সর্ব কার্য ॥ গোপীনাথ বলে রাজা কি আজ্ঞা  
 তোমার । কি করিব কেনে নাম লৈছিল আমার ॥  
 রাজা কহে সার্বভৌম কহ আচার্যেরে । ভট্টাচার্য  
 গোপীনাথে কহেন সাদরে ॥ গৌড়ে হৈতে আইসে  
 যতেক ভক্ত গণ । পরিচিত তোমার হয়েন সর্বজন ॥  
 আমি সকলের ইচ্ছা হয় জানিবারে । পরিচয় করাহ  
 সকল ভক্ত বরে ॥ গোপীনাথ বলে ভাল যে আজ্ঞা  
 তোমার । একে একে পরিচয় করিব সভার ॥ গোপী-  
 নাথ ভট্টাচার্য আর গজপতি । অটালী উপরে পথ  
 দেখে স্থির মতি ॥ হোথা সব ভক্ত গণ নরেন্দ্রের তীরে ।  
 মহানন্দে উচ্চ করি সৎকীর্তন করে ॥ সৎকীর্তন  
 করিতে করিতে পথে যায় । দূরে হৈতে গজপতি  
 তা শুনিতে পায় ॥

॥ তথাহি ॥

সৎকীর্তন ধ্বনিরয় পুরতোবিভক্ত,  
 শঙ্করাঁএব সমাভূষণ প্রমোদী ।

শব্দ গ্রহণ তদনন্তর মন্য রূপে।

লঙ্কার্থ এব পুনরন্য বিধোবভব ॥

পয়ার ॥ ভট্টাচায়া বলে আহা কি আশ্চর্য্য ধুনি ।  
কর্ণম্বনঃ জুড়াইল সৎকীর্তন শুনি ॥ শব্দ অর্থ ভেদ  
নাহি শুনিল যখন । শ্রবণ প্রমোদ শুনি হইল  
তখন ॥ তাতে হৈতে সখ হৈল শব্দ ভেদ শুনি । অর্থ  
পাঞা কত সখ কহিতে না জানি ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে বিস্তর শুনিল কৃষ্ণ গান ।  
কীর্তন কৌশল হেন নাহি দেখি আন ॥ হেন সৎকী-  
র্তন রস কেবা সৃষ্টি কৈল । কীর্তন শুনিতে মনঃ প্রাণ  
জুড়াইল ॥ সার্বভৌম বলে এই কীর্তন বিধান ।  
সৃষ্টি করিলেন শ্রীচৈতন্য ভগবান ॥ পৃথিবীতে হেন  
হরি কীর্তন না ছিল । বৃন্দাবন রস প্রভু প্রকাশ  
করিল ॥ হেন বেলে দামোদর সেই স্থানে গেলে ।  
দিব্য নানা পরাইল অদ্বৈতের গলে ॥ রাজা কহে  
আগে মালা যারে সমর্পিল । এ কোন মহাস্ত হন  
তাহা মোরে বল ॥ গোপীনাথ বলে নান শুনহ  
প্রত্যেকে । ইহৌ শ্রীঅদ্বৈত নাম জ্ঞাত সর্বলোকে ॥  
এই যে দেখিছ আগে আরক্ত গৌরাঙ্গ । ইহৌ নিত্য-  
নন্দ নাম চৈতন্যের মুখ ॥ সার্বভৌম বলে নিত্য-  
নন্দে আমি চিনি । প্রথমে প্রভুর সঙ্গে আসাছিল  
ইনি ॥ রাজা কহে কথো জন নিজ সঙ্গে লঞা । পৃথক  
আসিছে কেনে না বুঝিল ইহা ॥ সার্বভৌম বলে  
সর্ব আদরণীয় হন । তে কারণে অন্য সঙ্গে না করে  
গমন ॥ গোপীনাথ বলে ইহ গায়ক প্রধান । শ্রীবাসু



পণ্ডিত নাম মহাপ্রেম ধাম ॥ এই যে সুন্দর যুবা  
 নামে বক্রেস্বর । প্রভুর সমান যার নতন সুন্দর ॥  
 এই যে প্রবীণ দেখ আচার্য রতন । রাধা ভাবে যার  
 ঘরে প্রভুর নতন ॥ এই মহা সুখী স্থল দেহ বিদ্যা-  
 নিধি । গদাধর পণ্ডিতের গুরু প্রেম নিধি ॥ সার্ব-  
 ভৌম বলে আমি শিশু যবে ছিলাম । নবদ্বীপে দুই  
 জন তখনে দেখিলাম ॥ গোপীনাথ বলে এই দেখ  
 বিদ্যমান । ম্লেচ্ছ কুলে জন্ম ইহো হরিদাস নাম ॥ তিন  
 লক্ষ কৃষ্ণ নাম লন প্রতি দিনে । ভুবন পূজিত ইহো  
 মানে সর্বজনে ॥ এই যে ব্রাহ্মণ বেশ নাম গদাধর ।  
 শিশুকাল হৈতে ইহো বৈরাগ্য তৎপর ॥ এই যে  
 মুরারি গুপ্ত অংশী যার রুদ্র । রাম পাদ পদ্মে ইহো  
 প্রেমের সমুদ্র ॥ এই তিন দেখ শ্রীবাসের সহোদর ।  
 রাম আর শ্রীপতি শ্রীকান্ত ভক্ত বর ॥ এই গঙ্গাদাস  
 চৈতন্যের বিদ্যা গুরু । নৃসিংহ আচার্য এহো প্রেম  
 কম্পতরু ॥ নবদ্বীপ বাসী এই সব ভক্ত গণ । কথো  
 মুখ্য কহিলু না জানি সর্বজন ॥ আর যত অপূর্ব না  
 জানি ইহা সবে । আত্মা দেহ পরিচয় লঞা আসি  
 তবে ॥ রাজা কহে শীঘ্র যাঞা কর পরিচয় । যে আত্মা  
 করিয়া গোপীনাথের বিজয় ॥ ভক্ত বৃন্দ পাশে  
 যাঞা পরিচয় লঞা । গোপীনাথ রাজা স্থানে পুনঃ  
 আল্য ধাঞা ॥ গোপীনাথ বলে ভট্টাচার্য মনঃ কর ।  
 এই আগে দেখহ আচার্য পুরন্দর ॥ হরি ভক্ত এই  
 ইহো পণ্ডিত রাঘব । এই নারায়ণ নাম পরম বৈষ্ণব ॥  
 কমলানন্দ নাম ইহো ইহো কাশীন্দ্র । বাসুদেব

মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ মহোদর ॥ এই শিবানন্দ ইহোঁ আর  
 নারায়ণ । এই দেখ বল্লভ ক্রিকান্ত ইহোঁ হন ॥ বহু  
 কি বলিব আর সৎক্ষেপে জানাই । সকল চৈতন্য  
 ভক্ত শ্রাবী কেহো নাঞি ॥ রাজা সার্বভৌম দোহে  
 করে দরশন । ভক্ত বৃন্দ চলে হোথা করি সৎকীর্তন ॥  
 সিংহ দ্বার পাছে করি চলে শীঘ্রগতি । দেখি সার্ব-  
 ভৌমে জিজ্ঞাসেন গজপতি ॥ জগন্নাথ শ্রীমন্দির  
 পৃষ্ঠ দেশে থুঞ । চৈতন্যের বাসা কেনে চলিল  
 ধাইয়া ॥ সার্বভৌম বলে রাজা নৈসর্গিক প্রেমা ।  
 আকর্ষিয়া লয়ে এই তাহার মহিমা ॥ জগন্নাথে  
 চৈতন্যে যদি এক হয় । তথাপি চৈতন্যে সে সহজ  
 প্রেমোদয় ॥ শুনিঞা রাজার মনে আনন্দ হইল ।  
 অন্য দিগ পানে পুনঃ দৃষ্টি আরোপিল ॥ দেখ রামা-  
 নন্দানুজ নাম বাণীনাথ । অনেক আশ্রয় লোক  
 লঞা নিজ সাথ ॥ বিস্তর প্রসাদ আদি নিজ সঙ্কে  
 লঞা । চৈতন্যের বাসা দিগে চলে শীঘ্র হঞা ॥  
 দেখি গজপতি জিজ্ঞাসেন সার্বভৌমে । বাণীনাথ এত  
 প্রসাদ লঞা যান কেনে ॥ সার্বভৌম বলে বাণী-  
 নাথ বিজ্ঞ হয় । অভিপ্রায়ে জানে ইহোঁ চৈতন্য  
 হৃদয় ॥ না কহিতে প্রসাদাদি আপনে লইয়া । ভক্ত  
 গণে উপচার দিতে যায় ধাঞা ॥ রাজা কহে ভট্টা-  
 চার্য্য একি আচরণ । আজি কি করিব সত্তে প্রসাদ  
 ভঞ্জন ॥

॥ তথাহি ॥

ন গুনকোপ বাগশ্চ সৰ্ব্ব তীর্থেষু যৎ বিধি যিতি ॥

পয়ার ॥ মুগুনোপবাস সর্ব তীর্থের বিধান ।  
তা লক্ষি কেমনে অন্ন জল করি পান ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম বলে রাজা শাস্ত্রে এই কয় ।  
কিন্তু সেই অন্য পথ জানিবে নিশ্চয় ॥ পারোক্ষিকী  
আজ্ঞা ইশ্বর শাস্ত্র বাণী । সাক্ষাৎ যে আজ্ঞা তাহা  
হৈতে শ্রেষ্ঠ মানি ॥

॥ তথাহি ॥

ঈদামস্যানুগৃহীতি ভগবান্ন ভাবিতঃ ।

সঙ্গহতি মতিংলোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাং ॥

পয়ার ॥ সহজে শ্রীজগন্নাথ প্রসাদাম্ব হন ।  
প্রাপ্তি মাত্র থাই ইহা না করি নিয়ম ॥ তাতে  
শ্রীচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান । আপনে শ্রীহস্তে  
তাহা করিব প্রদান ॥ ইশ্বরানুগ্রহ হৈলে লোক বিধি  
ধর্ম ছাড়ি ভক্ত করে তার সন্তোষার্থ কর্ম ॥

পয়ার ॥ আর শুন যেই হয় তৈরিক কেবল ।  
তাহার উদ্দেশ্য হয় তীর্থ যাত্রা ফল ॥

॥ তথাহি ॥

তৎকর্ম হরিতোষং যৎ সাবিদ্যাত্মতিযয়া ॥

পয়ার ॥ তীর্থ করে ফল পায় স্বার্থ পরায়ণ ।  
প্রভু তুষ্ট করে এই ভক্তের লক্ষণ ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে এই হয় এই মত সত্য ।  
ইশ্বরের তুষ্টি যাতে সেই সে কর্তব্য ॥ কহ ভট্টাচার্য্য  
রথ যাত্রা হব কবে । কবে মোর চৈতন্যের দরশন  
হবে ॥ তুমি যে কহিলে মোরে সেই মন্ত্র সার ।  
সেই মন্ত্র হৃদি লগ্ন আছয়ে আমার ॥ চৈতন্য দশন .

বিনা কাল যে নিমেষ । কাল সম হৈল মোর আর  
 কি বিশেষ ॥ ভট্টাচার্য্য বলে ধৈর্য্য করহ মানসে ।  
 জগন্নাথ রথোৎসব পরশ দিবসে ॥ রাজা কহে  
 কে কে আছে মোর বিদ্যমান । পরীক্ষা মহা পাত্র  
 কাশীমিশ্রে শীঘ্র আন ॥ রাজ প্রেষ্য শীঘ্র আসি  
 প্রণাম করিঞা । যে আজ্ঞা বলিয়া আনিবারে চলে  
 ধাঞা ॥ কাশীমিশ্র পরীক্ষা পাত্র শীঘ্র ডাকি লঞা ।  
 দূত কহে দৌহে আইলা রাজ আজ্ঞা পাঞা ॥ রাজা  
 কহে পরীক্ষা শুনহ কথা সব । পরশ হইব জগন্নাথ  
 মহোৎসব ॥ কাশীমিশ্র জানে সব চৈতন্যের মনঃ ।  
 যাত্রা লাগি এহো আজ্ঞা যে করে যখন ॥ মিশ্র আজ্ঞা  
 মোর আজ্ঞা করিয়া জানিবে । সাবধানে ব্যবহরি  
 আজ্ঞা যোগাইবে ॥ মহাপাত্র বলে দেব যে আজ্ঞা  
 তোমার । কাশীমিশ্রে গজপতি বলে পুনর্বার ॥  
 চৈতন্যের মনে যেই তাই দিনে দিনে । বুঝিয়া করিবে  
 মিশ্র আমার বচনে ॥ মিশ্র কহে আমার অভিষ্ট  
 এই হয় । তাহে সে তোমারে আজ্ঞা করিব নিশ্চয় ॥  
 আর এক করিবে তোমরা দুই জন । গোড় হৈতে  
 যত আইলা গৌর ভক্ত গণ ॥ জগন্নাথ দরশন স্বচ্ছন্দে  
 যেন পান । রাজা কহে মোর আজ্ঞা হবে সাবধান ॥  
 মহাপাত্র বলে তবে যে আজ্ঞা করিঞা । সেই সেই  
 কর্মে গেলা সাবধান হঞা ॥ রাজা কহে সার্বভৌমে  
 করি নিবেদন । তুমি যাহ দেখ গিঞা বৈষ্ণব মিলন ॥  
 অধিকার আছে দৈবে প্রভু দরশনে । পরমানন্দ  
 ভোগেতে বঞ্চিত হবে কেনে ॥ আমার নাহিক

ভাগ্য হৈয়াছি বঞ্চিত । মোর সঙ্গে তুমি কেনে এ  
 সুখে বঞ্চিত ॥ আমি যাই পরশ্ব হইব রথোৎসব ।  
 কিবা কার্য কি অকার্য দেখি যাঞা সব ॥ এত  
 বলি গজপতি গেল। তথা হৈতে । সার্বভৌম বড়  
 সুখ পাইলেন চিত্তে ॥ আমার অতীত রাজা করিলা  
 আপনে । সৎপ্রতি যাইব আমি প্রভু দরশনে ॥ এত  
 বলি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে । বৈষ্ণব মিলন  
 দেখিবারে চলে রঞ্জে ॥ দূরে হৈতে শুনে কৃষ্ণ প্রেমের  
 হুঙ্কার । হরি ধ্বনি করি নৃত্য করে বার বার ॥ শুনি  
 ভট্টাচার্য্য ধায় গোপীনাথ সনে । আগে ভক্ত গণ  
 দেখি চমৎকার মনে ॥ এক শ্লোক করি ভট্টাচার্য্য  
 মহামতি । সমুদ্র কপকে বর্ণে ভক্ত গণ ততি ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দ হুঙ্কার গম্ভীর ঘোষো, হর্ষাণি লোল্লাসিত  
 তাপ্তবোম্বিঃ । লাবণ্য বাহী হরি ভক্ত সিন্ধু, শ্চলঃ-  
 স্থিরং সিন্ধুমথঃ কয়োতি ॥

পয়ার ॥ এই যে চৈতন্য ভক্ত সিন্ধু চমৎকার ।  
 স্থির সিন্ধু অধঃ কৈল প্রভাব যাহার ॥ আনন্দ হুঙ্কার  
 এই বিশাল গজ্জন । নৃত্য উন্মি উঠাইছে প্রমোদ  
 পবন ॥ অগণ্য লাবণ্য বাহি ভক্ত সিন্ধু হন । এত বলি  
 ভট্টাচার্য্য উল্লাসিত মনঃ ॥

পয়ার ॥ গোপীনাথ সার্বভৌম নিকটে চলিলা ।  
 হোথা অদ্বৈতাদি ভক্ত প্রবেশ করিলা ॥ কেহো  
 নাচে কেহো গায় বলে হরি হরি । সর্বদা পুলক  
 নেত্রে অশ্রুধারা ঝরি ॥ হেনকালে দ্বারপাল গোবিন্দ

আইলা। গৌরাঙ্গের আঙ্গা লঞা হাতে পুষ্প মালা ॥  
 তা দেখিয়া অদ্বৈত জিজ্ঞাসে দামোদরে। মালান্তর  
 লঞা কেবা আসিছে গোচরে ॥ দামোদর বলে এহো  
 গোবিন্দ আখ্যান। চৈতনের পার্শ্ববর্তী মহা ভাগ্য-  
 বান ॥ গোবিন্দ সত্বরে মালা অদ্বৈতে দিল। সাদরে  
 অদ্বৈতচন্দ্র গ্রহণ করিল ॥ দামোদর বলেন করিয়ে  
 নিবেদন। এই কাশী মিশ্রের আশ্রম পদ হন ॥ এই  
 দ্বারে প্রবেশ করহ সবে মেলি। বাড়িতে প্রবেশ সবে  
 হঞা কুতূহলী ॥ দেখি সার্বভৌম বলেন অহো কি  
 আশ্চর্য। মিশ্রের আশ্রম কিবা হৈল স্থান বর্য ॥ শত  
 শত সহস্র সহস্র লোক যায়। মিশ্রের আশ্রম অনু-  
 কেমনে আশ্রয় ॥ কল্লঙ্কয়ে যেন ঈশ্বরের অপ্পোদরে।  
 সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যায় তাহার ভিতরে ॥ তত্ব যেন ঈশ্বর  
 অচিন্ত্য শক্তি হৈতে। কোন দিগে থাকে তাহা না  
 পারি লক্ষিতে ॥ এই মত মিশ্র ঘরে যত লোক যায়।  
 কেমনে বা স্থান পায় চৈতন্য ইচ্ছায় ॥ নিত্যানন্দ  
 অদ্বৈত সভার অগ্রেসর। দেখিয়া উঠিল শীঘ্র  
 শ্রীগৌর সুন্দর ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতেন্দোরুদয় জনিতোল্লাস সীমাতি শায়ী,

শ্রীচৈতন্যমূর্ত জলনিধীরিঙ্গতীবোত্তরঙ্গ।

পূর্ণানন্দোপায়মবিকৃতঃ শশ্বদুচ্চৈরখণ্ডঃ,

খণ্ডানন্দৈরপি কথমহো ভূয়সীং পুষ্টিমেতি ॥

পয়ার ॥ অদ্বৈতচন্দ্রের যবে উদয় হইল। গৌর

সিদ্ধু আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছলিল ॥ পূর্ণানন্দ অথগু যদ্যপি  
অবিকার । তথাপি আনন্দ ঢেউ চঞ্চল অপার ॥  
অথগু আনন্দগৌর থগুনন্দ সঙ্গে । অতিশয় পুষ্টি  
পাইলেন অতি রঙ্গে ॥

পয়ার ॥ শ্রীচৈতন্য পুরীস্থর স্বরূপাদি সন্তে ।  
অদ্বৈতাদি মিলিতে উঠিল মহোৎসবে ॥ গৌরচন্দ্র  
নিত্যানন্দে প্রণাম করিঞা । অদ্বৈতেরে আলিঙ্গিল  
অতি হৃষ্ট হৈঞা ॥ প্রেম মদে মত্ত গৌর অদ্বৈত  
মাতঙ্গ । নেত্রে অশ্রুদান জলে সিক্ত হয় অঙ্গ ॥ বাহু  
শুগু ঘটনার অন্যান্য সৌধব । অদ্বৈত চৈতন্য আলি-  
ঙ্গন মহোৎসব ॥ চতুর্দিকে ভক্তগণ করেন প্রণাম ।  
যথা যোগ্য সভারে সম্ভাষে গৌরধাম ॥ আলিঙ্গন  
সম্ভাষণ দর্শনাদি করি । সভাকারে অনুগ্রহ কৈলা  
গৌরহরি ॥ পূর্বে যেই যেই ভক্ত নহে পরিচিত ।  
তা সভার পরিচিত কারণ অদ্বৈত ॥ যারে যারে পূর্বে  
নাহি দেখে গৌরহরি । আপনে সম্বোধে প্রভু তার  
নাম ধরি ॥ গোপীনাথ সার্বভৌমে বলে দেখ চিত্র ।  
মধুর মধুর দেখ গৌরঙ্গ চরিত্র ॥ রাঘব তোমার ক্ষেম  
বলেন বচন । বাসুদেব শিব তোমার প্রিয় নারায়ণ ॥  
শিবানন্দ তোমার কল্যাণ বার্তা কহ । শঙ্কর তোমার  
ভব্য কহ নিঃসন্দেহ ॥ কমলাকান্ত কাশীস্থর কল্যাণ  
তোমার । শ্রীকান্তনারায়ণ কহ স্তম্ভ সমাচার ॥ এই  
মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্র বদনে । নাম ধরি জিজ্ঞাসেন  
যারে নাহি চিনে ॥ ঐশ্বর্য্য প্রভাবে কিবা বলেন  
বচন । কিম্বা পূর্বে প্রেমের স্বভাব এই হন ॥ প্রভু মুখে

চিত্র বাক্য শুনি ভক্ত গণ । সকল সন্তাপ গেল জুড়াইল  
মনঃ ॥ সভারে আসন দিয়া প্রভু বসাইলা । আনন্দ  
আবেশে তবে কহিতে লাগিল ॥ আজি মোর শুভ  
দিন রহা মহোৎসব । নয়নে দেখিলু আজি পরম  
বান্ধব ॥ কালি বা পরশ্ব নীলাচলচন্দ্রোৎসব । হইব  
গুণ্ডিচা যাত্রা আনন্দ বৈভব ॥ যদ্যপি গুণ্ডিচা যাত্রা  
চিত্র প্রমোদিনী । অষ্টৈতের দেখা তাহা হৈতে সুখ  
মান ॥ কত রথযাত্রা সুখ বৈষ্ণব দর্শন । গদ গদ  
বচনে কহে শচীর নন্দন ॥ এত বলি ঈশ্বর প্রসাদ  
মাল্য গন্ধ । স্বহস্তে সভারে পরাইলা গৌরচন্দ্র ॥ জগ-  
ন্নাথ প্রসাদাম লঞা নিজ হস্তে । কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ  
দিল বৈষ্ণব সমস্তে ॥ জগন্নাথ প্রসাদ তাহাতে প্রভু  
করে । পাইয়া সভাই ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ প্রভু  
স্তুতি করে ভক্ত ভক্ত স্তুতি প্রভু । সুখের অবধি নাই সুখ  
বাড়ে তভু ॥ জন্ম স্থান আশাল বান্ধব গণ পাঞা ।  
পরম আনন্দে প্রভু আছে ন বসিয়া ॥ সার্বভৌম বলেন  
শুনহ গোপীনাথ । এ কালে না যাব আমি প্রভুর  
সাক্ষাত ॥ আমারে দেখিলে হইবেক রমান্তর । অত-  
এব আমি এবে যাব স্থানান্তর ॥ দিন দুই আছে মাত্র  
গুণ্ডিচা যাত্রাকে । সামগ্রী কহিতে রাজা কহিল  
আমাকে ॥ অতএব আমি যাই সেই কার্য লাগিয়া ।  
তুমি মহাপ্রভু দরশন কর যাঞা ॥ সার্বভৌম গেলা  
যাত্রা সামগ্রী করিতে । গোপীনাথ গেলা গৌরচন্দ্রের  
সাক্ষাতে ॥ গোপীনাথ বলে জয় জয় গৌরচন্দ্র ।  
মহাপ্রভু তাঁরে দেখি পাইল আনন্দ ॥ প্রভু বলে



আচার্য্য এ দিগে সাবধান । অদ্বৈত চন্দের আগে  
 করহ প্রণাম ॥ গোপীনাথ অদ্বৈতেরে করিল  
 প্রণতি । আলিঙ্গন করিল অদ্বৈত মহামতি ॥  
 শ্রীঅদ্বৈত গোপীনাথে কহেন বারতা । আমি জানি  
 তুমি বিশারদের জামাতা ॥ শ্রীচৈতন্য বলে শুন  
 অদ্বৈত গোসাঞি । বিশারদ জামাতা একি ইহার  
 বড়াই ॥ আপনে পরম যোগ্য মহামহোত্তর । পরম  
 পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত প্রবর ॥ প্রভু বলে গোপীনাথ  
 শুন মোর বাণী । বাণীনাথ পট্টনায়ক ইহোঁ শীঘ্র  
 আনি ॥ তাঁর সঙ্গে যুক্তি করি উচিত যে স্থান । সভা-  
 কার বাসা তথা দেহ সাবধান ॥ যে আজ্ঞা করিয়া  
 গোপীনাথ শীঘ্র গেল । শ্রীচৈতন্য বাসুদেকে কহিতে  
 লাগিল ॥ মুকুন্দের সহ মোর পূর্ব পরিচয় । পূর্ব  
 সহচর মোর যদি তিহোঁ হয় ॥ তভু তাঁহা হৈতে  
 তুমি মোর প্রিয়তম । জন্ম জন্ম বন্ধু তুমি হেন নয়  
 মনঃ ॥ আজি আমি তোমা দেখা পাইল প্রথম ।  
 অতি পূর্বে বন্ধু যেন হেন চিত্তে হন ॥ বাসুদেবদত্ত  
 কহে মদৈন্য বচন । কোথা আমি বরাক অধম  
 নীচ জন ॥ মুকুন্দ পরম যোগ্য মোর পূজ্য তম ।  
 যদিপি কনিষ্ঠ তভু মানি জ্যেষ্ঠ সম ॥ ব্যবহার পর-  
 মার্থ দুই পথ দট । ব্যবহার হৈতে পরমার্থ পথ  
 বড় ॥ আগে যার ভক্তি জন্মে সেই জ্যেষ্ঠ হয় । শিশু  
 কাল হৈতে তেহোঁ ভক্ত সুনিশ্চয় ॥ তোমাতে দিলেন  
 সুখ কৃষ্ণ গানে সদা । তোমা সঙ্গে বিহরিল গৌড়  
 লীলা যদা ॥ এখন তোমাতে ভক্ত পরম বৈরাগ্য ।

আমি এই মাত্রে দেখা পাইল হত ভাগ্য ॥ পরমার্থ  
বুঝে যেই সেইসর্ব শ্রেষ্ঠ । ছোট যদি মুকুন্দ তথাপি  
মোর জ্যেষ্ঠ ॥ বাসুদেব বাক্যে প্রভু অতি সুখ পাইলা ।  
শিবানন্দসেনে তবে কহিতে লাগিলা ॥ শিবানন্দ  
আমি ভাল তোমারে জানিয়ে । অতি অনুরক্ত তুমি  
আমার বিষয়ে ॥ কান্দি শিবানন্দ বলে শুন ভগবান ।  
ভাগ্য হীন কেহো নাহি আমার সমান ॥ ভবাণবে  
ভ্রমি ভ্রমি মোর জন্ম গেল । কুল রূপ তোমা আমি  
এবে সে পাইল ॥ তুমিহ করিলে দয়া বহু দুঃখি  
প্রতি । আমা হেন দয়া পাত্র না পাইলে কতি ॥  
তোমার দয়ার তার্য্য পাপী ত্রিভুবনে । কেহো নাহি  
অনায়াসে তারিলে ভুবনে ॥ তোমার মহতী দয়া  
আমি পাপীঘর । আমা নিস্তারিলে সে জানিবে দয়া  
বল ॥ এত বলি ভূমে পড়ি করিল প্রণতি । শ্রীচৈতন্য  
কৃপা দৃষ্টি কৈল তাঁর প্রতি ॥ রাঘবপণ্ডিতে পুনঃ  
কহে ভগবান । তুমি অতি কৃষ্ণ প্রেম পাত্র ভাগ্য-  
বান ॥ শুনিয়া রাঘব প্রেমে গদ গদ হঞা । বাক্য  
নাহি স্ফূরে পড়ে প্রণাম করিঞা ॥ স্বরূপে বলেন  
প্রভু মথুর উত্তর । যদিহন দামোদর কনিষ্ঠ শঙ্কর ॥  
তথাপি আমার এই অর্দ্ধ বাক্য কঞা । দামোদর পানে  
চাহে সাতক হইয়া ॥ দামোদর বলে প্রভু মুখা-  
পেক্ষা ছাড় । শঙ্করের গুণ কহ এ সৌভাগ্য বড় ॥  
বন্ধুর সৌভাগ্য শুনি বন্ধু সুখী হয় । শঙ্করের সৌভাগ্যে  
আনন্দ অতিশয় ॥ প্রভু কহে দামোদরে সুহ সে  
সাদর । সাহজিক প্রেম পাত্র আমার শঙ্কর ॥

তোমার সমীপে মোর থাকুন শঙ্কর । স্বরূপের স্থানে  
 তাঁরে স্থাপিলে ঈশ্বর ॥ গোবিন্দে পুনঃ কহে  
 শ্রীগৌর সুন্দর । গোবিন্দ শুনহ তুমি আমার উত্তর ॥  
 শঙ্করের আনুকূল্য করিবে নিভর । যাতে দুঃখ নাহি  
 পান আমার শঙ্কর ॥ স্বরূপ গোবিন্দ দুই প্রভু আজ্ঞা  
 পাঞা । শঙ্করে পালন করে সাবধান হৈয়া ॥ ভক্ত  
 সঙ্গে সুখে বসিয়াছে বিশ্বস্তর । হেন বেল গোপী-  
 নাথ আইলা সত্তর ॥ গোপীনাথ বলে স্বামী করি  
 নিবেদন । যে আজ্ঞা তোমার সব হইল সম্পন্ন ॥  
 সভার উত্তম বাসাস্থান হইল । বিশেষে শ্রীগদাধর  
 লাগি স্থান কৈল ॥ দক্ষিণ পার্শ্বেতে স্থান কনচূড়  
 নাম । যমেশ্বর টোটার সমীপে রম্যস্থান ॥ মঙ্গল  
 তথাই থাকিবে গদাধর । আজ্ঞা হয় বাসা যান  
 বৈষ্ণব মণ্ডল ॥ তথাস্ত বলিয়া প্রভু কহে অদ্বৈতে ।  
 চিনিতে পারিলে তুমি এই পরীশ্বরে ॥ যতীন্দ্র মাধব-  
 পুরী তাঁর শিষ্যবর । দ্বিতীয় মাধব পুরী জানিবে  
 অন্তর ॥ মোর গুরু শিষ্য বলি ইহা না জানিবে ।  
 পরমানন্দ পুরীতে শ্রীল মাধব জানিবে ॥ ইহারে  
 প্রণাম কর গৌরাঙ্গ বলিলা । প্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈত  
 প্রণাম করিল । সকল বৈষ্ণব তবে পরমসাদরে ।  
 প্রণাম করিল আসি সভে পুরীশ্বরে ॥ স্বরূপে প্রণাম  
 তবে করিলেন সভে । প্রভু ভক্ত বসিয়াছে আনন্দ  
 বৈভবে ॥ কর ঘোড়ে গোপীনাথ করে নিবেদন ।  
 আজ্ঞা হয় বাসা সভে করেন গমন ॥ তবে গোপী-  
 নাথে বলে চৈতন্য গোসাঞি । যাহ হেন বচন

ধদনে আইসে নাঞি ॥ অতএব গোপীনাথ ইহা কহ  
 তুমি । যাহ বলি বিদায় করিতে নারি আমি ॥  
 ইচ্ছিত যুঝিয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণ । নিজ নিজ বাসা  
 সম্ভে করিল গমন ॥ পুরীশ্বর স্বরূপাদি সঙ্গে গৌর  
 চন্দ্র । বসিয়াছে অন্তরে উঠিছে প্রেমানন্দ ॥ প্রভু  
 বলে পুরীশ্বর স্বরূপ গোমাঞি । আজি মোর আন-  
 ন্দের অবধি কিছু নাঞি ॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ  
 দেখিলুঁ নয়ানে । পূর্ণ হৈলুঁ ধন্য হৈলুঁ আমি এত  
 দিনে ॥ স্বরূপ বলেন স্বামী করি নিবেদন । যদ্যপি  
 ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপেই হন ॥ তথাপি পার্শ্বদ সঙ্গে থাকেন  
 যখন । অতিশয় সৌন্দর্য্যাদি হয়েন তখন ॥ আকাশে  
 যেমন পূর্ণ রজনীর নাথ । রিক্ত হয়ে অশুগণ যদি  
 নহে সাথ ॥ অতএব চল প্রভু মায়াহু হইল । তোমা  
 বিনা পুরীশ্বর ভিক্ষা না করিল ॥ সকল সম্মান  
 সনে তোমার অপেক্ষা । অতএব সভা লঞা কর  
 যাঞা ভিক্ষা ॥ শুনিয়া চলিল প্রভু ভিক্ষা করিবারে ।  
 ভিক্ষা করি বসিলেন কাশীমিশ্রঘরে ॥ হেথা গোপী-  
 নাথ সব সমাধান করি । সার্বভৌম গৃহে যান অতি  
 দ্রুত করি ॥ দেখে ভট্টাচার্য্য আছে পথে দাপ্তাইয়া ।  
 রথোৎসব কথা কহে প্রফুল্লিত হঞা ॥ লক্ষ লক্ষ  
 লোক আইসে নানা দেশ হৈতে । নীলগিরি মহে-  
 শ্বর গুপ্তিচা দেখিতে ॥ স্বর্গের দেবতা গণ যাত্রিকের  
 বেশে । রথযাত্রা দেখিবারে আইলা ॥ উদ্দেশে ॥  
 সার্বভৌম বলে ব্রহ্মা হয়ে শত ধৃতি ॥ উৎকণ্ঠাতে  
 ব্রহ্মার ধৈর্য গেল কতি ॥ ইন্দ্র সুরগতি হন সহস্র

লোচন । অন্ধ প্রায় উৎকণ্ঠায় করিল গমন ॥  
 রথোৎসবে উদ্ভ্রান্ত করিল ত্রিভুবন । গোপীনাথ ইহা  
 শুনি সুবিস্মিত মনঃ ॥ চৈতন্য দর্শন সুখে কিছু না  
 জানিল । মুহূর্ত্তের প্রায় সে দিবস দুই গেল ॥

॥ তথাহি ॥

মূর্ত্তাস্তয়ইববেদা শম্ভোজীণীবনয়নানি । তিসুই-  
 বামরসরিতোদধাঃ পুরতো রথত্রয়ীক্ষুরতি ॥

পয়ার ॥ রথযাত্রা প্রসঙ্গ কহেন সার্বভৌম । আজি  
 শুকু দ্বিতীয়া এ বড়ই উত্তম ॥ গোপীনাথ গেলা রথ  
 দেখিবার তরে । তিন রথ দেখেন যাইয়া কথোদূরে ॥  
 গোপীনাথ বলে কিবা রথের সুখমা । ত্রিভুবনে রথ  
 হয়ে নাহিক উপমা ॥ তিন দেব মূর্ত্তি ধরি রথ রূপ  
 হৈলা । কিবা শম্ভু তিন নেত্র পৃথিবীতে আইলা ॥  
 কিবা তিন গঙ্গা রথরূপে পরকাশ । রথ দেখি গোপী-  
 নাথ অন্তরে উল্লাস ॥

পয়ার ॥ হোথা গজপতি আইলা কটক হইতে ।  
 রথোৎসবে চৈতন্য দেখিব এই চিত্তে ॥ সার্বভৌম  
 বোলাইলা বাসায়ে বসিয়া । ভট্টাচার্য্য কহে রাজা  
 সানন্দ হইয়া ॥

॥ তথাহি ॥

আয়াতোদ্যরথোৎসবস্য দিবসো দেবস্য নীলাচলা-  
 ধীশস্যাদ্যপুরো নটীষ্যাতি নিজানন্দন গৌরো হরিঃ ।  
 বিশ্রান্তিং নটনাবসান সময়ে কর্ত্তাদ্যজাতীবনে, হস্তা-  
 দৈব মনোরথঃ সফলতাং যাস্যত্যয়ং মাদৃশঃ ॥

পয়ার ॥ আজি জগন্নাথের হইব রথোৎসব ।

সর্ব লোক দেখিবেন আনন্দ বৈভব ॥ রথ আগে  
নৃত্য করিবেন গৌরহরি । ভাগ্য ধর লোকে দেখি-  
বেন ভাগ্য ভরি ॥ নৃত্য করি বিশ্বাম করিব জাতীবনে ।  
সফল হইব মনোরথ আজি মেনে ॥ ভট্টাচার্য্য মনে  
যুক্তি পূর্বে হইল যত । তাই করি সফল হইল মনো  
রথ ॥ দূরে হইতে গোপীনাথ সে কথা শুনিল । মনে  
কৈল গজপতি সব প্রায় পাইল ॥ গোপীনাথ সাব-  
ধানেশুতিমনে শুনে । দেখি রাজা কথা কয় ভট্টাচার্য্য  
মনে ॥ উৎকণ্ঠিত রাজা চৈতন্যর বিপ্রলম্ব । দেখি  
জগন্নাথ রথারোহে কি বিলম্ব ॥ গোপীনাথ গেলা  
তবে যেখানে সতাক্ষ । কাহালাদি ধুনি শুনি হৈলা  
বিবশাক্ষ ॥ দেখি রথ উপরে উঠিয়া জগন্নাথ । তা  
দেখিয়া এক শ্লোক পড়ে গোপীনাথ ॥

॥ তথাহি ॥

হৃদয় মিবমহঃ সমাধি ভাজা, মুদয় গিরেরিব শীর্ষ মুষ্ণ-  
রশ্মিঃ । অয়মখিল দৃশ্যং রসায়ন শ্রী, রথ মধিরোহতি  
নীলশৈল নাথঃ ॥

পয়ার ॥ অখিল লোকের নেত্র রসায়ন শোভা ।  
জগন্নাথ রথে চড়ে কি আশ্চর্য্য প্রভা ॥ ব্রহ্ম সমাধিতে  
যেন যোগেন্দ্র বসিল । পরমাত্মা হৃদি যেন আসি স্থির  
হৈল ॥ উদয় গিরির শিরে যেন দিবাকর । ঐছে জগ-  
ন্নাথ শোভে রথের উপর ॥ রথ দেখি রথের নাশ্বতে  
দৃষ্টি দিল । শ্রীচৈতন্য ভগবানে দেখিতে পাইল ॥  
রথে বসি শোভে জগন্নাথ বলরাম । লক্ষ লক্ষ লোকে

দেখে শোভা অনুপাম ॥ মনুষ্যের বেশে আইলা  
দেবতা মণ্ডল । ঘন ঘন উঠে হরি ধ্বনি কোলাহল ॥  
রথাগ্রে করেন নৃত্য চৈতন্য গোসাঞি । প্রেমাবেশে  
মহানন্দে বাহু স্মৃতি নাই ॥

॥ তথাহি ॥

অদৈতাদৈরখিল সুহৃদাং মণ্ডলৈ মণ্ড্যমানো,  
গায়ন্তিস্তৈঃ কতিভিরপরৈঃ শ্রীস্বরূপ প্রধানৈঃ ।  
শ্রীমদ্বক্রেশ্বর মুখ সুখাবিষ্ট ভূয়িষ্ঠ বন্ধুঃ, সিন্ধুঃ  
প্রেমামরমিহ নরীনর্তি গৌর যতীন্দ্রঃ ।

পয়ার ॥ অদৈতাদি করি যত মহান্তের গণ ।  
মণ্ডলীর বন্ধানে করে কীৰ্ত্তন দর্শন ॥ স্বরূপাদি করি  
মহা ভাগবত গণ । প্রেমেতে উন্মত্ত গায়েন গোবিন্দ  
গুণ ॥ বক্রেশ্বর আদি যত বান্ধব ভূয়িষ্ঠ । দেখেন  
প্রভুর নৃত্য অতি প্রেমাবিষ্ট ॥ প্রেম সিন্ধু যতীন্দ্র  
অধুর গৌরচন্দ্র । বিম্বল হইয়া নাচে উচ্চলে আনন্দ ॥

॥ তথাহি ॥

গৌড়ীখ্য রথকর্ষিভির্জনচয়ৈরাদায় বামে করে,  
হেলোল্লাসিত পীনরজ্জুপটলী সঙ্কষণ ব্যাজতঃ ।  
স্থায়ং স্থায় মহোকুচিং দ্রুততরং ধাবত্য মন্দংকুচি-  
দ্ধাবং ধাব মহোস্থিতঃ স্থিরতরং স্বেছাবশঃ স্যান্দনঃ ॥

পয়ার ॥ রথ টানে গৌড় গণ হরিষ অন্তরে । দীর্ঘ  
জ্বল রথ কাছি ধরে বাম করে ॥ কখন চলেন রথ  
অতি শীঘ্রগতি । কখন মস্তুর চলে যখন যে মতি ॥  
ধাঞা ধাঞা যায় কভু হয় স্থির তর । স্বেছা বশে  
চলে রথ চমৎকার কর ॥

॥ তথাহি ॥

প্রচলতি জগন্নাথে গৌরোহপসর্পতি সন্মুখাং,  
স্থিতবতি জগন্নাথে গৌরঃ প্রসর্পতি তত্পুরঃ ।  
অতিকুলকিনাবেবং দেবৌ পরম্পরমুৎসুকৌ  
কলয়তইব ক্রীড়াং নীলাচলস্য মণীশ্বরৌ ॥

পয়ার ॥ যবে জগন্নাথ রথ থাকে স্থির হঞা ।  
তবে গৌর নৃত্য গীত করে ভক্ত লঞা ॥ লক্ষ লক্ষ  
লোক দেখে পরম কৌতুক । পরস্পর দুই প্রভু  
দেখিতে উৎসুক ॥ যবে জগন্নাথ ইচ্ছা কীর্তন  
দেখিতে । তখন না চলে রথ স্থির হয় পথে ॥ জগ-  
ন্নাথ গমন দেখিতে গৌররায় । তবে শীঘ্র চলে রথ  
টানিতে না পায় ॥

পয়ার ॥ সিংহদ্বার পার্শ্ব হৈতে এই মত যায় ।  
ভক্ত গণদৌহা দেখি পরানন্দ পায় ॥

॥ তথাহি ॥

স্থিতবতি বলগণ্ডী মণ্ডপস্যোপকণ্ঠঃ,  
ভগবতি জগদিশে শান্ত নৃত্যে যতীন্দ্রঃ ।  
উপবন মনুগচ্ছন পার্যদেঃ প্রেমবদ্রিঃ  
সহজয়তি নিতান্ত শ্রান্তিতো বিশ্বমায় ॥

পয়ার ॥ বলগণ্ডী মণ্ডপ নিকটে যবে গেলা ।  
সেই স্থানে জগন্নাথ স্যন্দন রহিল ॥ নৃত্য সম্বরিল  
গৌরচন্দ্র ভগবান । সঙ্গে লঞা নিজ পারিষদ প্রেম  
বান ॥ উপবনে চলিল বিশ্বাম করিবারে । তা দেখিয়া  
গোপীনাথ ভাবিল অন্তরে ॥

পয়ার ॥ গুট বেশ গজপতি আসিব দেখিতে ।



জানিয়াছি তাহা ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছিতে ॥ আজি  
রাজা দেখিবেন প্রভুর চরণ । দেখিতে আচার্য্য  
তাহা করিল গমন ॥

॥ ত্রিপদী ॥

হোথা শ্রীল গৌরচন্দ্র, সঙ্গে লৈয়া ভক্ত বৃন্দ;  
প্রেমাবেশে গেল উপবন ।

সদা মনে জগন্নাথ, দুনয়নে অশ্রুপাত;  
বৃক্ষ মূলে দেখিলা ঐছন ॥

করি হরি সৎকীৰ্ত্তন, প্রভুর পার্শ্বদ গণ;  
শ্রম পাঞা বৃক্ষ মূলে মূলে ।

বেটিয়া গৌরাঙ্গ হরি, বসিলেন সারি সারি;  
মহানন্দে গৌরাঙ্গ নেহালে ॥

নৃত্য বেশ প্রভুচিতে, নাপারেন সম্বরিতে;  
মুদ্রিত করিয়া দুনয়ন ।

শ্রীচরণ প্রসারিয়া, বসিলা আনন্দ পাঞা;  
পাদপদ্ম চালেন সম্বন ॥

নিরন্তর নেত্র জল, ধৌত করে বক্ষঃ স্থল;  
প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, যোড়ানেত্র অবিরাম;  
অবনি অর্পিত দুই হাত ॥

প্রতি বৃক্ষ মূলে মূলে, ভক্ত গণ কুতূহলে;  
নিরবে চৈতন্য রূপ দেখে ।

নেত্র মুদি গৌরহরি, অর্দ্ধ শ্লোক উচ্চ করি;  
পুনঃ পুনঃ পড়ে অতি সুখে ॥

॥ তথাহি ॥

অথাত আনন্দ দুগ্ধং পদাম্বুজং

হংসাঃ শ্রয়েরনরবিন্দ লোচন ॥

হে অরবিন্দ লোচন, তোমার যে শ্রীচরণ;

তাহার মাধুরি অনুপম ।

সৎসারাদি পরিহরি, পরম হংস মণ্ডলী;

তেঞি সে সেবিয়ে অবিরাম ॥

একবার দেখা দিয়া, মোর চিত্ত হরি লঞা;

আনন্দ সমুদ্রে ভাসাইলে ।

হস্ত নেত্র অবিরাম, না ছাড়ি হৃদয়নশ্যাম;

সদা দেখি শ্রীপাদ যুগলে ॥

গোপীনাথচার্য্য শুনি, বড়ই আশ্চর্য্যমানি;

কপ দেখে অঙ্গ অঙ্গ কহে ।

প্রেমানন্দ আশ্বাদন, মহিমা আশ্চর্য্য হন;

দেখিতে সভার মনঃ মোহে ॥

নৃত্যকালে ভগবান, কৃষ্ণ হৈলা বিদ্যমান;

গৌরচন্দ্র কৈল দরশন ।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে তার, চিত্তে হৈল চমৎকার;

অদ্যাপি তা করে আশ্বাদন ॥

গোপীনাথ প্রভুমুখে, অর্দ্ধ শ্লোক শুনি সুখে;

নিজ চিত্তে করেন ব্যাখ্যান ।

উচ্চারচ শাস্ত্রমাধ্য, জ্ঞান তার প্রতিপাদ্য;

অর্থে অর্থ শব্দ উপাদান ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে অতি, চমৎকার করে তথি;

অতশব্দ এই অর্থ কয় ।

হৃৎস শব্দে সারাসার, বিচারে চাতুর্য যার;  
তার পদাধ্বজ সে ভজয় ॥

তার। কেনে ভজে তারে, আনন্দপ্রপূর্ণ করে;  
ইহা অনুভবি প্রভু কয় ।

এত বলি গোপীনাথ, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত;  
করি সর্ব বৈষ্ণব দেখায় ॥

॥ তথাহি ॥

নিম্পন্দ মঞ্জলরুচঃ সুশিখাঃ সুপূর্ণ,

স্নেহোন্তমঃ ক্ষয়কৃতঃ প্রতিশাখি মূলং ।

আভান্তি শোভন দশাস্তইমে মহান্তো,

নির্ঝাত মঞ্জল মহোৎসব দীপ কল্পাঃ ॥

নিশ্চল উজ্জল কান্তি, মহান্ত বৈষ্ণব ততি;  
তরু মূলে বসিয়া আরামে ।

স্নেহ পূর্ণ দিব্য শিখা, ক্ষয় করে তম লেখা;  
শুভ দশা অতি অনুপামে ॥

মঞ্জল প্রদীপ যেন, মহোৎসবে জ্বালে হেন;  
নিশ্চল উজ্জল তনুচ্চটা ।

প্রেমদাস বলে কিবা, অদ্ভুত হৈয়াছে শোভা;  
গোপীনাথ দেখে সাধু ঘটা ॥

পয়ার ॥ গোপীনাথচার্য ভাল বসিঞা নিভূতে ।

রাজার প্রবেশ দেখি আনন্দিত চিতে ॥ এত বলি  
গোপীনাথ বসিল নিজ্জনে । আইলা প্রতাপরুদ্র  
প্রভুর দর্শনে ॥ রাজ পরিচ্ছদ আর বস্ত্র অলঙ্কার ।  
সব ছাড়ি একাকি করিল আগুসার ॥ শুক্ল বস্ত্র ধৃতি  
ফোতা পরিয়াছে মাত্র । চৈতন্য দেখিব বলি উল্ল-

মিত গাত্র ॥ মনে মনে কহে কথা রাজা মতিমান ।  
ভয় তক দুই মোর হৈল বলবান ॥

॥ তথাহি ॥

উৎকণ্ঠাভয়তর্কযোর্বলবতো রাষ্ট্রাদনং কুর্ষতী,  
মামুচ্চৈ স্তরলী করোতি চরণৌ হাধিক্ কথং স্তম্বতঃ ।  
হংহোদেব পরীক্ষয়াদ্য ভবতঃ প্রায়ঃ পরীক্ষা মম,  
প্রাণানা মপি ভাবিনী নহিমং প্রাণেষু কোপিগ্রহঃ ॥

পর্যায় ॥ বলবতী উৎকণ্ঠা যে হইল অন্তরে ।  
ভয় তর্ক দুই তারে আচ্ছাদন করে ॥ প্রভুর দর্শনোৎ-  
কণ্ঠা টানি নিঞা যায় । দুই পায়ে ধিক থাকু স্তম্ভ  
হৈল তায় ॥ নিজ ভাগে বলে রাজা আজি সে  
তোমার । পরীক্ষা করিব আমি এই সে বিচার ॥ সেই  
পরীক্ষাতে হব প্রাণের পরীক্ষা । প্রাণ ছাড়ি মোর  
নাহি আগ্রহ অপেক্ষা ॥ এমন বিচার করি রাজা  
মতিমান । ধীরে ধীরে চলিলেন মহাপ্রভু স্থান ॥  
ইন্দু যেন অপরাধী হঞা কৃষ্ণ স্থানে । সশঙ্কিত কৃষ্ণ  
পাশে গেলা গোবর্দ্ধনে ॥ রাজা আইলা গোপীনাথ  
আচার্য্য তা দেখি । মনঃ কথা কহে তিহো প্রফু-  
ল্লিত আখি ॥

॥ তথাহি ॥

প্রভাব মাত্রেক নৃদেব চিক্কা, বীরোরসঃ সূপ্ত ইবায়-  
মগ্নে । আনন্দ শঙ্কা ভয় তর্কমিশ্রঃ, কৃচ্ছ্রণ বিন্য-  
ম্যতি পাদ পদ্মং ॥

পর্যায় ॥ প্রভাব মাত্রেতে চিনি রাজা বটে এই ।  
সূপ্ত হঞা আছে যেন বীর রস যেই ॥ শঙ্কা ভয়

তর্কানন্দ মিশ্রিত অন্তর । কক্ষে উঠাইছে পদ গমন  
মহুর ॥

পয়ার ॥ বৃক্ষ মূলে মূলে যত মহান্ত আছিল ।  
নৃপতি প্রতাপরুদ্রে দেখিতে পাইল ॥ মনে মনে  
সভেই ভাবেন চমৎকার । অকস্মাৎ রাজা কেনে  
কৈল আগুসার ॥ মঞ্চল সূত্রেতে করি মুদ্রিত  
দুকের । প্রতাপরুদ্র অকস্মাৎ তপস্বি বেশ ধর ॥ যদি  
বা নিষেধ করি সেহ ভাল নয় । প্রভু পাছে রাজা  
দেখে উদ্বেগ করয় ॥ না জানি কি মেনে হয় আজি  
সে রাজার । দেখি রাজা করেন কেমন ব্যবহার ॥  
এত বলি ভক্ত গণ রাজা পানে চায় । লঘু লঘু গজ-  
পতি প্রভু পাশে যায় ॥ চতুদ্दिগে চায় রাজা সভয়  
নয়নে । প্রভুর নিকটে গেল মহুর গমনে ॥ দেখে  
প্রভু বসিয়াছে অবনি উপরে । মুখ বক্ষঃ বাঞ্ছা পড়ে  
আনন্দাশ্রুধারে ॥ শ্রীচরণ মন্দ মন্দ করান দোলন ।  
রক্ত পদ্ম যেন মন্দ উড়য় পবন ॥ প্রভুর সৌন্দর্য  
তাহে প্রেমের বিকার । দেখিয়া প্রতাপরুদ্রে হৈল  
চমৎকার ॥ পার্শ্বদীঘল দুই বাহু প্রসারিঞা । দৃঢ়  
করি পাদ পদ্ম ধরিল ধাইয়া ॥ ভক্ত গণ দেখি বলে  
অনর্থ হইল । অবিচারে কেনে রাজা এমন করিল ॥  
আনন্দ আবেশে প্রভু মুদ্রিত নয়নে । বসিয়াছে  
নিজ পর বাহু নাহি জানে ॥ দৃঢ় করি ধরে রাজা  
প্রভুর চরণে । হায় হায় রাজার কি আজি হয়  
মেনে ॥ এই মত ভক্ত গণ ভাবেন বিষাদ । রাজা  
প্রতি প্রভু হোথা করিল প্রসাদ ॥ মুদ্রিত নয়নে

প্রভু স্বানন্দস্থ হঞা । দূঢ় করি আলিঙ্গন রাজারে  
ধরিয়া ॥ মুদ্রিতনয়নে প্রভু ধরিয়া রাজারে । ভাগ-  
বত এক শ্লোক পটে বারে বারে ॥

॥ তথাহি ॥

কোনুরাজমিন্দ্রিয় বায়ু কুন্দ চরণায়ু জং ।

নভজ্জং সৰ্ব্বতোমূর্ত্যু রূপাস্য মমরোভুগৈ ॥

পয়ার ॥ রাজার অন্তরে সব গেল দুঃখ শোক ।  
গোপীনাথচাৰ্য্য বলে এবড় কৌতুক ॥

পয়ার ॥ কভু দোষ কভু গুণ সাহস করিলে ।  
এই কথা আমি বুঝিলাও এত কালে ॥ মহারাজা  
গজপতি সাহস যে কৈল । তাতে আজি ভাগ্য ফল  
অদ্ভুত ফলিল ॥ কত কাল কত তপ করি যানাপায় ।  
হেন প্রভু আজি কৃপা করিল রাজায় ॥

॥ তথাহি ॥

সাহসংকুচন গুণায় কম্পতে কুপি দুষণ তয়াচ সিদ্ধ্যতি ।

সাহসেন বদকারি ভূভুজা তন্তুপোতি রথিলৈশ্চ নাপ্যতে ॥

পয়ার ॥ কেহো বলে রাজার ভাগ্যের অন্ত নাঞি ।  
কেহো বলে কৃপাময় চৈতন্য গোসাঞি ॥ কেহো  
বলে রাজার নিম্নল ভক্তি বলে । পর বশ করিলেন  
চৈতন্য ইশ্বরে ॥ আরবার গোপীনাথ রাজা দেখি  
কয় । সেই গজপতি এই এবড় বিস্ময় ॥

॥ তথাহি ॥

মহামল্লৈর্যস্য প্রকট ভুজবক্ষঃস্থল তটী;

বিনিষ্পেষাদ্ভয়াস্থিতিরিব বিদগ্ধে বিকলতা ।

সএবায়ং মাদ্যং করিবর করাক্রান্ত কদলী,

তরুস্তুম্বাকারো ভবতি ভগবদ্বাহু দলিতঃ ॥

পয়ার ॥ মহামল্ল গণে যদি বাহু যুগে ধরি । বুলে  
লঞা পিষে তারা করয়ে বিকলি ॥ হেন গজপতি  
প্রভু বাহু পেষ পাঞা । মত্ত হস্তী আক্রান্ত কদলী প্রায়  
হৈয়া ॥ কাতর হইয়া রাজা আছেন নিরবে । এ বড়  
আশ্চর্য গোপীনাথ মনে ভাবে ॥ হেন বেলে বন-  
গণ্ডী মণ্ডপ নিকটে । নানা বাদ্য জয় ধ্বনি কল কলি  
উঠে ॥

পয়ার ॥ শূনি প্রভু জানিলেন রথ চলি যায় ।  
রাজা আলিঙ্গিয়াছিল ছাড়ি দিলা তায় ॥ জগন্নাথ  
দর্শনে উৎকণ্ঠা বহুতর । মত্ত সিংহ হেন প্রভু চলিলা  
মত্তর ॥ আনন্দ আবেশ আছে বাহু নাহি জানে ।  
কারে আলিঙ্গিয়াছিল তাহা নাহি মনে ॥ প্রভু সঙ্কে  
ধাইলা সকল ভক্ত গণ । রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে  
অচেতন ॥ গোপীনাথার্চ্য গেলা গজপতি স্থানে ।  
রাজারে উঠাঞা কহে মধুর বচনে ॥ জগন্নাথ দর্শনে  
গেলেন শ্রীচৈতন্য । আপনেহ চল রাজা তুমি হৈলা  
ধন্য ॥ আনন্দে অবশ রাজা চলিতে নাপারে । গোপী-  
নাথ ধরি লঞা গেলা তাঁরে ঘরে ॥ অষ্টমাক্ষ সাক্ষ  
হৈল যাতে গজপতি । পাইল প্রভুর কৃপা সুখী হৈলা  
অতি ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জল । ব্রিথি-  
লেন প্রেমানন্দ দাস সুমঙ্গল ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং অষ্টম অঙ্কঃ ॥ ৮ ॥

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অথ নবম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীন বন্ধু ।  
নিত্যানন্দাদ্বৈত জয় করুণার সিন্ধু ॥ শ্রীবংশী বদন  
জয় বংশী অবতার । চৈতন্য কীর্তন স্কন্ধে কপায়  
যাহার ॥ জয় শ্রীজাহ্নবী জয় ঠাকুর রামাশ্রি । শ্রীহরি  
গোসাশ্রি জয় গৌর গুণ গাই ॥ হেন মতে প্রভু দেখি  
রথ মহোৎসব । নিজ বাসা গেলা সঙ্গে সকল বৈষ্ণব ॥  
স্বর্গের দেবতা সব যাত্রিকের ছলে । জগন্নাথ চৈতন্য  
দেখেন নীলাচলে ॥ যাত্রা দেখি দেব গণ গেলা নিজ  
স্থান । একটি কিম্বর গেলা ভাষ্য বিদ্যমান ॥ সে  
বৎসর কিম্বরী না গেলা দরশনে । রথ যাত্রা কথা  
তিহোঁ পুছে স্বামী স্থানে ॥ কহ দেখি রথ যাত্রা কেমন  
দেখিলে । কিম্বরীকে কিম্বর বলেন কুতূহলে ॥ শুন  
প্রিয়ে এ বৎসর গুণ্ডিচা উৎসব । অতি রমণীয়  
দেখিলাও সুখ সব ॥ কত কাল রথ যাত্রা দেখি আসি  
যাই । এমন আনন্দ আর কভু দেখি নাশ্রি ॥ কিম্বরী  
বলেন এত আনন্দ কেমনে । দেখিয়া আইলা কহ  
সব বিবরণে ॥ কিম্বর বলেন প্রিয়া কর অবধান ।  
এ বৎসরে আসিয়াছে স্বয়ং ভগবান ॥ ভক্ত কপে  
অবতীর্ণ নবদ্বীপে হৈল । সম্যাসের ছলে তিহোঁ নীলা-  
চলে আইলা ॥ সম্যাসীর ইন্দ্র কৃষ্ণ চৈতন্য সে নাম ।  
সুন্দর জিনিয়া গৌর দেহ অনুপাম ॥ তাঁরে দেখি  
মোর চিত্তে এমন হইল । মূর্তি ধরি পরম আনন্দ  
কিবা আইল ॥ তাঁর সঙ্গে বিস্তর মহান্ত ন্যাসী গণ ।



ত্রিভুবনে দেখি নাঞ্চি হেন সৎকীর্তন ॥ ভক্ত কপে  
 ঈশ্বর ভক্তেরে কৃপা করে। নৃত্য সৎকীর্তনে সর্বলোক  
 চিত্ত হরে ॥ অপূর্ব হইল যাত্রা তাঁর আগমনে ।  
 নেত্র কণ জুড়াইল নৃত্য সৎকীর্তনে ॥ কিম্বরী  
 বলেন হায় মুঞ্চি অভাগিনী । এমত আনন্দ হৈল  
 না দেখিল আমি ॥ কিম্বর বলেন প্রিয়ে দুঃখ না  
 ভাবিহ । আগামী বৎসর তুমি সে সুখ দেখিহ ॥  
 কিম্বরী বলেন যদি আগামী বৎসরে । সে সুখ হয়েন  
 তবে দেখেন পামরে ॥ কিম্বর বলেন প্রতি বর্ষ অতঃ-  
 পর । এই লীলা করিবেন চৈতন্য ঈশ্বর ॥ নীলাচল  
 ছাড়ি প্রভু কোথাহ না যাব । বৎসরে বৎসরে যাত্রা  
 এমনি হইব ॥ কিম্বরী বলেন কিবা নিয়ম ইহার ।  
 কেমনে জানিলে তথা স্থিতি সর্বকাল ॥ কিম্বর বলেন  
 সব হইয়াছি জ্ঞাত । তাঁর ভক্ত গণ কথা কহিলেন  
 যত ॥ সে কথা শুনিয়া সব তাঁর রীত জানি । কিম্বরী  
 বলেন কিবা কথা তাই শুনি ॥ কিম্বর বলেন এই  
 শুনিল বিচার । লোক অনুগ্রহ তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥  
 কিম্বরী বলেন তিন প্রকার কেমন । কিম্বর বলেন তিন  
 প্রকার যে শুন ॥ সাক্ষাৎ দর্শনে এক লোকের নিস্তার ।  
 পরে প্রবেশিয়া করে অন্য পরকার ॥ আবির্ভাব কপ  
 হয় করিলে চিন্তন । এই তিন নিস্তার প্রকার তাঁর হন ॥  
 কিম্বরী বলেন কহ বিবরণ করি । কিম্বর বলেন শুন  
 কহিব বিবরি ॥ নীলাচলে সাক্ষাৎ আছেন গৌরহরি ।  
 সাক্ষাৎ তাঁহারে আমি দেখে নর নারী ॥ প্রতি  
 বর্ষ নানা দেশ হৈতে লোক যত । লক্ষ কোটি

শস্য পদ্ম বৃন্দ শত শত ॥ জগন্নাথ দর্শনে উৎকণ্ঠা  
 যত নয় । ততোধিক উৎকণ্ঠাতে আসিয়া দেখায় ॥  
 সর্ব লোক মধ্যে তার প্রিয় গোড় বাসী । তার মধ্যে  
 অতি প্রিয় কেহো ভাগ্য রাশি ॥ বৈদ্য কুলে থণ্ড  
 হৈতে আইসে নরহরি । রঘুনন্দনাদি শত শত সঙ্কে  
 করি ॥ পূর্বে নবদ্বীপে যবে বিহার করিল । ইহা  
 সভাকার সনে দর্শন না হৈল ॥ তথাপিহ শুভাদৃষ্টি-  
 বান তারা হয় । প্রতি বর্ষ আসি প্রভু চরণ দেখয় ।  
 গুণ রাজ খান বংশ রামানন্দ আদি । প্রভুর সুহৃদ তারা  
 গোড় দেশাবধি ॥ প্রভু পদ দেখে তারা আসি নীলা-  
 চলে । পূর্ব হৈতে পুমে বন্ধু পাসরিতে নারে ॥ ন্যায়া-  
 চার্য আদি মহা মহা ভাগ্যবান । প্রেমাকৃষ্ণ হঞা  
 আসি প্রভু দেখা পান ॥ ন্যায়াচার্য এক জন ভগ-  
 বান নামে । যাবজ্জীব আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে ॥  
 প্রভু সনে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে । গৃহ বন্ধু  
 সব ছাড়ি রহে নীলাচলে ॥ এই মত যারা যারা  
 আসিতে সমর্থ । নীলাচলে আসি দেখি হয়েন  
 কৃতার্থ ॥ আসিতে না পারে যারা কৃপা করি তারে ।  
 অন্যের হৃদয়ে যাঞা ভারে কৃপা করে ॥ যাহার  
 হৃদয়ে প্রভু করে আরোহণ । পরম মহান্ত তারা  
 প্রায় প্রভু সম ॥ শ্রীঅদ্বৈত গোমাঞি নকুল ব্রহ্ম-  
 চারী । ইহা সভা হৃদয়ে আরোহে গৌরহরি ॥ কিম্বারী  
 বলেন তার হৃদয়ারোহণ । কিঞ্চিৎ বিবরি কহ  
 উৎকণ্ঠিত মনঃ ॥ কিম্বর বলেন প্রভু অদ্বৈত হৃদয়ে ।  
 প্রবেশিল। সে কথা বিস্তীর্ণ বড় হয়ে ॥ বহুকাল কহি

যদি তবে কহা যায় । ব্রহ্মচারী আরোহণ কহিব  
 তোমায় ॥ আশুয়া নামেতে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে ।  
 তাহে এক বিপ্র আছে অতি সদাচারে ॥ নকুল  
 তাহার নাম পরম বৈষ্ণব । জন্ম হৈতে ব্রহ্মচারী  
 শাস্ত্র জানে সব ॥ কৃষ্ণ ভক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ  
 নাম । অন্তর্যাহে কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ভক্তি  
 অন্তরায় লাগি বিবাহ না কৈল । পরম প্রভাব  
 লোকে তাঁর খ্যাতি হৈল ॥ সে দেশের লোক সব  
 উৎকণ্ঠিত হৈল । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লাগি চিন্তা উপ-  
 জিল ॥ অন্তর্যামী চৈতন্য ভক্তের কম্পতরু । সে  
 লোকে দর্শন দিতে ইচ্ছা হৈল গুরু ॥ নকুল ব্রহ্মচারী  
 দেহে প্রবেশ করিল । গ্রহগ্রস্ত প্রায় তিহোঁ অক-  
 স্মাৎ হৈলা ॥ প্রতপ্ত কাঞ্চন প্রায় হৈল দেহকান্তি ।  
 সদা আনন্দাশুধারা ফণ নহে শান্তি ॥ শিমলি কণ্টকা-  
 কৃতি পুনক সর্বাঙ্গে । হাস্য কম্প আদি সদা পুন্মের  
 তরঙ্গে ॥ যে দেখে চৈতন্য জ্ঞান হয় তার মনে ।  
 লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নকুল দর্শনে ॥ প্রেমের  
 বিকার আর মৌন্দর্য্য লাবণ্য । দেখি সর্ব লোক বলে  
 অভিন্ন চৈতন্য ॥ নকুল শরীরে শুনি গৌরাঙ্গ আবেশ ।  
 বাল বৃদ্ধ যুবা আসি দেখে সর্বদেশ ॥ দেখি সর্ব  
 লোকের নয়ন মনঃ হরে । প্রীত করি পূজা করে  
 নানা উপহারে ॥

॥ তথাহি ॥

গৌরদ্বিধা কপি শয়ন ককভঃ সমস্তা,  
 দানন্দ ভোগ পরিলোপিত বাহু বৃষ্টিঃ ।

আবাল বৃদ্ধ তরুণৈ রথ লক্ষ সংখ্যে

লোকৈ রভুং প্রণয়িভিঃ পরিপূজ্যমানঃ ॥

পয়ার ॥ কিন্নরী বলেন তবে এ বড় রহস্য ।  
কর্ণ রসায়ন কথা কহত অবশ্য ॥ কিন্নর বলেন কথো  
দিন এই মতে । বিহার করেন গৌর নকুল দেহেতে ॥  
কাঞ্চনপাড়া বলি গ্রাম আছে গঙ্গাतीরে । শিবানন্দ  
সেন তথা প্রভু সেবা করে ॥ সেই শিবানন্দ হন  
অতি ভাগ্যবান । সর্বকাল কায় মনে চৈতন্যের ধ্যান ॥  
অন্য দেবা দেবী কিছু সেবা নাহি করে । গৌর বিনা  
কৃষ্ণ নাম মুখে না উচ্চারে ॥ কবিকর্ণপুর নাম তাঁর  
পুত্র হৈল । কৃষ্ণ সেবা নিজ গৃহে পুকাশ করিল ॥ ঠাকু-  
রের নাম রাখিলেন কৃষ্ণরায় । শিবানন্দ সেন আসি  
দেখিল তাঁহায় ॥ দেখি শিবানন্দ অতি ক্রোধাবিষ্ট  
হৈল । কর্ণপুর নিজ পুত্রে ভৎসিতে লাগিল ॥ অরে  
মূঢ় কত কাল করিয়া মাজ্জন । কাল বর্ণ ঘুচাইয়া  
কৈল গৌর বর্ণ ॥ আরবার সেই কাল আনিলি  
মন্দিরে । শিবানন্দ প্রেম কথা কে রুঝিতে পারে ॥  
সেই শিবানন্দ আইল আশুয়া নগরে । ব্রহ্মচারী  
কথা লোকে কহিল তাঁহারে ॥ শুনি শিবানন্দ মনে  
আনন্দ জন্মিল । নীলাচলে আছে প্রভু ইহা কাহা  
আইল ॥ যদি বা আইল প্রভু সেহোত আবেশ । তাঁরে  
দেখি মোর সুখ না হব বিশেষ ॥ সাক্ষাদেখিল আমি  
প্রভুর চরণে । কি সুখ হইব ব্রহ্মচারী দরশনে ॥  
দর্শনে যাইতে ছিলা ফিরিয়া আইলা । সর্ব ঠাঞি  
শুনে সেই ব্রহ্মচারী লীলা ॥ শিবানন্দ বলে সর্ব

লোকে করে ব্যাখ্যা । অবশ্য নকুলে আমি করিব  
 পরীক্ষা ॥ অনেক জনতা হয় তাঁহার দর্শনে । সভার  
 বাহিরে আমি রব এক স্থানে ॥ আপনে জানিয়া  
 যদি আমারে ডাকিয়া । মোর ইচ্ছ মস্ত্র কহে কর্ণেতে  
 ধরিয়া ॥ তবে সত্য জানিব আমার প্রভু বটে ।  
 এত ভাবি সেন গেল। লোকের নিকটে ॥ সহস্র  
 সহস্র লোক দর্শন করিছে । শিবানন্দ দাপ্তাইলা মর  
 লোক পিছে ॥ ব্রহ্মচারী নিরবে আসনে বসিয়াছে ।  
 জানিলেন শিবানন্দ দাপ্তাঞাছে পাছে ॥ মহা-  
 প্রভু আবেশ তায় হইল যাবৎ । ব্রহ্মচারী কারে  
 বাক্য না কহে তাবৎ ॥ অকস্মাৎ ব্রহ্মচারী বলেন  
 গজ্জিয়া । কে কে আছে এখানে চলহ শীঘ্র হঞা ॥  
 লোকের পশ্চাতে শিবানন্দ আছে দূরে । শীঘ্র তাঁরে  
 লৈয়া আইস আমার গোচরে ॥ আত্মা শুনি মাত্র  
 লোক কত কত ধায় । শিবানন্দ বলি ডাক চাহিয়া  
 বেড়ায় ॥ শিবানন্দে পাঞা লঞা আইলা মদুর ।  
 দাপ্তাইল সেন ব্রহ্মচারীর গোচর ॥ ব্রহ্মচারী বলে  
 মনে করিলে বিচার । সেই কথা কহি শুন বচন  
 আমার ॥ আমার পরীক্ষা তুমি আইলা করিতে ।  
 তোমার ইচ্ছ মস্ত্র কহি শুন সাবহিতে ॥ চতুরঙ্গরী  
 মস্ত্র তোমার ইচ্ছ মস্ত্র হয় । গৌর গোপাল তার দেবতা  
 নিশ্চয় ॥ এত শুনি শিবানন্দ হৈল চমৎকার ।  
 জানিল প্রভুর এই আবেশাবতার ॥ অক্ষয় প্রণাম  
 করি বহু শুভ কৈল । তাঁর শিরে ব্রহ্মচারী চরণ  
 ধরিল ॥ শুনিয়া কিম্বরী মুখ পাইল অপার । পুনঃ

প্রশ্ন কৈল কহ তৃতীয় প্রকার ॥ কিন্নর বলেন চিন্তা  
 মাত্র আবির্ভাব । করি লোকে কৃপা করে শুন সে  
 পুস্তাব ॥ এই শিবানন্দ সেন ভাগিনা শ্রীকান্ত । চৈতন্যে  
 পরম প্রীতি বৈষ্ণব একান্ত ॥ একাকী শ্রীকান্ত গেল  
 শ্রীনীলাচলে । আনন্দে দেখিল প্রভুর চরণ যুগলে ॥  
 পুরীশ্বর স্বকৃপাদি সমস্ত প্রভু বসি । শ্রীকান্তেরে কৃপা  
 করি কহে হাসি হাসি ॥ শীঘ্র গোড়দেশে তুমি  
 চলহ শ্রীকান্ত । অদ্বৈতাদি করি যত গোড়ের মহান্ত ॥  
 মোর আজ্ঞা এই তুমি কহিবে সভারে । এ বৎসর না  
 আইসে আমা দেখিবারে ॥ এ বৎসর গোড়দেশে  
 আপনি যাইব । জগদানন্দের বাসে ভিক্ষা যে করিব ॥  
 এত শুনি শ্রীকান্ত চলিল শীঘ্রগতি । আসি বার্তা কহি-  
 লেন অদ্বৈতাদি প্রতি ॥ শ্রীকান্ত কহিল শুন অদ্বৈত  
 গোসাঞি । এ বৎসর নীলাদি যাইতে আজ্ঞা নাঞি ॥  
 গোড়দেশে প্রভুর হইব আগমন । হেথাই দেখিবে  
 সমস্ত চৈতন্য চরণ ॥ শুনিয়া অদ্বৈত আদি আন-  
 ন্দিত হৈল । নীলাচলে যাতোদ্যম পিখিল হইল ॥  
 শিবানন্দ সেন শুনি অতি হরষিত । তাঁর ঘরে  
 থাকে জগদানন্দ পণ্ডিত ॥ দুই জনে হরিষ সুখের  
 নাহি লেখা । জগদানন্দ হস্তে প্রভু করিবেন ভিক্ষা ॥  
 সেই দিন হৈতে শিবানন্দ ভাগ্যধর । ভিক্ষার সামগ্রী  
 লাগি হইল তৎপর ॥ মহাপ্রভু প্রিয় দ্রব্য শিবা-  
 নন্দ জানে । বাসুক শাকের ক্ষেত্র কৈলা হৃষ্টমনে ॥  
 কদলীর খোড় আর বাসুকাদি শাকে । প্রভু প্রীতি

জানি যত্নে করে নানা পাকে ॥ শীতকাল আইল পুতু  
চলিবার মনঃ ॥ হেনকালে রামানন্দ কৈল আগমন ॥  
গোদাবরী হৈতে তেহে ॥ নীলাচল আইলা ॥ গোড়-  
দেশ যাইবারে প্রভুরে না দিলা ॥ রামানন্দ বলে  
প্রভু সব ছাড়ি আইলু ॥ থাকিব তোমার সঙ্গে মনে  
চিন্তা কৈলু ॥ সে তুমি ছাড়িয়া যদি যাবে অন্য স্থানে ॥  
নিশ্চয় জানিবে মোর না রহিব প্রাণে ॥ তাঁর অনু-  
রাগ দেখি প্রভু না আইলা ॥ শিবানন্দ সেন অতি  
দুঃখিত হইলা ॥ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নামে ভক্ত  
রাজ ॥ দুঃখি হঞা সেন গেলা তাঁহার সমাজ ॥ প্রদ্যুম্ন  
ব্রহ্মচারী বলি তাঁর নাম ছিল ॥ পরম যোগীন্দ্র ভক্তি  
যোগ সিদ্ধ হৈল ॥ নৃসিংহের ধ্যান সদা নৃসিংহের  
নাম ॥ নৃসিংহ ভজন বিনু নাহি অন্য কাম ॥ নৃসিং-  
হেতে নিষ্ঠা দেখি চৈতন্য গোসাঞি ॥ রাখিল তাঁহার  
নাম মহা সুখ পাই ॥ নৃসিংহ বলিতে পাও পরম  
আনন্দ ॥ অতএব তোমার নাম শ্রীনৃসিংহানন্দ ॥  
তাঁর ঠাঞি শিবানন্দ কহেন কান্দিয়া ॥ চৈতন্য না  
আইলা কেনে আসিব বলিঞা ॥ প্রভু লাগি কলা-  
খোড় বাস্তুকের শাক ॥ কারে খাওয়াইব আমি ইহা  
করি পাক ॥ শিবানন্দ দুঃখ দেখি ব্রহ্মচারী কয় ॥ তব  
মনোরথ পূর্ণ হইব নিশ্চয় ॥ দিন দুই অপেক্ষা করহ  
মোর বোলে ॥ আনিব চৈতন্য চন্দ্র নিজ ধ্যান বলে ॥  
গৃহে চল শিবানন্দ দুঃখ না ভাবিহ ॥ শাক খাওয়া-  
ইব তাঁরে নিশ্চয় জানিহ ॥ ব্রহ্মচারী প্রভাব  
জানেন শিবানন্দ ॥ শ্রদ্ধা করি তাঁর বাক্যে চলিলা

সানন্দ ॥ একা ব্রহ্মচারী যাঞা বসিলা নিজ্জনে । দুই  
 রাত্রি দুই দিন বসিয়াছে ধ্যানে ॥ শিবানন্দ সেনে  
 তবে আনিল ডাকিয়া ॥ তাঁরে কহে ব্রহ্মচারী হাসিয়া  
 হাসিয়া ॥ শ্রীচৈতন্য ভগবানে বান্ধি ভক্তি ডোরে ।  
 আনিল পাণিহাটি রাখব মন্দিরে ॥ কালি প্রাতঃ-  
 কালে তিহ আসিবেন হেথা । আমি পাক করি ভিক্ষা  
 করাব সর্বথা ॥ যে আজ্ঞা করিয়া শিবানন্দ গেল  
 ঘর । উষাকালে স্নান কৈল ব্রহ্মচারী বর ॥ পাকের  
 সামগ্রী আনিলেন শিবানন্দ । প্রবর্ত হইলা পাকে  
 শ্রীনৃসিংহানন্দ ॥ আপন ইচ্ছায় পাক উত্তম করিল ।  
 তিন ভোগ তিন পাতে পৃথক করিল ॥ শ্রীচৈতন্য জগ-  
 ন্নাথ নৃসিংহের তরে । তিন ভোগ সজ্জা কৈল আনন্দ  
 অন্তরে ॥ তিন প্রভুর মন্ত্র পটি তিনে সমর্পিয়া ।  
 বাহির হঞা ধ্যান করে লোচন মুদ্রিয়া ॥ ধ্যানে  
 দেখে শ্রীচৈতন্য আইলা একাকী । শ্রীঅঙ্গের কান্ধি  
 যেন কনক কেতকী ॥ হাস্য মুখে বসিলেন ভোজন  
 করিতে । তিন ভোগ একা প্রভু লাগিল থাইতে ॥  
 তা দেখি নৃসিংহানন্দ মহানন্দ হৈল । অশ্রুধারে  
 রোমোদ্গমে শরীর ব্যাপিল ॥ সপ্রণয় কোপে যেন  
 করয়ে নিন্দন । এই মূর্তে উচ্চৈঃস্বরে কহেন বচন ॥  
 শুনহে চৈতন্য তুমি পরম চঞ্চল । তিন ভোগ একা  
 কেনে থাও করি বল ॥ জগন্নাথ নৃসিংহ কি থাইব  
 আমার । তিন ভোগ একা থাহ কেমন বিচার ॥ জগ-  
 ন্নাথ তোমাতে একতা ভিন্ন নয় । তাঁর ভোগ থাও  
 তুমি সেহ সহ হয় ॥ আমার নৃসিংহে আজি রাখিলে



উপাসী । তাঁরে দিল তুমি আসি থাও হাসি হাসি ॥  
 নমিৎহানন্দের প্রেম চেষ্টা চমৎকার । এই কথা কয়  
 উচ্চ কান্দে বার বার ॥ শিবানন্দ কহে গোসাঞি  
 কেনে উচ্চৈঃস্বরে । কান্দহ কেনে বা নিন্দ চৈতন্য  
 প্রভুরে ॥ ব্রহ্মচারী কহে সেন হইল হতাশ । তোর  
 গৌরচন্দ্র মোর কৈল সর্বনাশ ॥ তিন জন লাগি আমি  
 রন্ধন করিল । তোমার চৈতন্য বলে তিন ভোগ  
 খাইল ॥ আমার প্রভুর আজি হৈল উপরাস । শুনি  
 শিবানন্দ সুখে মন্দ মন্দ হাস ॥ শিবানন্দ বলে  
 স্বামী না কর ধিকার । নমিৎহের ভোগের সামগ্রী  
 দিব আর ॥ শুনি ব্রহ্মচারী হাস্য মুখেতে বসিল ।  
 কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা ॥ নমিৎহের  
 ভোগ সামগ্রী সেন আনি দিল । ব্রহ্মচারী দেখি তাঁরে  
 প্রসন্ন হইল ॥ শিবানন্দের চিন্তে মন্দেহ না ঘুচিল ।  
 সত্য কিবা ব্রহ্মচারী আবেশে কহিল ॥ এমত মন্দেহ  
 করি সে বৎসর গেল । অন্য বর্ষে শিবানন্দ নীলাচল  
 আইল ॥ সকল বৈষ্ণব সঙ্গে প্রভুকে মিলিল ।  
 গোড়ের বৃত্তান্ত প্রভু সভারে পুছিল ॥ যে সব বৈষ্ণব  
 না আইসে দরশনে । তা সভার বার্তা প্রভু জিজ্ঞাসে  
 আপনে ॥ সভাকার কল্যাণ আদি সম্ভে জানাইল ।  
 শিবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমত্ত কহিল ॥ প্রভু কহে গত  
 বর্ষে আমি পৌষমাসে । ভোজন করিতে গিয়াছিলাম  
 তাঁর পাশে ॥ বাস্তুক শাকাদি পাক উত্তম করিল ।  
 অতি প্রীত করি সব মোরে থাওয়াইল ॥ শিবানন্দ  
 শুনি তবে নিঃসন্দেহ হৈল । অন্য ভক্ত গণ মনে

সন্দেহ রহিল ॥ কিম্বর বলেন প্রিয়ে কহিল সকল ।  
 তিন মতে লোকে কৃপা করেন ঈশ্বর ॥ কিম্বরী বলেন  
 স্বামী কহ সেই কথা । রামানন্দে কেনে যাইতে না  
 দিল স্নর্ঘ্য ॥ কিম্বর কহেন তিহোঁ অতি প্রীতি মান ।  
 বিচ্ছেদ সহিতে নারে ব্যগ্র হয় প্রাণ ॥ অন্যের  
 কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে । দুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত  
 হৈয়া আছে চিতে ॥ আজি রহ কালি রহ বলে রামা-  
 নন্দ । দুই বর্ষ রাখিলেন দিয়া প্রতিবন্ধ ॥ প্রভু  
 তাঁরে বহু বিধ অনুনয় করি । বিদায় হইলা প্রায়  
 যাইতে মধুপুরী ॥ গোড়দেশ দিয়া প্রভু যাব  
 বৃন্দাবনে । দেবী বলে পুনঃ কি আসিব এই স্থানে ॥  
 বৃন্দাবন অতি প্রিয় তাহা পরিহরি । পুনঃ পাছে  
 প্রভু ইহা না আইসে ফিরি ॥ কিম্বর বলেন প্রভু  
 অবশ্য আসিব । জগন্নাথ অতি ভার আসি  
 যুচাইব ॥

॥ কিম্বরোক্তং ॥

আপামরং প্রাণিন উদ্দিধীর্ষো, নীলাচলেন্দো-

রতি ভার মেতং । লঘু করিষ্যান পুরুষোত্তমস্থো,

ভূয়োপি ভাবী পুরুষোত্তমোহয়ং ॥

পয়ার ॥ পামরাদি লোক সব উদ্ধার করিতে ।  
 একা জগন্নাথ শ্রম পান জানি চিতে ॥ আপনে করিব  
 আসি লোকের নিস্তার । লঘু করিবেন জগন্নাথ  
 অতি ভার ॥

পয়ার ॥ কিম্বরী বলেন স্বামী যে বল সে হয় ।  
 গৌরচন্দ্র ভগবান বড় দয়াময় ॥ কিম্বর বলেন চল

আমরা যাইব । জগন্নাথ প্রভুকে সঙ্গীত শুনাইবাঃ ॥  
 এত বলি কিম্বর আপন গণ সঙ্গে । জগন্নাথে গান  
 শুনাইতে গেলা রঞ্জে ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী  
 সুন্দর । প্রেমদাস হৃদি হরে কুসিদ্ধান্ত ধার ॥

॥ ত্রিপদী ॥

হোথা প্রভু গৌরহরি, রায়ে অনুন্নয় করি;  
 গোড়পথে বৃন্দাবন যান ।

মহারাজা গজপতি, শুনিল প্রভুর গতি;  
 বিরহে ব্যাকুল হৈল প্রাণ ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কহে রাজা সুকাতর্য্যে,  
 অনুমতি দিলা কেনে রায় ।

আগ্রহ প্রণয় ডোরে, বান্ধি না রাখিল তাঁরে;  
 তেঞি প্রভুক্ষেত্র ছাড়িয়ায় ॥

ভট্টাচার্য্য কহে তবে, রায়ে দোষ নাহি দিবে;  
 ঈশ্বরের সঙ্গে হঠ নয় ।

তথাপিহ রামানন্দ, যত্ন করি গৌরচন্দ্র;  
 ক্ষেত্রে রাখিলা বর্ষ দ্বয় ॥

দেখিবারে বৃন্দাবন, প্রভুর মোৎকঠমনঃ,  
 আগ্রহ করিলে দঃখ হয় ।

তেঞি রামানন্দরায়, অনুমতি দিলা তাঁয়;  
 আপনেহ দুঃখী অতিশয় ॥

রাজা কহে রাম রায়, পরম বান্ধব হয়;  
 তেঁহ মোর উদ্ধার করিলা ।

কি কহিব গুণ তাঁর, মোর মহা উপকার,  
 করিঞা প্রভুরে দেখাইলা ॥

॥ রাজবাক্যং ॥

অানীতো রাজ ধান্যঃপথি পুরু করুণঃ কারিতং  
চেক্ষণঃ মে, স্পর্শঃ পাদায় জস্য ব্যধিত মমদুরাপোপি  
সম্যক্ সুখাপঃ । বাক্পীযষঞ্চ সানুগ্রহ মিতি মধুরং  
পায়িতং শ্রোত্রপেয়ং, যন্নাভুদ্ভুরি যত্নে শুদজনি সহসা  
শূন্যমন্তু সুখাপি ॥

রাজ ধানী হৈতে মোরে, আনিলেন নীলাচলে;

প্রভুর চরণ স্পর্শ হৈল ।

অনুগ্রহ বাক্য মুখে, শ্রবণে শুনি নু মুখে;

দুস্পাপ্য ঈশ্বর মুখে পাইল ॥

রায়ের করুণা বলে, এ সম্পদ ঘটে মোরে,

কি দিয়া শুধিব তাঁর ধার ।

কৈল মোরে কৃতপুণ্য, তথাপি অন্তর শূন্য;

প্রভু ছাড়ি গেলা সিদ্ধু ধার ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম বলে রাজা কহিলে সুখম ।

রামানন্দ রায় হন ভাগবতোত্তম ॥ সেইহেতু ঈশ্বর

রায়ের বশ হন । ভক্ত বশ কৃষ্ণ এই পুরাণ বচন ॥

॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎকরিরবশাতি হিতো-

প্যযৌষমানশঃ । প্রণয়ঃসনয়াধৃতাজ্জি পদ্মঃ, সভবতি

ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥

পয়ার ॥ যে হরির নাম যদি আনুষঙ্গে লয় ।

তথাপি পাপের রাশি সদ্য নষ্ট হয় ॥ সে হরি

ভক্তের মনঃ ছাড়ি যাইতে নারে । দৃঢ় বন্ধ থাকে কেন

ভক্তের প্রেম ডোরে ॥ হেন ভক্ত রামানন্দ সহায়

তোমার । তোমা সম ভাগ্যধর কেবা আছে আর ॥  
 রাজা কহে রামানন্দ রায়ে ডাকি আন । বিরহে  
 কাতর স্নিগ্ধ হৃদ্যের প্রাণ ॥ সার্বভৌম বলে রায়  
 নাহি নীলাচলে । অনুব্রজি প্রভু সঙ্গে গেলা কথো-  
 দূরে ॥ রাজা কহে কথো দূর যাব তাঁর সঙ্গ । ভট্ট  
 কহে শুনিয়াছি ভদ্রক পর্যন্ত ॥ রাজা কহে সঙ্গে  
 গেলা কত সহচর । ভট্টাচার্য্য কহে পুরীশ্বর দামো-  
 দর ॥ জগদানন্দ গোপীনাথ গোবিন্দাদি করি ।  
 জন পাঁচ ছয় গেলা প্রভু সঙ্গ ধরি ॥

॥ তথাহি ॥

যদপি জগদধীশো নীল শৈলস্য নাথঃ, প্রকট পরম  
 তেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ । তদপিচ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ  
 চৈতন্য দেবে, চলতি পুনরুদীচীং হস্ত শূন্যাত্রিলোকী ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর ।  
 যদ্যপিহ জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার ॥ প্রকট পরম  
 তেজা নীল শৈল নাথ । সিংহাসনে বসিয়াছে বলভদ্র  
 সাথ ॥ তথাপি চৈতন্যচন্দ্র পুরী ছাড়ি গেলা । এতিন  
 ভুবন মোরে শূন্য যে হইল ॥

পয়ার ॥ সার্বভৌম বলে রাজা এই সে নিশ্চয় ।  
 নিরুপাধি প্রেমার স্বভাব এই হয় ॥ রাজা কহে আমা  
 দিগের সঙ্গে গেছে কেহ । ভট্ট কহে একথা কহিছ  
 করি সুহ ॥ ঈশ্বরের রাজ লোক সঙ্গাপেক্ষ কিবা ।  
 যার নামে বিঘ্ন হরে বনে জলে কিবা ॥ তথাপি  
 শ্রীরামানন্দ করিয়া বিচার । যত দূর মহারাজ তুয়া  
 অধিকার ॥ রাজ লিখা করিয়া পাঠাল্য এক জন ।

আগে গিয়া সমাধান করিব কারণ ॥ বাসাতে বাসাতে  
করেন বন আবাস । নানা উপচারে পূর্ণ মাজ্জন  
প্রকাশ ॥ নবীন মন্দিরে প্রভু বিশ্রাম করেন । পথ  
শ্রম পথ ব্যথা সবে পাসরণ ॥ প্রভু কহে এরচনা  
করে কোন জন । রামানন্দ কার্য হেন লয়ে মোর  
মনঃ ॥ গজপতি সার্বভৌম বসি দুই জন । এই মত  
ঐচ্ছন্য চন্দ্রের কথা কন ॥ হেন কালে দ্বারী আইল  
রাজার নিকটে । রামানন্দ দ্বারে বলি কহে কর পুটে ॥  
রাজা বলে ত্বরিত আনহ তারে হেথা । দ্বারী শীঘ্র  
যাঞ আনিলেন রাজা যথা ॥ রামানন্দ সার্বভৌমে  
প্রণাম করিয়া । রাজাকে প্রণাম কৈল নিকট  
জানিয়া ॥ আদর করিয়া রাজা বসাইল তাঁরে ।  
জিজ্ঞাসেন কোথা রাখি আইল প্রভুরে ॥ রামানন্দ  
বলে প্রভু সঙ্গে চলি যাই । ফিরি যাহ প্রতিপদে  
বলেন গোমাঞি ॥ তথাপি গেলাও আমি ভদ্রক  
পর্যন্ত । সেই থানে আমার ভাগ্যের হৈল অন্ত ॥  
বড়ই দুস্তর রাজা ব্যবহার অধ । ব্যবহারে ছাড়াইল  
সে সব সম্পদ ॥ দীমোদ্ধারী করুণার সিন্ধু পরানন্দ ।  
তুয়া ভয়ে ছাড়ি আইলাও গৌরচন্দ্র ॥ সেই থানে  
কেনে না হইল দেহ পাত । কুলিশ হইতে কুর মূর্তি  
যে সাক্ষাৎ ॥ গুণ নিধি প্রভু মোর গেলা দেশান্তর ।  
তাঁরে রাখি কি সুখ খাইতে আইলুঁ ঘর ॥ এত বলি রায়  
কান্দে নেত্র বহে নীর । সার্বভৌম বলে রায় তুমি  
হও ধীর ॥ আপনে পরম বিজ্ঞ বিচার না কর । সেই

রূপ লীলা তাঁর যে হয় ঈশ্বর ॥ নিমেষ বিচ্ছেদে  
 মরে ব্রজবাসী গণ । তারে ছাড়ি মথুরাকে করিল  
 গমন ॥ তাঁহা হৈতে পুনঃ তিহোঁ গেল। দ্বারাবতী ।  
 তথা হৈতে পুনঃ করে ইতি উতি গতি ॥ ব্রজবাসী  
 দ্বারকাদি বাসী যত জন । কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ কি  
 করিঞা সন ॥ যদ্যপি দুঃসহ কৃষ্ণ বিরহ বিপত্তি ।  
 তথাপি সহায় তিহোঁ এই তাঁর রীতি ॥ অতএব অনু-  
 শোচনার কার্য্য নাঞি । রাজাকে সাস্তুনা কর গৌর  
 গুণ গাই ॥ তুমি শোক পাসরিলে দুঃখিত ভূপাল ।  
 দুঃখ ছাড়ি প্রভু কথা কহত রসাল ॥ পথের বৃন্ডান্ত  
 কহ রাজা জিজ্ঞাসিল । স্থির হঞা রামানন্দ কহিতে  
 লাগল ॥ যত দূর মহারাজা তুয়া অধিকার । ততঃ  
 দূর লোক সঙ্গে যাইব তোমার ॥ ততঃপর পথ প্রাপ্ত  
 দুইচারি জন । গোড়াবধি প্রভু সঙ্গে করিব গমন ॥  
 কেহ ফিরি আসিবেক কত দূর হৈতে । কেহ গোড়-  
 দেশে যাব প্রভুকে রাখিতে ॥ সার্বভৌম রামানন্দ  
 রাজা গজপতি । সদা কহে প্রভু বার্তা কিবা দিন  
 রাত্রি ॥ হেনকালে দ্বারী আসি কহে রাজা স্থানে ।  
 রামানন্দ যে লোক পাঠাইল প্রভু সনে ॥ তার কথো  
 জন আসি উপস্থিত দ্বারে । রাজা কহে তারে শীঘ্র  
 আন অবিচারে ॥ দ্বারী যাঞা তা সভা আনিল শীঘ্র-  
 গতি । তারা আসি বলে দেব জয়তি জয়তি ॥ রামা-  
 নন্দ বলে অরে কহত বিবরি । কত দূর পর্য্যন্ত গেলেন  
 গৌরহরি ॥ লোকে কহে কুলিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত গমন ।  
 শুনি রাজা সার্বভৌমে করে নিরীক্ষণ ॥ সার্বভৌম

বলে রাজা নবদ্বীপ পারে । কুলিয়া নামেতে গ্রাম  
 গঙ্গার ওধারে ॥ গজপতি মন্দ হাসি সে মনুষ্য বলে ।  
 এক বাক্য কঞা সব কথা ফুরাইলে ॥ মূল হৈতে  
 সব কথা কহ বিবরিঞা । লোকে কহে মহারাজ  
 শুন মনঃ দিয়া ॥ হেথা হৈতে যদবধি তুষা অধিকার ।  
 পরম আনন্দ হৈল গমন প্রচার ॥ ততঃপর গোড়ের  
 সীমাতে প্রবেশিতে । তিনদিগে তিন পথ গোড়কে  
 যাইতে ॥ দৌরাভ্য হৈয়াছে তাতে দুই পথ রুদ্ধ ।  
 জন দুর্গ এক পথ গমন বিরুদ্ধ ॥ সেই পথ উদ্দেশে  
 চলিল ভগবান । উড়িস্যা সীমাধিকারী তথা ভাগ্য-  
 বান ॥ তিহোঁ আসি প্রভু পাদ পদ্ম প্রণমিঞা । ভক্ত  
 গণে কহে তিহোঁ কৃতাঞ্জলি হঞা ॥ জন পারে  
 গোড়ের সীমাধিকারী হয় । মোছ জাতি নিষ্ঠুর সে  
 অত্যন্ত দুর্গয় ॥ সম্র লোক মম্য হস্ত । মদ্যপ বিশাল ।  
 দুবস্ত চক্রে চূড়ামণি সর্বকাল ॥ উড়িস্যা হইতে যেই  
 যায় গোড় দেশ । তারে ধরি দুর্গতি করেন সবিশেষ ॥  
 গোসাঞির সঙ্গী সব একথা শুনিয়া । ভীত হৈলা  
 তারে কেহ না শুনায়াঞা ॥ আমাদের সীমাধিকারী  
 সে পুনঃ কয় । ক্রণেক বিলম্ব কর আমার বিনয় ॥  
 মোছের সহিত আমি সন্ধি করি আগে । তবে সুখে  
 যাবে সঙ্গে লঞা মহাভাগে ॥ হেন কালে ঈশ্বরের  
 ইচ্ছা শক্তি হৈতে । মোছ দূত এক আইল তাহার  
 সাক্ষাতে ॥ আগা দিগের সীমাধিকারী তারে দেখি ।  
 কি নিমিত্ত আইলা কহ বৈল হঞা সুখী ॥ সবিনয়  
 কহে সেই শুন মহাশয় । তোমা স্থানে আগমন এই



কার্যে হয় ॥ গৌড়দেশ সীমা অধিকারী পাঠাইল ।  
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আইল । এই বার্তা পাইল ॥ তব দেশ  
 হৈতে আইল তুমি যদি বল । তবে যাঞা দেখি তাঁর  
 চরণ যুগল ॥ এই দৌত্য করিবারে আইলু তোমা  
 ঠাম । আজ্ঞা হৈলে আসি কর্যে প্রভুকে প্রণাম ॥  
 শুনি গজপতি বলে তবে তবে বল । মোর সীমা  
 অধিকারী কি তারে কহিল ॥ দূত বলে মহারাজ  
 সীমা অধিকারী । ম্লেচ্ছদূতে এই কথা কহিল বিচারি ॥  
 প্রভুর দর্শনে তিহোঁ করিব গমন । ইহাতে নিষেধ  
 করিবেক কোন জন ॥ কিন্তু তিন চারিজন সঙ্গে মাত্র  
 লঞা । আসিতে কহিবে তাঁরে দম্বা ঘুচাইয়া ॥ দূত  
 যাঞা সেই বার্তা ম্লেচ্ছকে কহিল । জন চারি সঙ্গে ম্লেচ্ছ  
 আনন্দে আইল ॥ দেখিল গৌরাঙ্গ চন্দ্র রক্ত বস্ত্র ধারী ।  
 প্রতপ্ত কাঞ্চন নিন্দে অঙ্গের মাধুরী ॥ প্রভু পাদ পঙ্খের  
 সমীপ ভূমি গিঞা । অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি রহিল  
 পড়িয়া ॥ প্রভুর পাষদ সব প্রভু প্রতি কন । ইহা  
 প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন ॥ গৌড় সীমা অধি-  
 কারী ইহোঁ সুসজ্জন । ইহার সাহায্যে হয় সুখে  
 আগমন ॥ ভক্ত বাক্য অনুরোধে প্রভু তাঁর প্রতি ।  
 কৃপা দৃষ্টি পাত কৈল গোলোকের পতি ॥ প্রভু  
 বৃপা দৃষ্টি পাঞা সুকৃতি যবন । প্রেমে মত্ত হৈলা  
 যেন গ্রহগ্রস্ত জন ॥ পুলক ব্যাপিল সব ম্লেচ্ছের  
 শরীর । গদ গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রুনির ॥ সেই  
 যবনেরে কহে গোপীনাথচার্য । অহে ভাত তুমি  
 মোর কর এই কার্য ॥ কি কপে চলেন সুখে চৈতন্য

গোসাঞি । ইহাতে সাহায্য কর তুমি আজি ভাই ॥  
কত দূরে যাবে ম্লেচ্ছ কহে যোড় হাতে । পানিহাটি  
পর্যন্ত ব'লেন গোপীনাথে ॥ এত বলি ম্লেচ্ছের আনন্দে  
নাহি লেখা । কল্প অশু পুলকে সর্বাঙ্গ গেল ঢাকা ॥  
যোড় হাতে ম্লেচ্ছ কহে গদ গদস্বরে । আমা সম  
ভাগ্যবান নাহিক সৎসারে ॥ চৈতন্য দেবের আমি  
সাহায্য করিব । মনুষ্য জনম আজি সফল হইব ॥

॥ যবনোক্ত পদ্যং ॥

প্রফুল্ল রোমো গলদক্ষিণারঃ, সগন্ধাদং কিঞ্চিদ-  
সৌজগাদ । অহো মদীয়ং মহদেব ভাগ্যং, দেবস্য  
সাহায্য বিধৌ ভবেয়ং ॥

পয়ার ॥ এত বলি শীঘ্র ম্লেচ্ছ গমন করিল ।  
সজ্জন নাবিক সম্ভে শীঘ্র বোলাইল ॥ এক নৌকা  
নবীন অত্যন্ত সুগঠন । তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে  
আসন ॥ সেই নৌকা শীঘ্র আনি প্রভু আগে কয় ।  
এই নৌকা উপর চটিতে আজ্ঞা হয় ॥ নৌকান্তরে  
ম্লেচ্ছ যাঞা আপনে চটিল । তাঁর ভক্তি দেখি সম্ভে  
আনন্দিত হৈল ॥ প্রভু সঙ্গে ভক্ত সব নৌকাতে  
বসিল । উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম বলিতে লাগিল ॥  
জলে জল দস্যু ভয় ম্লেচ্ছ তাহা জানে । আগে আগে  
নৌকা নৈঞা চলিল আপনে ॥ জল পথে চলি মহে-  
শ্বর উত্তরিল । পিচ্ছলদ প্রামাবধি সেই ম্লেচ্ছ  
আইল ॥ সেই প্রাম গিয়া তাঁরে কহে ভগবান ।  
অতঃপর ফিরি তুমি চল নিজ স্থান ॥ জগন্নাথ প্রসাদ  
মোদক মনোহরা নাম । আপনার হস্তে করি গৌর

ভগবান ॥ সেই ম্লেচ্ছ দিনা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ।  
 প্রীতি বশ প্রভু তার অন্তর জানিয়া ॥ জগন্নাথ  
 প্রসাদ তাতে মহাপ্রভুর হাথ । প্রসাদ পাইলা ম্লেচ্ছ  
 হৈলা মহাসাত ॥ উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কানন্দ ফু-  
 রিয়া । মহাভাগবত হৈল প্রভু কপা পাঞা ॥ ছাড়িয়া  
 না যায় ম্লেচ্ছ কান্দিতে লাগিল । বহু যতে প্রভু  
 তাঁরে বিদায় করিল ॥ পূর্ব দশা ছাড়ি ম্লেচ্ছ হৈলা  
 অতি ধন্য । পরম বৈষ্ণব হৈলা জগতের মান্য ॥  
 শুনি সুবিখ্যিত রাজা হৈলা চমৎকার । ম্লেচ্ছ হঞা  
 এত ভাগ্য হইল ইহার ॥ সার্বভৌম বলে এছে ঈশ্বরের  
 লীলা । পাতাপাত বিচার না করে তাঁর খেলা ॥

॥ তথাহি ॥

অস্থানেপি প্রথয়তি কৃপা মীশ্বরোমৌ স্বতন্ত্রঃ,  
 স্থানে পুচ্চৈর্জনয়তি তরাং নুনমৌদাস্য মেব ।  
 রামোদেবঃ সগুহ মকরো দান্বনীনাং সখায়ঃ,  
 কৃষ্ণঃ স্তোত্রৈঃ প্রণমতি বিধৌ হন্ত মৌনীবভুব ॥

পয়ার ॥ অস্থানেহ করে কৃপা ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।  
 স্থানেহ শুদাস্য করে নহে পরতন্ত্র ॥ রঘুনাথ গুহক  
 চণ্ডালে সখা কৈলা । বিধি স্তুতি নতি করে কৃষ্ণ  
 মৌনী হৈলা ॥

পয়ার ॥ গজপতি বলে যে কহিলে সত্য হয় ।  
 অতঃপর কি হইল দূতে জিজ্ঞাসয় ॥ দূতে কহে ম্লেচ্ছ  
 প্রভু করিল বিদায় । নৌকায় চাপিয়া প্রভু জল  
 পথে যায় ॥ নাবিক সকলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বোলে ।  
 নৌকা বাঞা প্রভু লঞা জল পথে চলে ॥ একদিনে

নৌকা আইল পানিহাটি গ্রাম । তরু সঙ্কে নৌকা  
 হৈতে নামে ভগবান ॥ রাজা কহে সার্বভৌমে সে  
 গ্রামে কে হয় । কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয় ॥  
 ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত । পরম মহান্ত  
 তিহোঁ জগত বিদিত ॥ বার্তাহারী লোকে কহে শুন  
 ভট্টাচার্য্য । সেই গ্রাম যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য ॥  
 রাজা বলে কি আশ্চর্য্য হইল তা'বল । লোক কহে  
 নরদেব শুন যে দেখিল ॥ গঙ্গাতীর সীমা প্রভু যেই  
 মাত্র গেল । অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোক ময়  
 হৈল ॥ যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি ।  
 এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি ॥ ধরণীতে ধূলী  
 রাশি যতেক আছিল । হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য  
 হইল ॥ অথবা আকাশে ছিল যত তারা গণ । নর  
 হঞা পৃথিবীতে করিল গমন ॥ গৌরহরি বলি লোকে  
 চতুর্দিকে ধায় । পথে চলিবারে প্রভু পথ নাহি পায় ॥  
 বহু কষ্টে আইলেন রাঘবের ঘরে । রাঘব ডুবিল মহা  
 আনন্দ সাগরে ॥ সে রাত্রি রহিল প্রভু তাহার  
 মন্দিরে । নানা যত্নে নানু সেবা করিল প্রভুরে ॥  
 প্রাতঃকালে তাঁর স্থানে করিয়া বিদায় । নৌকা পথে  
 গঙ্গায় চলিল গৌররায় ॥

॥ ত্রিপদী ॥

সুমধুর কণ্ঠস্বরে, প্রসন্ন বদনে হরে,

কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান ।

নৌকা পর বসি যায়, অনিমিষ নেত্রে চায়;

দুকূলে যতেক ভাগ্যবান ॥

প্রভু চলে গঙ্গাজলে, লোক সব দুই কূলে;  
উচ্চৈঃস্বরে করে হরি ধ্বনি ।

বাল বন্ধ নর নারী, মতে বলে হরি হরি,  
ব্যাপিলেক আকাশ অবনি ॥

গঙ্গা যেন দীর্ঘ তারা, লোক পঙ্ক্তি মনোহরা;  
দুই কূলে দুই গঙ্গা প্রায় ।

গৌরাঙ্গ কিরণাবলি, দুই কূলে ঝলমলি;  
আনন্দে দেখিয়া মতে যায় ॥

পানিহাটি গ্রাম হৈতে, এই মতে গঙ্গা পথে;  
কুমার হউকে প্রভু গেল ।

শ্রীবাস পণ্ডিত নাম, সেই গ্রামে ভাগ্যবান;  
তাঁহার বাড়িতে উত্তরিল ॥

নৌকা হৈতে নামি যবে, তাঁর গৃহে চলি তবে,  
চরণ অর্পণ যেই স্থানে ।

সে স্থানের ধূলী নিতে, লোক যায় শতে শতে;  
পথে গর্তময় ক্রমে ক্রমে ॥

শ্রীবাস মন্দিরে যাঞা, পুভু উত্তরিল গিয়া;  
জগদানন্দ প্রভু অগোচরে ।

শিবানন্দ ঘরে গেল; প্রভু বার্তা জানাইল;  
শ্রীচৈতন্য শ্রীবাস মন্দিরে ॥

শিবানন্দ সেন প্রতি, জগদানন্দ প্রীতি অতি;  
চিরকাল ছিল। তাঁর ঘরে ।

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরে, আনিব সেনের ঘরে;  
এই ইচ্ছা পণ্ডিত অন্তরে ॥

দুই জনে যুক্তি কৈল, রচনা বিশেষ কৈল,

প্রভু স্থানে গেলা শিবানন্দ ।  
 শ্রীধাম পণ্ডিত ঘরে, দেখিলেন নিজেশ্বরে;  
 উচ্ছলিল পরম আনন্দ ॥  
 শিবানন্দ সেনকর, শুন প্রভু কৃপাময়;  
 বড় আশা আছে মোর মনে ।  
 অন্বেষ চরণ পদে, ধন্য কর মোর সন্নে;  
 একবার চল ভৃত্য স্থানে ॥  
 দিবসে সন্ধ্যা হব, শেষ রাত্রে লৈয়া যাব;  
 প্রভুবলে যে ইচ্ছা তোমার ।  
 ভক্ত বাঞ্ছা কপ্তরু, চৈতন্য জগত গুরু;  
 ভক্ত বাঞ্ছা পূরে সর্ব কাল ॥  
 শিবানন্দ সুখী হৈলা, ঘাটে নৌকা আনাইলা;  
 শেষ রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈলা ।  
 অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি হরি রব;  
 চতুর্দিকে ধাইতে লাগিল ॥  
 কেহোবা প্রাচীরে চড়ে, কেহো বৃক্ষ ডালে চড়ে;  
 কেহ নাচে কেহ পথে পথে ।  
 পৃথী হৈল লোক ময়, উচ্ছ হরিধ্বনি হয়;  
 মহাপ্রভু চলিল নৌকাতে ॥  
 মহাপ্রভু কুতূহলে, কাঞ্চন পাড়াকে চলে;  
 শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায় ।  
 গঙ্গার দুকূল ভরি, সন্ভে বলে হরি হরি,  
 গঙ্গাতে উজান নৌকা যায় ॥  
 কাঞ্চন পাড়ার ঘাটে, উঠিল গঙ্গার তটে;

ପଥେ ଦେଖେ ଅତି ସୁରଚନା ।  
 ଦୁପାଶେ କଦଳୀ ଶୁକ୍ଳ, ପ୍ରଦୀପ ଗୁକୁଳ କୁନ୍ଦ;  
 ଆମ୍ଭ ପତ୍ର ଗାଳାର ଘଟନା ॥  
 ଗଢ଼ାକୂଳ ହୈତେ ପଞ୍ଚ, ସେନ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ;  
 ସୁମଞ୍ଜିତ ଦେଖି ଗୌରରାୟ ।  
 ଜଗଦାନନ୍ଦେର କୃତି, ବଳି ହାସି ଜଗପତି;  
 ପଥ ଦେଖି ସୁଖେ ଚଳି ଯାଏ ॥  
 କଥୋଦୂର ଯାଏଁ ଆଗେ, ଦୁଇ ପଥ ଦୁଇ ଦିଗେ;  
 ସମାନ ପଞ୍ଜିତ ସୁରଚନ ।  
 ତା ଦେଖିଯା ଗୌରହରି, ମନେତେ ମନେହ କରି;  
 କୋନ ପଥେ କରିବ ଗମନ ॥  
 ବାମେ ବାସୁଦେବ ବାଡ଼ି, ଡିହେଁ ଆଗେକର ଯୁଡ଼ି;  
 କହେ ପ୍ରଭୁ ଚଳ ଏହି ପଥେ ।  
 ଆଗେ ଶିବାନନ୍ଦ ଘର, ପ୍ରଭୁ ଶୁଭ ଯାତ୍ରା କର;  
 ପାଞ୍ଚେ ଯାବେ ଆମାର ବାଡ଼ିତେ ॥  
 ବାସୁଦେବ ବାକ୍ୟ ଶୁନି, ଉଲ୍ଲସିତ ନ୍ୟାସୀ ମନି,  
 ଶିବାନନ୍ଦ ଘରେ ଆଗେ ଗେଲା ।  
 ଶିବାନନ୍ଦ ଆଳୟ, ହୈଳ ଆନନ୍ଦ ବୟ,  
 ପ୍ରାକ୍ଷେପେ ଗୌରାଞ୍ଜ ଦାଘାଉଲା ॥  
 ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଞ୍ଜିତ, ହେଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ;  
 ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୈଲା ।  
 ଈଶ୍ବର ଗନ୍ଦିର ପର, ବସିଲେନ ବିଷ୍ଣୁକ୍ତର;  
 ନର ନାରୀ ସୁଖେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୈଲା ॥  
 ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଞ୍ଜିତ, ପ୍ରଭୁର ଚରଣାମୃତ;  
 ସବ ଗୃହେ ଦିଲ ଛୁଡ଼ାଇଲା ।

অন্তঃপুর পরিজনে, চরণ সলিল দানে;

সভাকারে কৃতার্থ করিয়া ॥

দুই দণ্ড গৌরহরি, তাহা শুভ দৃষ্টি করি;

পুনঃ গেলা বাসুদেব ঘরে।

জগন্নাথ তাহা বসি, চলিলা গৌরাঙ্গ শশী;

চাপিলেন নৌকার উপরে ॥

শিবানন্দ বাসুদেবে, সংগোষ্ঠীতে উঠেঃস্বরে;

কান্দেন নৌকার পানে চাঞা।

কৃষ্ণ যাঁহা মুখ তাঁহা, কৃষ্ণ গেলে মুখ কাঁহা;

কান্দে প্রেমে মনে দুঃখ পাঞা ॥

পয়ার ॥ জয় গৌর ভগবান জয় কৃপাময় ।

জয় নবদ্বীপচন্দ্র জয় সর্বাশ্রয় ॥ নৌকা পথে গঙ্গায়

চলিলা গৌরহরি । দুকূলে অসংখ্য লোক চলে হরি

বাল ॥ প্রভুর চরণ জল লইবার তরে । সহস্র সহস্র

লোক জলে আসি পড়ে ॥ আকণ্ঠ হইল জল তত্ত্ব

ব্যগ্র হঞা । পাদোদক লাগি লোক চলিলা ভাসিয়া ॥

লোকের ব্যগ্রতা দেখি করুণা জন্মিল । প্রভু ইচ্ছা

পাদোদক সর্ব লোক পাইল ॥ বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল লোক

চলে গঙ্গাतीরে । তীরে তীরে চলে লোক কেহো

নাহি ফিরে ॥ এই মতে গঙ্গা পথে গেলা শান্তিপুরে ।

নৌকা হৈতে নামি গেলা অদ্বৈতের ঘরে ॥ প্রভু গৃহে

আইলা দেখি অদ্বৈত গোসাঞি । যে আনন্দ হইলা

তাহার অন্ত নাঞি ॥ হরিদাস ঠাকর আছিল তার

ঘরে । প্রভু দেখি পাদপদ্মে প্রণিপাত করে ॥ হরি-

দাস অদ্বৈত বিরিকি মহেশ্বর । ভক্তি আশ্বাদিতে



ଆଇଲା ପୃଥିବୀ ଭିତର ॥ ବସିତେ ଆନିୟା ଦିଲ ବିଚିତ୍ର  
 ଆମନ । ପ୍ରଭୁ ବଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଯାବ ବୃନ୍ଦାବନ ॥ ଏତ  
 ବଳି ବିଦାୟ ହୈୟା ଦୁଇ ଜନେ । ନୌକା ପଥେ ପୁନଃ ପ୍ରଭୁ  
 କରିଲ ଗମନେ ॥ ନବଦ୍ବୀପ ପାରେ ମେ କୁଲିୟା ନାମେ ପ୍ରାମ ।  
 ଶ୍ରୀମାଧବ ଦାମ ତଥା ଆଛେ ଭାଗ୍ୟବାନ ॥ ତାର ଘରେ  
 ଅହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରିଲା ଗିୟା । ନବଦ୍ବୀପ ଲୋକେ ଅନୁଗ୍ରହେର  
 ଲାଗିୟା ॥ ମଞ୍ଚୁଦିନ ରହିଲେନ ମାଧବ ମନ୍ଦିରେ । ଆଇଲ  
 ପ୍ରଭୁର ବାର୍ତ୍ତା ନଦୀୟା ନଗରେ ॥ ଶୁନିଯାତ୍ର ନବଦ୍ବୀପ ବାସୀ  
 ଯତ ଜନ । ଉଠକଥାତେ ଧାହିୟା ଚଲିଲା ତତଃକ୍ଷଣ ॥  
 ନାବିକ ସକଳ ନୌକା ନୈୟା ଛିଲ ଘାଟେ । ଏକେକ  
 ନୌକାତେ ଶତ ଶତ ଲୋକ ଉଠେ ॥ ପାଞ୍ଚ ଗଣ୍ଡା କଢ଼ି  
 ଗାତ୍ର ନୌକା ଦାନ ଛିଲ । ପାଞ୍ଚ ପଣ ମାତ ପଣ ବାକ୍ତି  
 ପ୍ରତି ହୈଲ ॥ ମହମ୍ମୁ ମହମ୍ମୁ ନୌକା ଶୁନିୟା ଆଇଲ ।  
 ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପାର କରିତେ ନାରିଲ ॥ କେହୋ ବଳେ  
 ଜନ ପ୍ରତି କାହନେକ ଦିବ । ଘୋରେ ପାର କରି ଦେହ  
 ପ୍ରଭୁକେ ଦେଖିବ ॥ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଯତ ଛିଲ ତାୟ ।  
 ଜନ ପ୍ରତି ତଙ୍କା ଦିୟା ପାର ହୈୟା ଯାୟ ॥ କେହୋ କଳା-  
 ଗାଢ଼ ବାକ୍ତି ଗଞ୍ଜାପାର ହୟ । କେହୋ ଘଟ ଧରି ଯାୟ ନା କରୟେ  
 ଭୟ ॥ ଆବାଲ ଖେନାର ମଞ୍ଜୀ ପଟୁୟା ସକଳ । ଦେଖିତେ  
 ଧାହିଲା ମତେ ଆନନ୍ଦେ ବିସ୍ମୟ ॥ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟା-  
 ପକ ନବଦ୍ବୀପେ ଯତ । ଲୋକ ଦ୍ଵାରେ ଶୁନିଛିଲା ଚୈତନ୍ୟ  
 ମହତ୍ତ୍ଵ ॥ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ ନ୍ୟାୟ ଟାକାକାର । ତାର  
 ଯତ ନୈୟା ତାରା କରେ ବ୍ୟବହାର ॥ ହେନ ସାର୍ବଭୌମେ  
 ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ କରିଲା । ଷଡ଼ଭୁଜ ଈଶ୍ଵର ମୂର୍ତ୍ତି ତାରେ ଦେଖା-  
 ଈଲା ॥ ପୂର୍ବେ ଦିଗ୍ଵିଜୟୀ ସର୍ବ ଥଣ୍ଡି ନଦୀୟା । ନବଦ୍ବୀପ

মর্যাদা রাখিল গৌররায় ॥ হেন প্রভু আইলেন  
কুলিয়া নগরে । সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে ॥  
কুলিয়া নগরে সৎঘটের অন্ত নাঞি । বাল বৃদ্ধ নরনারী  
হৈল এক ঠাঞি ॥ নিশায় মাধব দাস বহু লোক  
লঞা । বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধে যাঞা ॥ প্রাতঃ  
কালে বাঁশ গড় সব চূর্ণ হয় । লোক ঘটা নিবারিতে  
কার শক্তি হয় ॥ গঙ্গা স্নান করিতে গৌরাজ দেব  
যায় । লোকের সৎঘট লাগি যাইতে না পায় ॥  
বাঞ্ছা কম্পতরু প্রভু তাহার ইচ্ছায় । অনায়াসে লোক  
সব দরশন পায় ॥ সপ্তদিন এই মতে কুলিয়া নগরে ।  
তাসাইল সর্ব লোকে আনন্দ সাগরে ॥ প্রাতঃকালে  
চলিলেন গঙ্গা তটে তটে । স্বর্গে মর্ত্যে হরিধ্বনি কল-  
রব উঠে ॥ যেখানে যেখানে প্রভু করেন গমন ।  
বৃন্তান্তের পূর্বে তথা সৎখ্যাতিত জন ॥ লোক ভরে  
নিম্ন তথা হয় বসুমতি । ভার পাঞা সুবিস্মিত হয়  
ফণীপতি ॥ এই মতে চলি চলি কথোদূর গেলা ।  
অসংখ্য অসুদ লোক দেখে প্রভু লীলা ॥ যবন নৃপতি  
গৌড়েশ্বর মহাবল । গঙ্গাপারে শুনে হরিধ্বনি কোলা-  
হল ॥ গঙ্গার নিকটে উচ্চ অউালী উপর । মস্ত্রি সঙ্গে  
তাহাতে উঠিল গৌড়েশ্বর ॥ অনন্ত লোকের ঘটা  
মহা কোলাহল । তার মধ্যে চলে প্রভু দীর্ঘ কলেবর ॥  
প্রতপু কাঞ্চন কান্তি উজ্জল শ্রীমুখ । সিংহ গতি  
দেখি থণ্ডে লোক দুঃখ শোক ॥ তা দেখিয়া বিস্মিত  
হইল গৌড়েশ্বর । কেশব বসু নাম সঙ্গে ছিল পাত্র  
বর ॥ তাহারে জিজ্ঞাসিল রাজা একি বটে বল ।

কেশব কহিল তাঁরে বৃত্তান্ত সকল ॥ শুন শুন কহি  
 তাঁর সকল কাহিনী । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম এক ন্যাসী  
 মণি ॥ এহো মহাপুরুষ শ্রীনীলাচলে ছিল । মথুরা  
 দেখিতে তাঁর মনে ইচ্ছা হৈল ॥ পুরুষোত্তম হৈতে  
 যান মথুরা দর্শনে । তাঁরে দেখিবারে লোক যায়  
 তাঁর মনে ॥ রাজা বলে বসু ইহো সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।  
 লোকের মনুহ দেখি মোরে লাগে ডর ॥ আমি মহা  
 রাজ যদি বহু যত্ন করি । দুই চারি লক্ষ লোক যুড়িতে  
 না পারি ॥ ঘর দ্বার ছাড়ি লোক আনন্দিত হঞ ।  
 বিনিদানে শ্রী পুরুষ চলে লাগ লঞ ॥ অতএব মনুষ্য  
 না হয় এই জন । ইহারে না কহ কিছু কাজি বা যবন ॥  
 সেই স্থান হৈতে সবে নিস্কৃতি হইলু । কিন্তু লোক  
 মুখে কিছু বৃত্তান্ত শুনিলু ॥ ততঃপর কথো দূর যাঞ  
 গৌরহরি । সে পথে না গেল গৌরচন্দ্র মধুপুরি ॥  
 কিন্তু নীলাচল আসি বনপথ দিয়া । মথুরা যাবেন পুতু  
 একাকি হইয়া ॥ শ্রুত কথা এই সত্য মিথ্যা নাই  
 জানি । গোড়াবধি বৃত্তান্ত কহিলু নৃপ মণি ॥ গজপতি  
 শুনি অতি আনন্দিত হৈল । প্রসাদ করিয়া তা  
 সবারে পাঠাইল ॥ হেথা মহাপ্রভু গেল রামকেলি  
 গ্রামে । সর্ব লোক সিক্ত হৈল কৃষ্ণ প্রেম দানে ॥  
 বিপ্র গৃহে ভিক্ষা করি ভক্তগণ সঙ্গে । রাত্রি কালে  
 বসিয়াছে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥ হেনকালে আইল তথা  
 দুই সহোদর । কপ সাগর মল্লিক নাম সাধু বিজ্ঞবর ॥  
 এদোহার পূর্ব কথা কহি অঙ্গাঙ্গরে । শ্রীসর্বজ্ঞ রাজা  
 ছিল কর্ণাট নগরে ॥ ভরদ্বাজ গোত্র তিহো বিপ্র

যজুর্বেদী । পরম ধার্মিক রাজা বিদ্যা রত্ন নিধি ॥  
 অনিরুদ্ধ দেব নামে তাঁর পুত্র হৈলা । তাঁরে রাজ্য  
 দিয়া তিহোঁ গোবিন্দ পাইলা ॥ অনিরুদ্ধ রাজা হৈলা  
 প্রতাপ প্রচণ্ড । যার যশঃকান্তি কৈল দ্বিজ রাজ  
 দণ্ড ॥ যজুর্বেদ সাক্ষ যার মুখে করে নৃত্য । অন্য  
 রাজা গণ যার হৈল যেন ভৃত্য ॥ তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভে  
 দুই পুত্র হৈলা । জ্যেষ্ঠ কপেশ্বর শেষে হরিহর  
 জন্মিল ॥ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত হইলা কপেশ্বর ।  
 হরিহর বলবান নানা অস্ত্রধর ॥ অনিরুদ্ধ দুই পুত্রে  
 রাজ্য বাঁটি দিয়া । মধু পুরে গেল রাজ্যে বিরক্ত  
 হইয়া ॥ হরিহর বলবান হয়ে শস্ত্র ধারী । জ্যেষ্ঠ  
 ভাতা দূর করি রাজ্য নিল হরি ॥ কপেশ্বর রাজ্য  
 ছাড়ি রাণী সঙ্গে লঞা । আইলেন মায়ে সঙ্গে পূর্ব  
 দেশ যাঞা ॥ শিখর ভূমির রাজা সঙ্গে সখ্য করি ।  
 সুখে থাকে পুত্র হৈল পদ্মনাভ করি ॥ যজুর্বেদো-  
 পনিষদ শাস্ত্র বিদ্যাবান । শিখর ছাড়িয়া গেল গঙ্গা  
 সন্নিধান ॥ নবহট্ট নামে গ্রামে পদ্মনাভ রহে ।  
 অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চ পুত্র হৈল তাহে ॥ পুরুষোত্তম  
 জগন্নাথ নারায়ণ নাম । মুরারি মুকুন্দ এই পঞ্চ পুত্র  
 তাঁর ॥ মুকুন্দের পুত্র হৈল শ্রীকুমার নাম । বঙ্গে  
 গেল তিহোঁ ছাড়ি নবহট্ট গ্রাম ॥ তাঁর তিন পুত্র  
 হৈল সর্ব গুণ বান । জ্যেষ্ঠ পুত্র সনাতন মধ্য কপ  
 নাম ॥ বল্লভ কনিষ্ঠ তিহোঁ রামচন্দ্র লৈলা । জীব  
 নাম পুত্র তাঁর মহা সাধু হৈলা ॥ বল্লভ গঙ্গায় যাঞা  
 শ্রীরাম পাইলা । সনাতন দৌড়ে যব উল্লিখ হইল ॥

বিদ্যাবাচস্পতি সার্বভৌম মহোদর । তাঁর শিষ্য  
হৈলা সনাতন ভক্তবর ॥ রূপ মন্ত্র লইলেন সনাতন  
জ্ঞানে । তিন ভাতা বাস করে রামকেনী গ্রামে ॥  
আপন গুরুর নাম শ্রীসনাতন । বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থে  
করিল লিখন ॥

॥ তথাহি ॥

ভট্টাচার্য্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতিন্ গুরুন ।

বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গোড়দেশে বিভূষণং ॥

পয়ার ॥ শ্রীকপ গুরুর নাম লিখিল আপনে ।  
রসামৃত সিন্ধু প্রভু মঙ্গলাচরণে ॥

॥ তথাহি ॥

বিশ্রাম মন্দির তয়াতস্য সনাতন

তনোন্মদীশস্য ভক্তি রসামৃত

সিন্ধুভবন্ত সদায়ং প্রেমোদায় ॥

পয়ার ॥ দুই ভাই মহাভক্ত কৃষ্ণ প্রেমময় ।  
সর্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত বিরক্ত অতিশয় ॥ এক মনঃ এক  
ভক্তি এক সদাচার । সর্ব শাস্ত্র লঞা সদা করেন  
বিচার ॥ শিষ্য কনিষ্ঠ যদি শ্রীকপ হইলেন । ততু সনা-  
তন তাঁরে আদর করেন ॥ রায়ে দুই ভাই সব পরি-  
চ্ছদ ছাড়ি । গূঢ় রূপে দেখিতে আইলা গৌরহরি ॥  
নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে প্রভু বসিয়াছে । কৃষ্ণ প্রেম  
দুই পদ নয়নে ঝুরিছে ॥ প্রভু পাদ পদ্মে আসি  
প্রণাম করিলা । অন্তর জানেন প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥  
প্রভুর দর্শনে দোহার হৈল চমৎকার । ঈশ্বর জানিয়া  
করে স্তুতি নমস্কার ॥

॥ তথাহি ॥

গৌরকান্ত্যঙ্কর রূপ শ্যামায় পরমাত্মনে ।

গৌড়াকান্ত্যাদিতাথ গু সনিলে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

পয়ার ॥ ইত্যাদিক মনঃ দাহে বিস্তর শুবন । মহা-  
প্রভু তুষ্টি হৈয়া কহিল বচন ॥ ধন্য তুমি দুই বড় পরম  
বৈষ্ণব । কিন্তু আমা প্রতি না করিহ হেন শুব ॥ আমি  
জীব তোমরা আশীষ কর মোরে । বন্দাবন দেখি যেন  
কৃষ্ণ ভক্তি ক্ষুরে ॥ যদ্যপি সর্বত্র তবু জিজ্ঞাসিল  
তারে । কি নাম দোহার কহ আমার গোচরে ॥ সাগর  
মল্লিক নাম সনাতনের ছিল । রূপ সাগর মল্লিক  
অভিধা জানাইল ॥ পুত্রে কহে তুমি হও অতি মহাজন ।  
তোমার এমত নাম না হয় শোভন ॥ ত্রিকালজ্ঞ প্রভু  
জ্ঞানে সর্ব সমাচার । সনাতন বলি নাম রাখিল  
তাহার ॥ ব্রহ্মার নন্দন পূর্বে সনাতন ছিল ॥ ভক্তি  
রস আশ্বাদিতে পৃথিবীতে আইল ॥ আপনার মূর্তি  
প্রভু আপনি চিনিলা । তেঞি সনাতন নাম তাহার  
রাখিল ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি তারে বলি সনাতন ।  
ললিত মাধব গ্রন্থে কল্পিল লিখন ॥

॥ তথাহি ॥

বক্তৃৎ পরম হংস্য পদ্ধতি মিহ ব্যক্তিং গতানাং হিঃঃ

সিদ্ধানাং ভুবনৈবভুব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা ।

সাক্ষ ভক্তি রসঃ সমগ্রমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্তেকঃ

সৌবততার বিশ্ব গুরবে পূর্ণায় তস্মৈনমঃ ॥

পয়ার ॥ সনাতন কহে প্রভু করি নিবেদন ।

হেন পরিচ্ছদে নাযাইবে বৃন্দাবন ॥ দুই এক সঙ্কে  
 লঞা মথুরা যাইবে । তবে ব্রজ দরশনে বহু সুখ  
 পাবে ॥ শুনি প্রভু তুষ্ট হঞা তাঁরে আলিঙ্গিলা ।  
 তথা হৈতে ফিরি শীঘ্র নীলাচল আইলা ॥ এক রাত্রি  
 রহিলেন কাশীমিশ্র ঘরে । বনপথে ব্রজ গেলা সভা  
 অগোচরে ॥ কাশীমিশ্র প্রভুর বিরহে দুঃখ পাঞা ।  
 রাজাকে কহিতে চলে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ হেথা  
 রাজা বসিয়াছে সার্বভৌম মনে । চৈতন্য চরিত্র  
 কথা কহে রাত্রি দিনে ॥ কাশীমিশ্র দেখি রাজা  
 প্রণাম করিলা । আশীর্বাদ করি মিশ্র আসনে  
 বসিলা ॥ রাজা কহে মিশ্র শুন চৈতন্যের বার্তা ।  
 গৌড় হৈতে চর আসি কহিল যে কথা ॥ গৌড় হৈতে  
 ফিরিলেন চৈতন্য গোসাঞি । লোকে কহিলেক সত্য  
 মিথ্যা জানি নাঞি ॥ মিশ্র কহে সত্য প্রভু ফিরিয়া  
 আইলা । আমার মন্দিরে মাত্র এক রাত্র্য ছিল ॥  
 শেষ রাত্রে উঠি পুনঃ কারে না কহিয়া । মথুরা  
 গেলেন পুনঃ বনপথ দিয়া ॥ একাকি গেলেন প্রভু  
 সভারে ছাড়িয়া । শুনি গজপতি কহে দুঃখিত  
 হইয়া ॥ গমন বা আগমন প্রভু যে করিল । সমভাব  
 দুঃখ প্রায় সমান হইল ॥ সে যে হৈল কিন্তু তিহে  
 একাকি চলিলা । কেমনে নির্বাহ হব এহো অতি  
 জ্বালা ॥ দুর্গম অরণ্য পথ বিপ্র অদি নাঞি । ভিক্ষা  
 করিবেন প্রভু কার ঘরে যাই ॥ কাশীমিশ্র বলে রাজা  
 করি নিবেদন । ভিক্ষা যোগ্য পাঠাইয়াছি কথোক  
 ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণ যে পাঠাইয়াছি প্রভু নাহি জানে ।

প্রেমোন্মাদে সদা মত্ত চলেন নিজ্জনে ॥ রাজা বলে  
মিশ্র তুমি কৈলে বড় কৰ্ম্ম । প্রভু সঙ্গে পাঠাঞাছ  
ভোজ্যাম্ন ব্রাহ্মণ ॥ কিছু কথা প্রভু কহি গেলেন  
তোমায় । 'মিশ্র কহে বৈল আমি আইলাউ প্রায় ॥  
রাজা কহে হেন দিন আমার কি হইব । নীলাচলে  
গৌরচন্দ্র পুনঃ কি আসিব ॥ কথোক ধাবক লোক  
দেহ পাঠাইয়া । প্রভুর বৃত্তান্ত যেন তারা আনে যাঞা ॥  
মিশ্র কহে মহারাজ কহি পড়িছারে । পাঠাঞাছি  
ধাবক বৃত্তান্ত আনিবারে ॥ তার মধ্যে কথো লোক  
আইলেন প্রায় । শুনি সুখী হৈল রাজা প্রশংসিল  
তায় ॥ হেনকালে দ্বারী কহে রাজার গোচরে । প্রভু  
বার্তাহারী লোক আইল দুয়ারে ॥ রাজা বলে শীঘ্র  
আন তাহা সভাকারে । জয় জয় বলি তারা আইল  
গোচরে ॥ রাজা বলে কহ কিবা জান সমাচার ।  
চর কহে সব জানি বৃত্তান্ত তাহার ॥

॥ তথাহি ॥

প্রত্যাবৃত্তঃ সমধুপুরতো দৃষ্ট কন্দারন ত্রিঃ,

কুঞ্জে কুঞ্জে তরুণি তনয়া কুলঃ কুপ্তকৈলিঃ ।

গত্বা গোবর্দ্ধন গিরিবরং কামনে কাননে চ,

ভ্রান্তাভ্রান্তা দিন কতিপয়ঃ বস্ন নীশোব্যলোকি ॥

পয়ার ॥ প্রেমে মত্ত মহাপ্রভু মথুরাকে গেল ।  
যমুনার কুঞ্জে কুঞ্জে নানা কেলি কৈল ॥ তবে দেখি-  
লেন যাঞা গিরি গোবর্দ্ধন । তবে সব বনে বনে করিয়া  
ভ্রমণ ॥ দিন কতিপয় ব্রজ মণ্ডলে থাকিয়া । ফিরি  
পথে আইল । আমি আইল দেখিয়া ॥



পয়ার ॥ রাজা বলে কহ দেখি বিস্তার করিয়া ।  
কি কিলীলা কৈলা প্রভু বৃন্দাবন যাঞা ॥ বার্তাহারী  
লোকে বলে শুন নরেশ্বর । প্রভুর অচিন্ত্য লীলা  
বাক্য অগোচর ॥ যে দেখিল তা কহিতে না পারি  
বদনে । কিঞ্চিৎ শুনহ নৃপ কহি তোমা স্থানে ॥ নীলা-  
চল হৈতে প্রভু বনপথে চলে । অচল অরণ্য কুঞ্জ  
দেখে কুতূহলে ॥ বৃক্ষ লতা স্থারব জঙ্ঘম যত বনে ।  
কৃষ্ণ প্রেমে পূর্ণ মতে প্রভুর দর্শনে ॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রসন্ন বদনে হরি, উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বলি;

চলে প্রভু গজেন্দ্র গমনে ।

শ্রীঅঙ্কে পুলকাবলি নেত্রে বহে অশ্রুবারি;

প্রেমাবেশে চলেন নিজ্জনে ॥

বনে বৃক্ষ লতা গণ, পাঞা প্রভু দরশন;

ফল ফুলে প্রপণ হইল ।

সুগন্ধি শীতল মন্দ, বায়ু বহে সুখ কন্দ;

পথ বৃন্দাবন সম কৈল ॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য, দেখিয়া প্রভুর কার্য;

পাছে চলে বিস্মিত হইয়া ।

আমরাহ পাছে যাই, পথ শ্রম নাহি পাই;

গৌরচন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া ॥

শ্রীমুখে গোবিন্দ ধ্বনি, দূরে হৈতে তাহা শুনি;

ধাঞা আইসে বন জন্তু গণ ।

কক্ষ ব্যাঘ্র মৃগ হাতী, দুই পাশে পাতি পাতি;

উজ্জ্বল মথে করে দরশন ॥

আমি সব পাই ভয়, প্রভুর সানন্দ হয়;  
কৃষ্ণ বল বলে সভাকারে ।

সব বন জন্তু মেলি, নাচে কান্দে হরি বলি;  
প্রভুর আনন্দ সিন্ধু বাটে ॥

হাসি হাসি গৌরহরি, তা সভারে কৃপা করি;  
বনে যাহু থাক গিয়া বনে ।

কৃষ্ণ নাম লৈলে মুখে, খণ্ডিলে সমসার দুঃখে;  
বলে ভজ গোবিন্দ চরণে ॥

এই মত নানা রঙ্গে, বলভদ্র ভউ সঙ্গে;  
আইলেন বারাণশী পুরে ।

মণি কর্ণিকায় স্নান, করি গৌর ভগবান;  
আইলা তপন মিশ্র ঘরে ॥

শ্রীমাধব বিশ্বেশ্বর, দেখি প্রেমে গর গর;  
গঙ্গাস্নান করি তিন বার ।

এই মত কাশীপুরে, তপন মিশ্রের ঘরে;  
দিন কতো ছিল ভাগ্যে তাঁর ॥

ততঃপর কাশী হৈতে, গেল প্রভু প্রয়াগেতে;  
ত্রিবেণীতে করিলেন স্নান ।

নিরন্তর প্রেমানন্দে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে;  
আনন্দে সিঞ্চিল সর্বজন ॥

ততঃপর মধুপুরী, গেল প্রভু গৌরহরি;  
যমুনা বিশ্রাম স্নান কৈলা ।

দেখিয়া কেশব মূর্তি, না বুচে নয়ন আর্তি;  
প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইলা ॥

সন্তুষ্টে আসিয়া তরে, কেশব সেবক সভে;

মহাপ্রভু ধরি উঠাইল ।

কত ক্রমে প্রেম মুখে, বসিলা প্রসন্ন মুখে;

দেখি সর্ব লোক সুখী হৈল ॥

মাধব পুরীর শিষ্য, এক বিপ্র প্রেমবশ্য;

পরিচয় দিলেন প্রভুরে ।

পুরীর সম্বন্ধ শুনি, সুখী হৈলা ন্যাসী মণি;

কৃপা করি গেলা তার ঘরে ॥

ভিক্ষা করি রাত্রি কালে, বসিলেন কুতূহলে;

মাথুর পণ্ডিত সঙ্গে লঞা ।

মথুরা মহিমা যত, নানা শাস্ত্র অভিমত;

শুনে প্রভু আনন্দিত হঞা ॥

আপনে জানেন সব, বেদ শাস্ত্র অনুভব;

ততু ভক্ত মুখে শুনে তাহা ।

গৌরাঙ্গ চরণে মনঃ, প্রেমানন্দ দাস কন;

আনন্দে প্রফুল্ল মনঃ দেহা ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়ামিক্ত ।

জয় ভক্ত হৃদয় কৈরব পূর্ণ ইন্দু ॥ মাথুর পণ্ডিত সব

সহজ বৈষ্ণব । কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্ত সাধন জানে সব ॥

তা সভার সঙ্গে প্রভু সুপ্রসন্ন মনঃ । মথুরার তত্ত্ব

কহ বলিল বচন ॥ তার কহে প্রভু তুমি সর্বজ্ঞ

ঈশ্বর । মথুরার তত্ত্ব সব তোমার গোচর ॥ তথাপি

কৌতুকে প্রশ্ন কর আশা সবে । দ্বারকাতে কৃষ্ণ যেন

পুছিল উদ্ধবে ॥ এহে বড় ভাগ্য হয় আশা সভাকার ।

তোমার অগ্রেতে কহি শাস্ত্রের বিচার ॥ মথুরা

মহিমা সিদ্ধ নাহি পারাপার । কৃষ্ণ হৈতে মথুরার

কৃপা সে অপার ॥ নানাধর দিয়া কৃষ্ণ লোকেরে  
ভুলায় । মথুরা কৃপাতে সব প্রেমভক্তি পায় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

বিংশতি যোজনং তত্ত্ব মাথুরং মম মণ্ডনং ।

যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সৰ্ব্ব পাতকৈঃ ॥

পয়ার ॥ সৰ্ব্ব তীর্থ শিরোমণি মথুরা মণ্ডন।  
অশেষ পাপীর পাপ হইলেন সকল ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

পদে পদে তীর্থ ফলং মথুরায়াং বসুন্ধরে ॥

পয়ার ॥ মথুরা মণ্ডলে যত পদ চলি যায় ।  
এক পদে এক এক তীর্থ ফল পায় ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

সূর্য্যোদয়ে তমোনাশ্য যথা বজ্র তরান্ধগাঃ ।

তাক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পাঃ মেঘাবাত হতাইব ॥

তত্ত্ব জ্ঞানাদ্যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথামৃগাঃ ।

তথাপাপানি নশ্যন্তি মথুরা দর্শনাং ক্রণাং ॥

পয়ার ॥ চলিবার কথা রহে মথুরা দর্শনে । সব  
মহাপাপ নাশ যায় এক ক্ষণে ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

মথুরান্নান কামস্য গচ্ছতস্ত পদে পদে ।

নিরাশানি ব্রজশ্চৈচ পাপানস্য শরীরতঃ ॥

পয়ার ॥ দর্শনের কথা রহে দর্শনেছু যায় । পদে  
পদে তার সব পাতক পলায় ॥

॥ তত্রৈব ॥

আনুষঙ্গেন গচ্ছন্তি বাণিজ্যে নাপিসেবয়া ।

মথুরা স্নানমাত্রেন পাপং ত্যক্তা দিবং ব্রজেৎ ॥  
 পয়ার ॥ ইচ্ছা নহু আনুষঙ্গ্য ব্যাপার চাকরী ।  
 এ কপে গেলেহ পাপ হরে মধুপুরী ॥  
 ॥ তত্রৈব ॥

নামাপি গৃহতা মস্যাঃ সদৈবভেন সংক্ষয়ঃ ।  
 সদাকৃত যগন্ধৈব সদাচৈবোত্তরা যগৎ ॥  
 পয়ার ॥ গমন অচুক মথুরার নাম লয় ।  
 তথাপি তাহার সদা পাপ যায় ক্ষয় ॥  
 ॥ তত্রৈব ॥

যৎপুণ্যমশ্বমেধেন যৎপুণ্যং রাজসূয়তঃ ।  
 মথুরায়্যাং তদাপোতি ত্রিরাত্র্য শয়নানুবঃ ।  
 পয়ার ॥ পাপীর পাতক নাশে পুণ্যার্থী যে হয় ।  
 মথুরা প্রভাবে অনায়াসে পুণ্যোদয় ॥  
 ॥ তথাহি ॥

পদে পদেহশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণা । স্নানেন সৰ্ব্ব  
 তীর্থানাং যৎ স্যাৎ সুকৃত সঞ্জয়ঃ ॥ ততোধিক তরং প্রোক্তং  
 মাথুরে সৰ্ব্ব মণ্ডলে । চতুর্গামপি বেদানাং পুণ্য মধ্যয়না-  
 ক্ষয়ৎ ॥ তৎ পুণ্যং জায়তে পুংসাং মথুরাং বদতাং সতাং ॥  
 পয়ার ॥ সৰ্ব্ব যজ্ঞ করে সৰ্ব্ব বেদ অধ্যয়ন । সৰ্ব্ব  
 তীর্থ ভ্রমি যত পুণ্য উপাজ্জন ॥ ততোধিক পুণ্য হয়  
 ভাগ্যবান জনে । মথুরার নামে কিম্বা মথুরা গমনে ॥  
 ॥ তত্রৈব ॥

অন্যত্রহি কৃতং পাপং তীর্থ মাঙ্গাদ্য নশ্যতি !  
 তীর্থেষু যৎ কৃতং পাপং বজ্র লেপেভিরিষ্যতি ॥  
 মথুরায়্যাং কৃতং পাপং মথুরায়্যাং প্রণশ্যতি ॥

## চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।

॥ বায়ু পুরাণে ॥

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং প্রশম্যতি ।

ধর্মার্থ কাম মোক্ষার্থ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥

পয়ার ॥ আর শুন মথুরার কারুণ্য উদয় । পাপ  
যদি ঘটে তভু না করে সঞ্চয় । অন্যত্র করিলে পাপ  
তীর্থে যায় ক্ষয় । তীর্থে যদি করে পাপ বজ্র লেপ  
হয় ॥ মাথুরে ঘটিলে পাপ মথুরাতে যায় । সঞ্চয়  
করিয়া পরকালে না ভুঞ্জায় ॥

॥ বারাহে ॥

নবিদ্যাতে চ পাতালে নান্তরীক্ষন মানুষে ।

সমস্ত মথুরায়াহি প্রিয়ংমন বসুন্ধরে ॥

এতন্তে কথিতং সারং ময়া সত্যেন সুব্রতে ।

ম তীর্থং মথুরায়াহি নদেব কেশবাং পরঃ ॥

॥ স্বাক্ষে নারদ বাক্যং ॥

শূন্যধর্ম মহাপ্রাজ্ঞ য ত্বং পৃচ্ছসি ধর্মবিৎ ।

গোপ্যং সপ্ত পুরীনাশ্ত মথুরা মণ্ডলং স্মৃতং ॥

পয়ার ॥ সাক্ষ তিন কোটি তীর্থ পুরাণ সম্মত ।  
সভা হৈতে অতিশয় মথুরা মাহাত্ম্য ॥

॥ বারাহে ॥

যষ্টি লক্ষ সহস্রাণি যষ্টি কোটি শতানি চ ।

তীর্থ সংখ্যা তুবসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা ।

॥ স্বাক্ষে ॥

ভূমৌরজাংসি গণনা কালেনাপি ভবেন্দ্রপঃ ।

মথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা নবিদ্যাতে ।

পয়ার ॥ অসংখ্য তীর্থের হয় মথুরা আশ্রয় ।  
মথুরা দর্শনে সর্ব তীর্থ ফল হয় ॥

॥ পাণ্ডে ॥

কুরুভোঃ কুরুভোবাসঃ মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি ।  
বহু গোপাশ্চ গোবিন্দ ত্রৈলোক্য প্রকাশকঃ ॥

পয়ার ॥ বেদ শাস্ত্র ব্যক্ত করি নিখে বেদব্যাস ।  
সর্ব তেজি কর জীব মথুরা নিবাস ॥

॥ তত্রৈব ॥

মানুষ্যো যোনি মর্ত্যানাং লক্সা ভাগ্যস্য যোগতঃ ।  
বৃথৈরায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরা পুরী ॥

পয়ার ॥ বহু ভাগ্য ফলে জীব মনুষ্যত্ব পায় ।  
না দেখে মথুরা পুরী বৃথা জন্ম যায় ॥

॥ তথাহি ॥

জ্ঞতি স্মৃতি বিহীনা যে শৌচাচার বিবর্জিতা ।  
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং মথুরী গতিঃ ॥  
পাপরাশি ভরাক্রান্তা যে দারিদ্র্য পরাজিতাঃ ।  
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং মথুরী গতিঃ ॥

পয়ার ॥ মথুরা মহিমা শুনি প্রভু গৌরচন্দ্র ।  
নেত্রে প্রেম ধারা বহে অন্তরে আনন্দ ॥ কহ কহ  
বলি প্রভু বলে বার বার ॥ মথুরার বৈষ্ণব কহে  
মহিমা অপার ॥ অগতি জনের গতি মথুরা নগরী ।  
বরাহ পুরাণে ইহা কহে ব্যক্ত করি ॥

॥ বারাহে ॥

মথুরায়ঃ পন্নং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে মহিবিন্দ্যতে ।  
শস্যং বসাম্যহং দেবি মথুরায়ান্ত লক্ষদা ॥

॥ নাথে ॥

অহো মধুপুরী ধন্য যজ্জ তিষ্ঠতি কংকণা ।

তজ্জ দেবো মনি সর্বো বাস মিচ্ছতি সর্বদা ॥

॥ চতুর্থ ॥

তস্তাতগচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়ী স্তম্ভৈঃ স্তম্ভি ।

পুণ্যং মধু বনং যজ্জ, সান্নিধ্যং নিত্যদা হরে ॥

পয়ার ॥ 'মথুরা' 'মহিমা' কত কহিব অপার ।  
যেই মথুরাতে কৃষ্ণ আছে সর্বকাল ॥

॥ তথাহি বারাহে ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ রূপয়া ন্যূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি ।

বিনা বিষ্ণু প্রসাদেন ক্ষণমাত্রং নতিষ্ঠতি ॥

পয়ার ॥ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় যেই ভাগ্য ধরে ।  
মধুপুরী পায় সেই বসে মধুপুরে ॥

॥ পাণ্ডে নির্মাণ খণ্ডে ॥

যদাবিশুদ্ধাস্তপ আদি নাজনাঃ শুভাশ্রয় ধ্যান,

ধরানিরন্তরং । তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং

পুরীং, নচানথাঃ কম্পশতে দ্বিজোত্তমঃ ॥

পয়ার ॥ ধ্যান পূজা তুপস্যাদেয় কৃষ্ণ পূজে যেই ।  
সেই কলে মথুরা দর্শন পায় সেই ॥

॥ বারাহে ॥

কাশ্যাদি পূর্যো যদি সন্তি লোকে, তাংসাস্ত্র মধ্যে

মথুরৈব ধন্য । আজন্ম মৌনী ব্রত মৃত্যুদাহৈ,

মুণাং চতুর্জীবদধতি মোক্ষং ॥

পয়ার ॥ মুক্তি ইচ্ছা যার তারে না হয় সাধিতে ।  
অনায়াসে মুক্তি পায় মথুরা ইচ্ছিতে ॥



॥ পাশ্বে মথুরা খণ্ডে ॥

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাংসামি মথুরা মহং ।

ইতিযস্য ভবেদ্ব কিং সোপি বক্রাদ্বিমুচ্যতে ॥

পয়ার ॥ মথুরা যাইতে নারে যদি ইচ্ছা হয় ।  
তথাপিহ মোক্ষ পায় কিং পুনঃ আশ্রয় ॥

॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ॥

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রবৈস পথ পূরকং ।

সর্বাভীষ্ট প্রদং নান্যমথুরায়াঃ সমংকচিৎ ॥

॥ কাক্ষে মথুরা খণ্ডে ॥

ক্ষেত্র পালো মহাদেবো যত্র বর্ততে সর্বদা ।

যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্লভং ফলং ॥

পয়ার ॥ এক মুক্তি পায় এহো বড় চিত্র নয় ।  
মথুরা প্রসাদে সর্বাভীষ্ট লভ্য হয় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

অন্যেব কাচিৎ সাসৃষ্ট বিধাত্রাব্যতিরেকিণী ।

নয়ৎক্ষেত্র গুণান্ বন্তু মীশ্বরোপীশ্বরোযতঃ ॥

॥ পাশ্বে নির্ঝাণ খণ্ডে ॥

নিত্যাংমে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।

যমুনাং গোপ কন্যাশ্চ তথা গোপাল বালকান্ ॥

পয়ার ॥ প্রপঞ্চের পার তার অপার মহিমা ।  
জীবের কা কথা কৃষ্ণ না পায়েন সীমা ॥

॥ পাশ্বে পাতাল খণ্ডে ॥

মকারেচ উকারেচ আকারে চান্ত সংস্থিতে ।

মাথুরং শব্দ নিম্পন্নং ওকারস্য ততঃসমং ॥

মহাক্রোধো মকারস্যো আকারো বিধুসংজ্ঞকঃ ।

উকারোক্তস্ত ব্রহ্মস্যাং ত্রিশং মাথুর ভবেৎ ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন যেই বস্তু হয় ।  
সেই বস্তু মধুপুরী নাহিক সংশয় ॥

॥ পাদে উত্তর খণ্ডে ॥

অন্যেষু পুণ্য ক্ষেত্রেষু মত্তিরেব মহা কলং ।

মুক্তেঃ প্রার্থ্যাহরেভক্তি মথুরায়ান্ত লভ্যতে ॥

॥ ব্রহ্মাও পুরাণে ॥

ত্রৈলোক্যবর্তি তীর্থানাং সের্বনাদুল্লভা হিষা ।

পরানন্দময়ী সিক্রি মথুরাপ্রশমাভতঃ ॥

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাশ্চগরীয়সী ।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌভক্তি প্রজায়তে ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মাদির বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ।  
হেন ভক্তি দেন মথুরার ইচ্ছা শক্তি ॥

পয়ার ॥ মথুরা মহিমা শুনি গৌর ভগবান ।  
আনন্দে পুরিল তনু প্রফুল্ল নয়ান ॥ কহ কহ বলে  
প্রভু গদ্যদ বচনে । মথুরা মণ্ডল সীমা শুনি ইচ্ছা  
মনে ॥ কত দূর ব্যাপি হয় মথুরা মণ্ডল । কত দেব  
আছে কত তীর্থ পুণ্য স্থল ॥ মাথুর বৈষ্ণব বলে শুন  
গৌরহরি । মথুরার সীমা কহি তীর্থাদি বিবরি ॥  
বিংশতি যোজন হয় মথুরা মণ্ডল । পদ পুরাণেতে  
সীমা কহিল সকল ॥ পশ্চিমে অপরাহ্মান আয়াবব  
সীমা । পূর্বে শৌরী বটেশ্বর মথুরার প্রেমা ॥ পৃথিবী  
উদ্ধার লাগি বরাহাবতার । যেখানে প্রকট সেই  
পূর্ব সীমা তার ॥ বরাহ প্রকট হৈল । শৌরী পুরীতে ।  
চত্বারিংশৎ কোশ সেই আয়াবব হৈতে ॥ শোধ

নামেতে গ্রাম উত্তরের সীমা । তাহা হৈতে চল্লিশ  
কোশ দক্ষিণান্ত প্রেমা ॥

॥ মথুরা খণ্ডে ॥

মথুরা মণ্ডলং তুচ্ছি যোজনানান্ত দ্বাদশঃ ।

যত্র তীর্থ সহস্রানি রাম কৃষ্ণ কৃতানিচ ॥

পর্যায় ॥ প্রথম মণ্ডল এই কহিল বিস্তার ।  
অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলান্য কহি সীমা তার ॥ দ্বাদশ  
যোজন তার সীমা পরিমাণ । যাতে বহু ক্রীড়া  
কৈল রাম ভগবান ॥

॥ তথাহি ॥

গব্যুতি দ্বাদশ অয়ী দ্বাদশারণ্য সংযুতা ।

তথাপি মথুরা দেবি সর্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী ॥

পর্যায় ॥ তার মধ্যবর্তী পুনঃ মণ্ডল সুঠান । চতু-  
র্বিংশ কোশ হয় তাহার প্রমাণ ॥ মুখ্য বার বন  
তাতে সর্ব সিদ্ধি দাতা । স্বানন্দ মথুরা খণ্ডে বিদিত  
তার কথা ॥

॥ তথাহি বারাহে ॥

ইদং পদ্মং মহাভাগ সর্বকাম্যং মুক্তি কারকং ।

কর্ণিকায়ং স্থিতে দেবী কেশবঃ কেশ নাশনঃ ॥

পর্যায় ॥ এই কহিলাঙ মথুরার সীমা জ্ঞান ।  
মথুরার দেবতা সত্তের কহি নাম ॥ পদ্মাকার মধুপুরী  
শ্রেষ্ঠ চারি দল । মধ্যে কর্ণিকার তাতে কেশব ইন্দ্র ॥

॥ তত্রৈব ॥

উত্তরেন তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভং ।

মাসৌপত্যতি সংসারে যাদবাহুত সংপূবং ॥

পয়ার ॥ বৃন্দাবন নামে দল উত্তরে শোভন ।  
তাহাতে গোবিন্দ দেব জগত মোহন ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

পশ্চিমে ন হরিং দেবং গোবর্দ্ধন নিবাসিনং ।

দৃষ্টাচ দেবং দেবেশং কিং পুনঃ পরিতপ্যসে ॥

পয়ার ॥ পশ্চিমে উত্তর দল গোবর্দ্ধন নাম ।  
হরি দেব তাহাতে আছেন অনুপাম ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং দেবং পূর্ব পত্রে ব্যবস্থিতং ।

যং দৃষ্ট্যর্তি নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

পয়ার ॥ পূর্ব দিগে বিশ্রান্তি বলিয়া দিব্য দল ।  
বিশ্রান্তি সংজ্ঞক তাতে আছেন ঈশ্বর ॥

॥ তত্রৈব ॥

দক্ষিণেন তু মাং বিক্রি প্রতিমাং দিব্য রূপিণীং ।

মহাকায়ং সুরূপাঞ্চ কেশবাকার সন্নিভাং ॥

যং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবী ব্রহ্মণামহ মোদতে ॥

পয়ার ॥ দক্ষিণ দলেতে কেশবের প্রতি মূর্তি ।  
যাহার দশনে শীঘ্র যুচে ভব আর্তি ॥

॥ তথাহি ॥

দীর্ঘ বিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং ।

মথুরায়্যাং সরূদ্বেবি সর্বাভীষ্ট মবাপ্নুয়াৎ ॥

পয়ার ॥ বরীহের মূর্তি এহো কেশব আকার ।  
পঞ্চ দেবী কথা কহিলাউ তত্ত্ব সার ॥ মথুরাতে কৃষ্ণ  
মূর্তি তিন আছে আন । দীর্ঘ বিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভু  
আখ্যান ॥

॥ তথাহি ॥

মথুরায়াম্ দেবত্বং ক্ষেত্র পালো ভবিষ্যসি। ত্বয়িদৃষ্টে মহা-  
দেব মমক্ষেত্র কলং লভেৎ ॥ দৃষ্টা ভতে পতিং দেবং বরদং  
পাপ নাশনং। তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং কলমাপ্নুয়াৎ ॥

॥ নির্কাণ খণ্ডে চ ॥

অত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ প্রাণিনামপি। মমপ্রিয়তমো  
নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরো পরঃ ॥ কথং বাময়ি ভক্তিং ম  
লভতাং পাপ পুরুষঃ। যোমদীয়ং প্রিয়ং তত্ত্বং শিবং সম্পূ-  
জয়েন্নহি ॥ যগায়ামোহিত ধিয়ঃ প্রায়ন্তে মানবানমাঃ।  
ভূতেশ্বরং যেষ্মরন্তি ননমন্তিস্তবন্তিবা ॥

পয়ার ॥ ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর শিব আছে যার।  
কৃষ্ণ ভক্তি লভ্য হয় স্বরূপে যাহার ॥

॥ তথাহি শ্রীদশমে ॥

বিশাশঙ্ক পশ্নমেধ্যান্ ভূতরাজায় মীড়ুষে ॥

পয়ার ॥ চৈতন্য বলেন এই শিব ভূতেশ্বর।  
করিল ইহার সেবা কংস নরেশ্বর ॥ তবে কেন কংস  
কৃষ্ণ ভক্তি না পাইল ॥ ভক্তি নাহি পাও আরো  
নিন্দা সে করিল ॥

॥ তথাহি দ্বাদশে ॥

নিমগনানং যথা গজা দেবানামচ্যুতো যথা।

বৈষ্ণবানং যথা শত্রুঃ পুরাণানা মিদং তথা ॥

পয়ার ॥ মাথুর বৈষ্ণব কহে শুন ভগবান। কংস  
ভূতেশ্বর পূজে সেই সপ্রমাণ ॥ তামশিক পূজা কৈল  
ছাগাদি হানিল। কৃষ্ণ নিন্দা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা  
কৈল ॥ শিব বলে কংস অতি অধম হইল। মোরে

পূজে প্রভু নিন্দে মৃত্যু বশ গেল ॥ গুরু পিতৃ নিন্দে  
শিব্য পুত্র পূজা করে । দুঃখে সেই শিব্য পুত্র পূজকে  
সংহারে ॥ এত চিন্তি শিব ক'স পূজা নাহি লয় ।  
দুঃখি হঞা কৃষ্ণে কহি করিলেন ক্ষয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি  
শিব কৃষ্ণ ভক্ত রাজ । এই রূপে শিব পূজে সাধুর  
সমাজ ॥

পাশ্বে যমুনা সাহায্য ॥

কলিন্দপর্ষতোদ্ধেদে মথুরায়াং তথাপুরী ।

প্রত্যঙ্মুখ্যাক্ষ সৌকর্য্যাং ভাগীরথ্যাক্ষ

সঙ্গমে ॥ কলমুত্তরকুলোক্তং তং কালিন্দ্যং

অতাদিকং । তদেব কোটি গুণিতং বিশ্রান্তো

কথ্যতে বুদ্ধৈঃ ॥

পয়ার ॥ একাদশকক্ষে কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে ।  
আবরণ রূপে শিব পূজিব বৈষ্ণবে ॥ ব্যাখ্যা  
শুনি মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে । সাধু সাধু বলি  
প্রশংসেন সাধুরে ॥ সাধুর বৈষ্ণব কহে শুন ভগ-  
বান । ইবে কহি যমুনার বহু তীর্থাধ্যান ॥ বিশ্রান্তি  
নামেতে তীর্থ কৃষ্ণের সমান । অসংখ্য মহিমা কত  
করিব ব্যাখ্যান ॥

॥ বারাহে ॥

গঙ্গাশত গুণং প্রোক্তং যত্র কেশী নিপাতিতঃ ।

কেশ্যাঃ শত গুণং প্রোক্তং যত্র বিশ্রামিতো হরিঃ ॥

পয়ার ॥ বিশ্রান্তিতে স্নান করে যেই ভাগ্যবান ।  
দুশ হাজার গঙ্গাস্নান ফল সেই পান ॥

॥ আদি বারাহে ॥

অবিমুক্ত নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ।

তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণায়ামলোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ অবিমুক্ত নামে তীর্থ আছে তার পর ।

মুক্তি ভুক্তি ভক্তি আদি তাতে পায় নর ॥

॥ তত্রৈব ॥

প্রয়াগং নাম তীর্থন্ত তীর্থানামপি দুর্লভং ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোম ফলং লভেৎ ॥

পয়ার ॥ তার পর প্রয়াগ দুর্লভ তীর্থ নাম ।

অগ্নিষ্টোম আদি ফল তারে করে দান ॥

॥ তথাহি বারাহে ॥

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যং তীর্থ বরং মম ।

স্নান মাত্রেণ তত্রাপি নাক পৃষ্ঠে সমোদতে ॥

পয়ার ॥ কনখল নামেতে যে আছে তীর্থোত্তম ।

লোকে স্বর্গাদিক দেই যাহার সঙ্গম ॥

॥ তত্রৈব ॥

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ ।

তস্মিন্ স্নানে নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

পয়ার ॥ তিন্দুক নামেতে তীর্থ আছে তার পর ।

তাতে স্নান মাত্রে কৃষ্ণলোক পায় নর ॥

॥ তত্রৈব ॥

ততঃপরং সূর্য্য তীর্থং সর্ব্বপাপ প্রমোচনং ।

বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্তুরোধিতঃ পুরা ॥

পয়ার ॥ তার পর সূর্য্য তীর্থ সর্ব্ব পাপ হরে ।

বৈরোচনি বলি যাহা পুজিল ভাস্করে ॥

॥ সৌর পুরাণে ॥

ততঃপরঃ বটস্বামী তীর্থাখ্যঃ তীর্থমুত্তমঃ ।

বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥

ততীর্থং চৈব যেভিক্ষ্যা রবিবারে নিষেবতে ।

প্রাপোতমরোগমৈশ্বর্যমন্তে চ গতিমুত্তমাং ॥

পর্যায় ॥ বটস্বামী নামে তীর্থ আছে তার পর ।

বটস্বামী নামে যাতে আছে দিবাকর ॥

॥ কাক্সে মাধুর্য খণ্ডে ॥

গয়ায়াং পিণ্ড দানেন যৎ ফলংহি নৃণাং

ভবেৎ । তস্মাচ্ছত গুণং তীর্থে পিণ্ডদানাৎ

ধ্রুবস্য চ ॥ ধ্রুবতীর্থে জপো হোম স্তপো

দানং সমচ্চরন । সৰ্বতীর্থাচ্ছত গুণং নৃণাং

তত্র ফলং লভেৎ ॥

পর্যায় ॥ ধ্রুব তীর্থ নামে তীর্থ আছে ততঃপর ।

কহিতে না পারি তার মহিমা বিস্তার ॥

॥ আদি বায়াহে ॥

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্তিতং ।

তত্র স্নাতো নরো দেবী মন লোকে মহীয়তে ॥

পর্যায় ॥ ঋষি তীর্থ আছে ধ্রুব তীর্থের দক্ষিণে ।

কৃষ্ণলোকে পূজ্য হয় তাতে কৈলে স্নানে ॥

॥ কাক্সে ॥

দক্ষিণেতু ঋষি তীর্থ মোক্ষ তীর্থং বসুন্ধরে ।

স্নান মাত্রেন বসুধে মোক্ষং প্রাপোতি মানবঃ ॥

পর্যায় ॥ মোক্ষ তীর্থ হয় ঋষি তীর্থের দক্ষিণে ।

অনায়াসে মুক্ত পায় তাহে কৈলে স্নানে ॥



॥ আদি বরাহে ॥

তত্রৈব কোটি তীর্থন্ত দেবানামপি দুর্লভং ।

তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥

পয়ার ॥ দেবের দুর্লভ কোটি তীর্থ বলি আর ।

তাতে স্নান কৈলে বিষ্ণু লোকে পূজা তার ॥

॥ তত্রৈব ॥

বোধি তীর্থন্ত পিতৃণাং দেবানামপি দুর্লভং ।

পিণ্ডং দত্ত্বাতু বসুধে পিতৃলোকং সগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ যমুনা সম্বন্ধিবোধি তীর্থ মথুরাতে ।

পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় পিণ্ড দিলে তাতে ॥

॥ কান্দে ॥

উত্তরেভুমি কুণ্ডাচ্চ তীর্থন্ত নবসংজ্ঞকং ।

নবতীর্থং পরং তীর্থং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ॥

পয়ার ॥ নবতীর্থ নামে তীর্থ আছে মথুরাতে ।

তার সম তীর্থ কাহা না হয় জগতে ॥

॥ কান্দে ॥

ততঃ সংযমনঃ তীর্থং পরং ত্রৈলোক্য বিক্রমং ।

তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার । সংযমন নামে তীর্থ আছে তার পর ।

তাতে স্নান কৈলে যায় বৈকুণ্ঠ নগর ॥

॥ তত্রৈব ॥

ধারা পতনকে স্নাত্বা নাক পৃষ্ঠেঃ সমোদতে ।

অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ ধারাপতন নামে তীর্থ আছে অন্য ।

স্বর্ণ মোক্ষ পাব তাতে স্নান কৈলে ধন্য ॥

॥ তত্রৈব ॥

অতঃপরং নাগ তীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং ।

তত্র স্নাতা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেইপুনর্ভবাঃ ॥

পয়ার ॥ নাগতীর্থ নামে তীর্থ মথুরা উত্তরে ।

স্বর্গ মোক্ষ পায় তাতে মজ্জনে মরণে ॥

॥ তত্রৈব ॥

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব পাপ প্রমোচনং

যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবিসূর্য্যলোক মহীয়তে ॥

পয়ার ॥ ঘণ্টাভরণ নাম তীর্থ আছে অন্যত্র ।

তাতে স্নান কৈলে সূর্য্য লোক পায় নর ॥

॥ তত্রৈব ॥

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেতি বিশ্রুতং ।

তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ নিয়তা নিয়তাশনঃ ॥

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মলোক নামে তীর্থ আছে মথুরাতে ।

স্নানে বিষ্ণুলোক পায় ব্রহ্মার আজ্ঞাতে ॥

॥ তথাহি ॥

সোমতীর্থেতৎ বসুধে পবিত্র যমুনাদ্রসি ।

তত্রাভিষেকং করীত স্বর্ষকর্ম প্রতীক্ষিতঃ ॥

মোদতে সোমলোকেতু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥

পয়ার ॥ যমুনাতে তীর্থ আছে সোম তীর্থ নাম ।

সোমলোক প্রাপ্ত হয় তাতে কৈলে স্নান ॥

॥ তথাহি ॥

সরস্বত্যাশ্র পতনং সর্ব পাপ হরং শুভং ।

তত্র স্নাতো নরো দেবি অবগোপি যতি ভবেৎ ॥

পয়ার ॥ আর এক তীর্থ সরস্বতীর সঙ্গম ।  
তাতে স্নানে চণ্ডলাদি হয় যতি সঙ্গ ॥

॥ তথাহি ॥

চক্রতীর্থঞ্চ বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে ।

যন্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপধিতো নরঃ ॥

স্নান মাত্রেন মনুজো যুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

পয়ার ॥ চক্রতীর্থ নামে আছে মথুরা মণ্ডলে ।  
ব্রহ্ম হত্যা নষ্ট হয় তাতে স্নান কৈলে ॥

॥ তথাহি ॥

দশাশ্বমেধ মৃষিভিঃ পূজিতং সর্বদা পুরা ।

তত্র যে স্নান্তি মনুজা স্তেষাং স্বর্গো ন দুর্লভঃ ॥

পয়ার ॥ দশ অশ্বমেধ নামে মহা তীর্থবর  
অনায়াসে স্বর্গ পায় তাহে স্নান পর ॥

॥ তথাহি ॥

তীর্থকু বিঘ্নরাজস্য পুণ্য পাপ হরং শুভং ।

তত্র স্নাতকু মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥

পয়ার ॥ বিঘ্নরাজ তীর্থ আর মথুরাতে হয়  
তাহে স্নান কৈলে যুচে বিঘ্নরাজ ভয় ॥

॥ তথাহি ॥

ততঃপরং কোটিতীর্থং তীর্থানাং পরমং শুভং ।

তত্রৈব স্নান মাত্রেন গবাংকোটি ফলং লভেৎ ॥

পয়ার ॥ কোটি তীর্থ নামে তীর্থ আছে মথুরায়  
তাহে স্নানে গোকোটি দানের ফল পায় ॥

॥ সৌর পুরাণে ॥

ততো গোকর্ণ তীর্থাত্ম্যং তীর্থং ত্রিভুবন শ্রুতং ।

বিদ্যাতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভঃ ॥

পয়ার ॥ গোবর্গাক্ষ শিব তীর্থ মথুরাতে আর ।  
বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় লোকে খ্যাতি যার ॥

॥ আদি বারাহে ॥

পঞ্চ তীর্থভিষেকাচ্চ যৎফলং লভতে নরঃ ।

কৃষ্ণগঙ্গা দশগুণং দিশতে তু দিনে দিনে ॥

পয়ার ॥ মথুরাতে আর তীর্থ কৃষ্ণগঙ্গা নাম ।  
যাতে স্নান কৈলে লোক পূর্ণ মনস্কাম ॥

॥ তদ্বৈব ॥

বৈকুণ্ঠ তীর্থে যঃ স্নাত্তি মুচ্যতে সর্ব পাতকৈঃ ।

সর্ব পাপ বিনিমুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ শ্রীবৈকুণ্ঠ নামে তীর্থ মথুরাতে অন্য ।  
তাতে স্নানে সর্বপাপ ঘুচে হয় ধন্য ॥

॥ আদি বারাহে ॥

গঙ্গাশত গুণা শ্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে ।

যমুনা বিষ্ণুতা দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥

পয়ার ॥ অসিকুণ্ড চতুঃসমুদ্রিক দুই তীর্থ ।  
তাতে স্নান কৈলে হয় কৃতার্থ পবিত্র ॥ যমুনা মহিমা  
কহিতে শক্তিকার । নানা শাস্ত্রে নানা মত মাহাত্ম্য  
বিস্তার ॥

॥ পাণ্ডে ॥

॥ পাতাল খণ্ডে মরীচিসঙ্গে ॥

রসোয়ঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ ॥

ব্রহ্মৈতু্যপনিষদীতঃ স এব যমুনা স্বয়ং ॥

পারনারাস্য জগতঃ সারিস্বত্বা সমারহ ॥

পয়ার ॥ সর্ব তীর্থ ময়ী গঙ্গা ভুবন বিদিতা ।  
তার শত গুণাকৃষ্টা মাথুর সহিতা ॥ উপনিষদ গায়  
যারে রস পরানন্দ । সেই শ্রীযমুনা হন ইথে নাহি  
সন্দ ॥

॥ তথাহি পাতাল খণ্ডে ॥

অহো অভাগ্যং লোকস্য নপীতং যমুনাজলং ।  
গো গোপ গোপিকা সঙ্কে যত্র ত্রীড়তি কংসহা ॥  
যমুনা জল কল্লোলে ত্রীড়তে দেবকীসুতঃ ।  
তত্র স্নাত্বা মহাদেবি সর্ব তীর্থ ফলং লভেৎ ।

পয়ার ॥ কাশীতে মরণে ব্রহ্ম জ্ঞানে যেই ফলে ।  
তাহয় মৌষল স্নানে যমুনা সলিলে ॥ যমুনার জলে  
সদা খেলেশ্যামরায় । তাতে স্নান কৈলে সর্ব তীর্থ  
ফল পায় ॥ লোকের অভাগ্য দেখ জন্মিয়া  
সংসারে । মাথুরে যমুনা জলে স্নান নাহি করে ॥  
গোকুল গোপী গোপনিত্য কৃষ্ণ পরিবার । সভা সঙ্কে  
যমুনাতে কৃষ্ণের বিহার ॥

॥ তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

কশ্চিদম্মং কুলে জাতঃ কালিন্দী সলিলাঙ্গনতঃ ।  
অচ্ছিন্নস্যাতি গোবিন্দং মথুরায়্যা মুপোষিতঃ ॥  
জ্যেষ্ঠা মূল্যমলে পক্ষে যেনৈব বরমাপ্নোতঃ ।  
পরামৃদ্ধি মবাম্পাম স্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ ॥

পয়ার ॥ জগতের পিতৃলোক সভে বাঞ্ছা করে ।  
কেহ ভাগ্যবান মোর কূলে অবতরে ॥ যমুনাতে স্নান  
করি গোবিন্দ পূজয় । উপবাস করি আমা সভাকে  
তারয় ॥

॥ তথাহি আদি বারাহে ॥

অনুচোমাথুরো বশ্চতুর্বেদ স্ততঃপরঃ । চতুর্বেদং  
পরিভ্রাজ্য মাথুরং পূজয়েদ্ববঃ ॥ মাথুরাঞ্চ  
যজ্ঞপং তমেকপং বসুন্ধরে । একম্বিন্ ভোজিতে  
বিপ্রৈ কোটি ভবতি ভোজিতা ॥

পর্যায় ॥ পৌর্ণমাসী হয় মূল্য থাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে ।  
যমুনাতে স্নান করি থাকে উপবাসে ॥ বিষ্ণু পূজা কৈলে  
কোটি জন্ম পাপ ক্ষয় । কোটি কুল সহস্রক্ষপাদ প্রাপ্তি  
হয় ॥ সপ্তমী সৎক্রান্তি রণিবার ব্যতীপাতে । পুনর্বসু  
হস্তা ত্রাষ্ট্রী পৌষ বৈধতে ॥ অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী  
একাদশী । যমুনাতে স্নান করে রহে উপবাসী ॥ দশ  
অবুদ কুল তবে উদ্ধার করিঞা । পরানন্দে আপনে  
গোবিন্দ পায় যাঞা ॥ এই মত অপার মহিমা  
যমুনার । মাথুর বিপ্রের শুন মহিমা বিস্তার ॥ অন্য  
দেশী বিপ্র বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত । মাথুর ব্রাহ্মণ যদি  
বেদাদি রহিত ॥ বেদজ্ঞ ছাড়িয়া মূর্থ মাথুর ব্রাহ্মণ ।  
পূজা করিবেক যেই হবে বুধ জন ॥ কৃষিবৃত্তি দুরাচার  
ধর্ম পথ ছাড়ে । এমত ব্রাহ্মণ পূজ্য মাথুর হইলে ॥  
মথুরার এক বিপ্রের করায়ৈ ভোজন । অন্যত্রের কোটি  
বিপ্র সন্ন এক জন ॥ মথুরার বিপ্র সব শ্রীকৃষ্ণের  
মূর্তি । সর্ব তীর্থ যাহা তাহা মাথুরের স্থিতি ॥

॥ পাণ্ডে নির্মাণ থণ্ডে ॥

মথুরা বাসিনোধন্য মান্যা অপি দিবৌকসাং ।  
অগণ্য মহিমাস্তেচ সর্ব এব চতুর্ভুজাঃ ॥

মথুরা বাসিনাযন্তু দোষং পশ্যন্তি মানবাঃ ।

তেষুদোষং ন পশ্যন্তি জগন্মৃত্যু সহস্রদং ॥

পয়ার ॥ মথুরা নিবাসী যেই সেই ভাগ্যধর ।  
মথুরা বাসীর শাস্ত্রে মহিমা বিস্তার ॥ এক পদে  
দাণ্ডাই সহস্র যুগ থাকে । তপ করে রমণী বদন  
নাহি দেখে ॥ তাহা হৈতে অধিক মথুরা বাস করে ।  
যদ্যপি অজিতেন্দ্ৰিয় পরদার হরে ॥ মনে হয় যদ্যপি  
দ্বেষ মাথুরের কারে । কোন কালে নরক হইতে  
নাহি তরে ॥ মথুরাতে যত বৈসে চণ্ডালাদি  
লোকে । দেব মুনি শিক্তে তারে চতুর্ভুজ দেখে ॥  
যমুনার জল থায় কৃষ্ণ পাশে বসে । এমন মথুরা  
বাসী দোষ ভাগী কিসে ॥ ইতরে না বুঝে তার  
গোবিন্দতদাত্ম্য । দেবাদি করয়ে পূজা যে জানে  
মাহাত্ম্য ॥ মথুরা বাসীর দোষ যে জন দেখয় । সহস্র  
সহস্র জন্মে নিস্তার না পায় ॥

॥ তথাহি ॥

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণু স্থান মনুস্তমং ।

যদ্যুচ্যে মনুজো দেবি সৰ্বান্ কামান বাপ্নুয়াৎ ॥

পয়ার ॥ মথুরা মণ্ডলে আছে দ্বাদশ বন  
কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থল সব অতি বিচক্ষণ ॥ পরিক্রম  
প্রথমে দ্রষ্টব্য মধু বন । তাহার মাহাত্ম্য শু-  
শাস্ত্রের লিখন ॥

॥ তথাহি ॥

বনং তালবনঞ্চৈব দ্বিতীয়ং বনমুত্তমং ।

যত্র মাতো নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি ভিজায়তে ॥

পয়ার ॥ তার পর তালবন বারাহ প্রামাণ্য ।  
তাতে স্নানকৈলে কৃতকৃত্য হয় ধন্য ॥

॥ আদি বারাহে ॥

বনং কুমুদনঞ্চৈব তৃতীয়ং বনমুত্তমং । তত্র

মাত্ৰা নরো দেবি কৃতকৃত্যোভিজায়তে ॥

পয়ার ॥ নিজ ক্রীড়া দেব হিত শিশু প্রীতি হেতু ।  
ধেনুক বধিল যথা কৃষ্ণ ধর্ম্য সেতু ॥ তার পরকুমুদ বন  
কুণ্ড মনোহর । তাহে স্নান কৈলে কৃতকৃত্য হয় বর ॥

॥ আদি বারাহে ॥

চতুর্থং তু কাম্যবনং বনানাং বনমুত্তমং ।

অত্র গম্ভী নরো দেবি মমান্য কেমহীয়তে ॥

পয়ার ॥ তৎপরে কাম্যক বন বহু তীর্থ তায় ।  
সাহার দর্শনে লোকে কৃষ্ণ লোকে যায় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

পঞ্চমং বাহ্লবনং বনানাং বনমুত্তমং ।

তত্র গম্ভী নরো দেবি অগ্নি স্নাতং সগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ কাম্য বনে যত তীর্থ তার অন্ত নাঞি ।  
লোক খ্যাত কত কত ভোমারে শুনাঞি ॥ পূর্ব দিগে  
অতিরম্য কুণ্ড যে বিমল । পঞ্চ তীর্থ ধর্ম্য কুণ্ড কাম্য  
সরোবর ॥ ত্রিযশোদা কুণ্ড আর গোপী সরোবর ॥  
লঙ্কারুণ্ড টীকমিচনী কুণ্ডাদি বিস্তর ॥ তার পর বহুলা  
কানন মনোহর । সঙ্কষণ কুণ্ড তাহে মান সরোবর ॥

॥ আদি বারাহে ॥

অস্তি ভদ্র বনং নাম ষষ্ঠং বনমুত্তমং ।

তত্র গম্ভী বসুদে মন্তুকো মৎ পরায়ণঃ ॥



তস্যাবাস প্রভাবেন নাগ লোকং সগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ ষষ্ঠে ভদ্রবন নাম বনের উত্তম ।  
দেখি নাগ লোক পায় হাবর জঙ্ঘন ॥

॥ আদি বারাহে ॥

সপ্তমন্ত বনং ভূমে খাদিরং লোক বিশ্রুতং ।

তত্র গন্ত্বা নরো ভদ্রে মমলোকং সগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ ততঃপর খাদির বন বিদিত ভুবনে ।  
কৃষ্ণলোক প্রাপ্তি হয় তাহার গমনে ॥

॥ আদি বারাহে ॥

মহাবনং চাক্ষু মন্ত সদৈবত মমপ্রিয়ং ।

তন্মৈ গন্ত্বা তুমুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥

পয়ার ॥ মহাবন কৃষ্ণ জন্ম স্থান তার পর ।  
তাতে গেলে ইন্দ্রলোকে পূজ্য হয় নর ॥

॥ আদি বারাহে ॥

লৌহ জঙ্ঘ বনং নাম লৌহ জঙ্ঘেন রক্ষিতং ।

নবমন্ত বনং দেবি অহা পাতক নাশনং ॥

পয়ার ॥ লৌহজঙ্ঘ বন নাম বন রক্ষ্য হয় ।  
দর্শন অবগে যার সর্ব পাপ ক্ষয় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

বনং বিলু বনং নাম দশমর্গ দেব পূজিতং ।

তত্র গন্ত্বা তুমুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

পয়ার ॥ দেবের পূজিত বিলু বন তার পর ।  
তা দেখিলে ব্রহ্মলোকে হয় পূজ্য তর ॥

॥ তত্রৈব ॥

একাদশস্থ ভাণ্ডীর মোগীনাং প্রিয়মুল্লমং ।

ভস্য দর্শনমাত্রেন নরো গর্তং নগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ তৎপর ভাগীর বন যোগী জন প্রিয় ।  
তাতে গেলে গর্ত বাস না হয় জানিহ ॥

॥ তব্রৈব ॥

বৃন্দাবনঃ দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং ।

মমচৈব প্রিয়ঃভূমে, সর্ব পাতক নাশনং ॥

পয়ার ॥ বৃন্দাবন তার পর বনের উত্তম ।  
বৃন্দাতে রক্ষিত সর্ব পাতক মোচন ॥

॥ তথাহি ॥

যে পঠন্তি মহাভাগাঃ শৃণুন্তিচ সমাহিতাঃ ।

মথুরায়াম্ মহাত্ম্য তেযান্তি পরমাংগতিং ॥

কুলানিতে তারয়ন্তি দ্বিশতে পক্ষয়োদ্ধয়োঃ ।

মহাত্ম্য অবগাদেব নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

পয়ার ॥ লোকেতে প্রসিদ্ধ বোল ক্রোশ বৃন্দাবন ।

তার মধ্যে বহু তীর্থে করে গণন ॥ গোবিন্দ স্বামী

তীর্থ তাহে ব্রহ্মকুণ্ড আর । উত্তরে অশোক বৃক্ষ খেত

বণ তার ॥ কেশী তীর্থ কালীহুদ দ্বাদশ আদিত্য ।

কালীহুদ তীরে কদম্বের বৃক্ষ নিত্য ॥ তীর্থ শিরোমাণ

আর গিরি গোবর্দ্ধন । তাতে বেটি চতুর্দিকে বহু

তীর্থ গণ ॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড রত্ন সিংহাসন ।

দান নিবর্তন কুণ্ড কদম্ব শোভন ॥ শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড

ব্রহ্মকুণ্ড চক্রতীর্থ । ইত্যাদি অনেক যার অবশ্যে

পরিভ্র ॥ অঙ্ক করি মথুরা মহাত্ম্য শুনে যেই ।

দুপক্ষে দুশত কুল উদ্ধারয়ে সেই ॥

পয়ার ॥ গৌরচন্দ্র মথুরার মহাত্ম্য শুনিয়া ।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আদি সঙ্গে লঞা ॥ সর্ব রাত্রি  
জাগিছেন কৃষ্ণ কথ্য রঞ্জে । মাথুর বৈষ্ণব আর কৃষ্ণ-  
দাস সঙ্গে ॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণদাস বিপ্রে সঙ্গে করি ।  
বন পরিক্রমাতে চলিল। গৌরহরি ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রো-  
দয় কোমুদী বিশালা । লিখিলেন প্রেমদাস ভক্তি  
রত্নমালা ॥

॥ ত্রিপদী ॥

জন্মাবধি গৌরহরি, প্রেমানন্দাশ্বাদ করি;  
ভ্রমিলেন ভক্তগণ সঙ্গে ।  
অন্য দেশে ন্যাসীমনি, বৃন্দাবন গুণ শুনি;  
হাসে কান্দে নাচে অতি রঞ্জে ॥  
বৃন্দাবনে যাত্রা যবে, আনন্দ তরঙ্গ তুবে;  
উছলিল বাক্য অগোচর ।  
যবে দেখি ব্রজ বন, প্রেমেতে ঘূর্ণিত মনঃ;  
বিস্মরিল নিজ কল্লোবর ॥  
যমুনার তীর গত, যত বৃক্ষ যত লতা;  
দেখি প্রভু প্রেমে মত্ত হঞা ।  
প্রসারিঞা বাহু উর, আলিঙ্গয়ে লতা তরু;  
মুক্ত কণ্ঠে কান্দেন ডাকিয়া ॥  
ধেনুগণ বনে চরে, দেখিয়া আনন্দ ভরে;  
চলি পড়ে উদ্ভতের প্রায় ।  
সুমেরুর শৃঙ্গ হৈতে, পবনে ভাঙ্গিল তৈছে;  
পৃথিবীতে গড়াগড়ি যায় ॥  
আনন্দাশু বাহি যায়, গঙ্গার প্রবাহ প্রায়;  
সঙ্গী সবে চমৎকার হয় ।

কিবা বলে কিবা করে, উন্মত্তের প্রায় ফিরে;

মূর্ত্তি সদা প্রেমানন্দ ময় ॥

বনে দেখি গৌরহরি, ময়ূর ময়ূরী মেলি,

উদ্ধৃপুচ্ছে নাচি নাচি বুনে ।

দেখি, প্রভু আচম্বিতে ঢুলি পড়ে পৃথিবীতে;

কাপে তনু, অচ্ছাদিল ধূলে ॥

গজ্জিয়া উন্মাদ প্রায়, ময়ূর ধরিতে যায়;

মূচ্ছিত পড়িল। ভূমি তলে ।

বলভদ্র কৃষ্ণদাস, ধাক্কা গেল। প্রভু পাশ;

প্রভুর শ্রীঅঙ্ক ধরি তোলে ॥

পুলকাশু পূর্ণগায়, ধীরে ধীরে প্রভু যায়;

বনে চরে বাছুর মণ্ডল ।

উদ্ধৃপুচ্ছে কুতূহলে, প্রভু আগে ধাক্কা বুনে;

দেখি প্রভু ভাবে টল মল ॥

বিস্তর কণ্টক পথে, আছাড় খাইয়া তাতে;

বার বার পড়ে গৌরহরি ।

কণ্টকে আবিদ্ধ দেহা, প্রভু নাহি জানে তাহা;

রক্ত ধারা বহে দেহ ভরি ॥

সিংহের বিক্রমে চলে, কে তাঁরে ধরিতে পারে.

ব্যগ্র বলভদ্র কৃষ্ণদাস ।

ধাক্কা চলে ততঃপর, প্রেমে মত্ত বিশ্বস্তর;

গেল। প্রভু লতা কুঞ্জ পাশ ॥

কুঞ্জ দেখি মূরছিত, ধরণীতে নিপতিত;

নেত্রে ধারা মুখে বহে ফেণা ।

হরিণ আসিয়া সুখে, ফেণা পিয়ে প্রভু মুখে;

নেত্র জল পিয়ে পঙ্কী নানা ॥  
 কর্ণে কহি কৃষ্ণ হরি, প্রভুর চেতন করি;  
 উঠাইল বিপ্র কৃষ্ণদাস ।  
 ধাইয়া চনিলা গৌর, প্রেমে নাহি দেহ ঠৌর;  
 গেল। গিরি গোবর্দ্ধন পাশ ॥  
 গোবর্দ্ধন দেখি প্রেমে মুচ্ছিত পড়িয়া ভূমে;  
 ত্রণ ময় হৈল সব গায় ।  
 অনুরাগ সিন্ধু মগ্ন, গায়ে যে যে হৈল ভগ্ন;  
 তাহো নাহি জ্ঞানে গৌররায় ॥  
 প্রতি কুঞ্জে প্রতি বনে, এই মত ক্রণে ক্রণে;  
 মুক্ত কণ্ঠে কান্দে ভগবান ।  
 বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী, প্রভুর রোদন দেখি  
 তারা সব প্রেমে মূচ্ছা পান ॥  
 বনে নীলকণ্ঠ নাচে, ধায় প্রভু তার কাছে;  
 কান্দে মেঘ গম্ভীর সুস্বরে ।  
 নীলকণ্ঠ নৃত্য ছাড়ি, প্রভুর চৌদিগ বেড়ি;  
 কান্দে নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে ॥  
 কালিন্দীর শ্যাম নীর, দেখি প্রেমে নহে স্থির;  
 যমুনাতে পড়ে ঝাপ দিয়া ।  
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ দাস বিপ্র আচার্য্য;  
 প্রভু ধরি তোলে ব্যগ্র হৃৎ ॥  
 প্রেমের তরঙ্গ সন্দা, নিবৃত্ত না হয় যদা;  
 বলভদ্র আদি যুক্তি করে ।  
 কিবারাজি কিবা দিন, প্রেমোন্মাদ নহে হীন;  
 কৃষ্ণদাস যুক্তি বল মোরে ॥

কালীহুদের কাছে, নিবন্ধিয়া বৃক্ষ আছে;

প্রভুকে বসান তার তলে ।

পূর্বে নিত্যানন্দ রায়, বসিনা যে বটে ছায়;

তার সেই পশ্চিমাংশ স্থলে ॥

বলভদ্র ভট্ট কয়, শুন. প্রভু দয়াময়;

যত দিন আসিয়াছ ব্রজে ।

দেখি কৃষ্ণ লীলা স্থান, তোমার না রহে জ্ঞান;

ভাস সদা প্রেম সিন্ধু মাঝে ॥

সিংহের বিক্রম তুমি, ধরিতে না পারি আমি;

ক্রিয়াক কণ্টকে জয় হয় ।

তুমি সুখে প্রেম মুগ্ধ, মোর প্রাণ হয় দগ্ধ;

ভূত্যে দুঃখ দিতে না যুগায় ॥

গোড় উড়ু ভক্ত যত, চাহিয়া তোমার পথ;

আছে চন্দ্র চকোরের প্রায় ।

ভূত্য বাক্য অঙ্গী কর, শীঘ্র নীলাচলে চল;

তবে মোর প্রাণ রক্ষা পায় ॥

মাঘ মাস বর্তমান, যদি কর সুপ্রস্থান;

মকরে ত্রিবেণী স্নান করি ।

প্রভু ভক্ত সুখ দাতা, অঙ্গীকার কৈল কথা;

প্রভাতে চলিল গৌরহরি ॥

কৃষ্ণদাস বিপ্রে পথে, পাঠাইলা মথুরাতে;

ভট্ট সঙ্গে চলে ন্যাসী রাজে ।

মহাপ্রভু ধর্মসেতু, ভক্ত সুখ এই হেতু;

চিরকাল না রহিল ব্রজে ॥

মকরে প্রয়াগে আইলা, ত্রিবেণীতে স্নান কৈলা;

ব্রজ যাত্রা সঞ্জেপ বণন।

প্রেমানন্দ দাস বলে, যে ইহা শ্রবণ করে;

শীঘ্র পায় চৈতন্য চরণ ॥

পয়ার ॥ জয় জয় পতিত পাশন গৌরচন্দ্র।

যশঃ জ্যোৎস্না ফুলভক্ত সুকৈরব বৃন্দ ॥ হেন মতে  
প্রয়াগে আছেন গৌরহরি। তীর্থ বাসী লোক সম্ভে  
শুভ দৃষ্টি করি ॥ প্রেমের তরঙ্গে আর কপের লাষণ্য।  
দেখিয়া প্রয়াগ বাসী লোক হৈল ধন্য ॥ প্রভু  
দেখি লোক উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি। উঠিল  
মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্য ভরি ॥ হেন বেলে শ্রীকপ  
গোসাঞি গেলা তথা। সঙ্গে তার অনুগাম নামে লঘু  
ভাতা ॥ দুই ভাই প্রভু পদে প্রণাম করিয়া। কুতা-  
ঞ্জলি শ্লোক পড়ে অশ্রুযুক্ত হঞা ॥

॥ তথাহি ॥

সংসারান্তসি সন্তুত ভ্রমভরে গভীর তাপত্রয়ীঃ  
কুণ্ডীরেণ গৃহীতমুগ্ধ গতিনা ক্রোশান্ত মৃত্যুভয়াৎ।  
দীপ্তেনাদ্য সুদলমৈন বিকিঞ্চ ক্রান্তিচ্ছিদা কারিণাঃ  
চিন্তাসম্ভতি রুদ্ধ মুকুরহরেঃ মচ্ছিত্তদন্তীশ্বরং ॥

॥ তথাহি রূপতত্ত্ব কথনং ॥

হঃ প্রাগেব প্রিয় গুণ গণৈর্গাঢ় বক্রোপি মুক্তো,

গেহাধ্যাসাদ্রসইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।

প্রেমানাপি দৃঢ়তর পরিবৃদ্ধরন্ধৈঃ প্রয়াগে,

ভং শ্রীকপং সমমনুপমেনানুজ গ্রাহদেবঃ ॥

পয়ার ॥ কপ গোসাঞির তত্ত্ব প্রভু মাত্র জানে।

পূর্ব হৈতে বন্ধ যদি প্রিয় গুণ গণে ॥ গেহাধ্যাস  
হৈতে তত্ব বিমুক্ত হইয়া । প্রভু পাদ পদ্মে আইলা  
মানুরাগ হঞা ॥ রাধাক্ষোজ্জ্বল রস যদ্যপি অমূল্য ।  
শ্রীকৃপা গোপাঞ্জে কপে তিহে । হৈলা মূর্ত ॥ দেখি  
প্রভু প্রেম পূর্ব আলাপ করিলা । বাই প্রসারিয়া  
দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥

পয়ার ॥ চর মুখে সমাচার শুনি গজপতি ।  
জাতঃ প্রীত জিজ্ঞাসিল সার্বভৌম প্রতি ॥ কহ ভট্টা-  
চার্য্য প্রভু গৌর ভগবান । অতি প্রিয়তম তাঁর বৃন্দা-  
বন স্থান ॥ তবে কেনে বৃন্দাবনে অঙ্গকাল রঞা ।  
প্রয়াগে আইলা প্রভু কি মনে ভাবিয়া ॥ ভট্টাচার্য্য  
বলে মোর চিতে হেন লয় । চৈতন্য বিরহ জগন্নাথ  
নাহি সয় ॥ জগন্নাথ অঙ্গনে চৈতন্য আকর্ষিয়া ।  
নিজ স্থানে আনে বৃন্দাবন ছাড়াইয়া ॥ হেন মোর  
মনে লয় শুন নরেশ্বর । শুনি গজপতি অতি আনন্দ  
অন্তর ॥ বাস্তবহারী কহে পুণঃ শুন নরপতি । শ্রীকৃপা  
মিলিলা যৈছে গৌর যতীপতি ॥

॥ অপিচ ॥

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে সহজাতি কৃপা ।

নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততানুরূপে স্ববিলাসরূপে ॥

পয়ার ॥ প্রিয় স্বরূপ কপ দয়িত স্বরূপ ।  
সহজ অধুর তিহ প্রভুর স্বরূপ ॥ ত্রিভুবনে মুখ্য  
তম হয় যার কপ । তাঁর কপ হয় সেই বিলাস  
স্বরূপ ॥ হেন কপ পাঞা প্রভু উল্লাসিত হঞা ।  
বিস্তর করিস প্রেম আলিঙ্গন দিয়া ॥ তাঁরে



আজ্ঞা দিল তুমি যাহ বৃন্দাবন । রাধাকৃষ্ণ গুঢ় লীলা  
করিহ বগন ॥ লোক সবে বুঝাইহ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ।  
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর কাঁহা ঐছে শক্তি ॥

॥ তথাহি ॥

কৃষ্ণভক্তি রসং মূৰ্খঃ কথং দজ্জৈ র মা পুনুয়াং ।

খস্থং চন্দ্রং যতোদ্বাহ বাননো ভুবিসংস্থিতং ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে তুমি যবে করিবে লিখন ।  
অস্তরঙ্গ হঞা আমি করিব প্রেরণ ॥ মোর প্রতিমূর্তি  
হঞা কর ব্রজ বাস । তোমা দ্বারে আমি তত্ত্ব করিব  
প্রকাশ ॥ এত বলি তাঁর শিরে চরণ ধরিয়া । বৃন্দাবনে  
শ্রীকৃষ্ণে দিলেন পাঠাইয়া ॥

॥ তথাহি ॥

চন্দ্রশেখর ইতি প্রথিতস্য, ক্রীসুরস্য ভবনে ভবনেশঃ ।

প্রাক্তনৈঃ সুরুত রাশিভিরস্য, প্রতাপদ্যত তদা সমতীন্দ্রঃ ॥

পয়ার ॥ প্রয়াগ হইতে প্রভু বারাণসী আইলা ।  
বারাণসী পুরী প্রেমে সিঞ্চিত করিলা ॥ বারাণসী  
ভূমি দেব শ্রীচন্দ্রশেখর । তাঁর পূর্ব পুণ্য রাশী আছিল  
বিস্তর ॥ সেই ফলে গৌর-হরি গেলা তাঁর ঘর ।  
কৃতার্থ হইলা বিপ্র পাঞা নিজেস্বর ॥ গোষ্ঠী সহ প্রভ  
পদে আত্মা সমর্পিয়া । বিস্তর করিলা সেবা একান্ত  
হইয়া ॥

পয়ার ॥ রাজা বলে তবে তবে কহ বার্তাহর ।  
বার্তিক কহেন রাজা শুন অব্যপার ॥

॥ তথাহি ॥

ভমেত্য পশ্যেত্যমুরাগ পূৰ্ণং, বিদ্বেশ্বরো বিশ্ব

মিবন্য যুঙক্ত । কুতোহন্যথা ভাবতি তুল্যকালে,  
তুল্য ক্রিয়ঃ সর্বজনোবভূব ॥

পয়ার ॥ বারাণসী মহাপুরী অসংখ্য মানব ।  
একিকালে দেখিতে আইলা লোক সব ॥ হেন বুঝি  
বিশ্বেশ্বর শঙ্কর আগনে । প্রতি ঘরে আচ্ছাদিল প্রভু  
দরশনে ॥ সে নহিলে তৎকাল কেমনে সর্বজন ।  
বার্তা পাঞ প্রভু পাশ করিল গমন ॥

॥ অপিচ ॥

ব্রহ্মচারি গৃহি ভিক্ষু বনস্থ, যাজ্ঞিক ব্রত পরাশ্রিতমীষুঃ ।  
মৎসরৈঃ কথিপঠৈ যতি মুখৈঃ, রেবতত্র নগতং ন সদৃষ্টঃ ॥

পয়ার ॥ আর শুন ব্রহ্মচারী গৃহী যতী ব্রতী ।  
বনস্থ যাজ্ঞিক আদি যত ছিল তথি ॥ নিজ সাধনের  
ইবে পালু ফল । এত বলি দেখিল প্রভুর পদ তল ॥  
তার মধ্যে যতী আদি কোন কোন জন । প্রভুর  
মহিমা দেখি চমৎকার মনঃ ॥ পর করি না আইল  
প্রভুর দর্শনে । বঞ্চিত হইল নিজ অভাগ্য কারণে ॥

পয়ার ॥ গজপতি বলেন শুনিলে ভট্টাচার্য্য ।  
সন্ন্যাসী হইয়া কেনে এতেক মাৎসর্য্য ॥ ভট্ট কহে  
ভক্তি হীন মনঃ বশ নয় । সন্ন্যাস করিলে তার কোন  
লভ্য হয় ॥ মনঃ বশ করিতে না পারে যত দিন ।  
তাবৎ মাৎসর্য্য তার কভু নহে হীন ॥ সহাস বিশ্বাস  
রাজ্য জিজ্ঞাসিল চরে । প্রভু বার্তা কহ ও প্রসঙ্গ কর  
দূরে ॥ চর বলে মহারাজ্য গৌর ভগবান । চন্দ্র শেখ-  
রের ঘরে কৈলা অবস্থান ॥ বৃন্দাবন গোলোকে যে  
সুখ সমুদায় । সে সুখ হইল চন্দ্রশেখর আনয় ॥

সিংহগ্রীব গৌরচন্দ্র কমল নয়ন । কৃষ্ণনাম করষিত  
 শ্রীচন্দ্র বদন ॥ আজানুলম্বিত ভুজ সুরক্ত অম্বর ।  
 বক্রিশ লক্ষণ সুলক্ষিত কলেবর ॥ সহজ মধুর রূপ  
 ভুবন নোহন । বসুসংখ্য সুশীলসাত্বিক বিভূষণ ॥  
 প্রতাপ কনক কান্তি বয়ঃক্রম নব্য । চতুর্দশ বিদ্যা  
 অষ্টাদশ ভাষা সেব্য ॥ যে দেখে তাহার মনঃ নেত্র  
 নয় হরি । দেখয়ে সকল লোক অপূর্ব মাধুরী ॥  
 প্রভুর দর্শনে লোক কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে । কেহো  
 যায় কেহো আইসে কি রাত্রি দিবসে ॥ পরম মহান্ত  
 এক আইলা হেন কাল । তাঁর পরিচয় কহি শুন  
 মহিপাল ॥

॥ তথ হি ॥

গৌড়েঙ্গস্য সভাবিভূষণমুখি স্ত্যাক্তায় ঋদ্ধাঃ শ্রিয়ং,  
 রূপস্যগ্রজ এক এষ তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীদধে ।  
 অন্তর্ভুক্তি রসেন পূর্ণ হৃদয়ো বাহুঃ বধুতাকৃতিঃ  
 শৈবালৈঃ পিহিতঃ মহা সরস্বতী প্রীতি প্রদম্বদ্বিদাং ॥

পয়ার ॥ গৌড়েঙ্গর মেচ্ছ রাজা গৌড়ে রাজধানী ।  
 সনাতন তাঁর সভাবিভূষণ মণি ॥ যদ্ দর্শনাদি পুরা-  
 ণাদ্যে পরম পাণ্ডিত্য । গোবিন্দ ভজন বিনু অন্য নাহি  
 কৃত্য ॥ রামকেলি গ্রামে যবে গেলা গৌরচন্দ্র ।  
 তখন দেখিল প্রভুর শ্রীচরণ দ্বন্দ্ব ॥ পরম বৈরাগ্য  
 তাঁর জন্মিল অন্তরে । রাজ কার্য সব ছাড়ি রহে নিজ  
 ঘরে ॥ তা দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হৈল গৌড়েঙ্গর ।  
 সনাতনে বন্দী কৈল দিলেক নিগড় ॥ তাঁরে বন্দী  
 করি রাজা বুদ্ধ লাগি গেলা । সনাতন নিজ মনে

বিচার করিল। ॥ রক্ষকেরে বহু ধন দিয়া তুট কৈল।  
নিগড় মোক্ষণ করি রাহে পলাইল ॥ মহাপ্রভু  
শ্রীচৈতন্য গেল বন্দাবনে। শুনি সনাতন অতি উৎ-  
কণ্ঠত মনে ॥ বনপথে চলি চলি বারাণসী আইল।  
তৃণপ্রায় সম্পদাদি সকল ছাড়িল। ॥ বাহে অবধূত  
বেশ করিল প্রকাশ। অন্তরে গোবিন্দ ভক্তি রসের  
উল্লাস ॥ অন্তরের চেফা তার নাহি জানে লোকে।  
সিয়ালাতে ছন্ন যৈছে সরোবর থাকে ॥

॥ তথাহি ॥

তং সনাতন মুপাগত সঙ্কো, দৃষ্ট মাত্র মতি মাত্র দয়াদ্রঃ।

আনিনিষ্ক পরিবাধষ দোভ্যাং, সানুকম্প মথ চম্পক গৌরঃ।

পয়ার ॥ সেই সনাতন যবে গেল প্রভু স্থান।  
দেখি মাত্র দয়াদ্র হইল ভগবান ॥ সনাতন পড়ি-  
লেন অফাঁক হইয়া। আসন ছাড়িয়া প্রভু উঠি  
আইল ধাঞা ॥ পরিষ সুদীর্ঘ ভজে ধরি সনাতনে।  
তুলি আলিঙ্গন কৈল উল্লাসিত মনে ॥ কনক চম্পক  
গৌর সুখময় অঙ্ক। সনাতনে সিক্ত কৈল কৃপার  
তরঙ্গ ॥

পয়ার ॥ গজপতি কহে চর কহ সুবিধান।  
কেমনে মিলিল সনাতনে ভগবান ॥ চর কহে মহা-  
রাজ না দেখি মিলন। কিন্তু সেই কথা কহিলেন  
সনাতন ॥

॥ ত্রিপদী ॥

চন্দ্রশেখরের ঘরে, ছিল প্রভু সুখ ভরে;  
সনাতন তথাই মিলিল ॥

লোকের সংঘট অতি, পথ তাহা পাব কতি;

সনাতন পশ্চাৎ কহিল।।

সনাতনে কৃপা করি, কহিলেন গৌরহরি;

শীঘ্র আইস করি গঙ্গাস্নান।

শ্রান্ত হইয়াছ পথে, স্নান কর জাহ্নবীতে;

আসি কর গঙ্গাজল পান।।

সনাতন আক্সা পাঞা, গঙ্গাস্নানে চলে ধাঞা;

পথে আমা সব। মনে দেখা।

জিজ্ঞাসিল কোথা ঘর, কহিল শ্রীনীলাচল;

শুনি ভাবে অঙ্গ গেল ঢাকা।।

জিজ্ঞাসিল কি কারণ, বারাগনী আগমন;

কহ নীলাচল সমাচার।

সার্বভৌম সুখী হন, মোর। কৈলু নিবেদন;

আমরা হইয়া চর তাঁর।।

চৈতন্যের বার্তা তরে, পাঠাইল মো সভারে;

বৃন্দাবন গিয়াছিলু সঙ্গে।

পথে পথে প্রভু দেখি, দিবা নিশি থাকি সুখী;

বারাগনী আইলাম সঙ্গে।।

মহাশয় থাক কোথা, জান সার্বভৌম কথা;

কহ দেখি আপন বৃন্দান্ত।

তোমার দর্শন পুণ্য, আমরা হইলু ধন্য;

স্নান কেনে তুমি সুমহান্ত।।

সনাতন কহে ঘর, যাহা রাজা গোড়েশ্বর,

সার্বভৌম আমার বন্দিত।

ন্যায় শাস্ত্র টীকাকার, চিন্তামণি শিষ্য যার;

নবদ্বীপ পরম পণ্ডিত ॥

মোর নাম সনাতন, দেখি গৌর শ্রীচরণ;

রাজ কার্য বিষয় না ভায় ।

ক্রোধ করি রাজা মোরে; রেখেছিল বন্দী করে;

তেঞি মোর মুন হৈল কায় ॥

রক্ষকেরে, ধন দিয়া, আসিয়াছি পলাইয়া;

শ্রীচৈতন্য দর্শন কারণ ।

বার্তা পাইল কাশী পুরে, প্রভু শেখরের ঘরে;

তার দ্বার করিল গমন ॥

॥ তদুক্তং ॥

ঔৎকণ্ঠ্যক পুরস্কারাঃ প্রথমতো যেয়াস্তি নাথাত্তো,

নিষ্ক্রামন্তিত ঈশনামনিরতাঃ সশ্রাঃ সরোমোক্ষমাঃ ।

যাতায়াত বতাং ক্রমং বিগণয়ন্ তৎপাদ ধূলীজু বন,

সর্বজ্ঞেন বহিঃ স্থিতো ভগবতা কৈরপ্যহং নারিতঃ ॥

পথ না পাইয়া দুঃখি, বড়ই জনতা দেখি;

বসিলাম দ্বারের অস্তিকে ।

উৎকণ্ঠিত নারী নর, যায় শেখরের ঘর;

প্রভুর দর্শন করে সুখে ॥

দেখিয়া অনিন্দ মূর্তি, পায় কৃষ্ণ প্রেমভক্তি;

দেখি যবে বারি হঞা যায় ।

মুখে সদা বলে হরি, নেত্র বহে প্রেম বারি,

পুলক মণ্ডিত সর্ব গায় ॥

দেখি তা সভার রীত, আমার বড়ই প্রীত;

মনে মনে করিল ভাবন ।

ইহা সভার পদ রেণু, ভূষিত করিব তনু;

তবে পাব প্রভুর দর্শন ॥

তঁা সভার পদ ধূলী, মাথার উপরে তুলি;

কান্দি আমি প্রভু দেখিবারে ।

সর্বজ্ঞ সন্ন্যাসী মণি, আমার উৎকণ্ঠা জানি;

লোক দ্বারে মোরে নিল ঘরে ॥

দূরে হৈতে প্রভু দেখি, মাশু প্রফুল্লিত আঁখি;

দীর্ঘ হঞা পড়িলাও ভূমে ।

ভগবান করুণাতে, আইলে মোরে আন্বিদ্ধিতে;

ভয়ে আমি পাছে যাই ক্রমে ॥

॥ তথাহি ॥

ন মে ভক্ত্যন্তর্বর্ষদী মন্তব্যঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

ভস্মদেয়ং ততোগ্রাহং সচপূজ্যো যথাহুং ॥

প্রভু কহে নাহি ডর, তুমি মোর প্রিয়তর;

একান্ত কৃষ্ণের ভক্ত তুমি ।

নীচ জাতি ভক্ত হয়, সেহ পূজ্য নিশ্চয়;

সর্বশাস্ত্রে কহে এই বাণী ॥

॥ তথাহি ॥

অন্ধাঃ কলং দ্বাদশ দর্শনং হি, তন্মোঃ কলং দ্বাদশঃ গাত্র

সঙ্গঃ । জিহ্বাঃ কলং দ্বাদশ কীর্তনং হি, সুদুল্লভা

ভাগবতাহি লোকে ॥

তুমি ভাগবত বর, সর্বমতে পূজ্যতর;

দর্শস্পর্শ কীর্তন তোমার ।

নেত্র তনু জিহ্বা ফল, সে নহিলে বৃথা তর;

তোমা স্পর্শে ভাগ্য সে আমার ॥

আগন মিলন ক্রম, কহিল শ্রীসনাতন;

অপূৰ্ণ শুনিল তার মুখে ।

ভট্টাচার্য্য গজপতি, শুনিঞা আনন্দ অতি;

প্রেমানন্দ লিখিলেন সুখে ॥

পয়ার ॥ বার্তাহর পুনঃ কহে শুন মহারাজ ।  
আর এক বার্তা শুনিলাও কাশী মাঝ ॥ সনাতনে  
নীলাচলে পুনঃ আসিবেন । কথো দিন প্রভু সঙ্গে সুখে  
থাকিবেন ॥ তবে শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা সনাতন ।  
পুনরার যাঞা দেখিবেন বৃন্দাবন ॥ নীলাচলে সনাতন  
আসিব শুনিয়া । ভট্টাচার্য্য গজপতি আনন্দিত  
হঞা ॥ গজপতি জিজ্ঞাসেন মহাপ্রভু মনে । কিবা  
একা সনাতন যাব বৃন্দাবনে ॥ দূত কহে একা যাব  
পুত্রুর পশ্চাৎ । পুত্রু একা যাত্রা কৈল দেখিলু সাক্ষাৎ ॥

॥ তথাহি ॥

কালেন বৃন্দাবন কেলি বার্তাং, লুপ্ততিতাং খ্যাপ-

য়িত্তং বিশেষ্য । রূপামূর্তে আভিষিষেচ নাথ,

স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

পয়ার ॥ লোক মুখে আর শুনিয়াছি এক কথা ।  
বৃন্দাবন কেলি বার্তা কালে লুপ্ত তথা ॥ বৃন্দাবন  
লীলাতে প্রভুর সদা রহ । কালবশে তিরোভাব  
সে সব প্রসঙ্গ ॥ গোড় বঙ্ক রাঢ় দক্ষিণেতে সেই লীলা ।  
ভক্ত দ্বারে আপনে, সে প্রকাশ করিলা ॥ পশ্চিমের  
লোক সব বাকী যে রহিল । তারে বুঝাইতে সনাতনে  
আজ্ঞা দিল ॥ তোমার অনুজ রূপে প্রয়াগে মিলিনু ।  
বৃন্দাবন লীলা প্রকাশিতে আজ্ঞা দিলু ॥ তুমিহ চলহ



তথা ভক্তির পুচার । গ্রহ করি পশ্চাত্যাদ্যে করিবে  
নিস্তার ॥ সনাতন কহে আমি অধম অজ্ঞান । কেমতে  
তোমার আজ্ঞা হব সমাধান ॥ কৃপামৃত দিয়া পুত্ত  
সিঞ্চিল তাহারে । শক্তি দিল ভক্তি গ্রহ করিবার  
তরে ॥

পয়ার ॥ রামানন্দ রায় কহে উচিত এ সব ।  
বৃন্দাবন নাথ গৌর আমি জানি সব ॥ দূত কহে সনা-  
তন প্রভু কৃপা পাঞা । পড়িয়া কান্দেন প্রভু চরণ  
ধরিঞা ॥ আজ্ঞা হয় চলি আমি শ্রীচরণ সহ । সহিতে  
নারিব আমি তোমার বিরহ ॥ প্রভু কহে আগে  
যাঞা দেখ বৃন্দাবন । পাছে নীলাচলে মোর পাবে  
দরশন ॥ বহু যত্নে সনাতনে মথুরা পাঠাঞা । নীলা-  
চল যাত্রা কৈলা আনন্দিত হঞা ॥ বারাণসী বাহির  
আইলা গৌরহরি । তা দেখিয়া আমি আগে আইলুঁ  
দুরা করি ॥ প্রভুর বৃত্তান্ত শুনি রাজা গজপতি ।  
সার্বভৌম রামানন্দ সুখী হৈলা অতি ॥ পরিতোষে  
দূতে দিল বস্ত্র বহু ধন । নিরন্তর করে প্রভুর চরণ  
চিস্তন ॥ হোথা প্রভু কাশী হৈতে বন পথ দিয়া ।  
বন পথে পূর্ব মত বিহার করিয়া ॥ শীঘ্র নীলাচল  
পূরে করিল গমন । প্রভু দেখি হরিধ্বনি করে সর্বজন ॥  
হরিধ্বনি কোলাহল বড়ই হইল । রাজা সার্বভৌম  
আদি সে ধ্বনি শুনিল ॥ রাজা কহেন অকস্মাৎ বড়  
কোলাহল । হেন বৃদ্ধি গৌরচন্দ্র আইলা নীলাচল ॥  
কণ পাতি নিরবে শুনেন তিন জন । হোথা প্রভু  
দেখি মুখে লোকে কথা কন ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্যাত্মাকং সফল মভবজ্জন্মেনৈব কৃতার্থে;  
সৰ্বস্বাপাঃ সপদ্যবিরতো নিবৃত্তিং প্রাপচেতঃ ।  
কিঞ্চিৎ ব্রূমো বহুলমপরাং পশ্য জন্মান্তরং নোঃ  
বৃন্দারণ্যং পুনরুপগতো নীলশৈলং যতীন্দ্রঃ ॥

পয়ার ॥ আজি মো' সতার জন্ম হইল সফল ।  
আজি সে কৃতার্থ হৈল নয়ন যুগল ॥ আজি সব  
তাপে গেল চিত্তের আনন্দ । বহু কি বলিব আজি  
হৈল পুনর্জন্ম ॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু আইলা নীলা-  
চল । নীলাচল বাসী সব হৈল সুশীতল ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে সার্বভৌম বিলম্ব না কর ।  
নিশ্চয় আইলা প্রভু দেখি যাঞা চল ॥ সার্বভৌম  
রামানন্দ আদি সঙ্কে লঞা । প্রভু দেখিবারে দৌহে  
চলিলা ধাইঞা ॥ হোথা প্রভু নীলাচলে আসি উত্ত-  
রিলা । স্বরূপ পরমানন্দ পুরী দৌহে আইলা ॥ কাশী-  
মিশ্র আদি শীঘ্র আসিয়া মিলিলা । ভক্তগণ দেখি  
প্রভু মহা সুখ পাইলা ॥ পরমানন্দ পুরী প্রতি  
চৈতন্য কহিলা । তীর্থ মাধু দরশন ফল বিবারণলা ॥

॥ তথাহি ॥

তীর্থদ্বয়ং যদপি তুল্য মিদং মহান্তঃ, কাশ্যাদয়োপি  
পুরতঃ কলুষাপহারি । আনন্দদাঃ কিল তথাপি মহান্ত  
এব, যদ্যস্মাদীক্ষণ সুখং হি সুখায় তেনঃ ॥

পয়ার ॥ দুই তীর্থ পৃথিবীতে যদি তুল্য হয় ।  
মহান্ত কাশ্যাদি তীর্থ শাস্ত্রে যবে কয় ॥ দৌহা দর্শ-  
নাদ্যা যদি পাপ রাশি হরে । মহান্ত আনন্দ দাতা

জানিল অন্তরে ॥ যত তীর্থ এত দিন ভ্রমণ করিল ।  
ততোধিক সুখ তোমা সব। দেখি হৈল ॥ আপন  
হৃদয়ে আমি বুঝিনু নিশ্চয় । তীর্থ সেবা হৈতে সাধু-  
সঙ্গ রম্য হয় ॥

পয়ার ॥ অতএব তীর্থ দেখি শীঘ্রগতি আইনু ।  
তোমা সব। দেখি সুখ। সমুদ্রে ডুবিনু ॥ পুরী গোসাঞি  
কহে প্রভু ভাগ্য মো সভার । পুনরায় দরশন পাইল  
তোমার ॥ বিরহ দহনে দক্ষ ছিনু বহুকাল । তোমা  
দেখি সে দঃখ ঘুচিল সভাকার ॥ হেন বেলৈ সার্ব-  
ভৌম রামানন্দ রায় । দণ্ডবৎ প্রণাম করিল প্রভু  
পায় ॥ দোহারে ধরিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।  
যোড়হাতে কাশীমিশ্র কৈলা নিবেদন ॥ জগন্নাথ  
বল্লভ ভোগের অবসানে । জগন্নাথ শয়নেছু  
না গেল। শয়নে ॥ তোমার অপেক্ষা করি  
আছেন বসিয়া । অতএব শীঘ্র জগন্নাথ দেখ-  
সিয়া ॥ দূরে হৈতে গজপতি করেন দর্শন । পুরী  
আদি লৈয়া প্রভু করিলা গমন ॥ জগন্নাথ দেখি  
প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা । সব। সঙ্কে করি পুনঃ মিশ্র  
ঘরে গেলা ॥ নবমাস্ক এই হৈতে পাইল অবধি ।  
মথুরা গমন কৈলা গৌর গুণ নিধি ॥ ঐচ্ছৈতন্য  
চন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বলা । প্রেমদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ  
তালিখিলা ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ।

জয়তি ।



দশম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ।

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় ।  
জয় গৌর ভক্তগণ করুণা হৃদয় ॥ এই মতে ভক্তগণ  
রহে নীলাচলে । গোড়ের বৈষ্ণব সব সোৎকণ্ঠ  
অন্তরে ॥

॥ তথাহি ॥

আয়াতঃ পুরুষোত্তমস্য গমনে কালঃ শুভোহয়ং বয়ং,  
যামঃ সত্বরমেব সম্প্রতি শিবানন্দ সুরাভ্যাতাং ।  
প্রস্থানস্য দিনং বিধায় লিখতকৈকব সর্বেবয়ং;  
গচ্ছন্তঃ সহসা ভবেম মিলিতাঃ পশ্চাৎ পুরো ভাবতঃ ॥

পয়ার ॥ গুণ্ডিচা যাত্রার কাল প্রত্যাসন্ন হৈল ।  
নীলাচল যাইতে সবাই মনঃ কৈল ॥ হেন কালে  
বৈষ্ণব গোবিন্দদাস নাম । উত্তর রাটেতে হৈতে গেলা  
খণ্ড গ্রাম ॥ নরহরি দাস আদি যত ভক্তগণ । তেহো  
আসি তা সভার বন্দিলা চরণ ॥ নরহরি তাঁহারে  
করিয়া আলিঙ্গন । জিজ্ঞাসিল কোথা বাড়ী কি কাষ্যে  
গমন ॥ গোবিন্দ বলেন ঘর উত্তর রাটেতে । ইচ্ছা  
হয় মোর শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে ॥ প্রতি বর্ষে তোমরা  
চলহ নীল গিরি । তোমা সবাসঙ্গে যাব এই চিন্তে  
করি ॥ নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার । নীলা-  
চলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার ॥ কিন্তু তুমি শাস্তি-  
পুরে চল পুরঃসর । যেখানে আছেন শ্রী নরহরি

ঈশ্বর ॥ গৌড়ের বৈষ্ণব সব তাঁর সঙ্গে চলে । শিবানন্দ  
 সেন পথে সমাধান করে ॥ দেখে যাঞা তাঁ সভার  
 কতক বিলম্ব । পাছে যাব আমরা শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ ॥  
 শুনি শ্রীগোবিন্দ দাস আনন্দিত হঞা । অদ্বৈতের  
 স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা ॥ শুনিলাও অদ্বৈ-  
 তাদি মহাভাগ গণে । নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য  
 দরশনে ॥ চৈতন্য পার্শ্বদে শ্রীসেন শিবানন্দ । সভার  
 পালন পথে করেন স্বচ্ছন্দ ॥ পথের কটক রূপ যত  
 ঘাটিয়াল । দান লাগি যাত্রিকেরে করেন জঞ্জাল ॥  
 গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব পরম উদার । উড়িয়া জগাতি  
 প্রতি ভয় সভাকার ॥ শিবানন্দ উড়িয়া দেশের তত্ত্ব  
 জানে । পথে বিঘ্ন সমাধান করেন আপনে ॥ আপনে  
 পায়েন দুঃখ ভক্তের কারণে । সেই দুঃখ শিবানন্দ সুখ  
 করি মানে ॥ চণ্ডাল যদ্যপি হয় ক্ষেত্রে যাইতে চায় ।  
 ততঃ প্রতিপাল্য করি সেন লঞা যায় ॥ শিবানন্দ  
 গুণ শুনি গোবিন্দ ভাবয় । তার সঙ্গে নীলাচলে  
 যাইব নিশ্চয় ॥ এত বলি গোবিন্দ কথক দূর গেল ।  
 আগে এক মহা যতী বৈষ্ণব দেখিলা ॥ তাঁরে দেখি  
 বৈদেশিক শ্রীগোবিন্দ দাস । আপন অন্তরে অতি  
 পাইল উল্লাস ॥ ইহঁো অতি সমীচীন জিজ্ঞাসি  
 ইহারে । তাহার নিকটে গেল । হরিষ অন্তরে ॥ তাঁরে  
 জিজ্ঞাসিল কাঁহা তোমার বসতি । কি নাম তোমার  
 কাঁহা যাইব সৎপ্রতি ॥ তিহঁো কহে আমার গন্ধর্ব্ব  
 বলি নাম । শ্রীঅদ্বৈত শিষ্য বর শান্তিপুৰ গ্রাম ॥  
 আমার গোস্বামী আজ্ঞা করিল আমারে । আজ্ঞা

লৈয়া যাই শিবানন্দ সেন ঘরে ॥ মোরে আক্সা করিল  
গোসাঞি জীঅদ্বৈত । নীলাচল গমনের কাল উপ-  
স্থিত ॥ শিবানন্দে কহ যাত্রা দিবস করিয়া । লিখিয়া  
পাঠাও মোরে স্থান নির্দ্ধারিয়া ॥ সেই স্থানে মিলি  
যেন সকল বৈষ্ণবে । নানা প্রাম হৈতে অগ্রে কি  
পশ্চাৎ ভাবে ॥ বৈদেগ্নিক শূনি ভাবে আপন অন্তরে ।  
যে শুনিল তাঁ দেখিল নয়ন গোচরে ॥ তথাপি  
জিজ্ঞাসি বলি জিজ্ঞাসে গঙ্করে । শিবানন্দ প্রতি-  
পাল্য হৈয়া জান সবে ॥ কহ দেখি অপরিচিত হয়  
এই জন । শিবানন্দ করেন কি তাহার পালন ॥ গঙ্কর  
বলেন কিবা কথা অহে বল । কুকুরেহ শিবানন্দ  
পালি লঞা গেল ॥ মনুষ্যে য়ে লঞা যাব কি বিচিত্র  
কথা । তাহে তুমি ভক্ত লঞা যাইব সর্বথা ॥ বৈদে-  
গ্নিক শূনি জিজ্ঞাসিল গঙ্করে । কেমনে পালিঞা  
লঞা গেল কুকুরে ॥ গঙ্কর বলেন শুন কহি  
সে প্রসঙ্গ । তখন মথুরা যাত্রা না কৈল গৌরাঙ্গ ॥  
নীলাচলে গৌরচন্দ্র থাকেন কৌতুকে । প্রতি বর্ষ  
গৌড়িয়া আসিয়া দেখে সুখে ॥ ইতি মধ্যে এক বর্ষে  
শিবানন্দ সনে । সহসু সহসু লোক চলিল দর্শনে ॥  
হেনকালে ভাগ্যরাশী এক মহাজন । কুকুর ন  
জানি পাইল কি কারণ ॥ তাহার অন্তরে ইচ্ছা  
চৈতন্য দেখিতে । বৈষ্ণব সৎঘটে তিহ আইলা  
আচস্থিতে ॥ কেহে নাহি জানেন কুকুর অভিপ্রায় ।  
শিবানন্দ নিকটে নিকটে চলি যায় ॥ কুকুর দেখিয়া

লোক খেদি দিতে চায় । ভয় পাঞ কুকুর সেনের  
 আড়ে যায় ॥ তা দেখিয়া শিবানন্দে দয়া হৈল অতি ।  
 অতিশয় শ্রদ্ধা কৈল সারমেয় প্রতি ॥ লোকে  
 নিবারিঞা স্থানে সঙ্গে লঞা চলে । দিবসে দিবসে  
 বাসা করেন যে স্থলে ॥ অনুচ্ছিন্ন অন্ন আগে কুকুরে  
 খাওয়ান । পশ্চাৎ আপনে করে অন্ন জল পান ॥  
 শিবানন্দ সেনের অগম্য অনুভব । তেঞি তাঁর অধিক  
 চৈতন্য কৃপা লাভ ॥ না জানে চৈতন্য বিনা চৈতন্য  
 উপাস্য । চৈতন্য সম্বল যার করে তার দাস্য ॥  
 তাহার অন্তর অন্য লোকে নাহি জানে । সতে বলে  
 আগে অন্ন স্থানে দেহ কেনে ॥ শিবানন্দ কহে  
 ইহঁৎ যাব নীলাচল । দেখিব আমার প্রভুর চরণ  
 যগল ॥ ইহঁারে উচ্ছিন্ন দিলে অপরাধ হয় । ভক্তে  
 জাতি কুলাদি বিচার ভাল নয় ॥ এত বলি কুকুরে  
 প্রণয় করে গাঢ় । নদ্যাদি হইতে পার কষ্ট হয় বড় ॥  
 উৎকলের নাবিক ককুরে না চটায় । শিবানন্দ সেন  
 সেই নাবিকে বুঝায় ॥ ততঃকড়ি দিব আমি যাথে  
 তুষ্ট হও । আমার কুকুরে 'পার' কর মহাশয় ॥ এই  
 মতে পালিয়া কুকুরে লঞা যায় । শিবানন্দ পাছু  
 বিনা স্থানে নাহি পায় ॥ এই মতে পথের ত্রিভাগ  
 চলি গেল । এক দিন শিবানন্দ পশ্চাৎ রহিল ॥  
 ভৃত্যকে কহিল স্থানে যাবে সঙ্গে লঞা । পাছে আমি  
 যাই ঘণ্টিয়াল প্রবোধিয়া ॥ আগে গেল । সতে  
 পথে করি বাসা স্থান । রন্ধনাদি করি কৈল অন্ন জল  
 পান ॥ ভৃত্য ককুরকে অন্ন দিতে পাসরিলা ।

শিবানন্দ সেন আসি ভৃত্যে জিত্তাসিল ॥ সে কহিল  
 স্থানে অন্ন দিতে পাসরিল । শিবানন্দ মনে বড় সন্তোষ  
 হইল ॥ আপনে উঠিয়া চারি দিগে নাম দিয়া । ব্যগ্র  
 হৈয়া ফিরে সেন কুকুর চাহিয়া ॥ কুকুরের উদ্দেশ  
 কোথাও না পাইল । দুঃখি হঞা সে দিবস উপবাস  
 কৈল ॥ এই মত নীলাচল পর্য্যন্ত আইলা । কুকুরের  
 দরশন কাহা না পাইলা ॥ চৈতন্যের গতি কিছু  
 বুঝিতে না পারি । সে কুকুর গিয়াছেন নীলাচল  
 পুরী ॥ সিন্ধু তট নিকটে একাকি গোরহরি । বসিয়া  
 আছেন সব সঙ্গ পরিহরি ॥ সেই মাত্র কুকুর  
 আছেন প্রভু পাশ । চৈতন্য দেখিয়া বাচে অধিক  
 উল্লাস ॥ দূরে হৈতে শিবানন্দ কুকুর দেখিয়া । মহা  
 অপরাধী প্রায় কাতর হইয়া ॥ কুকুরকে প্রণাম করি  
 দূরে রহে ভাসে । হোথা শ্রীচৈতন্য সেই কুকুরে  
 দেখি হাসে ॥ জগন্নাথ প্রসাদ যে নারিকেল শস্য ।  
 শ্রীহস্তে করিয়া হঞা তার কৃপাবশ্য ॥ খণ্ড খণ্ড  
 গেলি দেন কুকুর অন্তিকে । কৃষ্ণবল কৃষ্ণবল বলেন  
 কোতুকে ॥ কুকুর প্রসাদ খায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে । নেত্রে  
 অশ্রু বহে স্থান প্রভুকে নেহালে ॥ তার ভাগ্য দেখি  
 শিবানন্দে চমৎকার । কুকুরকে প্রণাম করিল পুন-  
 র্বার ॥ কুকুরের পাশে শিবানন্দ সেন গেল । বিনয়  
 করিয়া অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ততঃপর সেই কুকুরে  
 কেহো না দেখিল । চৈতন্য ইচ্ছায় স্থান অন্তর্দ্বান  
 কৈল ॥ হেন বন্ধি সেই দেহে কৃপান্তর হৈলা ।  
 চৈতন্যের লোকান্তরে গেলেন চলিঞা ॥ গন্ধর্বের



মুখে এই বৃত্তান্ত শুনি । বৈদেশিক বলে মোর  
 শুভ দিন হৈল ॥ চৈতন্যের কথা হৈল কণের অতিথি ।  
 এমন কারুণ্য সিদ্ধু নাহি দেখি কতি ॥ কুকুরে  
 বোলায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম গাথা । মনুষ্যে যে বোলাইব  
 কি আশ্চর্য্য কথা ॥ বৈদেশিক বলে ভাই কহ সমা-  
 চার । পথে ঘাটিয়া ল করে কিবা ব্যবহার ॥ গন্ধর্ব্ব  
 বলেন ভাই শুনহ প্রবৃদ্ধি । উড়িয়া জগাতি সব  
 বড়ই দুর্দ্দতি ॥ চৈতন্যের প্রভাবে চৈতন্য ভক্তগণে ।  
 কিছু না করেন মুখে করেন গমনে ॥ দৈবে কোন কোন  
 বর্ষে কষ্ট আসি হয় । কিবা কষ্ট হয় বৈদেশিক  
 জিজ্ঞাসয় ॥ গন্ধর্ব্ব বলেন শুন কহি কষ্ট শেষ । শিবা-  
 নন্দ সেন যাতে পাইল বহু ক্লেশ ॥ এক বর্ষে আমার  
 ঈশ্বর আদি করি । সহস্র সহস্র লোক চলে নীল  
 গিরি ॥ সর অতি ভাবক ক্রীসেন শিবানন্দ ।  
 স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গে চলে পরম আনন্দ ॥ ঘাটে ঘাটে  
 শুড়ু দেশে জগাতি বিস্তর । মোর প্রভুর গণ বিনা  
 সতে দেই কর ॥ লোক সব লেখা করি ঘাটে শিবা-  
 নন্দ । একা রহে সর লোক চলেন স্বচ্ছন্দ ॥  
 লেখা করি কড়ি দিয়া সেন পাছু যায় । শিবানন্দ  
 হৈতে কেহো দুঃখ নাহি পায় ॥ এই মত চলি গেল  
 রেণুণা পর্য্যন্ত । তাহা ঘটপাল এক পরম দুরন্ত ॥  
 গজপতি রাজার আশ্রয় সে আছিল । রেণুণা  
 দেশের ঘটপাল আসি হৈল ॥ সে কালে দক্ষিণ  
 দেশে গেল গজপতি । দেশে রাজা নাহি তার  
 বাটিল দুর্দ্দতি ॥ স্বতন্ত্র হইয়া দুই মর্য্যাদা লণ্ধিল ।

অদ্বৈতাদি যত জন সভারে রোকিল ॥ সভাপাছে  
করি শিবানন্দ আগে গেল ॥ দুই ঘাটিয়াল তাঁরে  
বিস্তর ভৎসিল ॥ শিবানন্দ বলে যে উচিত কর লেহ ॥  
পূজ্যতম লোকেরে দুর্ভাক্য কেনে কহ ॥ ঘাটিয়াল  
বোলে লেখা কর মোর আগ ॥ জনপ্রতি মোর  
ঘাটে কাহ্নেক লাগে ॥ গতায়াত করিয়াছ যতেক  
বৎসর ॥ মোরে আনি দেই সে সকল রাজ কর ॥  
ইহাবলি সব লোকে গণিল আপনে ॥ অসংখ্য করিল  
মুদ্রা শিবানন্দ স্থানে ॥ মুদ্রা না পাইয়া দুষ্ট কোপাবিষ্ট  
হৈল ॥ কাণ্ডের নিগড়ে শিবানন্দকে বান্ধিল ॥ বৈষ্ণ-  
বের মহিমা না জানে সে অজ্ঞান ॥ তুলসীতে পুসাব  
করয়ে যেন স্থান ॥ অদ্বৈত শঙ্কর রূপ মহিমা প্রচণ্ড ॥  
লীলা মাত্রে সংহার যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥ সেরূপ  
বৈষ্ণব শ্রীগোরাঙ্গ অবতারে ॥ হিত বিনা জীবের  
সংহার নাহি করে ॥ তেঞি হেন অপরাধে সে দুষ্ট  
বাঁচিল ॥ শিবানন্দ নিগড়েতে বদ্ধ যেরহিল ॥ শিবা-  
নন্দে বদ্ধ দেখি উদ্বৈগ সভার ॥ অদ্বৈতাদি অসুত  
নাকরিল আহ্বার ॥ ধর্ম হীন পরম দুরন্ত ঘাটিয়াল ॥  
রাত্রে নিদ্রা গেল সুখে করিয়া আহ্বার ॥ অদ্বৈতাদি  
উপবাসী করে জাগরণ ॥ অর্দ্ধ রাত্রে ঘটপাল দেখিল  
স্বপন ॥ সিংহ মূর্তি ধরি শ্রীচৈতন্য ভগবান ॥ ভয়ঙ্কর  
মূর্তি আইলা ঘটপাল স্থান ॥ নথাঘাত বুকে মারি  
কহে ক্রুদ্ধ হঞা ॥ অরে দুই মোর ভক্তে রাখিলি  
বান্ধিয়া ॥ শীঘ্র শিবানন্দে ছাড়ি পায়ে পড় তার ॥  
নতুবা অধমে আগ্নি করিব সংহার ॥ সহজ অক্রোধ

আমি ভক্ত দুঃখে দুঃখি । অধমে প্রচণ্ড তাহে  
 হিরণ্যাক্ষ সাক্ষী ॥ এত বলি শ্রীচৈতন্য অন্তর্জান  
 কৈল । ঘটপাল জাগি তব কাঁপিতে লাগিল ॥ নিজ  
 ভৃত্য ডাকি শীঘ্র দেউটী জ্বালাঞ । শিবানন্দে  
 আনিতে দিলেক পাঠাইয়া ॥ কাষ্ঠের নিগড়ে শিবানন্দ  
 বন্দী আছে । দেউটী লইয়া দ্রুত আইল তাঁর কাছে ॥  
 নিগড় মোক্ষণ করি ডাকি লঞা যায় । পরম উদ্বেগ  
 হৈল সেনের হিয়ায় ॥ সেন বলে লঞা পাছে করয়ে  
 প্রহার । চৈতন্য চরণ স্মৃতি করে বার বার ॥ বল্লভ  
 নামেতে বন্ধু সেনের আছিল । তাঁরে সঙ্গে লঞা  
 ঘটপাল স্থানে গেল ॥ ঘটপাল জাগি বসি খটার  
 উপর । চারি দিগে দীপ ধারী মনষ্য বিস্তর ॥ দেখি  
 শিবানন্দ ভয় পাইল অন্তরে । না জানি চণ্ডাল বেটা  
 কোন শাস্তি করে ॥ হেন দেখি ঘটপাল সমুদ্রে  
 উঠিল । ভীত হঞা শিবানন্দ চরণে ধরিল ॥ সেনে  
 জিজ্ঞাসিল অহে শুন মহাশয় । পরিকর লঞা তুমি  
 করিল বিজয় ॥ শিবানন্দ বলে সঙ্গে আছে পরি-  
 বার । ঘটপাল বলে তুমি লোক হও কার ॥ সেন  
 কহে শুনিয়াছ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । তাঁর লোক তাহা  
 বিনু নাহি জানি অন্য ॥ আশ্রয় কহেন তুমি  
 চৈতন্যের জন । জগন্নাথ লোক আমি করি নিবেদন ॥  
 কহ দেখি জগন্নাথ গৌর ভগবান । এ দোহার মধ্যে  
 কোন হয়েন মহান ॥ সেন কহে সত্য কহি এই  
 মোর জ্ঞান । জগন্নাথ হৈতে মোর চৈতন্য মহান ॥  
 সেন বাক্যে ঘটপাল রড় প্রীত পাইল । অপরাধী

ইঞা যেন কহিতে লাগিল ॥ শুন মহাশয় আমি  
 দেখিনু স্বপন । চৈতন্য গোসাঞি মোরে কহিল বচন ॥  
 মোর লোকে বন্দী করি রাখিলি অজ্ঞান । শীঘ্র ছাড়ি  
 দেহ নহে বধিব পরাণ ॥ এত বলি ভয়ঙ্কর সিংহ  
 মূর্তি ইঞা । মোর বক্ষে বসি গেলা নখাঘাত দিয়া ॥  
 তুমি মোর অপরাধ ক্ষম মহাশয় । ধনে কার্য্য নাহি  
 সুখে করহ বিজয় ॥ স্নান পান ভোজন করহ শীঘ্র  
 যাঞা । প্রাতঃকালে সুখে যাবে সভা সঙ্গে লঞা ॥  
 দুই দীপ ধারী প্রতি কহিল সত্ত্বর । যথা আছে  
 ইহার পুত্রাদি পরিকর ॥ সেই স্থানে রাখ লৈয়া  
 দিপিকা ধরিঞা । প্রণাম করিয়া সেনে দিল পাঠা-  
 ইয়া ॥ সকল বৈষ্ণব আছে প্লথ পানে চাঞা । হেন  
 কালে সেন আইলা হাসিয়া হাসিয়া ॥ তাঁরে দেখি  
 সভার আনন্দ উপজিল । অদ্বৈতাদি রাত্রে সব  
 স্নান পান কৈল ॥ এইমতে কখন কখন কষ্ট হয় ।  
 সেই কষ্ট নাহি পান চৈতন্য কৃপায় ॥ বৈদেশিক  
 কহে কহ চৈতন্য করুণা । ঐশ্বর্য্য প্রভাব তাঁর কে  
 করে গণনা ॥ গন্ধর্ব্ব বলেন ভাই কোথা হৈতে তুমি ।  
 বৈদেশিক কহে উত্তরাটে থাকি আমি ॥ খণ্ড বাসী  
 নরহরি দাস আদি সতে । মোরে পাঠাইয়া দিল  
 কার্য্যের গোরবে ॥ কবে শিবানন্দ যাব নীলাচল  
 পরে । তাঁর স্থানে যাই এই বার্তা জানিবারে ॥  
 গন্ধর্ব্ব বলেন তুমি ইহা কর স্থিতি । আমি শিবানন্দ  
 স্থানে যাইব সৎপ্রতি ॥ অদ্বৈত গোসাঞি প্রভু  
 সাক্ষাৎ ঐশ্বর । তাঁহার নিকটে তুমি সুখে বাস কর ॥

আমি বার্তা আনি শিবানন্দ স্থানে যাঞা। আর দশ জন আছে অপেক্ষা করিয়া ॥ তোমা হেন তাঁরা নীলাচল যাইতেছিল। শ্রীঅদ্বৈত তা সভারে নিকটে রাখিল ॥ আমি যাব তুমি সব যাবে মোর সঙ্গে। ইহা বলি দশ জনে রাখিয়াছে রঙ্গে ॥ বৈদেশিক বলে কহ সেই দশ জনে। তোমার ঈশ্বর এত কৃপাকৈল কেনে ॥ গন্ধর্ব বলেন ভাই শুনহ কারণ। তার মধ্যে পরম মধুর এক জন ॥ লোক নেত্র রংসা-য়ন নীন বয়স। অতি রমণীয় রূপ মূর্তি ভক্তি রস ॥ সহজ শ্রীকৃষ্ণ পুত্র তাহে অবতীর্ণ। বাহির অন্তর তাঁর প্রেম রসে পূর্ণ ॥ শ্রীনাথ তাহার নাম দ্বিজ কুল চন্দ্র। তাঁরে দেখি অদ্বৈত পাইল পরানন্দ ॥ তাঁরে অতি প্রীত করি কহিল তাঁহারে। নিভূতে গৌরাঙ্গচন্দ্র দেখাব তোমারে ॥ অন্য সঙ্গে না যাইহ থাক মোর ঘরে। মাস ভরি দশ জনে যোগ ক্ষেম করে ॥ বৈদেশিক বলে ভাই যে আজ্ঞা তোমার। তোমার অপেক্ষা করি তুমি লইলে ভার ॥ গন্ধর্ব গমন কৈল শিবানন্দ ঘরে। বৈদেশিক রহিল অদ্বৈত শাস্তি-পুরে ॥ ইহারে নাটক শাস্ত্রে বলি বিস্কম্বক। প্রেম-দাস কহে গৌরচন্দ্র নিস্তারক ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভকত বৎসল। কলি যুগ পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ হোথা শিবানন্দ নীলাচল যাইবারে। সত্ত্বর হইয়া সঙ্গী সঙ্গে যুক্তি করে ॥ হেন কালে চারি জন গেলা তাঁর স্থানে। দেখি শিবানন্দ পুছে তার এক জনে ॥ কোথা হৈতে

১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।

আইলেন তুমি কোথায় নিবাস । তিঁহু কহে পাঠাইল  
গোবর্দ্ধন দাস ॥ গোবর্দ্ধন নাম শুনি শিবানন্দ হাসে ।  
বুঝিলাওঁ যে নিমিত্ত আইলা মোর পাশে ॥ রঘুনাথ  
দাসের উদ্দেশ করিবারে । মোর স্থানে গোবর্দ্ধন  
পাঠাইল তোমারে ॥ লোক কহে এই কার্যে আমার  
গমন । সেন কহে সে উদ্দেশে কোন প্রয়োজন ॥  
সমাগত লোক হের শুন অহংশয় । রঘুনাথ দাস  
মনে আছে পরিচয় ॥ সেন বলে পরিচয় কি জিজ্ঞাস  
তার । প্রাণাধিক প্রিয় রঘুনাথ মো সন্তার ॥ বড়  
বিষয়ীর পুত্র ইহার কারণে । আমরা প্রণয় নাহি  
করিব তার মনে ॥ রাজ্য ধন পিতা মাতা দারা আদি  
ছাড়ি । বিরক্ত হইয়া গেলা নীলাচল পুরী ॥ তাহার  
বৈরাগ্য রীতি সৌশীল্য ভজন । দেখি তারে প্রীতি  
করে সর্ব ভক্ত গণ ॥

॥ তথাহি ॥

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুর শ্রীবাসুদেব প্রিয়,  
সুচ্ছিব্যো রঘুনাথ ইত্যধিশুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং ।  
শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেক সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপো নুগো,  
বৈরাগ্যৈক নিধিন কস্যবিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং ॥

পর্যায় ॥ শ্রীঅষ্টমং গোমাধুর্য্য বাসুদেব ছাত্র ।  
যদুনন্দন আচার্য্য তাহার কৃপা পাত্র ॥ তাঁর শিষ্য  
রঘুনাথ প্রাণাধিক মোর । শ্রীচৈতন্য কৃপামতে  
সিদ্ধ সিদ্ধ তর ॥ বৈরাগ্যের নিধি দেখি গৌর  
ভগবান । অনুগত করি দিল স্বকপের স্থান ॥

স্বকপানুগত রঘু কেবা নাহি জানে । নীলাচল বাসী  
সব জ্ঞাত তাঁর গুণে ॥

॥ তথাহি ॥

যঃ সৰ্বলোকৈক মনোভিকৃচ্য, সৌভাগ্যভূঃ  
কাচিদকৃষ্টপচ্য। যজ্ঞায়মারোপণ তুল্যকালং,  
তৎ প্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ ॥

পয়ার ॥ আর শুন রঘুনাথ দেখে যেই জন ।  
তাঁর মনঃ হরে তার সৌভাগ্য দ্বিগুণ ॥ কৃষ্ণ প্রেম  
বৃক্ষ বীজ কৈল আরোপণ । রোপা মাত্র বৃক্ষ ফলবান  
ততঃক্ষণ ॥ সাধন সেচন আদি অঞ্জে নাহি যাহা ।  
অতুল্য রঘুর প্রেম কি কহির তাহা ॥ সর্ব প্রিয়  
তাঁহার উদ্দেশ নাহি ফল । তথাপি আমার সঙ্গে  
চল নীলাচল ॥

পয়ার ॥ অদ্বৈত দেবের আজ্ঞা যাবত না পাই ।  
তাবৎ বিলম্ব কহিলাও তোমা ঠাঞি ॥ হেনকালে  
গন্ধর্ব অদ্বৈত শিষ্যবর । ত্বরান্বিত গেল শিবানন্দ  
শিষ্য ঘর ॥ দুরে হৈতে গন্ধর্বে দেখিয়া শিবানন্দ ।  
কার্য সিদ্ধি হৈল বলি পাইল আনন্দ ॥ পাদ্য অর্ঘ্য  
দিয়া তাঁরে বসাইল আসনে । গন্ধর্ব বলেন শুন  
আইলুঁ যে কারণে ॥ নীলাচল যাত্রার বিলম্ব কি তা  
হল । সেন বলে তাঁর আজ্ঞা অপেক্ষি সকল ॥ গন্ধর্ব  
বলেন আর শুনহ বিশেষ । স্নান যাত্রা এবৎসরে  
দেখিব মহেশ ॥ শিবানন্দ বলে এই অভীষ্ট মত আর ।  
জীঘ্ৰ চল গোমাঞিরে কহ সমাচার ॥ এই আশ্রি  
যাত্রা দিন নির্দ্ধার করিব । শীঘ্ৰ তবে তাঁরপদে পদা-

স্তিকে যাব ॥ শ্রীবাসাদি স্থানে যাই মতে যুক্তি করি ।  
এই পথে শীঘ্র আমি যাব শান্তিপুরী ॥ কুমারহট্টকে  
গেল। সেন শিবানন্দ । গন্ধর্ব গেলেন যথা শ্রীঅদ্বৈত  
চন্দ্র ॥ অমৃতের অমৃত শ্রীচৈতন্য বিহার । প্রেমানন্দ  
দাস কহে আনন্দ ভাণ্ডার ॥ :

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্য সর্ব লোকনাথ ।  
কাতরে করহ প্রভু কৃপা দৃষ্টিপাত ॥ হোথা নীলা-  
চলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । চৈতন্য প্রভুর দেখি  
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য ॥ আপনার মনে মনে করেন  
বিচার । গৌড় নীলাচল প্রভু করিল নিস্তার ॥ তীর্থ  
যাত্রা ছল করি দক্ষিণের লোকে । কৃষ্ণ ভক্তি বধা-  
ইলা আপনে কোতুকে ॥ বারাণসী যতী সব পণ্ডিত  
প্রবল । ষড়্‌দশন ব্যাখ্যা ব্যাখ্য করয়ে সকল ॥ বৃথা  
ব্যাখ্যা উচ্চারিয়া বৃথা কাল যায় । কণ্টক আহ্নার  
যেন মহাক্ষ করয় ॥ গৃহ ছাড়ি সমস্ত্যাস শব্দাদি  
জ্ঞানবান । না জানে গোবিন্দ ভক্তি রস আশ্বাদন ॥  
দ্রব্য গুণ কৰ্ম্ম আর সামান্য বিশেষ । সম্ভাব অভা-  
বের সদাই উদ্দেশ ॥ অনুমিতি উপমিতি জাত্যু-  
পাধি আর । ন্যাসী হঞা বৃথা সদা করয়ে বিচার ॥  
পর্য্যভব নাহি পায় ষদ্যপি বিচারে । তবে তা সভারে  
কেহ ফিরাইতে নারে ॥ অতএব বারাণসী আপনি  
যাইব । শ্রীচৈতন্য পদ সভাকারে লওয়াইব ॥ ষদ্যপি  
চৈতন্য অনুমতি নাহি ইথি । তথাপি যাইব আমি  
বারাণসী প্রতি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মত লওয়াব  
সভারে । এই হেতু বারাণসী যাব হঠাৎকারে ॥



না জানি কি হয় মেনে চৈতন্য ইচ্ছায় । চৈতন্য  
 করুণা মোর কেবল সহায় ॥ যদ্যপি করুণা ভগবানের  
 অধোনা । কভু ভগবানে বশ করেন করুণা ॥ চৈতন্য  
 করুণা জয় বলি যাত্রা কৈলা । নীলাচলে হৈতে পথ  
 কথো দূরে গেল ॥ হেথা গৌড় হইতে যত বৈষ্ণব  
 গণ্ডল । শ্রীচৈতন্য দেখিবারে যান নীলাচল ॥ দূরে  
 হৈতে সার্বভৌম তাঁ' সভারে দেখে । নিজ মনে অনু-  
 মান করেন কোতুকে ॥ একত্র মিলিয়া লোক আসিছে  
 বিস্তর । আকারে বেশেতে জানি নানা দেশেশ্বর ॥  
 অতএব তৈখী ক হইব সর্ব জন । পুনরপি ভাল রীতে  
 করে নিরীক্ষণ ॥ তিলকাদি দেখি বলে গৌড়িয়া  
 সকল । পুনঃ দেখে মধ্যে শোভে অদ্বৈত ইশ্বর ॥  
 তবে দেখে আইসে নিত্যানন্দ অবধূত । শ্রীনিবাস  
 হরিদাস প্রভৃতি বহুত ॥ শ্রীগোবিন্দ ঘোষ আদি  
 গদাধর দাস । কাশীনাথ মকরধ্বজ নরহরি দাস ॥  
 কুলীন গ্রামী রামানন্দ আদি বৈষ্ণব । গৌরীদাস  
 আদি নিত্যানন্দ সৃঙ্গী সব ॥ চৈতন্য পার্শদ সব  
 কি বহুত আর । বড়ই মঙ্গল হৈল দেখিয়া  
 আমার ॥ অতএব ইহা আজি করিব নিবাস ।  
 প্রত্যেকে সভার মনে করিব সম্ভাষ ॥ দূরে হৈতে  
 অদ্বৈতাদি দেখি সার্বভৌমে । মনে ভাবে ক্ষেত্র  
 ছাড়ি আইল কি কারণে ॥ সার্বভৌম আসি  
 অদ্বৈতেরে প্রণমিলা । এই মত যথা যোগ্য সভারে  
 মিলিলা ॥ সভা পাছে দূরে আসিছেন হরিদাস ।  
 দেখি সার্বভৌমে হৈল পরম উল্লাস ॥ শ্লোক

পড়ি প্রণাম করিল হরিদাসে । দূরে পলাইলা হরি  
দাস মহা ক্রাসে ॥

॥ তথাহি ॥

কুলজাত্যানপেক্ষায় হরিদাসায়তে নমঃ ॥

পয়ার ॥ দূরে প্রণমিল হরিদাস পাঞা ভয় ।  
দেখি সার্বভৌম হরিদাস প্রতি কয় ॥ জাতি কুদ  
বৃথা সব ইহা বুঝাইতে । মৌচ কুনে তুমি জন্ম  
লইলে ইচ্ছাতে ॥ প্রতি দিনে তিন লক্ষ লও কৃষ্ণ  
নাম । সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র ফাঁরে করেন প্রণাম ॥ আমার  
নমোস্য তুমি এবা কোন চিত্র । ভক্তি বলে কর তুমি  
ভুবন পবিত্র ॥ নিজ স্তব শুনি লজ্জা পাইল হরিদাস ।  
সার্বভৌম চেফা দেখি সভার উল্লাস ॥ অদ্বৈত  
গোসাঞি সার্বভৌমে জিজ্ঞাসিল । শ্রীবৃষ্ণচৈতন্য  
পদ ছাড়ি কেন আইলা ॥ সার্বভৌম বলে মোর মনে  
এই হইল । কাশীর সন্ন্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল ॥  
ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার । কৃষ্ণ ভক্তি প্রতি  
পাদ্য অজ্ঞাত সভার ॥ ত্রুণ পদার্থ ত্রুণপদার্থ ব্যক্তি  
সমষ্টি । ব্রহ্ম চিদানন্দ শব্দ কহে ইঞা তুমি ॥ কৃষ্ণ  
নাম কৃষ্ণ গুণ শ্রবণ কীর্তন । চৈতন্যের মত না বুঝিল  
কোন জন ॥ অতএব আমি যাঞা বিচার করিয়া । প্রভু  
মত লওয়াইব সকল খণ্ডিয়া ॥ শুনিঞা অদ্বৈত আদি  
সন্তোষ হইল । সকল বৈষ্ণব গণে ডাকিয়া কহিল ॥  
আজি এই স্থানে সভে করহ নিবাস । সার্বভৌম  
সঙ্গে গোষ্ঠী করিব সন্তাষ ॥ শুনি সর্ব ভক্ত কহে যে  
আজ্ঞা তোমার । যথা যোগ্য বাস স্থান হইল সভার ॥

হেনকালে শিবানন্দ ভাগিনা ক্রীকান্ত । মাতুলের  
 প্রতি কহে মনের বৃত্তান্ত ॥ তুমি মাতুল মহাশয়  
 আজ্ঞা যদি পাই । আগে আমি নীলাচলে প্রভু  
 স্থানে যাই ॥ সেন বলে যথা সুখ করহ গমন ।  
 প্রণাম করিঞা ক্রীকান্তের নিষ্কুমণ ॥ সার্বভৌম  
 অদ্বৈত বলেন আস্য হেথা । যথা কালে তোমার  
 শুনিব সব কথা ॥ সর্ব ভক্ত লঞা ক্রীঅদ্বৈত ভগবান ।  
 সার্বভৌম মুখে শুনে সকল আখ্যান ॥ নীলাচলে  
 স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন । পরস্পর কথা কহে সুপ্রসন্ন  
 মনঃ ॥ স্বরূপ বলেন শুনিলাঙ গোড় হৈতে । আসিছে  
 বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে ॥ গোবিন্দ বলেন সত্য  
 পথে সভা ছাড়ি । ক্রীকান্ত আইলা আগে নীলাচল  
 পুরা ॥ স্বরূপ বলেন কহ কাঁহা সে ক্রীকান্ত । গোবিন্দ  
 কহে প্রভু মনে কহিছে বৃত্তান্ত ॥ স্বরূপ বলেন চল  
 তথাই যাইব । গোড়ের বৈষ্ণব সব বৃত্তান্ত শুনিব ॥  
 পুরীশ্বর সঙ্গে হোথা বসি গৌরহরি । কথো দূরে  
 ক্রীকান্ত আছেন নমস্করি ॥ প্রভু বলে ক্রীকান্ত একাকি  
 কি কারণ । ক্রীকান্ত বলেন বৈছে তোমার প্রেরণ ॥  
 গোড়িয়া সকল ভক্ত আসিছিল পথে । মধ্যে পথে  
 দেখা হৈল সার্বভৌম সাথে ॥ সে দিবস তথাই রহিল  
 সার্বভৌম । তোমা দেখিবারে মোর উৎকণ্ঠিত মনঃ ॥  
 সভা ছাড়ি আইলু আমি তোমা দরশনে । প্রভু  
 তাঁরে জিজ্ঞাসেন মহাস্য বদনে ॥ কহ দেখি গোড়  
 হৈতে কে কে ভক্ত গণ । এবৎসর নীলাচলে করিলা  
 গমন ॥ ক্রীকান্ত বলেন যত গোড়ের ভক্ত গণ । তথা

কেহ নাহি তাঁরা সব আসিয়াছেন ॥ শ্রীচরণ না দেখেন  
 যৈছে কথো জন । এবৎসরে দেখিতে করিলা আগ-  
 মন ॥ হেনকালে স্বরূপ আইলা সেই স্থলে । মহা  
 প্রভু জয়তি জয়তি বাক্য বলে ॥ মহাপ্রভু আস্য  
 আস্য স্বরূপ বলিয়া ॥ আপন নিকটে তাঁরে বসাইল  
 লঞা ॥ শ্রীকান্ত প্রণাম কৈল স্বরূপ চরণে । শ্রীকান্তে  
 পুচ্ছেন প্রভুকহ বিবরণে ॥ আমার অদৃষ্ট তবে পূর্ব  
 আছেন কে । শ্রীকান্ত বলেন শুন আসিয়াছেন যে ॥  
 অদ্বৈত গোসাঞি পুত্র পরম উদার । বিষ্ণুদাস  
 শ্রীগোপাল দাস নাম যার ॥ এই দুই করিয়াদি  
 আর পুত্র সব । অদ্বৈতের সঙ্গে আর পরম বৈষ্ণব ॥  
 সর্বলোক প্রিয় তেঁহো পরম মধুর । তাঁরে দেখি  
 লোকের দুঃখাদি যায় দূর ॥ প্রভুকহে সন্তে আইসে  
 শিবানন্দ মনে । তঁহুত ছাড়িয়া বা অদ্বৈত সঙ্ক  
 কেনে ॥ শ্রীকান্ত বলেন প্রভু অদ্বৈত গোসাঞি । তারে  
 দেখি হৃদয়ে পরম সুখ পাই ॥ কহিল তোমাংরে আমি  
 নিভূতে নইব । মহাপ্রভু বিশেষানুগ্রহ পাওয়াইব ॥  
 এই তাঁর আশ্বাস পাইয়া সুখী হৈলা ॥ তেঞি শিবানন্দ  
 ছাড়ি তাঁর সঙ্ক লৈলা ॥ এত শুনি মহা প্রভু মধুর  
 হাসিয়া । কহিতে লাগিলা স্বরূপের পানে চাঞা ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতোপায়িন্ মিদ মতি স্বাদু ভাবীতি কাব্যং,  
 প্রেমৈতন্মিন্ কিমপি ভবতাপ্যত্র মৈত্রী স্বরূপ ।  
 ভ্রূক্ষাম্বিন্ শঙ্কর সুমধুরং ভাবমুদ্ভাবয়েথাঃ,  
 সর্বেষাং হি প্রকৃতি মধুরো কল্পতূতান যোগঃ ॥

পয়ার ॥ অদ্বৈত আনিছে যারে করিয়া সন্মান ।  
 নে অবশ্য হইবেন বৈষ্ণব প্রধান ॥ অতএব আমি  
 প্রেম করিব শ্রীনাথে । তুমিহ করিহ মৈত্রী শ্রীনাথের  
 নাথে ॥ শঙ্কর মধুর ভাব করিহ তাহারে । গুণের  
 সহিত যোগ প্রকৃতি মধুরে ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ শঙ্কর বলে যে আক্সা তোমার ।  
 মহাপ্রভুশ্রীকান্তে পুছেন পুনরবার ॥ আর কে আসিছে  
 বল কহেন শ্রীকান্ত । বাসুদেব দত্তের নন্দন অতি  
 শান্ত ॥ আমার মাতুল পুত্র দুই আইসে আর ।  
 প্রভু কহে পূর্ব দেখা পাইয়াছি তার ॥ শ্রীকান্ত বলেন  
 তার কনিষ্ঠ যে জন । তিহে । প্রভু তোমার না দেখেন  
 চরণ ॥ শুনি মহাপ্রভু কহে পুরীশ্বর প্রতি । গোসাঞি  
 তোমার দাস আসিছে সৎপ্রতি ॥ শ্রীকান্ত  
 বলেন প্রভু এই সমাচার । পরমানন্দ দাস নাম  
 রাখিয়াছ যার ॥ গন্ত্বে যবে ছিল। এই মাতুল  
 নন্দন । শ্রীমুখে আপনে তবে কহিল। বচন ॥ শিবী-  
 নন্দ এবার তোমার পুত্র হবে । পরমানন্দ দাস নাম  
 তাহার রাখিবে ॥ প্রভু হাসি বলে আর কে আসিছে  
 বল । তিহে । কহে রামানন্দ পুত্রাদি সকল ॥ ঠাকু-  
 রাণী সব লৈয়া নবীন কুমার । চরণ দেখিতে প্রভু  
 আসিছে তোমার ॥ পুরীশ্বর স্বরূপেশ্বরে কহে গৌর-  
 রায় । অপূর্ব আসিছে সব দেখিতে আমায় ॥ তেঁঞি  
 অদ্বৈতাদি যত গৌড়িয়া সকল । আমার দর্শন সম্ভে  
 পাব এবৎসর ॥ পুরীশ্বর স্বরূপ শুনিয়া বোনী হৈলা ।  
 চমৎকার পাঞ। মনে ভাবিতে লাগিল। ॥ নিধুর

বচন কেনে প্রভু অকস্মাৎ । কহিল তা ভাল ব্যক্ত হইব  
 পশ্চাৎ ॥ প্রভু কহে শ্রীকান্ত কি জান সমাচার ।  
 এ বৎসর অদ্বৈত দেখা করিব রাজার ॥ শ্রীকান্ত  
 বলেন প্রভুদূরে হৈতে আইলু । এ কথার ভদ্রা-  
 ভদ্র কহিতে নারিলু ॥ পুরীশ্বর স্বরূপ ভাবেন  
 মনে মনে । এ কথার সন্দর্ভ পাইল এত-  
 ক্ষণে ॥ গত বর্ষে অদ্বৈত গোসাঞি রাজা মনে ।  
 সম্ভাষণ করিল কোন কার্যের কারণে ॥ সে আক্রোশ  
 প্রভুর অদ্যাপি মনে জাগে । দৃগপাৎ না করে প্রভু  
 বিষয়ীর দিগে ॥ মহাপ্রভু পুরীশ্বর প্রতি পুনঃ কয় ।  
 বাসুদেবের চরিত সে আমারে রুচয় ॥ পুরীশ্বর বলে  
 প্রভু ভাগ্য সে তাহার । পরোক্ষেহ আপনে প্রশংসা  
 কর যার ॥ ভক্ত কথা কহে ঐছে ভকত বৎসল । হেন  
 কালে হৈল হরিধ্বনি কোলাহল ॥ শুনি পুরীশ্বর কহে  
 মহাপ্রভু প্রতি । নিকটে আইলা সব বৈষ্ণব সম্প্রতি ॥  
 অই শুন হরিধ্বনি মহা কোলাহল । প্রভু কহে সত্য  
 আইলা বৈষ্ণব সকল ॥ গোবিন্দে কহে প্রভু চল  
 শীঘ্র লঞা । জগন্নাথ ভগবৎ প্রসাদ মালা লঞা ॥  
 গোবিন্দ বলেন প্রভু যে আজ্ঞা তোমার । মালা লঞা  
 গেল । যথা সাধু পরিবার ॥ হেনকালে রামানন্দ  
 ভাতা বাণীনাথ । প্রণমিঞা কৃতাঞ্জলি কহেন  
 সাক্ষাৎ ॥ জগন্নাথ প্রসাদাম মিষ্টান্নাদি যত । সকল  
 আইলা আজ্ঞা করেন যে মত ॥ প্রসাদ দেখিয়া  
 প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা । সাধু সাধু বলি বাণীনাথে

প্রশংসিগা ॥ সমযোগ্য বড় তুমি বিদগ্ধ সুজন । জানি  
 অদ্বৈতাদি মহান্তের আগমন ॥ না কহিতে প্রসাদ  
 জানিলা শীঘ্র হঞা । উত্তমের করেন কার্য্য আপনে  
 বুঝিয়া ॥ যাবৎ গোবিন্দ নাহি আইসেন এখানে ।  
 তাবৎ প্রসাদ তুমি রাখ কোন স্থানে ॥ আত্মপাঞা  
 বাণীনাথ প্রসাদ রাখিল । হেনকালে কাশীমিশ্র  
 সেই স্থানে আইল ॥ ঘোড় হাতে মিশ্র কহে বৃত্তান্ত  
 যেসব । কালি হব ভগবানের স্নান মহোৎসব ॥  
 মহাপ্রভু বলে মিশ্র তাহা জানি মনে । কিন্তু তুমি  
 এই কার্য্য কর সাবধানে ॥ আমার গোড়িয়া যত  
 আইসে এ বৎসর । বাল বৃদ্ধ নারী কিবা দরিদ্র  
 পায়র ॥ সতে সুখে যেন দেখে ঈশ্বরের স্নান । এই  
 কার্য্য কর মিশ্র হঞা সাবধান ॥ মিশ্র কহে স্বামী  
 মোরে নকহিল পতি । এ বৎসর মোর যত জীলোক  
 প্রভৃতি ॥ তারা সব না দেখিব ঈশ্বরের স্নান । কিন্তু  
 মিশ্র এই তুমি করিবে বিধান ॥ যে চক্রবেড়ের পর  
 থাকি দেবী সর । প্রতি বর্ষে দেখে তারা স্নান  
 মহোৎসব ॥ সেই চক্রবেড়ে সব গোড়িয়া উঠিয়া ।  
 স্নান দেখাইবে তুমি সযত্ন হইয়া ॥ শুনি প্রভুরাজা  
 প্রতি সন্তুষ্ট হইলা । স্বস্তি তাঁর হউ বলি আশীর্বাদ  
 কৈলা ॥ মিশ্র সঙ্গে এই কথা কহে ন্যাসী মণি ।  
 হেনকালে পুনর্বার হৈল হরিধ্বনি ॥ শুনি পুরীশ্বর  
 কহে শুন ভগবান । অদ্বৈতাদি আইলা চোর গণে-  
 শের স্থান ॥ অদ্বৈতের নাম শুনি প্রভু হৃষ্ট হঞা ।  
 স্বরূপেরে কহে তুমি অগ্রে চল ধাঞা ॥ অনুব্রজি

আনিবারে আমি পাছে যাই । আত্মা পাঞা স্বরূপ  
চলিল। আগে যাই ॥ পুরীশ্বরে দেখি মনে করেন  
বিচার । অদ্বৈতের প্রতি হৈল কোথ আবিষ্কার ॥  
পুনর্বার স্নেহ করি এতক আদর । চৈতন্য চন্দ্রের  
চেষ্টা বুঝিতে দুষ্কর ॥ হেন বুঝি সৌহারদের এমতি  
মহিমা । গুণে মাত্র দূষি হয় দোষ করে ক্ষমা ॥

॥ তথাহি পুরীশ্বরোক্তং ॥

আক্ষেপোহপি মহানসৌ প্রকটিতঃ সংপ্রত্যয়ং চাদ-  
রো, ভয়ানেন বিকাশ্যতে ভগতাদ্বৈতং প্রতিমিষ্যতা ।  
সৌহারদস্য স এবমেব মহিমা দেহ স্বভাবাং সতো,  
বন্ধনাং গুণদোষরোরপি গুণে দূষি ন দোষ গ্রহ ।

পয়ার ॥ মহাপ্রভু কহে উঠ চল পুরীশ্বর ।  
আমরাহ যাই অদ্বৈতাদির গোচর ॥ চলহ গোস্বামী  
বলি, চলে পুরীশ্বর । গণ সঙ্গে শীঘ্র চলিলেন বিশ্ব-  
স্তর ॥ দূরে হৈতে দেখে পুতুমহাস্ত সকলে । সৎকীর্তন  
করি আসিছেন কুতূহলে ॥ স্বরূপ দিয়াছে মালা  
অদ্বৈতের গলে । মালা পাঞা দুই গুণ আনন্দ  
উহলে ॥ নৃত্য করি আসিছেন অদ্বৈত গোসাঞি ।  
চতুর্দিকে ভক্ত আইসে কৃষ্ণ গুণ গাই ॥ শিবানন্দ  
আদি যত তাঁহা রহি সঙ্গে । দিগ্ধিদিক নাই কিছু  
প্রেমার তরঙ্গে ॥ দূরে হৈতে অদ্বৈত দেখিল গৌর-  
হরি । চন্দ্র যেন আইল। তারা গণ সঙ্গে করি ॥  
অফাঁক প্রণাম করি অদ্বৈত পড়িল । ভক্ত সব উদ্ধ  
নেত্রে চাহিয়া রহিল ॥ পরমানন্দ দাস পুত্র শিবা-  
নন্দ কোলে । কে বটে চৈতন্য প্রভ পিতা প্রতি



বোলে ॥ সভারে শুনাঞা শিবানন্দ মহাশয় । নিজ  
পুত্র করায় চৈতন্য পরিচয় ॥

॥ তথাহি ॥

বিদ্যুদ্যামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র,

ক্ৰীড়াগামী কনক পরিষ দ্রাঘিমোদ্যাম বাহুঃ ।

সিংহগ্রীবো নবদিন কর দ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ,

শ্রীগৌরাক্ষঃ ক্ষুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

শিবানন্দ বলে, অপূর্ব সকলে; হোর দেখ সব চাঞা ।

অই গৌরহরি, ভক্ত মঞ্চে করি; আসিছে সদয় হঞা ॥

বিজুরীর দাম, দ্যুতি অবিরাম; ছটা করে ঝল ঝল ।

উৎকণ্ঠিত তর, কণ্ঠীরববর, ক্রীড়াগামী নিরমল ॥

পরিষ সোনার, দীর্ঘ বাহু বর, সিংহগ্রীব মনোরম ।

নব দিন কর, অরুণ অম্বর; রূপ অতি নিরূপম ॥

কমল নয়ান, যার অভিরাম; বহিছে প্রেমের ধার ।

কহে শিবানন্দ, অই গৌরচন্দ্র; চরণে প্রণম তাঁর ॥

পয়ার ॥ সহজন একি কালে করেন প্রণাম ।

জয় মহাপ্রভু জয় করুণার ধাম ॥ প্রণাম করিঞা

সভে উঠিছেন যবে । অদ্বৈতের গোষ্ঠী প্রভুপূবে-

শিলা তবে ॥ পুতু না দেখিয়া সভে ইতি উতি চায় ।

অদ্বৈত গোষ্ঠীতে ঢাকা দেখিতে না পায় ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈত চৈতন্য দৃঢ়োপা গুহনে, ন কোপিকক্ষিৎ

পরিচেষ্ট মীশ্বরঃ । চৈতন্য মদ্বৈত মিতীকতে

জনোদ্বৈতঞ্চ চৈতন্য মিতি প্রতিক্ষণং ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতমগ্নে বিনিধায়দেবো, দিদৃক্ষয়াতসাগতঃ

পুরুষাৎ । প্রবেশয়তোবনিজাশ্রমাত্ত, বিলম্বা

সর্বৈক্রমতো বিশস্ত ॥

পয়্যার ॥ যত্ন করি শিবানন্দ করে দরশন । দেখে  
অদ্বৈতেরেপুত্ন করে আলিঙ্গন ॥ কে অদ্বৈত কে চৈতন্য  
কহে নিকুপণ । অদ্বৈতে দেখিয়া সতে চমৎকার মনঃ ॥  
চৈতন্য দেখিয়া বলে এই বাঁ অদ্বৈত । অদ্বৈত দেখিয়া  
গৌর ভ্রম হয় কাচিত ॥ এই মত আলিঙ্গন করি দুই  
জন । দোহে দোহা পানে চান সজল নয়ন ॥ শিবানন্দ  
বলে হোর দেখ সঙ্কে রঙ্গ । গৌরচন্দু চলি যান অদ্বৈ-  
তের সঙ্গ ॥ অদ্বৈত বলেন পুত্ন আগে চল তুমি ।  
গৌরচন্দু বলে আগে যাইতে নারি আমি ॥ আগে  
যদি চলি তোমা দেখিতে না পাব । দেখি দেখি  
তোমার পশ্চাৎ আমি যাব ॥ এত বলি অদ্বৈতে  
ধরিয়া নিজ হাতে । আগে করি চলে প্রভু তাঁর সাথে  
সাথে ॥ সিংহদ্বার নিকটেতে কাশীমিশ্র ঘর ।  
তথা প্রভু বাসা দ্বারে গেলা বিশ্বম্ভর ॥ অদ্বৈতেরে  
প্রবেশ করাঞা আগে দ্বারে । স্বরূপাদি লৈয়া প্রভু  
গেলা বাসা ঘরে ॥ বাসা প্রবেশিতে সতে করে  
হুড়াহুড়ি । শিবানন্দ তা সভারে নিবারণ করি ॥ ক্রম  
করি একে একে প্রবেশ করান । প্রভুর বাসাতে  
সতে করিল প্রয়ান ॥ সহস্র সহস্র লোক প্রবেশিল  
তথা । কি রূপে হইল স্থান প্রভু তাঁর জ্ঞাতা ॥ প্রভু  
প্রভু স্থান আর ভক্তগণ স্থান । অচিন্ত্য অতর্ক্য শক্তি

জানে কোন জন ॥ পূর্বে যবে বৃন্দাবনে কৈল বাল্য  
 লীলা । ব্রহ্মা আসি বাছুর বালক চুরি কৈলা ॥  
 বৎস বালকের সৎখ্যা না জানয়ে শুক । অন্য তার  
 গণনা করিব কোন মূর্থ ॥ বাছুর বালক মূর্ত্তি  
 আপনে হইলা । শেষে সে সকল মূর্ত্তি চতুর্ভুজ  
 কৈলা ॥ একেক ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক লোক পাল ।  
 একো মূর্ত্তি পাছে স্তব করে চমৎকার ॥ যোজন  
 চত্বারি শোভে কিবা বৃন্দাবন । তার এক প্রদেশে  
 এসব দরশন ॥ এছে কাশীমিশ্র ঘর পরিমিত  
 স্থল । তাতে প্রবেশিলা গোড় বৈষ্ণব সকল ॥ একে  
 একে প্রভু কৈল সভার সম্ভাষ । দৃষ্টিপাতে আলি-  
 কনে বাঢ়াঞা উল্লাস ॥ আপনে আদর করি সভা  
 বসাইল । জগন্নাথ প্রসাদ আপন হস্তে লৈল ॥ পূণ  
 মুষ্টি করি প্রভু সভাকারে দিলা । ভক্তি করি অর্ধৈ-  
 তাদি গ্রহণ করিলা ॥ ভক্ত সেবা করিতে ভক্তেরে  
 থাওয়াইতে । সর্বকাল কৃষ্ণ সুখ পান বড় চিহ্নে ॥  
 যৈছে বৃন্দাবনে যজ্ঞপত্নী অন্ন লঞা । আপনে থাইল  
 পাছে ভক্তে আগে দিয়া ॥ হেন প্রভু না ভজিয়া  
 মুঞি অভাগিয়া । সৎসার অমেধ্য কূপে রঞাছি  
 পড়িঞা ॥ প্রেমদাসে উদ্ধার করহ গৌরহরি ।  
 স্বচরণে অনুরাগ দেহ কৃপা করি ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর দ্বিজ রাজ ।  
 জয় গৌরচন্দ্র প্রিয় বৈষ্ণব সমাজ ॥ কৃপার সমুদ্র  
 জয় নিত্যানন্দ রায় । গৌর পাদ পদ্ম সেবা যে দিন  
 আশায় ॥ শ্রীঅষ্টৈত চন্দ্র জয় করুণা সাগর । যাহা

হৈতে হৈল ভাগবত জ্ঞান মোর ॥ এই মতে ভক্ত  
বগলঞা গৌরহরি । সভাকারে কহিতে লাগিলা  
কৃপা করি ॥ জগন্নাথ প্রসাদ যে পাইলে তবে অদ্য ।  
ইহা ধই ভোজন না কর কেহো অদ্য ॥ চক্রবেষ্ট  
এই যে দেখিছ উচ্চতর । সঙ্ক্য়া কালে যাবে সভে  
ইহার উপর ॥ রাজার কলয়ে আদি থাকিত এই  
স্থানে । প্রতি বর্ষ দেখিতেন জগন্নাথ সানে ॥ অন্যত্র  
থাকিয়া তারা দেখিব এ বর্ষে । অ ইহান রাজা  
তোমা সভে দিলা হর্ষে ॥ অতএব চক্রবেড়ে যাব  
তুমি সব । সুখে যেন দেখ সভে স্নান মহোৎসব ॥  
যে আজ্ঞা বলিয়া বাসা গেল ভক্ত ততি । স্বরূপ  
গোসাঞি কহে মহাপ্রভু প্রতি ॥ আপনেহ আত্মিক  
করহ ভগবান । যে তোমার ইচ্ছা বলি প্রভুর প্রস্থান ॥  
পরমানন্দ পুরী গেল মহাপ্রভু সঙ্গে । আত্মিক  
করিলা প্রভু পুরীন্দ্র সহ ॥ কাশীমিশ্রে স্বরূপ  
গোসাঞি হোথা কয় । নিকট হইল আসি গুণ্ডিচা  
সময় ॥ ভূপালের রাজধানী কর্কট নগরে । তথা  
হৈতে রাজা কি আসিব নীলাচলে ॥ সেই স্থানে  
এক জন তার জ্ঞাতা ছিল । সে কহে আসিব কেনে  
ভূপাল আইলা ॥ স্বরূপ মিশ্রে কহে তবে কি  
করিব । স্নান যাত্রা দরুশন সুখে না পাইব । রাজা  
সঙ্গে অশ্বগজ মনুষ্য বিস্তর । সৎঘট হইব তাতে  
হব রসান্তর ॥ তত্ৰ জানি আসি বলি কাশীমিশ্র  
গেল । স্বরূপ গোবিন্দ সহ প্রভু স্থানে আইলা ॥  
তথা ভাগ্যবান গজপতি নরেশ্বর । পুরোহিত সঙ্গে

বসি অটালী উপর ॥ পুরোহিতে কহে রাজা আমি  
 এবৎসরে । স্নান যাত্রা দেখিব থাকিয়া এই স্থলে ॥  
 নিকটে যাইয়া যদি দেখি আমি স্নান । সঙ্কোচিত  
 হৈব তবে গৌর ভগবান ॥ পুরোহিত কহে রাজা  
 এই সে উচিত । রাজা কহে কাশীমিশ্রে বোলাহ  
 ত্বরিত ॥ হেনকালে কাশীমিশ্র করিল গমন । এই  
 আমি কি আজ্ঞা তা করহ রাজন ॥ রাজা কহে মিশ্রে  
 মোর এই বিজ্ঞাপন । গোড়দেশ হৈতে আইলা  
 গৌর ভক্ত গণ ॥ তাঁর অনুগামী কিবা তার ভৃত্য  
 আর । সভারে আনিবে তুমি করিবে সৎকার ॥  
 আমার স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত পরিজন । যে স্থানে থাকিয়া  
 করে স্নান দর্শন ॥ সকল গোড়িয়া লৈয়া সেই  
 স্থানে যাবে । সভারে বসাইয়া ভাল মতে দেখাইবে ॥  
 কাশীমিশ্র কহে পূর্ব তোমার ইচ্ছিত । বুঝিয়া  
 করিল আমি সব সম্পাদিত ॥ ভাল ভাল বলি রাজা  
 মিশ্রে বসাইলা । রাজ রাণী সব এই বৃত্তান্ত পাইলা ॥  
 দুঃখি হঞা কঞ্চুকী দিলেন পাঠাইয়া । শীঘ্র চলে  
 কঞ্চুকী দেবীর আজ্ঞালক্ষ্য ॥ মিশ্র সঙ্গে রাজা কহে  
 মঙ্গল আখ্যান । হেনকালে সৌরিদল আইলা  
 রাজা স্থান ॥ সৌরিদল দেখি রাজা জিজ্ঞাসে  
 তাহারে । কি কারণে আইলেন কহ আমার গোচরে ॥  
 খোজা কহে দেবী সব পাঠাইল মোরে । এই বার্তা  
 শুনি তারা দুঃখিত অন্তরে ॥ তা সভার স্নান দেখি-  
 বারে যেই স্থল । সে স্থানে যাইব যদি গোড়িয়া  
 সকল ॥ মো সভার স্নান যাত্রা নহিল দর্শন । রাজ-

ধানী হৈতে আলু উল্লসিত মনঃ ॥ রাজা কহে  
কেনে না হইব দরশন । এই স্থানে থাকি দেখিবেন  
দেবীগণ ॥ এই দেখ করিয়াছি তাহার প্রকার ।  
দেখি খোজা রাণীরে কহিল পুনরার ॥ শুনি রাণী  
গণ হৈলা হরিষ অন্তর । হোথা ভক্তগণ গেলা  
অউলী উপর ॥ স্নান মন্দিরের দিগে নেত্র আরো-  
পিয়া । দেখিতে মোকণ্ড যাত্রা সকল গোড়িয়া ॥  
কাশীমিশ্র তা দেখিয়া রাজারে দেখায় । বৈষ্ণবের  
শোভা রাজা বলন না যায় ॥

॥ তথাহি ॥

স্নানান্নয়স্যাভিমুখং সুসৌধ, মউং গতাস্তদ্র  
করাভি গুপ্তং । দেবাইবৈতে বিলসন্তি ভক্তাঃ,  
সর্কে নভো মধ্যইবোপবিষ্টাঃ ॥

পয়ার ॥ চন্দ্রের কিরণে সৌধকার বলমল ।  
তাহে অতি শোভা করে বৈষ্ণব সকল ॥ আকা-  
শের মধ্যে যেন রথের উপরে । দেব গণ বসি  
বিলসেন থরে থরে ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে সাধু সাধু ধন্য মিশ্র বর ।  
চৈতন্য পার্শদ সব অউলী উপর ॥ অতঃপর  
হেতা হৈতে শীঘ্র তুমি চল । জগন্নাথ বিজয়  
সময় আসি হৈল ॥ তার যে উচিত কর্ম তাহা  
কর যাঞা । কাশীমিশ্র শীঘ্র গেলা রাজ আজ্ঞা  
পাঞা ॥ একা রাজা বসিলেন অউলী উপরে ।  
মহিষী সকল আইলা রাজার গোচরে ॥ জয় মহা-

রাজ বলি গেলা রাজ পাশে । আস্য আস্য দেবী বলি  
 নৃপতি সম্ভাষে ॥ জগন্নাথ চৈতন্য করহ দরশন ।  
 সফল করহ জন্ম আর দুনয়ন ॥ শূয়া করি রাণীরে  
 বসায়্য রাজা কন । চৈতন্য পার্শদ দেখে ভুবন  
 পাবন ॥ কিঞ্চিত বিলম্বে শ্রীচৈতন্য ভগবানে । দেখি  
 তাঁরে সফল করিবে দনয়ানে ॥ রাজা কহে প্রণাম  
 করহ সভাকারে । রাজি আক্সা রাজরাণী বন্দিল  
 সাদরে ॥ মহাস্তে প্রণমী রাণী আছেন বসিয়া ।  
 রাণীকে কহেন রাজা হোর দেখে চাঞা ॥

॥ তথাহি ॥

মহাজ্যৈষ্ঠী যোগে ভবতি ভগবদ্দেব কুলগা,  
 পতাকোদধস্তীত্যভি সুবিদিতোহয়ং জনরবঃ ।  
 ইতি শ্রোত্বেন্দ্রা যুগ পদতি পাশ্যন্তিতইমাং,  
 লিহস্তীং তজ্জিহ্বা মিবতুহিন ভানোরিব বপু ॥

পর্যায় ॥ মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার যোগ যবে হয় ।  
 শ্রীমন্দিরে ধুজ তবে আপনে উড়য় ॥ এই লোক  
 রব আছে তাহা দেখিবারে । উজ্জ্বল নেত্রে চাহে সন্তে  
 উৎকণ্ঠা অন্তরে ॥ হেন বেলে উঠে ধুজ ঈশ্বরের গৃহে ।  
 মন্দিরের জিহ্বা যেন চন্দ্রমাকৈ লিহে ॥

পর্যায় ॥ রাণী কহে জনরব সত্য এ দেখিল ।  
 মন্দিরের ধুজ দেখে আপনে উড়িল ॥ মহিষীর  
 সঙ্গে রাজা দেখে কুতূহলে । হেনকালে কাহাল  
 বাজিল রক্ত স্থলে ॥ শুনি রাজা রাণী প্রতি অতি সুখে  
 কয় । জগন্নাথের বিজয়ের হইল সময় ॥ সকল  
 লোকের এবে চক্ষু হব ধন্য । এখনি বাহির হবা

## শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ হরি ভক্তি কৌমুদী শ্রবণ মনোহর ।  
লিখিলেন সিদ্ধান্ত বাগীশ দীন বর ॥

॥ ত্রিপদী ॥

কথঞ্জে গৌরহরি, স্বরূপাদি সঙ্কে করি;  
আসিবেন তাহা দেখিবারে ।  
রাজা উৎকণ্ঠিত হঞ, রহিছেন পথ চাঞা;  
রাণী সঙ্কে অটৌলী উপুরে ॥  
হেনকালে শ্রীচৈতন্য, অবনি করিয়া ধন্য,  
বাহির হইলা ভক্ত সঙ্কে ।  
রাজা কহে দেখ রাণী, এ আইলা ন্যাসী মণি;  
স্নান যাত্রা দেখিবার রঞ্জে ॥

॥ তথাহি ॥

অবিরল জন সঙ্কে সর্বমুদ্রোদ্ধ বস্ত্রী, ফরতি ভগ-  
বতোহুয়ং মণ্ডলঃ শ্রীমুখস্য । তরদুকুবিধহুংসে বারি  
রাশি।বিবোচ্চৈঃ, কলয় কিমপি হেমঃ পদ্মমদগুণালং ॥  
অবিরল জন সঙ্ঘ, তাঁর মথ্যে দেখ রজ;  
সর্বোপরি শ্রীমুখ মণ্ডল ।  
রণ্য দীর্ঘ কলৈবর, কপে করে বলমল;  
উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি বোল ॥  
বারি রাশি মথ্যে যৈছে, বহু হুংস চলি যাইছে;  
তার পর কনক কমল ।  
উচ্চ গালে বিকশিত, এছে মুখ মূললিত;  
রূপ দেখ জনম সফল ॥  
রাণী কহে আৰ্য্য পুত্র, মোর ভাগ্য অতি চিত্র;  
উৎসবে উৎসবাস্তর হৈল ।



জগন্নাথ দেখিবারে, আইলাও নীলাচলে;  
গৌর চন্দ্র দরশন কৈল ॥

॥ তথাহি ॥

মহঃ পুরঃ সদ্যোবিষয় রসসংশোধন বিধৌ,  
প্রচণ্ডো মার্ভণ্ড ব্যতিকর ইবাস্য প্রস্মরঃ ।  
অহাৰ্য্যং মাধুর্য্যং ভগবদনুরাগামৃত কিরৌ,  
মহাবৰ্ষাঃ কোহয়ঃ কনক নিধিরন্ধোঃ পশ্চিগতঃ ॥

চৈতন্যের মহপুর, প্রস্মর সুমধুর,

তার দেখে মহিমা প্রচণ্ড ।

সংসার বিষয় রসে, শোষিতে যৈছে আকাশে;  
উঠিলেন অসীম মার্ভণ্ড ॥

মাধুর্য্য শুনিয়াছি কানে, সেই কিবা বিদ্যমানে;  
আইলা চৈতন্য কপি হৈলা ।

কৃষ্ণ অনুরাগ নীরে, অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি করে;  
মহা বৰ্ষা কপ কিবা হৈলা ॥

॥ অপিচ ॥

নির্মল্যয়ানি বিধুভির্মুখ বিশ্বমস্যা, নীরাজয়ানিচক্ৰচং  
কনক প্রদীপৈঃ । সংপূজয়ানি পদ পদ্মমসপ্রসূনৈঃ,  
প্রতাদদানি করুণামপি লক্ষ দেহৈঃ ॥

বর্ণিতে না পারি বিধি, অপূৰ্ণ কথন নিধি;  
মোর নেত্র পথে উপস্থিত ।

কৃপ দেখি মনে করি, আনি বিপ্রি মণ্ডলী;  
মুখ বিশ্ব করি নির্যস্তিত ॥

কনক প্রদীপ জটা, আনিঞা অঙ্কের ছটা;  
গৌরাজের করি নীরাজন ।

প্রাণ পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, প্রভুপাদপদ্ম লঞা;  
সাধ যায় করিয়ে পূজন ॥

লক্ষ লক্ষ দেহ হয়, তবে একরুণাচয়;  
আনিঞা ধরিয়া তার মাঝে ।

রাজরাণী এত বলি, দুনয়ানে অশ্রু ধরি,  
প্রণাম করিল পদাঙ্কজে ॥

মহাদেবী ভাব দেখি, গজপতি হৈলা সুখী;  
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল ।

তুমি যে কহিলে সব, যথার্থ এ অনুভব;  
তোমার জীবন শ্রাব্য হৈল ॥

হোর কর অবধান, জগন্নাথ ভগবান;  
স্নান গৃহে উঠিল আসিয়া ।

রাণী জগন্নাথে দেখে, প্রণাম করিল সুখে;  
রাজা কহে স্নান দেখ চাঞা ॥

জগন্নাথ গৌরচন্দ্রে, রাণী দেখে মহানন্দে;  
রাজারে কহেন চিত্র অতি ।

রাজা কহে কিবা সেই, রাণী কহে দেখ এই;  
জগন্নাথ চৈতন্যের রীতি ॥

॥ তথাহি ॥

অন্যোন্യാভি মুখস্থিতৌ বিনিমিষাবন্যোন্য় সন্দর্শনে,  
স্নানান্তো নয়নাভিসৌঃ প্লুততন দুর্দারয়া ধারয়া ।

কারুণ্যৈক মহর্ষিনধী ভব ভয় ঐধংসনৈকৌষধী,  
দেবৌ তল্য কুচী পুরোবিলসতঃ প্রণ্যাম গৌরাবপি ॥

দোঁহে দোঁহা অতি সুখে, অনিমিষে মুখ দেখে;  
দুই প্রভু জীমূর্তি নিশ্চল ।

স্নান বারি ধারা বয়, জগন্নাথ সিক্ত হয়;  
 গৌর তনু সিক্তে নেত্র জল ॥  
 দুই করুণার সিক্ত, দুই দীন হীন বন্ধু;  
 ভবভয় ধ্বংস মহৌষধী।  
 তুল্য রুচি দুই জন, যদি শ্যাম গৌর হন;  
 বহু ভাগ্যে সিধি দিল বিধি ॥  
 ভক্তি যোগ অনুভব, রাণীর দেখিয়া সব;  
 রাজার সুখের নাহি অন্ত।  
 গৌরাঙ্গ অপূর্ব লীলা, প্রেমদাস বিরচিল;  
 জগন্নাথ স্নানের বৃত্তান্ত ॥

পয়ার ॥ জয় গৌর ভগবান জয় জগন্নাথ। জয়  
 শ্রীপ্রতাপরুদ্র মাহেন্দ্র সাক্ষাৎ ॥ গজপতি মহারাজা  
 বিজ্ঞ শিরোমণি। যেমন বৈষ্ণব রাজা তৈছে রাজ  
 ধানী ॥ যার সভাসদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য। কাশী-  
 মিশ্র বন্ধু শ্রীল গোপীনাথচার্য ॥ রাজ পাত্র রামা-  
 নন্দ রায় বিজ্ঞরাজ। করীন্দ্র বাহিনী পতি যার সভা  
 মাঝ ॥ তৈছে রাজা তৈছে রাণী বৈষ্ণব প্রবর।  
 স্নান যাত্রা দেখিছেন অউলী উপর ॥

পয়ার ॥ রাণী বলে মহারাজ স্নান মহোৎসব।  
 হেন কুন্নি সমাপ্তি হইল সুখ সব ॥ হইয়া দক্ষিণমুখ  
 শ্রীগৌরচন্দ্রমা। দেখিছিল জগন্নাথ স্নানের সুবন্দা ॥  
 সে স্থান ছাড়িয়া প্রভু অদৃশ্য হইল। অতএব পূর্ণ  
 হৈল কুন্নি স্নান লীলা ॥

॥ তথাহি ॥

অথতোহস্য বিরলায়তে জনঃ, পৃষ্ঠত শুবিবলায়তে পুনঃ।

পার্বদাস্ত্র পরিতো ভজাভজি, শ্রদ্ধয়াবিদধতিস্ব রণ্ডমং ॥

পয়ার ॥ রাজা কহেন মহাদেবী যে বল সে হয় ।  
জগন্নাথ আগে হৈতে গেল লোকচয় ॥ পৃষ্ঠদেশে  
লোকের পড়িল হুড়াহুড়ি । পার্বদ সকল আছে হাতে  
বেত্র ছড়ি ॥

পয়ার ॥ গৃহান্তরে জগন্নাথ করিল বিজয় । গৌর-  
চন্দ্র রোহিণী কুণ্ডের পাশ যায় ॥ দুই প্রভুনা দেখিয়া  
বিষাদ রাজার । রাণী সাজে সেই কথা কহে বার  
বার ॥ জগন্নাথ স্নান কৈল মহাজ্যেষ্ঠী দিনে ।  
পোনের দিবস রহিলেন অদর্শনে ॥

॥ তথাহি ॥

অনবসরতা মভ্যাসাতে প্রভুজগদীশ্বরে,  
বিরহ বিধুরাং হস্তাবস্থাং জগাম যতীশ্বরঃ ।  
ভবতি বিশদ প্রেমানন্দাবতারতয়া যদা-  
স্থতি নিবিশতে যস্মিন্ তস্মিন্ তদৈব  
সত্যময়ঃ ॥

পয়ার ॥ জগন্নাথ বিরহে দুঃখিত গৌরচন্দ্র ।  
নিরন্তর বসি কান্দে ঘুচিল আনন্দ ॥ প্রেমানন্দ  
স্বরূপ চৈতন্য অবতার । যাহে অভিনিবেশ সে অতি  
চমৎকার ॥

পয়ার ॥ গজপতি শুনিলেন গৌরাক্ষ আখ্যান ।  
ঈশ্বর না দেখি দুঃখি হৈল ভগবান ॥ দূত পাঠাইল  
রাজা চৈতন্যের স্থান । বার্তা শুনিলারে রহে হৈয়া  
সাবধান ॥ দূত যাঞা কাশীমিশ্রে বার্তা জিজ্ঞাসিল ।  
কাশীমিশ্র প্রভু দশা সকল কহিল ॥

॥ তত্রৈব ॥

স্নানং নোভুলসী নিষেচনবিধি নোচক্র সন্দর্শনং,  
নোনাম গ্রহণঞ্চনোনতি ততি নোহন্ত ভিক্ষাপিনোঃ  
শ্রীনীলাচলচন্দ্রমোহনবসর ব্যাজাংঘ্র্যৈবেচ্ছয়া,  
স্বীকৃত্য স্ববিয়োগ দুঃখ মনিশং নিষ্পন্দমাক্রন্দতি ॥

পয়ার ॥ অদ্যাপিহ গৌরচন্দ্র না করিল স্নান ।  
নিত্য কৃত্য ভুলসীতে নাহি জল দান ॥ না লয়েন  
কৃষ্ণ নাম ভিক্ষা কি করিব । ভূমে পড়ি সদা কান্দে  
কি আর বলিব ॥ হেন বুঝি জগন্নাথ অদর্শন ব্যাজে ।  
স্বচ্ছা বশে বিরহ আনিল হিয়া মাঝে ॥ বিরহ জনিত  
দুঃখ ময় গৌরহরি । কান্দেন নিশ্চল হঞা ভূমে  
আছে পড়ি ॥

পয়ার ॥ দূত আসি রাজারে কহিল বিবরণ ।  
শুনি রাজা বলে একি প্রমাদ বচন ॥ পোনের দিবস  
জগন্নাথ অদর্শনে । প্রভুর এমন দশা কি হব কে  
জানে ॥ আরবার দূতে কহে দেহ সমাচার । কাশী-  
মিশ্র আগে দূত গেজ পুনস্বার ॥

॥ তথাহি ॥

নান্যোভ্যপায়ঃ প্রিয় কীর্তনস্য, সঙ্কীর্তনানন্দ-  
খুমন্তরেণ । রসান্তরায়েতি তদেব কতুং, স্বরূপ  
এবোদ্যম মাতনোতি ॥

পয়ার ॥ হোথা স্বরূপাদি যত প্রভু ভক্ত গণ ।  
বিষাদিত হৈল সতে চিন্তে মনে মনঃ ॥ স্বরূপাদি  
বলেন এই বিরহ আনল । কৃষ্ণের কীর্তন বিনা না  
হব শীতল ॥

পয়ার ॥ হেথা গজপতি কহে মহাদেবী প্রতি ।  
 হেথা হৈতে স্থানান্তরে চল শীঘ্র গতি ॥ যে আক্সা  
 বলিয়া রাণী গেল স্থানান্তর । দূত আসি মহা-  
 রাজ্যে কহিল সকল ॥ কাশীমিশ্রে ডাকি রাজা  
 আনান্য তাহার । মিশ্র আসি আশীর্বাদ করিল  
 রাজায় ॥ রাজা কহে কহ মিশ্র প্রভুর আখ্যান ।  
 মিশ্র কহে যে শুনিব সেই সে প্রমাণ ॥ রাজা বলে  
 কহ মিশ্র স্বরূপ গোসাঞি । কি যুক্তি করিল তাহা  
 শুনিবারে চাই ॥ মিশ্র কহে স্বরূপ কহিল এই মন্ত্র ।  
 বিরহে বিকল হইলেন গৌরচন্দ্র ॥ যখন যে ভাবে  
 প্রভু করেন আবেশ । সেই ভাব মূর্তি হয় সর্বথা  
 নিঃশেষ ॥ কৃষ্ণের মধুর রূপ গুণাদি কীর্তন । মধুর  
 মধুর যদি করেন শ্রবণ ॥ তবে রসান্তর হয় প্রভু  
 মনঃ ফিরে । শ্লথ হয় বিরহ আবেশ যায় দূরে ॥ এই  
 যুক্তি করি সব দিন গোড়াইল । গোপীনাথ বিজয়  
 দর্শন কাল গেল ॥ রোহিণী কুণ্ডের পাশে প্রভু আছে  
 পড়ি । পরমাত্ম সুহৃদ স্বরূপ সঙ্কে করি ॥ মধুর মধুর  
 সংকীর্তন আরম্ভিল । কাশীমিশ্র এই বাতী রাজারে  
 কহিল ॥ রাজা কহে কীর্তন দেখিতে হয় মনঃ । মিশ্র  
 কহে কর অটালিকা আরোহণ ॥ কাশীমিশ্র সঙ্কে  
 রাজা অটালী উঠিল । হোথা স্বরূপাদি সংকীর্তন  
 আরম্ভিল ॥ কীর্তন শুনিয়া প্রভু চক্ষু মেলি চায় ।  
 আনন্দে পুলকাবলী হৈল সব গায় ॥ মিশ্র কহে  
 মহারাজ্য হোর দেখ চাঞা । কীর্তন শুনিতে প্রভু

বসিলা উঠিয়া ॥ করুণা রসেতে যে বিরহ ব্যথা  
হৈল । ব্যথিত হইয়া তাহে দিন মর গেল ॥ কীর্ত-  
নের ধুনিতে সে হইল অন্যথা । রাজা কহে দেখি-  
লাও সত্য এই কথা ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দ কন্দলিত মন্যবপুর্ষদায়ং, ভাবংস্পর্শাত্যথ  
তমেব বহির্ব্যনক্তি । যৈঃ পূর্যতে স্ফটিকজাঘটিকা-  
রসৈ স্তৈ, স্তদ্বর্ণ ভাগবতিতানুপদর্শয়ন্তী ॥

পয়ার ॥ চৈতন্যের বপু হন পরমানন্দ ময় ।  
যখন যে ভাব তাতে আসি স্পর্শ হয় ॥ সেই ভাব  
তখন বাহিরে ব্যক্ত হয় । ভাবাক্রান্ত আনন্দকে  
আচ্ছন্ন করয় ॥ স্ফটিকের ঘটে যৈছে রজত যখন ।  
পুনঃ করি তার বর্ণ ধরেন তখন ॥ এছে রাজা  
কাশীমিশ্র সনে কহে কথা । স্বরূপাদি মধুর কীর্তন  
করে হোথা ॥ গোড় ভাষা বন্ধ গীত না বুঝে নৃপতি ।  
কর্ণ পাতি জিজ্ঞাসিল কাশীমিশ্র প্রতি ॥

° ॥ তথাহি পদং ॥

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে ।  
দরবয়ে দারু শীলকুল, বিগলিত তরু  
কুল, বিকশিত ব্রতী সনে ॥ ব্রং ॥  
দিন কর জালে, জাল নাহি হোয়ত,  
কল হরিণ অলি আলী ॥  
দৈবত যৌবত; নিজ তনু বিস্মৃত,  
অস্ত্র স্বয়ম্ভু মুখ বিস্ময় আলী ॥  
যমুনা যজ্ঞ সুতাদিক, ধুলীগণ নিরখ নিরখ,

## চৈতন্যচন্দ্রোদয় মাটিক ।

গীত ভেল মুরলী আলাপে ॥

লাজ মান গৃহ দেহ, ভুলায়ল চপল,

করায়ল যুবতী কলাপে ॥

পরয়ামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন,

গৌরুলনাথ বদন বেণু গানে ॥

বংশী বদন ভণই, হরি বংশী কতই,

কলা রস কৌতুক জানে ॥

পয়ার. ॥ কাশীমিশ্র বলে শুন গান এই গীত ।  
কৃষ্ণ বংশীনাথ মাধুরীতে সম্বলিত ॥ গোড়দেশ  
ভাষা তেঞি না বুঝ নৃপতি । রাজা কহে মিশ্র প্রভু  
নীলা চিত্র গতি ॥

॥ তথাহি ॥

গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিকলন পুণ্যাত্মনাং মানসে,

নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়াং রসং ।

আদ্যাঃ কোপি পুমান্নবোৎসুক বধু কৃষ্ণানুরাগ কথ্য,

স্বাদী চিত্র মহো বিচিত্রমহো চৈতন্য নীলায়িতং ॥

পয়ার ॥ পুণ্যাত্মা যে লোক সব মনে ভাবে তারা ।  
ব্রজনাথ কৃষ্ণ নাচে মূর্তি ধরি গোরা ॥ বৃন্দাবন রস  
নীলাচলে প্রবেশিলা । পুরাণ পুরুষ আদ্য পৃথীতে  
আইলা ॥ নবীন উৎসুক নাম অনুরাগাগাধ । আপনে  
ঈশ্বর তাহা করেন আশ্বাদ ॥ অতএব কি অভুত  
চৈতন্য বিহার । এত বলি কীৰ্ত্তন শুনেন পুনরাব ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে কাশীমিশ্রে এক ধূয়া মাত্র । গান  
করে চিরকাল ইহার কি অর্থ ॥ মিশ্র কহে যে নীলাচলে  
মনঃ প্রবেশিলা তা ছাড়িয়া মনঃ ফিরি আসিতে



## ঐচ্ছিকচন্দ্রোদয় নাটক ।

নারিল ॥ এই হয় বলি রাজা দেখে পুনর্বার । মিশ্র  
কহে প্রভুর মাধুরী চমৎকার ॥ গান শুনি উঠি  
প্রভু নাচিতে লাগিল । মান অঙ্গ ছিল কপ কোথা  
হেতে আইলা ॥

॥ তথাহি ॥

জানুক্ষেপভূজা বধু ন ন পদ ন্যাসাকি বিক্ষেপণে,  
ইত্তানন্দয়তো মনাংসি সুহৃদাং বিশ্বং জড়ী কূর্বতঃ ।  
নিষ্ঠেবৈমখ মস্য ভাতি সুভগসৌবং মহানন্দতঃ,  
কৈণৈহেম সরোরুহং বৃতমিব স্থলৈরিবেন্দু হিমৈ ॥

পয়ার ॥ জানুক্ষেপ পদ ন্যাস ভুজের চালন ।  
নেত্র ভঙ্গি মানন্দ করিল ভক্তগণ ॥ যে দেখে প্রভুর  
ভঙ্গী সেই বড় হয় । সকল ভুবনে প্রভু করে প্রেম  
ময় ॥ ভাবাবেশে ফণ হয় প্রভুর বদনে । মহা-  
নন্দে মন্দহাস্য শোভে তার মনে ॥ হেম পদ্ম বেটে  
যেন সলিলের ফেণে । পূর্ণ চন্দ্র বাপে যেন সু-  
বিস্তীর্ণ হিমৈ ॥ কীর্তন দেখিতে রাজা পাইল বিস্ময় ।  
আর এক অভূত দেখিয়া মিশ্রে কয় ॥

॥ তথাহি ॥

ক এষ নিঃসাধুসমাস্য মণ্ডলানিষ্টেব মাক্ষ্য পিবন্  
প্রমোদতে । চন্দ্রাঙ্গহির্ভূত মিবামৃত দ্রবস্যোল্লাসিনং  
কেণ মহো চকোরকঃ ॥

পয়ার ॥ দেখ মিশ্র এক জন নিঃসাধুস হঞা ।  
প্রভুর মুখের ফেণ পান কৈল লঞা ॥ ফেণ পিয়া  
প্রেমে মত্ত হাসে নাচে গায় । চন্দের অমৃত যেন  
চকোরব্রতে খায় ॥

গয়ার ॥ মিশ্র কহে যে করিল মুখ ফেণ পান ।  
 পরম বৈষ্ণব এহো শুভানন্দ নাম ॥ রাজা কহে দেখ  
 মিশ্র অতি চমৎকার । যাম দ্বয় গান করে করি  
 স্বর তার ॥ এক ধুয়া গানে সদা বাঢ়য়ে উল্লাস ।  
 স্বরূপাদ্যে শ্রম নাহি নাহি রসাভাস ॥ শ্রীচৈতন্য  
 আনন্দে বাঢ়য়ে প্রতিফল ॥ প্রফুল্লিত হৈল প্রভু  
 নেত্র তনু মনঃ ॥ রসান্তর গান করি বড় কার্য কৈল ।  
 বিরহ তরঙ্গ যত সব দূর কৈল ॥ আনন্দ তরঙ্গ যে  
 উঠিল পুনরবার । ইহা দূর হইরেক কেমন প্রকার ॥  
 আত্মিক না করি প্রভু বিরহে আছিল । আনন্দেহ  
 আত্মিক সকল পাসরিল ॥ কাশীমিশ্র বলে রাজা  
 যদ্যপি এমন । তথাপি বিরহ না সহেন ভক্তজন ॥  
 আহাঙ্গাদি না করে প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ । তাহা দেখি-  
 লেই ভক্ত মনে পায় দুঃখ ॥ ম্লান অঙ্গ মুখ আর  
 বিরহ বেদনা । তা দেখিলে প্রাণ ফাটি মরে ভক্ত  
 জন ॥ পুনঃ মিশ্র প্রভু দেখি কহেন রাজারে । নৃত্য  
 সঞ্চরিল দেখ চৈতন্য ঈশ্বরে ॥ স্বরূপাদি ভক্ত গণ  
 প্রভুরে ধরিয় । প্রভুর বাসায় সতে গেলেন লইয়া ॥  
 রাজা কহে ভাল ভাল বড় কার্য হৈল । বাসা  
 গেল আত্মিকাদি হইল জানিল ॥ অতএব মিশ্র তুমি  
 চল শীঘ্রগতি । যেমতে করেন ভিক্ষা কর গাম্ভীর্ণপুতি ॥  
 অগ্নি এই স্থানে নিদ্রা যাই একক্ষণ । যে আত্মা  
 বলিয়া মিশ্র করিল গমন ॥ কাশীমিশ্র প্রভু পাশ  
 গেলেন তখন । চক্রবেটি মহারাজ করিল শয়ন ॥  
 নিদ্রা ভাঙ্গি পুনরবার উঠিল নৃপতি । দেখে রাজি

পোহাইল সূর্যের উদ্যতি ॥ পূর্ব পানে চাঞা রাজা  
পশ্চিমে চাহিল । একিকালে সূর্য চন্দ্র অরুণ  
দেখিল ॥ সুখদ সময় দেখি রাজা হরষিত । চারি  
দিগে চাঞা ক্রিয়া করে যথোচিত ॥ হেথা প্রভু  
বাসায় আনিয়া ভক্তগণ । দ্বিপ্রহর রাত্রে কৈল  
স্নানাদি মার্জ্জন ॥ যত্ন করি ভিক্ষা করাইল ভগবানে ।  
শেষ রাত্রে মতে যাঞা করিল শয়নে ॥

॥ তথাহি ॥

অস্তাচলোদয় মহীধর যোন্তটান্তং, শীতাংশুচণ্ডকিরণা-  
বুপসে দিব্যংসৌ । তুল্যদ্বিধৌ মদুতয়াবহতঃ প্রাগম্য,  
বধীরসঃ ক্ষণমিবোপরি লোচনত্বং ॥

পয়ার ॥ প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করিলেন স্নান ।  
প্রভুকে পূজিতে আইল অদ্বৈত ভগবান ॥ ভক্ত  
রাজ ক্রীঅদ্বৈত আপনে শঙ্কর । নারদাদি যার শিষ্য  
ভুবনে বিস্তর ॥ গৌরাঙ্গের পূজা অদ্বৈতের নিত্য  
কৃত্য । একা আইলা বাসাতে রাখিয়া সব ভৃত্য ॥  
মদ্রে মাত্র ক্রীনাথ পূজার সজ্জ হাথে । আইলা প্রভুর  
বাসা প্রভুকে পূজিতে ॥

॥ তথাহি ॥

প্রাতঃ প্রত্যহ নম্য গন্ধতুলসী পুষ্পাদিভিঃ পূজয়-  
ত্যদ্বৈতে ভগবন্ত মন্তর সুখাবেশোল্লসদ্রোমনি ।

অস্ত্রাভ্যে হঠতো হঠৈরতি রসেনাদ্বৈত মভ্যর্চয়ন্তঃ

দেবোবুধুরিতৈ নুখেহঙ্কুলিদলৈরুদ্ভাদ্য বাদ্যং ব্যাধ্যং ॥

পয়ার ॥ পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আর ।  
তুলসী বিস্তর আর, নানা পুষ্প মাল ॥ করেন চৈতন্য

পূজা আনন্দে প্রবল । সর্বাঙ্গে পুলক পূর্ণ নেত্রে  
অশ্রুজল ॥ প্রভু কহে পূজার সামগ্রী দেহ মোরে ।  
তোমার পূজার দ্রব্য পূজিব তোমারে ॥ অদ্বৈত  
পালান ভয়ে পূজা দ্রব্য লঞা । বলাৎকারে প্রভু  
তারে আনিল ধরিয়া ॥ অদ্বৈতের পূজা কৈল সেই  
দ্রব্য দিয়া । অদ্বৈতেরে পূজি প্রভু প্রফুল্লিত হঞা ॥  
মুখ বাদ্য করে প্রভু অদ্বৈতেরে পূজে । অদ্বৈত  
চৈতন্য অর্থ কেহ নাহি বুঝে ॥

॥ অপিচ ॥

মস্য ন্যস্য করাজ্জকোষ কুহরে পূজোপচারং প্রভোঃ,  
পূজাং কর্তুমনাঃ প্রয়াতি কুতুকাদদ্বৈত দেবোহম্বহং ।  
শ্রীনাথঃ সতদা প্রভোগুণনিধেঃ সন্দর্শন স্পর্শন,  
প্রেমানাপ কৃপা কটাক্ষ কলয়া পূর্ণান্তরো জায়ত ॥

পয়ার ॥ আচার্য্য শ্রীনাথে অতি অনুগ্রহ করি ।  
গোড় হৈতে আনিয়াছে যে সব স্বীকরি ॥ তাহা সিদ্ধ  
করিবারে তারে সঙ্গে লঞা । একা গেল অদ্বৈত  
আনন্দ যুত হঞা ॥ শ্রীনাথের কৃপ আর প্রেমার  
বিকার । দেখি গৌরচন্দ্র হৈলা সন্তোষ অপার ॥  
গৌর গুণ নিধির পাইয়া দরশন । শ্রীনাথের আনন্দেতে  
প্রফুল্লিত মনঃ ॥ সন্তোষে ধরিঞা প্রভু কৈল আনি-  
দন । প্রেমানাপ করি কহে মধুর বচন ॥ কৃপা  
পূর্ব করুণা কটাক্ষ কৈল তারে । প্রভু কৃপা পাঞা  
পূর্ণ হইলা অন্তরে ॥ অদ্বৈত প্রভুর পূজা করি বাসা  
গেলা ॥ জগন্নাথ রথ যাত্রা নিকট হইলা ॥

পয়ার ॥ তুলসী পড়িছা আইলা কাশীমিশ্র ঘরে ।

## ঐচ্ছৈতন্যচন্দ্রোদয় মাটক।

ঐচ্ছৈতন্যে প্রণাম করি বসিলা চত্বরে ॥ ভগবান  
 ঐচ্ছৈতন্যের ইচ্ছা হৈল মনে । কাশীমিশ্র তুলসী কহেন  
 দুই জনে ॥ গুণ্ডিচা মন্দির আমি নিজ গণ লঞা ।  
 যাজ্ঞন করিব তথা আপনে যাইয়া ॥ দোহে কহে  
 মহাপ্রভু যে ইচ্ছা তোমার । রাজা স্থানে গেলা  
 মিশ্র লৈয়া সমাচার ॥ তুলসী মিশ্রে দেখি রাজা  
 প্রণাম করিল । আশীর্বাদ করি তিহে কহিতে  
 লাগিল ॥ মহারাজ রথ যাত্রা নিকট হইল । মন্দির  
 যাজ্ঞন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥ মিশ্র কহে আপনে  
 ঐচ্ছৈতন্য ভগবান । গণ সঙ্গে করিবেন মন্দির যাজ্ঞন ॥  
 আপনার সেবা কহ্য আপনি করিব । অগম্য ঈশ্বর  
 লীলা কে তাহা বুঝিব ॥ রাজা কহে প্রিয় মোর  
 যে ইচ্ছা তাহার । কিছু আজ্ঞা করিলেন কহ সমা-  
 চার ॥ তুলসী বলেন রাজা যে আজ্ঞা করিল । কাশী-  
 মিশ্র সে সকল তাঁরে আনি দিল ॥ রাজা কহে কি  
 আজ্ঞা তা কহ বিবরণ । মিশ্র কহে প্রভু সঙ্গে যত  
 তাঁর গণ ॥ তত সম্মাজ্ঞনী কিছুবা ঘট চাই । রাজা কহে  
 এই মাত্র আর কিছু নাঞি ॥ মিশ্র কন অন্যে তাঁর  
 কোন প্রয়োজন । রাজা কহে যে কহিলে সুসত্য  
 বচন ॥ হেথা গৌরচন্দ্র সব নিজ গণ আনি । গুণ্ডিচা  
 যাজ্ঞনে চল কহিলেন বাণী ॥ অদ্বৈতাদি গুনি অতি  
 আনন্দিত হৈল । ঈশ্বর প্রসাদ বহু মাণ্য আনাইল ॥

॥ তথাহি ॥

ঐহস্তু ন বিলপ্য চন্দনরসৈঃ প্রত্যেক মেবাং বপুঃ  
 নিক্ষিপ্যাপ্যধিকঙ্করং ভগবতো নির্মাণ্য মাণ্যানিচ ।

## ‘ঐচ্ছিকচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক’ :

উল্লাসদ্রুম মঞ্জরীবিবকরে সংগ্রাহয়ন্ শোধনী,  
মাদ্য তুঙ্গ মতঙ্গজাল সগতি গোঁরো বিনিক্ষিপ্তমতি ॥

শয়ার ॥ আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া ।  
ভক্ত সন্তে পরাইল অতি প্রীত হঞা ॥ ঈশ্বর  
প্রসাদ মান্য দিলেন গলায় । আনন্দে বিশ্বল  
প্রভু চৈতন্য কুপায় ॥ একে একে শোধনী সত্তারি  
হাথে দিল । উল্লাসের বক্ষে যেন মঞ্জরী ধরিল ॥  
করেতে শোধনী ভক্ত গণ তাঁরি দিগে । মত্ত গজপতি  
প্রভু চলিলেন আগে ॥

॥ অপিচ ॥

নির্গঙ্ঘ্রি মুদামনোরথ রথৈঃ সন্তোষদস্তাবলৈ,  
রতুল্লাসতুরঙ্গমৈ ভবজয়ে জৈত্রাইবামীভটাঃ ।  
রোমাঞ্চাবলিকঞ্চ কাট্যবপুষোহশান্ত সুবৈরিভ্রতো,  
বাপ্পৈ বাকুণ মদ্রমেব সমদং হৃদ্ধার বাক্কারিণঃ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

ঐচ্ছিকচৈতন্য মহেশ্বর, সঙ্গে ভক্ত সৈন্যবর;  
সাজিলেন ভব জিনিয়ারে ।  
মনোরথ রথশরণ, সন্তে কৈল আরোহণ;  
সঙ্গে করি সন্তোষ কুঞ্জরে ॥  
উল্লাস ঘোটক’ সঙ্গে, নৃত্য করি চলে সঙ্গে;  
অনিবার্য এ তিন ভুবনে ।  
রোমাঞ্চ সম্রাহ গায়, ঘটতরঙ্গ বাণ তায়;  
প্রবেশিতে নারে এক ক্ষণে ॥  
বরুণের চন্দ্র সাত, সদা আনন্দাশুপাত;

হরি ধনি সিংহের গজ্জন ।  
 শোক মোহ দুঃখ আর, কাম ক্রোধ অহঙ্কার;  
 পলাইল সৈন্যের দর্শন ॥  
 দূরে থাকি গজপতি, দেখিয়া প্রভুর গতি;  
 আপনাকে করেন ধিকার ।  
 বিধি কি লিখিল ভালে, কোন অভাগ্যের ফলে;  
 রাজ্য পদ হইল আমার ॥  
 রাজা হৈঞা কার্য করি, অশ্ব গজ রথোপরি;  
 চাপিয়া পদাতি সব সঙ্গে ।  
 অসৎ কথা অসৎ জ্ঞান, আপনাকে বহু মান;  
 সুবঞ্চিত গোবিন্দ প্রসঙ্গে ॥  
 কৃষ্ণ প্রেম নাহি যার, বৃথা জন্ম হয় তার;  
 নরে বা শূকরে কোন ভেদ ।  
 বিষয় নরক ভোগ, অসৎ সঙ্গ নারী যোগ;  
 মদা হয় নাহি পরিচ্ছেদ ॥  
 হেন ভাগ্য কবে হব, বৈষ্ণবের সঙ্গ পাব;  
 ভাব ভূষা অলঙ্কৃত হৈয়া ।  
 চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে, অকিঞ্চন হঞা রঙ্গে;  
 প্রেমানন্দে বুলিব নাচিঞা ॥  
 সে নহিলে ভাগ্য নাঞি, সৎপ্রতি সে এই ঠাঞি;  
 কর্ণে শুনি চৈতন্যের কথা ।  
 প্রেমদাস বলে ভাল, ধন্য ধন্য মহীপাল;  
 গজপতি কৃতার্থ সর্বথা ॥  
 পয়ার ॥ রাজা কহে প্রভু গেলা গুপ্তিচা মন্দিরে ।  
 কি রূপে মাজ্জন করে শুনি মনঃ করে ॥ তুলসীমিশ্র

কহে রাজা মোর এই জন । গেছে বার্তা লইয়া আসিব  
এইক্ষণ ॥ রাজা কহে ভান২ বৃত্তান্ত পাইব । গুণ্ডিচা  
মাজ্জন লীলা পুভুর শুনিব ॥ হেনকালে তুলসীমিশ্রের  
দূত আইল । রাজারে প্রণামি মিশ্রে কহিতে লাগিল ॥  
গুণ্ডিচা মাজ্জন কৈল চৈতন্য গোমাঞি । তাহা দেখি  
শীঘ্র আমি আনু তোমা ঠাঞি ॥ রাজা কহে মূল  
হৈতে কহ বিস্তারিয়া । দূত কহে রাজা শুনে অবগ  
পাতিয়া ॥ দূত কহে অবধান গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ।  
গুণ্ডিচা মন্দির গেলা গণ সঙ্গে করি ॥

॥ তথাহি ॥

পাগৌকৃত্তা মধুর মৃদুলে শোধনী মুদ্ধ মৃদ্ধং,  
সর্কৈঃ সাক্ষং স্বয়ময়মসৌ গুণ্ডিচা মণ্ডপান্তঃ ।  
লুতাতন্তুন্ মলিনরজসঃ সারয়নৈবতৈ স্তৈ,  
ব্যাপ্তো গৌরঃ শশধর ইব ব্যক্ত লক্ষ্যা বভূব ॥

পয়ার ॥ মধুর কোমল হস্ত কমনে আপনে । সম্মা-  
জ্জনীলঞা পুভুপুমা বিষ্ণু মনে ॥ অদ্বৈতাদি মাজ্জনী  
লইয়া প্রভু সাথে । ভিতর মন্দির আগে লাগিল  
শোধিতে ॥ লুতাতন্তুরজ উদ্ধ যতেক আছিল । মাজ্জ-  
নীতে করি তাহা সব ঘুচাইল ॥ লতাতন্তু রজ সব  
লাগিল শরীরে । কলঙ্ক হইল ব্যক্ত যেন শশধরে ॥

॥ তথাহি ॥

হস্তাপ্রাপ্য কঁমপি সমুপারোপ্য কন্যাপিচাংসে,  
মাইভবী রিত্যহহ নিগদন্ মেঘ গম্ভীরয়োক্ত্য ।  
অভ্যুন্নৈত্রঃ সরজ সতনু মাজ্জয়িত্ত্বৈক মুদ্ধং,  
ভিত্তীঃ সিংহাসনং মথতলং শোধয়ামাসদেবঃ ॥



পয়ার ॥ উদ্ধ'রজ আদি হুস্তে লাগ নাহি পায় ।  
 যুক্তি করি সতে তবে সৃজিল উপায় ॥ এক জন কাক্কে  
 চাপায়ে অন্য জনে । ভয় নাহি বলে মেঘ গভীর  
 বচনে ॥ উদ্ধ'নেত্রে উদ্ধ'হাথে উদ্ধ' সম্মাজ্জিল ।  
 ধূলী ব্যাপ্ত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সব হৈল ॥ এই মত ভিত্তি  
 সব চৌদিগে শোধিল । মিশ্রহাসন শোধি তল  
 সকল মাজ্জিল ॥

॥ অপিচ ॥

বহির্বাসোহঞ্চল্যা মবকরচয়ং শোধনিকর্য্য,  
 সমাহৃত্য পূর্য্য স্বয়মথ বহিঃ সারয়তিসঃ ।  
 কুচিক্রান্ত প্রাপ্যাবধি সরভসং মাষ্টিচকলং,  
 সুহৃদগো গায়ত্যাপি সবুভকং গাপয়তিচ ॥

পয়ার ॥ সকল মাজ্জিয়া যত হৈল অবকর ।  
 সে সকল নিল বহির্বাসের উপর ॥ মাজ্জনীতে  
 আকষিয়া সে সব লইয়া । আপনে পেলায় প্রভু  
 বাহির করিয়া ॥ মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ নাম গুণ করে  
 গান । ভক্ত গণে আক্সা দিয়া স্তভারে গাওয়ান ॥

পয়ার ॥ এবং মূল মণ্ডপাদি শ্রীজগমোহন ।  
 ভোগ মণ্ডপাদি সব করিল মাজ্জন ॥ তবে প্রভু  
 আক্সা দিল সকল বৈষ্ণবে । জল আন সতে স্নান  
 ধৌত করি তবে ॥ আক্সা পাঞা চলে শত শত ঘট  
 লঞা । কূপে হৈতে জল তোলে রজ্জুতে বান্ধিয়া ॥

॥ তথাহি ॥

কুপাংকেপি সমুদ্ররন্তিকতরঃ কস্যাপি হস্তে দদৌচ  
 সোপা ন্যস্য করে সচাপরকরে সৌহৃদ্যঃ করে কস্যচিৎ ।

ইখং শৃঙ্খলয়াষটানখনয়ন্ পূর্ণান পূর্ণাঃ স্যাজন্,  
 পূর্ণাপূর্ণ পরিগ্রহত্য জনয়োঃ শিক্ষাঃ রাতানীজ্ঞনঃ ॥  
 পয়ার ॥ কেহ কেহ কুপে হৈতে সলিল উঠায় ।  
 তার হাতে হৈতে কেহ বহি লৈয়া যায় ॥ কথো দূর  
 যাঞা তারা অন্য হাতে দেন । এই শৃংখলাতে জন  
 প্রভু স্থানে লেন ॥ পূর্ণঘট লঞা শূন্য করেন উপেক্ষা ।  
 পূর্ণগ্রাহ্যপূর্ণ ত্যাজ্য করাইছে শিক্ষা ॥

॥ অপিচ ॥

কেচিদৌরগিরি মনোজ্ঞতময়া সিঞ্চন্তি সিংহাসনং,  
 ভিত্তীঃ কেচনকেপি তস্য করয়ো বার্য্যপর্ণং কুর্কতে ।  
 কেচিত্তং পদপঙ্কজোপরি যটেঃ সিঞ্চন্তি সন্তোষত,  
 স্তুত্বং কেপ্যঞ্জলিনাপিবন্তি দদতে কেচিত্ত মূর্দ্ধগ্যপি ।  
 পয়ার ॥ কেহ প্রভু আজায় সিঞ্চয়ে সিংহাসন ।  
 কেহ ভিত্তি চতুর্দিকে করে প্রক্ষালন ॥ প্রভু হাথে  
 ঘট আনি দেন কোন জন । কেহ জল দিয়া সিঞ্চে  
 প্রভুর চরণ ॥ সেই জল লঞা কেহ সুখে পান  
 করে । কেহ পাদাশ্রুজ জল লয়ে নিজ শিরে ॥  
 পয়ার ॥ এই মতে মন্দিরাদি সব পাথালিল ।  
 বাহির হইয়া সবে পাদ ধৌত কৈল ॥ তবে নিজ  
 নিজ বস্ত্র লঞা সবে মেলি । সবত্র পুঁছিল জল  
 হৈয়া কুতূহলী ॥ এই মতে মন্দিরাদি মাজিয়া  
 পুঁছিল । প্রাঙ্গণ মাজিতে তবে আরম্ভ করিল ॥

॥ তথাহি ॥

পঙ্কজী ভূয়োপবিষ্টে নিজজননিকরে কৌতুকান্ধাবতী,  
 চিষন্ বাসঃ প্রপূৰ্ব্বং চিরসমুপচিতাঃ শকরাশ্চত্বরয়া ।

পশ্যামঃকেকতী মাবিদধতি বিচিত্রা ইত্যবোচদ্যদেশঃ,

স্তহোবামী প্রমোদাদহমহমি কয়াচেত্ত মুদ্যোগ মীষুঃ ॥

পয়ার ॥ পণ্ডিত করি সকল ভক্তেরে বসাইলা ।  
আপনে চৈতন্য তার মধ্যেতে বসিলা ॥ কোতুকে  
কহেন প্রভু ভক্ত সভাকারে । বুলিব কতক কেবা  
কুড়াইতে পারে ॥ এই কথা যখন কহিল ভগবান ।  
আমি বহু লৈব বলি সভে সাবধান ॥ তৃণ ধূলী  
কঙ্করাদি যতেক আছিল । যত শক্তি তত মবে যত  
কুড়াইল ॥ অতি শীঘ্র এই কপে অঙ্গন মাজিঁয়া ।  
অবকর দেখে প্রভু সভার হাসিয়া ॥ সভা হৈতে  
প্রভুর কঙ্কর বাটা হৈল । যার অঙ্গ তার দণ্ড কর  
প্রভু বৈল ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ অদ্বৈত আদি কহেন হাসিয়া ।  
গোয়ালের শক্তি একা দুখাদি খাইয়া ॥ প্রভু কহে  
সে নহে ধর্মের বড় বল । ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যেই কি  
তার কুশল ॥ স্বরূপ বলেন, গোয়ালাই ঘাতী নয় ।  
জন্ম দিলে স্ত্রী হত্য, কেমন শাস্ত্রে কয় ॥ প্রভু কহে  
কথার প্রপঞ্চে নহে জয় । নিষ্কপঞ্চ স্থানে কভা জগ-  
ন্নাথ হয় ॥ সর্বত্র ইশ্বর জগন্নাথ ভগবান । ধর্ম-  
ধর্ম বুলি করায় লোক অপমান ॥ অদ্বৈত বলেন  
এই সুজন বাক্য নয় । আপনার সাক্ষী করি আপন  
মানয় ॥ জগন্নাথ আপনে অধর্মী যদি নয় । ব্রহ্মা-  
দিরে কেন গোপ উচ্চিষ্ট থাওয়ায় ॥ প্রভু কহে  
এ তাপ কেমনে সম্বরিব । ইশ্বরে অধর্মী বহু দণ্ড  
করাইব ॥ অদ্বৈত বলেন যে তোমার চিত্ত নয় ।

নহিলে কেমনে ছাপ্পান্ন কোটি কয় ॥ প্রভুকহে সে  
হইল যোগীর বচনে । নহিলে পৃথিবী তার ছাড়ে  
কি কারণে ॥ এই মত প্রভু সব তত্ত্ব কথা কয় । কল-  
হের ছলে তাহা লোকে নী বুঝয় ॥ এবং গৃহ মাজি  
কৈল প্রসন্ন শীতল । আপন চরিত্র যেন আপন  
অন্তর ॥ এছে নিষ্কঙ্কর আর পরম শীতল । কৈল  
ভোগ গৃহ গৃহ আর যে চত্বর ॥

॥ তথাহি ॥

কোভংকৌণী মৃগাক্ষাঃ স্বগনমিহরবেঃ কম্পমাংশা বধুনাং,  
সুভুং বাতস্য কুর্কন্নমর পরিবৃটস্যাত্মক্ষাঃ সহস্রৈঃ ।  
ষেদং সপ্তর্ষিগোষ্ঠাঃ পরমরসময়োল্লাস মৌত্তান পাদে,  
ধ্যান ধ্বংসং বিরিক্কেঃ সজয়তি তগবৎ কীর্তনানন্দনাদঃ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুশ্রুচা মাজ্জম করি, আনন্দিত গৌরহরি;  
স্বরূপাদি ভক্তগণ লঞা ।

আরন্তিল মণীর্ভন, আনন্দিত ত্রিভবন;  
ধনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ॥

পৃথিবী হরিণ নেত্রা, কোভ পাল্য সহ গোত্রা;  
রথি রথ হুগিত হইল ।

দিগ দশ বধু কম্প, বায়ুর হইল সুভু;  
আনন্দে ভবন বেয়াপিল ॥

সুর পুরী ছাড়ি ইন্দ্র, দেখিতে কীর্তনানন্দ;  
গজে চটি আইলা গগণে ।

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, মানেন যে কৃতকৃত্য  
অশ্রু বারে সহস্র লোচনে ॥

সপ্তখাষি শুনি মাত্র; কম্পস্বদে পূর্ণ গাত্র;  
 প্রবে হৈল পরম উল্লাস ।  
 বিরিঞ্চি আইলে ধ্যানে, কীর্তন প্রবেশে কানে;  
 প্রেমে মত্ত ধ্যান গেল নাশ ॥

॥ তথাহি ॥

নর্তিত্বা ক্ষণমেব চাক্র মধুরং গৌরহরি নর্তরা-  
 ধক্রেহৈততনুজমেক মধুরং গোপাল দাসাভিধং ।  
 নৃত্যেনেব সমৃদ্ধিতঃ সুখবশাদ্বেহান্তরং যন্নিবা-  
 দ্বৈতেখিদ্যাতি পাণি পদ্য বলনাদ্বেবঃ সতং প্রাণয়ং ॥  
 অদ্বৈত হৃদ্যাকর করে, হরিদাস হরি বলে;  
 স্বরূপাদি উচ্চৈঃস্বরে গান ।  
 কতক্ষণ নৃত্য করি; সম্বরিল গৌরহরি;  
 হাস্য মুখে দাণ্ডাল্য আপন ॥  
 শ্রীঅদ্বৈত পুত্র বর, সম্ব মতে ভাগ্যধর;  
 শ্রীগোপাল দাস তার নাম ।  
 প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল, তিহেঁ নৃত্যে প্রবেশিল;  
 স্বরূপের সঙ্গে প্রভু গান ॥  
 সহজে মধুর তর, গোপালের কলেবর;  
 তাহে হৈল প্রেমার আবেশ ।  
 তাতে নৃত্য মাধুরী, গোপালের রূপ হেরি;  
 প্রভুর আনন্দে নাহি শেষ ॥  
 আনন্দে গোপাল দাস, মূর্ছা পাইল নাহিখাস;  
 ধরণী পড়িয়া অচেতন ।  
 সতে করে হাহাকার, স্বরূপ না গায় আর;  
 নিবৃত্ত হইল সখ্যকীর্তন ॥

উক্ত পুত্র অচেতন, অধৈতের দুঃখি মনঃ;  
 উচ্চ করি ধ্বনি কহে কানে ।  
 গোপালের নাহি খাম, ভক্ত গণে হৈল ত্রাস;  
 মহাপ্রভু আন্য সেই স্থানে ॥  
 হাস্য মুখে গৌরহরি, হস্ত পদ্ম অঙ্গে ধরি,  
 বুলে উঠ উঠত, গোপাল ।  
 গোপাল উঠিল হাসি; আগে দেখে গৌর শশী;  
 পাদ পদ্মে প্রণমিল তাঁর ॥  
 ভক্ত গণ কুতূহলে; উচ্চৈঃস্বরে হরি বোলে;  
 প্রভু লঞা সভাই বসিল ।  
 গজপতি রাজা বলে, মোর দূরাদৃষ্ট কলে;  
 হেন সুখ দর্শন না হৈল ॥  
 লোক কহে পুনরার, লঞা ভক্ত পরিবার;  
 নৃসিংহ মণ্ডপ সংস্করি ।  
 ধৌত করি সভা লঞা, ইন্দুদ্যুম্ন সব যাঞা;  
 জলে বিহরিলা গৌরহরি ॥  
 নিকটে পুষ্পের বনে, সকল মহাস্ত গণে;  
 মহাপ্রভু করিলা বিশ্রাম ।  
 হেনকালে বাণীনাথ, অনেক ব্রাহ্মণ সাথ;  
 প্রভু পাশে করিল পয়ান ॥  
 ইশ্বর প্রসাদ নানা, পক্কাদি পিটা পানা;  
 আনিল ধরিল প্রভুপাশে ।  
 বসিয়া পুষ্পের বনে, সকল ভক্তের মনে;  
 প্রভু থাইল পরম উল্লাসে ॥

সমাপি ভোজনরঙ্গ, অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গ;

নিজ নিজ বাসা সভে গেলা।

প্রেমদাস বিরচিলা, শুনিঞা প্রভুর লীলা;

গলিয়া গলিয়া পড়ে শিলা ॥

পয়ার ॥ জয় গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোমাঞি।  
কৃপা কর সদা যেন তুয়া গুণ গাই ॥ হেন মতে কৈল  
প্রভু গুণিচা মাজ্জন। লোক মুখে গজপতি করিল  
শ্রবণ ॥ সেই হৈতে সেই সেবা গুণিচা মন্দিরে।  
অদ্যাপিহ গোড়িয়া বৈষ্ণব সব করে ॥ রথ যাত্রা  
পূর্ব দিনে নেত্রোৎসব হয়। কাশীমিশ্র তুলসী-  
মিশ্রেরে ডাকি কয় ॥

॥ তথাহি ॥

নেত্রোৎসবঃ সৰ্বজনস্য ভাবী, শঃ ত্রিপতে ত্রিমুখ

দর্শনেন। ইতীবচিন্তোৎসব এব জাতো, মহোৎ-

সবস্যাপি মহোৎসবো যঃ ॥

পয়ার ॥ কালি হব নেত্রোৎসব ঈশ্বর দর্শন।  
নেত্রোৎসব তাহাতে পাইব সৰ্বজন ॥ জগন্নাথ  
ত্রিমুখ সভাই দেখা পাব। পঙ্ক বিচ্ছেদের দুঃখ সব  
পলাইব ॥ আমার অন্তরে ইথে উঠিছে উৎসব।  
মহোৎসবোপরি এই মহা মহোৎসব ॥

পয়ার ॥ কাশীমিশ্রেশ্বর শুনি গজপতি বলে।  
তুলসী তোমারে মিশ্র কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥ অতএব  
চল তুমি কালি নেত্রোৎসব। কিবা আছে কিবা  
নাঞি দেখ যাঞা সব ॥ তুলসী যে আজ্ঞার নিশীষ  
চলি গেলা। রাজার নিকটে হোথা কাশীমিশ্র

আইলা ॥ রাজা যে নিকটে আছে মিশ্র নাহি জানে ।  
আবেশে কহিছে কথা নিজ মনে মনে ॥ মিশ্র কহে  
কি মধুর রথোৎসবে হব । আপনে চৈতন্য রথ  
অগ্রেতে নাচিব ॥

॥ তথাহি ॥

কাশীশ্বররূপিত লোকচর্যঃ পুরস্তাঙ্গোবিন্দ পানিত  
বিলাসগতিঃ পুরস্তাং । পাশ্বেদ্বয়েচ সপুৰীশ্বর সম্বরূপো,  
নেত্রোৎসবায় সভবিষ্যতি গৌরচন্দ্রঃ ॥

পয়ার ॥ বলবান কাশীশ্বর লোক ঠেলি যাবে ।  
গোবিন্দ প্রভুর পাছে সম্মুখে চলিবে ॥ পুরীশ্বর  
স্বরূপ যাইব দুই পাশে । প্রভু দেখি লোক নেত্র  
ভাসিব উল্লাসে ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে মিশ্র কথা কহে মনে মনে ।  
আমি যে নিকটে আছি তাহা নাহি জানে ॥ কাশী-  
মিশ্র দক্ষিণে নয়ন চালাইল । তিন রথ সু-  
মণ্ডিত অগ্রেতে দেখিল ॥ মিশ্র কহে তিন রথ  
করিল সাজন । জগন্নাথ তিন রথ করিল  
নিরীক্ষণ ॥

॥ তথাহি ॥

উৎসর্গিদর্পণ সহসু বিভাবিতশ্রীঃ, সচ্চারুচামরসুচীনচর্যৈঃ  
পরীতঃ । তেজোময়ঃ সময়মৈত্যা বিরাজমান, আনন্দয়-  
ন্নয়নমেষরথোবিভ্রাতি ॥

পয়ার ॥ জগন্নাথ রথ তাতে অতি বিচক্ষণ ।  
সহসু সহসু যাতে দিয়াছে দর্পণ ॥ যথা তথা সুন্দর  
চামর সুশোভন । দেখিল হইয়া মত্তে আনন্দিত



মনঃ ॥ সময় পাইয়া রথ অতি দীপ্তিমান । রথ  
দেখি আনন্দিত হইল নয়ান ॥

পয়ার ॥ পুনঃ মিশ্র সম্মুখে চাহিয়া দেখে নৃপে ।  
হেথা কেনে রাজা বলি আইলা সমীপে ॥ জয় জয়  
মহারাজ বলি পুনঃ কয় । মহারাজ শুন এ নিবেদন  
হয় ॥ যবে হব জগন্নাথ রথ আরোহণ । এই স্থানে  
থাকি তুমি করিহ দর্শন ॥ দর্শন করিয়া সে পশ্চাৎ  
হব স্নান । তবে সে করিব নিজ সেবার বিধান ॥  
রাজা কহে মোর সেবা আমি তা করিব । সুবর্ণ  
মাজ্জনী লঞা পথ যে মাজ্জিব ॥ তার লাগি উৎকণ্ঠা  
না হয় মোর মনে । অতিশয় উৎকণ্ঠা চৈতন্য দর-  
শনে ॥ রথ আগে নৃত্য করিবেন গোরহরি । দেখিতে  
বড়ই স্পৃহা হয় কিবা করি ॥ কহ মিশ্র কতক্ষণে  
হব প্রভু নৃত্য । দেখিলে আপনা আমি মানি কৃত  
কৃত্য ॥ মিশ্র কহে রথে আরোহিলা জগন্নাথ । চারি  
দণ্ড বই নৃত্য দেখিবে সাক্ষাৎ ॥ রাজা কহে মিশ্র  
মোরে কহ বিচারিয়া । সে নৃত্য দেখিব আমি  
কো স্থানে রহিয়া ॥ এই স্থানে থাকি যদি করি  
দর্শন । তবে অতি পরিতোষ না পাইব মনঃ ॥  
নিকটে যাইয়া যদি করি দর্শন । সে সুলভ না হইব  
হেন লয় মনঃ ॥ প্রভুর পার্শ্বদ সব চৌদিগে থাকিব ।  
সঙ্গোষ্ঠী প্রবেশ আমি কেমনে করিব ॥ প্রভু মধ্য  
হইব চৌদিগে ভক্ত গণ । কি কপে হইব মোর নৃত্য  
দর্শন ॥ যে হউ সে হউ মিশ্র এই মোর মনঃ ।  
চৈতন্য চন্দ্রের নৃত্য হব যতক্ষণ ॥ ততঃক্ষণ থাকিব

সে স্থানে দাণ্ডাইয়া । চৈতন্যের কৃপা দেবী শরণ  
 লইয়া ॥ কায়মনঃ বাক্যে যদি তাঁতে ভক্তি থাকে।  
 তবে তাঁর নর্তন দেখিব কোন পাকে ॥ মিশ্র কহে  
 মহারাজ যে ইচ্ছা তোমার । কিন্তু আমি আর এক  
 কহি সমাচার ॥ মহাদেবী সব আসিয়াছে নীলা-  
 চনে । প্রভুকে দেখিল। তাঁরা স্নান যাত্রা কালে ॥  
 অতি ভক্তি তাঁ সভার হৈল সেই হৈতে । নিরবধি  
 থাকে কৃষ্ণ চৈতন্য কথাত্তে ॥ ইতো মধ্যে শুনিবেন  
 অপূর্ব আখ্যান । রথ আগে নৃত্য করিবেন ভগবান ॥  
 মোর স্থানে কঞ্চুকী দিলেন পাঠাইয়া । মহাপ্রভু নৃত্য  
 লীলা দেখিব বলিয়া ॥ মহারাজা বলে মিশ্রে  
 জিজ্ঞাসা কি তার । সুখে নৃত্য দেখে ইচ্ছা যেন তাঁ  
 সভার ॥ কে এমন মূঢ় আছে তাহা নিষেধিব । তা  
 সভার জন্ম নেত্র কৃতার্থ হইব ॥ মিশ্র কহে ত্বর  
 তবে কর নরেশ্বর । এখনি আসিব জগন্নাথ রথো-  
 পর ॥ রাজা কহে যে কহিলে এই কথা বটে । মিশ্র  
 কহে আমি যাই চৈতন্য নিকটে ॥ অউলী ছাড়িয়া  
 রাজা গেল। স্থানান্তরে কাশীমিশ্র গেল। ভগবানের  
 গোচরে ॥ রাজার মহিষী সব কঞ্চুকীর সঙ্গে । অউ-  
 লীতে আরোহণ কৈল অতি রঙ্গে ॥ সিংহদ্বার  
 দ্বিধানে অউলী উচ্চতর । তাহে থাকি রথ দেখি  
 হরিষ অন্তর ॥ হেনকালে জগন্নাথ উঠিলেন রথে ।  
 বলভদ্র সুভদ্রা দোহারে করি সাথে ॥ মৌরিদল  
 বলে রাণী কর দরশন । অই জগন্নাথ কৈল রথ  
 আরোহণ ॥

॥ তথাহি ॥

সংপ্রাপ্তো রথকঙ্করং তনুভূতাং নেত্রৈর্মনোভিঃসমং,

শ্রীনীলাচল চন্দ্রমারথপথং সংপ্রাপ গোঁরোহরিঃ ।

ভারাক্রান্ত তরৈব নেত্রমনসী তেষাং বরং মুঞ্চতঃ,

পূর্কং নৈব পরন্তু পূর্ক পরয়োঃ সত্যং বলীয়ান্ পরঃ ॥

পয়ার ॥ সর্ব লোক নেত্র মনঃ জগন্নাথ সনে ।  
রথের উপরে গেল দেখে জীবদনে ॥ হেনকালে  
গোরহরি সপার্ষদে আইলা । উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি  
কোলাহল হৈলা ॥ জগন্নাথ দেখিছেন যত নারী  
নর । রথপথে দেখে সতে জীগৌর সুন্দর ॥ প্রভুর  
অধুর কপ দেখি নর নারী । চিত্তাপিত রহে জগ-  
ন্নাথেরে পাসরি ॥ পূর্বাপর নিধি মধ্যে পর বলবান ।  
এই ন্যায় সত্য সতে দেখে বিদ্যমান ॥

॥ অপিচ ॥

মণ্ডলৈ জীভিরসৌ স্বজনানাং আবৃতো জয়তি কঙ্কনগৌরঃ ।

বীজকোষইববারিকুহস্য, প্রোল্লসত্তর সহস্রদলস্য ॥

পয়ার ॥ লোকের সম্বন্ধে হৈল চৈতন্য দেখিতে ।  
না পাবেন স্থান প্রভু কীর্তন করিতে ॥ তা দেখিয়া  
চৈতন্যের পার্শ্বদ সকল । নৃত্য স্থান কৈল হঞা  
এ তিন মণ্ডল ॥ চৌদিগে পার্শ্বদ মধ্যে শচীর কুমার ।  
সহস্র দলের মধ্যে যৈছে কর্ণিকার ॥

পয়ার ॥ রাজ রাণী দেখি সব করিল প্রণাম ।  
কে কোন মহান্ত সৌরিদল্লেরে সুধান ॥

১ তথাহি ॥

কালীধরোহজমিবহিবলয়স্য মুখো, গোবিন্দ উত্তমতমোহ

অনিমধ্যমস্য । অভ্যন্তরস্য মণিরজ জয়তি স্বরূপঃ, সামা-  
জিকঃ কিস পুরীশ্বর ঈশ্বরাত্রে ॥

পয়ার ॥ কথুকা বলেন দেবী প্রথম মণ্ডল ।  
প্রধান দেখয়ে কাশীশ্বর মহাবল ॥ মত্ত সিংহ হেন  
বুলে' লোকেরে ঠেলিয়া । গোবিন্দ আছেন পাছে  
জন কথো লঞা ॥ ভিতর মণ্ডলে ত্রিষকপাদি  
গোসাঞি । মৃদঙ্গ তালাদি লঞা আছেন দাপ্তাই ॥

পয়ার ॥ মধ্যে সভে গৌরচন্দ্র পুরীশ্বর মনে ।  
কপের উপায়া নাহি এতিন ভুবনে ॥ ঢকা কাঁসী  
কাহান কর্ণাল ডমক ঢোল । পনব বারবরী ভেরী  
বাদ্য উতরোল ॥ রথ নাহি চলে জগন্নাথ হৈলা  
হির । মৃদঙ্গ তালাদি ধ্বনি হইল গম্ভীর ॥ রাজ  
আজ্ঞা অন্য বাদ্য কৈল নিবারণ । স্বরূপ আরম্ভ  
কৈল হরি সৎকীর্তন ॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু উল্লসিত  
মনে । প্রভুর মনের কথা স্বরূপ সে জানে ॥ জয়  
জগন্নাথ জয় নীলাচলচন্দ্র । স্বরূপ গায়েন এই  
পদ পরানন্দ ॥ পদ শুনি প্রভুর আবেশ অতি হৈল ।  
হরি বোল বলি প্রভু কৃতা আরম্ভিল ॥ প্রভুর পার্শ্বদ  
গণ সভে বেটিয়াছে । দেখিতে না পায় রাজা আছে  
সব পাছে ॥ প্রভুর মধুর কপ প্রেমের বিকার । নেত্র  
মনঃ প্রভুতে আবিষ্ট সভাকার ॥ রাজা যে আছেন  
পাছে কেহ নাহি জানে । রাজার উৎকণ্ঠা অতি  
না পায় দর্শনে ॥

॥ তথাহি ॥

সঙ্কোচাধিরলী করোতি জনাং ঐচ্ছন্য পাদাশ্রয়ান,

তৈত্তৈর্গাঢ় নিরন্তরাবৃত্তয়া গৌরঞ্চনোপশ্যতি ।  
সোংকণ্ঠং নয়নদ্বয়ীং ততইতো ব্যাপারয়ন্তরং,  
সংপ্রেপসুহরিচন্দনাং সবিনসদ্বাহনুপোদ্ভায়াতি ॥

পর্যায় ॥ সংকোচনে রাজা আছে প্রভু ভক্ত গণে ।  
ইতি উতি চলে নেত্র দর্শন কারণে ॥ রাজ প্রিয়-  
পাত্র শ্রীহরি চন্দন সে নাম । তার কান্ধে হস্ত রাজা  
উদ্ধ নেত্রে চান ॥ জলযন্ত্র ধারা যৈছে বহে প্রেম  
নীর । পুলকে ব্যাপিল প্রভুর সকল শরীর ॥ মথ্যে  
মথ্যে হরিধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে । মহাপ্রভু মধুর  
মধুর নৃত্য করে ॥ রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ।  
আনন্দে আপনা পাশরিল ভক্তগণ ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত  
রাজার আগে থাকি । আবেশে দেখেন নৃত্য  
অনিমিষ আঁখি ॥

॥ তথাহি ॥

রাজাক্ষি বস্ত্রভিদূরং হরিচন্দনোহসৌ, শ্রীবাসমন্তরয়তি  
স্বকরেণ মন্দং । ক্রটৌজমান তমসৌ প্রতিক্রটৌমেনং,  
রাজৈব সান্তরতি সানুনয়ং নয়নং ॥

পর্যায় ॥ মহোপ্র প্রতাপ মহারাজা গজপতি ।  
তিহো পাছে আছে দৃষ্টি নাহি তার প্রতি ॥ পাত্র  
হরি চন্দন আপন হস্ত দিয়া । শ্রীবাসে ঠেলিল কিছু  
সাহকার হঞা ॥ প্রেমে মত্ত শ্রিনিবাস বাহ নাহি  
জানে । রাজ পাত্র ঠেলে তার কোথ হৈল মনে ॥  
রাজ পাত্র চাপড় মারিল শ্রিনিবাস । ক্রুদ্ধ হৈল  
পাত্র দেখি রাজার তরাস ॥ রাজা কহে পাছে মোর  
সর্বনাশ হয় । জানি কিছু দুর্ভাগ্য শ্রিবাসে পাত্র কয় ॥

রাজা কহে শান্ত শান্ত হও সাবধান । ক্রোধ ছাড়ি  
পণ্ডিতেঁরে করহ প্রণাম ॥ কতেক জন্মের ভাগ্য  
তোমার আছিল । চৈতন্য পার্শদ হস্ত স্পর্শ তেঞি  
হৈল ॥ শ্রীবাসের, করাঘাত আমি পাইতু যবে ।  
আপনাকে কৃতার্থ মানিতু আমি তবে ॥ পরম  
গম্ভীর রাজা অতি ভজিমান । নীতে হরি চন্দনে  
করিল সাবধান ॥

পরার ॥ সৌরিদল দেখি তাহা অটালী উপরে ।  
দেবী সকলেরে কহে পাঞা চমৎকারে ॥ মহারাজ  
পাত্ৰ লোক পূজ্য হেন জনে । মারল ব্রাহ্মণ হৈয়া  
ভয় নাহি মনে ॥ রাণী কহে কঞ্চুকী তুমি সে অগে-  
য়ান । ইশ্বরের পার্শদ মহিমা নাহি জান ॥ যম কাল  
আদ্যে যারা দুঃখপাঞ না করে । হরি চন্দন কোন্ বা  
বরাক বল তারে ॥ তাহে অতি নিরপেক্ষ পণ্ডিত  
শুনিল । শঙ্খ কেশে ধরি যিহোঁ বাহির করিল ॥  
শুনি সৌরিদল পুনঃ চাহে নৃত্য স্থানে । আবেশে  
হস্তার প্রভু করে ঘনে ঘনে ॥ সিংহগ্রীব সিংহ  
গতি সিংহের গজ্জন । উদ্ভণ্ড করেন নৃত্য ভূমি কম্প  
হন ॥ কঞ্চুকী বলেন রাণী হোর দেখ চাঞা । বিক্রম  
হইল কিবা মূর্তিমান হঞা ॥ এখনি মধুর নৃত্য  
মধুর দেখিল । এখনি প্রতাপে যেন ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল ॥  
প্রভুর প্রতাপে লোক দূরে দূরে গেল । কীর্তনের  
স্থল অতি প্রসর হইল ॥ উচ্চ লক্ষ দিয়া প্রভু পড়েন  
আছাড় । লোকে বলে হায় পাছে চূর্ণ হয় হাড় ॥

॥ তথাহি ॥

উদ্যমতাণ্ডব বিধৌ জগদীশ্বরস্য, সর্বে পারম্পর  
কর গ্রহণং বিধায়। বাহু প্রসার্য পরিতঃ প্রসরন্তি  
শম্বতুমৌ স্বলভু রতনৌ কৃতশঙ্কয়েব ॥

পর্যায় ॥ প্রভুর উদ্যম নৃত্য দেখি ভক্ত গণ।  
হাতে হাতে ধরি কৈল মণ্ডলী রচন ॥ বাহু পমা-  
রিয়া সবে প্রভু সঙ্কে ধায়। এই শঙ্কা পাছে ক্ষত  
হয় প্রভু গায় ॥

পর্যায় ॥ রাণী সব বলে এবে লোক দূরে গেল।  
এবে প্রভু দরশন সুখেতে পাইল ॥

॥ তথাহি ॥

ক্ষণমুৎপলবর্তে মৃগেন্দ্র কম্পং, ক্ষণ মাধাবতি  
মহুনাগ তুলাং। ভ্রমতিক্ষণ মলাতচক্র প্রভ মা-  
নন্দ তরঙ্গতো যতীন্দ্রঃ ॥

পর্যায় ॥ ক্ষণে প্রভু লক্ষ্য দেই সিংহের বিক্রম।  
মহুর চলেন ক্ষণে মত্ত গেল সম ॥ আলাচক্রের  
প্রায় ক্ষণে পাক ফিরে। আনন্দ তরঙ্গে নানা মত দশা  
করে ॥ বিস্তর বৈষ্ণব সঙ্কে ফিরে কৃষ্ণ গাই। তাঁ সভার  
প্রধান শ্রীষকপ গোসাঞি ॥ পুরম বৈষ্ণব তিহেঁ সব  
রস জানে। না কহিতে গায় গীত যেই প্রভুর মনে ॥

॥ অপিচ ॥

অন্তর্ভাববিদা মুদার, মনসা মাদ্যঃ স্বরূপো যদা,  
স্বলান্তঃ দিশতীদমেব সকলঃ প্রীতৌব তন্মায়তি।  
তস্যার্থস্তনু মানিব প্রতিকলন্ গৌরো নরীনৃত্যতে,  
ভূতাক্ষরভঙ্গকম্পপুলক প্রবেদ মুচ্ছাস্মিতৈঃ ॥

পয়ার ॥ জানিয়া প্রভুর মনঃ যে গাইতে বনে ।  
সেই গীত গান করে বৈষ্ণব সকলে ॥ স্বরপের গানে  
প্রভু আনন্দিত মনে । হস্ত মুখ ভঙ্গী করি সে গীত  
বাখ্যানে ॥ ক্ষণ স্তম্ভ ভাবে প্রভুর হে স্থির হঞা ॥ ক্ষণে  
শত ধারা বহে দুই নেত্র বাঞা ॥ স্বরভঙ্গ কম্পে স্বদ  
পুলক মুচ্ছিত ॥ প্রেম দেখি সর্ব লোক হইল বিস্মিত ॥

পয়ার ॥ রাণী সব বলে ভাগ্য হৈল মো সভার ।  
আশ্চর্য দেখিল প্রেমানন্দ চমৎকার ॥ কঞ্চুকী  
বলেন দেখ এ বড় প্রমাদ । নৃত্যাবেশে প্রভুর হইল  
মহোৎসাদ ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দায়ুনিধে নবৈদিকতমৈ রুচ্যাবচৈ রুদ্ভিভিঃ  
নৃত্যোন্মাদ মদেন গৌর ভগবত্যানন্দ মুচ্ছাং গতে ।  
নিষ্ঠেবঃ কঠিনোইসমসবদভূচ্ছাসো ন সংলক্ষ্যতে,  
কান্তিঃ কেবল মুচ্ছুলৈব সুহৃদা মাশ্বাস বীজায়তে ॥

পয়ার ॥ মুছাগত হঞা প্রভু পড়িল ভূমিতে ।  
নিষ্ঠীব কঠিন লাল। কিম পূর্ণ মুখে ॥ অবিচ্ছিন্ন অশ্রু  
জল নেত্রে মাত্র ঝরে । বিবশ হইল। প্রভু খাম গেল  
দূরে ॥ অঙ্গ কান্তি উজ্জ্বল করিছে বলমল । তেঞি  
সে আশ্বাসে আছে ভকত মণ্ডল ॥

পয়ার ॥ রাজরাণী সব মহাপ্রভু দশা দেখি ।  
বিকল হইল কান্দ ফুলাইল আখি ॥ কঞ্চুকী বলয়ে  
প্রভু বটেন ঈশ্বর । এই জ্ঞান আছে তেঞি প্রাণ আছে  
মোর ॥ নহিলে প্রভুর হেন দশা দরশনে । এখনি  
তাজিতু প্রাণ কি কায় জীবনে ॥



॥ তথাহি ॥

রোমাঞ্চঃ পুনরুন্নিষন্তি নয়নে ভূয়োপিপর্যাঞ্চনী,  
নিষ্ঠেবশ্চ পুনঃ প্ররোহতি পুনঃ শ্বাসোধরং ধাবতি ।  
সর্কেষামভিতোহভিতঃ সমুদয়ত্যাঙ্গাদ কোলাহলো,  
দেবোজাগরয়াঞ্চকার হৃদয়ং স্বানন্দমূচ্ছাং তাজন্ ॥

পয়ার ॥ এত বলি রাণী পুনঃ প্রভু পানে চায় ।  
দেখেন পুলক সব ব্যাপিয়াছে গায় ॥ দুনয়নে অশ্রু  
ধারা অধিক উজ্জ্বলে । শ্বাস আসি বহিতে লাগিল  
কণ্ঠ স্থলে ॥ চারি দিগে আহ্বাদিত ভকত মণ্ডল ।  
হরিধ্বনি জয় জয় হৈল কোলাহল ॥ স্বানন্দ মূচ্ছায়  
হৈতে আকস্মিয়া মনঃ । স্বেচ্ছাময় প্রভু করাইল  
দরশন ॥

পয়ার ॥ মহাপ্রভু যখন হইল সচেতন ।  
রাজরাণী সব দেখে উল্লসিত মনঃ ॥

॥ তথাহি ॥

যেনৈব গীতেন বভূব মূচ্ছা, তেনৈব ভূয়োজনি  
সংপ্রোবধঃ । ক্রিমেক এরৈষ সাকোপি মস্ত্রঃ,  
প্রয়োগ সংহার বিধৌ স্বতন্ত্রঃ ॥

পয়ার ॥ কঞ্চুকী বলেন অহো দেখ অদভুত ।  
মূচ্ছা পাইলেন প্রভু শুনি যেই গীত ॥ সেই গীত শুনি  
পুনঃ পাইল চেতন । না জানি এ গীত রূপ কোন মস্ত্র  
হন ॥

॥ তথাহি ॥

নৃত্যোন্মাদ তরঙ্গিণী বলবতীরানন্দ বাত্যাক্রমা,  
দত্তাস্মায়তিস্মতত্র জনিতো বীচীতরঙ্গ ক্রমঃ ।

কশিৎ কঞ্চিদনীলশতম পরস্তং চাপরস্তং পর,  
শ্চেত্যানন্দ তরঙ্গজৈববিবিধা বৃত্তির্ন গীতার্থজা ॥

পয়ার ॥ অথবা এ গীত অর্থে হৈন দশা নয় ।  
প্রভুর যে নিত্যোন্মাদ সেই নদী হয় ॥ মহানন্দ  
কপ মহা বড় বহে তায়, ১ ক্রণে ক্রণে নানা মত  
তরঙ্গ উঠায়, ॥ স্ববশ অবশ কভু কভু বা চঞ্চল ।  
নানা কপ করে নৃত্য আনন্দ প্রবল ॥

॥ তথাহি ॥

উপায়মন্দমুপবিশ্য সুখোন্মিবেগ, নিম্মস্য তর্জনিকরা  
লিখতো ধরিত্রীং । আশঙ্কিতঃ কতকূতে সদয়ং স্বরূপো,  
দেবস্য পাণি মকুণ্ডনিজ পাণিনৈষঃ ॥

পয়ার ॥ মূর্ছা ছাড়ি উঠি প্রভু বসিল ভূমিতে ।  
সুখবশে ভূমি লেখে নিজ তর্জনীতে ॥ স্বরূপের প্রেম  
চেঁচা কে কহিতে পারে । হাহাকার করি গেলা প্রভুর  
গোচরে ॥ অঙ্গুলীতে কত পাছে হয় শঙ্কা পাঞা ।  
নিজ হস্তে করি প্রভু হস্তে ধরে যাঞা ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ প্রভুকে ধরি পুনঃ উঠাইল ।  
কীর্তন করিতে শুনি প্রভু সুখ পাইল ॥ হরিবোল  
বলি প্রভু নাচে পুরস্কার । চতুর্দিকে ভক্তগণ করে  
জয়কার ॥

॥ তথাহি ॥

গচ্ছত্যেব জগৎ পতীরথ গতৌ বাহু প্রমাণ্য স্বয়ং,  
প্রীত্যোখ্যাপয়িত্বং রথোদরমির শ্রীগৌর চন্দ্রং পুরঃ ।  
নৃত্যম্বেব সচাপ সর্পতি পরং বাম্যোদয়ে নাঙ্গুনো,  
ছাবেবাক্ষি পথং ব্যতীয়ত রহো ভাগ্যং বিশঙ্গামনঃ ॥

পয়ার ॥ নৃত্য দেখি জগন্নাথে হইল উল্লাস ।  
 আপনে চলিল রথ মহাপ্রভু পাশ ॥ বাহু প্রসারিয়া  
 ধরি শ্রীগৌর সুন্দরে । জগন্নাথ গেলা প্রভু তুলিবার  
 তরে ॥ বাল্য ভাবে যেন প্রভু নাচিতে নাচিতে ।  
 পশ্চাৎ পলান প্রভু হাসিতে হাসিতে ॥ শ্রীজগন্নাথের  
 রথ অতি বেগে ধায় । নাচি নাচি শীঘ্র গতি চৈতন্য  
 পলায় ॥ এই রক্কে গেলা দোহে গুণ্ডিচা মন্দিরে ।  
 রাজরাণী গণ আর না দেখে প্রভুরে ॥

পয়ার ॥ রাণী বলে মো সভার ভাগ্য ফুরাইল ।  
 দক্ষি পথ ছাড়ি প্রভু অদৃশ্য হইল ॥ অতঃপর আমরা  
 চলহ যথা স্থান । কঞ্চুকী সভারে লঞা করিল প্রয়ান ॥  
 হোথা কাশীমিশ্রে কহে রাজা গজপতি । জগন্নাথ  
 গুণ্ডিচা মন্দিরে কৈল স্থিতি ॥ উপবনে গেলেন  
 চৈতন্য ভগবান । লোক চিত্ত হরি লঞা দোহার  
 প্রয়ান ॥ রথোৎসব মহা সুখ নিবৃত্ত হইল । হোরা-  
 পঞ্চমীর যাত্রা প্রত্যাসন্ন হৈল ॥ অতঃপর মিশ্র তুমি  
 কর এই কার্য । লক্ষ্মী যাত্রা করাহ করিয়া অত্যা-  
 শচর্য ॥ সাবধানে কর যাঞা সকল সন্টার । রথ যাত্রা  
 হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥ ছত্র চামরাদি যত ইশ্বর  
 ভাণ্ডারে । আমার ভাণ্ডারে যত ছত্র চামরে ॥ সকল  
 আনিবে বাদ্য ভাণ্ড বহুতর । অদভুত রস যেন হয়  
 মূর্তিধর ॥ আজি হৈতে তুমি সব কর আয়োজন ।  
 আমি আপনার পুরে করিয়ে গমন ॥ কাশীমিশ্রে  
 কহি রাজা নিজ পুরে গেলা । হোথা কাশীমিশ্র মনে  
 চিন্তিতে লাগিল ॥ জগন্নাথ বল্লভ নামেতে উপবন ।

নৃত্য করি গৌরহরি করিল গমন ॥ অদ্বৈতাদি মহাস্ত  
গেলেন প্রভু মনে । কি লীলা করেন তথা দেখি গিয়া  
মেনে ॥ এত বলি উপবনে কাশীমিশ্র গেল । দেখে  
প্রভু বেটি সব মহাস্ত বসিল ॥

। তথাহি ॥

শোমেপরশো মমতং পরেইঙ্কি, মমাপরেদ্য মম  
চাপরেইঙ্কি । মমেতি ভিক্ষাদিননির্গয়েনাদ্বৈতাদয়ঃ  
কৌতুকিনোবভূবুঃ ॥

পয়ার ॥ কেহ বলে প্রভুভিক্ষা আজি আমি দিব ।  
কেহ বলে কালি আমি ভিক্ষা করাইব ॥ পরশ্ব  
আমার ভিক্ষা আমি তার পর । এই মত যুক্তি করে  
মুহাস্ত সকল ॥ কৌতুকে প্রভুর আগে মতে এই কয় ।  
ও স্থানে না যাব আমি এমন সময় ॥ এত বলি মিশ্র  
চলি গেল। স্থানান্তরে । হোরাপঞ্চমীর সব দ্রব্য করি-  
বারে ॥ হেথা প্রভু বসিয়াছে অদ্বৈতাদি মনে ।  
স্বরূপে জিজ্ঞাসে প্রভু মহাস্য বদনে ॥ নীলাচলে  
জগন্নাথ ঈশ্বর আপনে । দ্বারকার লীলা করে বল-  
ভদ্র মনে ॥ গুপ্তিচার' ছল করি ছাড়ি নীলাচল ।  
আইসে সুন্দরাচলে আনন্দ অন্তর ॥ এখানে আছেন  
দিব্য দিব্য উপবন । ইহা দেখি হয় বৃন্দাবনের স্বরণ ॥  
আপনে আইসে ইহা বিহার করিতে । লক্ষ্মীদেবী  
কোনে নাহি আটন নিজ সাথে ॥ স্বরূপ বলেন প্রভু  
শুনহ বৃন্দাস্ত । তোমার বচন হৈল ইহার সিদ্ধান্ত ॥  
আপনে করিলে উপবন দরশনে । বৃন্দাবন স্মৃতি হয়  
জগন্নাথ মনে ॥ বৃন্দাবনে গোপী, সঙ্গে করেন

বিহার । বন্দাবনে না হয় লক্ষ্মীর অধিকার ॥ প্রভু  
 কহে যথার্থ কহিলা এই হয় । তথাপি লক্ষ্মীর কেনে  
 ক্রোধ উপজয় ॥ স্বরূপ বলেন প্রণয়িনী যেই হয় ।  
 তাহার স্বভাব এই সর্বত্র আছয় ॥ আপনার অযো-  
 গ্যতা দেখিতে না পারে । তেঁঞি লক্ষ্মী ক্রোধ করে  
 নীলগিরীশ্বরে ॥ এই মত, প্রসঙ্গে আছেন ন্যাসী  
 মণি । নীলাচলে হৈল হোথা মহা বাদ্য ধ্বনি ॥ বাদ্য  
 শুনি সতে মেলি অনুমান করে । লক্ষ্মীর বিজয় হৈল  
 ঈশ্বর উপরে ॥ সতে বলে ক্ষণ প্রায় চারি দিন  
 গেল । হোরাপঞ্চমীর মহোৎসব ফিরি আইল ॥  
 বাদ্য রস শুনি প্রভুবলৈ হব মনে । অবশ্য দৃষ্টব্য হয়  
 চল সর্বজনে ॥ এত বলি সঙ্গে লঞা মহান্ত সকলে  
 প্রভু দাপ্তাইলা দেখিবার যোগ্য স্থলে ॥

॥ তথাহি ॥ -

মানসক্রম এষনৈব যদিয়ং স্বৈশ্বৰ্য্য বিখ্যাপকৈ,  
 নানাদিব্য পরিচ্ছদৈঃ স্বয়মহোদেবং প্রতিক্রামতি ।  
 ব্যক্তং রৌদ্রসোহয়মমুখিভুবঃ ক্রোধস্যযৎ স্থায়িনো,  
 ভূয়ানৈববিকারএব বিদিতং বৈদক্ষ্য মস্যাঃ পরং ॥

পয়ার ॥ হোথা লক্ষ্মী চতুর্দোলে করি আরোহণ ।  
 বিজয় করিলা সঙ্গে বহু ভৃত্য গণ ॥ জয় জয় ধ্বনি  
 উঠে বাদ্য কোলাহল । চমৎকার হইল গগণ মহী  
 তল ॥ উদ্ধ মুখে দেখে সতে লক্ষ্মীর বিজয় । স্বরূপ  
 গোসাঞি হাসি প্রভু প্রতি কয় ॥ এমন অন্যায়  
 আর কাহা না শুনিল । যেমন বিদক্ষা লক্ষ্মী সব  
 জানা গেল ॥ মানিনীর মানের এমন ক্রম নয় ।

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কাস্ত উপরে সাজায় ॥ নানা বস্ত্র  
অলঙ্কার নানা পরিচ্ছদ । মান করি দেখাইছে আপন  
সম্পদ ॥ সিন্ধুকন্যা মনে স্থায়ী ক্রোধ আছে তার ।  
রৌদ্ররস কপে বাজ, হইল তাহার ॥

পয়ার ॥ পুরীশ্বর স্বরূপে বলে সত্য হয় ।  
কিন্তু যেই দেখে তারে অদ্ভুত লাগয় ॥

॥ তথাহি ॥

পতাকাভি দেবী কলহ মনুভোগীন্দ্রঃ রংসনা,  
সহস্রস্যাভ্যাং যুগপদিব লীঢ়া দশদিশঃ ।  
নভো বাপীহংসৈরিব মুদুচলৈ শ্যামরচয়ৈঃ,  
সিতচ্ছত্রৈঃ কল্লকুবল কমলৌঘৈরিববৃতা ॥

পয়ার ॥ দেখে দেখে লক্ষ্মী চতুর্দোলের উপরে ।  
কত শত পতাকা উড়িছে থরে থরে ॥ উপরে ধবল  
ছত্র তাহাতে পতাকা । বারে বারে উড়ে লক্ষ্মী অঙ্ক  
যায় ঢাকা ॥ অনন্তের নইসু ফণায় হৈতে যৈছে ।  
দ্বিসহস্র জিহ্বা দশ দিগ ঢাকে তৈছে ॥ শ্বেত চামর  
শত শত চারি দিগে পড়ে । হংস শ্বেত পদ্মে যেন  
নভো ব্যাপী বেচে ॥

॥ অপিচ ॥

সুধপানাং ধুমৈঃ প্রতিদিশ মুদীর্গৈরূপ চিত্তে,  
ঘনৌঘে ষষ্ঠীরং ধনতি মুরজা দিব্যতিকরে ।  
বলাকানাং শ্রেণ্যামিব ধবলসন্তোরণ ততো,  
চলন্ত্য। মগন্তা ইবদধতি লাস্যানি শিখিনঃ ॥

## ঐচ্ছিকচন্দ্রোদয় নাটক ।

॥ তথাহি ॥

পুরোষারত্নীতি গুণ বিজিত রত্না প্রতীতি,  
লসলীলালাস্যঃ সুহরতি নয়ন্তীতি রতিতঃ ।  
সমস্তাদাসীতি ব্যজনচয় তাবুল পুটিকা,  
মণি ভূঙ্গারাদি গ্রহণ চটনাভিঃ পঙ্কিবৃত্তা ॥

পয়ার ॥ ধূপ ধূম বহুতর উঠয়ে প্রচুর । ঢকা ঢোল  
কাঁহানা দি বাজিছে বিস্তর ॥ নানা মণি সুবর্ণে  
নির্মিত চতুর্দোল । জগন্নাথ রথ গানি করে ঝল ঝল ॥  
তাহার উপরে দেখ বসিয়াছে রমা । কোধে অন্ধ  
তভুসব দেখহ ভঙ্কিমা ॥ পুরীশ্বর বাক্য শুনি স্বরূপ  
হাসিনা । লক্ষ্মী মান বৈদক্ষী এবে সে ব্যক্ত হৈল ॥  
ঐচ্ছিক গোমাঞি তবে পুছে স্বরূপেরে । কেমন প্রণয়  
মান कहিবে আমারে ॥

॥ অপিচ ॥

বিমানস্যঃ স্ত্রীমিব বিদধতীঃ মুখ মহসা,  
চতুর্দোলীঃ চামীকর মাণসয়ী মুখিতবতী ।  
অতি ক্রোধাক্ষাপি স্বয়ম্বর সমাভয় হৃদয়া,  
পরোধেঃ পুঞ্জীয়ঃ পিতৃজনি তদপৈধবলতে ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ বলেন যবে যেমন প্রণয় ।  
মানের বৈদক্ষ্য তার তেন মত হয় ॥ প্রভু বলে  
তথাপি শুনিতে ইচ্ছা হয় । স্বরূপ বলেন গোপী  
মান যৈছে হয় ॥ নায়কের শিরোরত্ন ক্রীনন্দ নন্দন ।  
কদাচিত্ত যদি কৃত অপরাধ হন ॥ ব্রজাঙ্গনা মানিনী  
হইয়া দুঃখি মনে । মান বস্ত্র পরে তৈছে সব বিভূ-  
ষণে ॥ কোধ মুখে তজ্জনীতে করি ভূমি লিখে ।

হাস্য নাহি কথা নাহি মৌনী হঞা থাকে ॥ আপনে  
গোবিন্দ যান মান খণ্ডাইতে । প্রণাম করেন য়াঞা  
পড়িয়া ভূমিতে ॥

॥ তথাহি ॥

কিং পাদান্তমুপৈরি নাশ্বিকপিতানৈবা পরাক্রো ভবা,  
মিহেতু নহি জায়তে কৃতধিরাং কোপোহপরাধোহথবা ।  
যোগ্য এবহি যোগ্যতাং দধতি তং কিং ময়া যোগ্যয়া,  
তেনাদ্যাবধি গোকুলেন্দ্র তনয় স্বাচ্ছন্দ্য মেবাস্তুতে ॥

পয়ার ॥ কেনে লুঠ পাদান্তে মানিনী তাঁরে কয় ।  
আমিত না করি কোথ তোমার বিষয় ॥ আমা স্থানে  
অপরাধ নাহিক তোমার । হেতু বিনা কোথাহ না  
হয় কোথ কার ॥ কিন্তু যোগ্য তোমার যে আচ্ছয়ে  
জগতে । সেই সে যোগ্যতা ধরে তোমার অপ্রেতে ॥  
আমি সে অযোগ্য তুমি গোকুলেন্দ্র পুত্র । স্বচ্ছন্দে  
অন্যত্র যাঞা কর প্রেমসূত্র ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ বলেন কোপ বৈদধ্য এ হয় ।  
ধাড়ী সাজি যুঝে মানিনীর রীত নয় ॥ শুন প্রভু  
মানের প্রকার আঁছে আর । সুখে প্রভু কহ কহ বলে  
বার বার ॥ স্বরূপ বলেন কৃষ্ণ মানিনীর স্থানে । দেখা  
করি আইলা সুবল বিদ্যমান ॥ সুবল বলেন কোথ  
ভাবিতে পারিলে । মানিনীর চেফা সব কৃষ্ণ তারে  
বলে ॥

॥ তথাহি ॥

দুরাদুস্থিত মস্তিকং মন্নিগতে পীঠং করোণা পিতং,  
শিখা ভাষিণি ভাষিতং মদ সধানিস্যানি মদং বচঃ ।



আক্লটেক্ষ মথাসনং প্রকটিতো হর্ষস্তয়া শ্লিষ্যতি,  
প্রত্যাক্লিষ্ট মবাময়ৈব মনসো বাম্যং তন্মাবিকৃত ॥

পয়ার ॥ দূরে হৈতে আমা দেখি উঠি দাপ্তাইলা ।  
নিকট যাইতে পীঠ বসিবারে দিলা ॥ হাসি তাঁর  
প্রতি যবে কহিলু বচন । হাসি বাক্য বৈল যেন সুধা  
বরিষণ ॥ তাঁর অর্দ্ধাসনে আসি বসিলাও যবে । বাছে  
হর্ষ প্রকাশ করিলা প্রিয়া তবে ॥ ধরি তাঁরে  
আলিঙ্গন করিলু যখন । আমারেহো ধরি তিহ  
কৈল আলিঙ্গন ॥

পয়ার ॥ শুনি প্রভু আনন্দে বলেন স্বরূপে ৷  
পূর্বে হৈতে এ বড় সুরস লাগে মোরে ॥ এই মতে  
প্রভুতে স্বরূপে কহে ভাষ । ক্রীবাস বলেন তাঁরে  
করি পরিহাস ॥

॥ ত্রিপদী ॥

ভ্রজাঙ্গিনী গোপজাতি, বন মাঝে করে স্থিতি;  
গো মহিষ আদি মাত্র ধন ।

দুঃখি হঞা পড়ি থাকে, দয়া করি কৃষ্ণ তাকে;  
প্রীতি করে হইয়া করুণ ॥

এমন ঐশ্বর্য্য পায়, তবে সে সাজিয়া যায়,  
কৃষ্ণ সঙ্গে করে যাঞা রণ ।

কিছু করিবারে নারে, দুঃখে বসি থাকে ঘরে;  
জরাসন্ধ বৈরাগ্য যেমন ॥

॥ তথাহি ॥

অস্যাঃ পশ্যাত্তো মদস্য মহিমা দাসী কুলেনেশ্বরী,  
গর্জোৎসেক মদোদ্ধরেণ যদমী বদ্ধাকটী রোথসি ।

মুখ্য। এব জগৎপতেঃ পরিজনাঃ প্রত্যেক মাকর্ষতা,  
পাত্যন্তে স্ননজেশ্বরী পদ পুরঃ প্রাপয্যচৌরাইব ॥

চাণ্ডা দেখ লক্ষ্মী পানে, চমৎকার ত্রিভুবনে;  
সহস্র সহস্র দাসী সঙ্গে ।

গর্ভমদে অন্ত্র তার, নিকৃষ্ট জনের পারা;

জগন্নাথ ভূতেষ্য বাক্ষে রঞ্জে ॥

দড়ী বাঁকি কাটি দেশে, টানি আনে ক্রোধাবেশে,

জগন্নাথ মুখ্য মুখ্য জনে ।

রাজা যেন চৌরে ধরি, আনি নানা শাস্তি করি;

পেনে লক্ষ্মী দেবীর চরণে ॥

শাস্ত্রে এ প্রমাণ ধরে, ভূতেষ্য অপরাধ করে;

স্বামী তার দণ্ডের ভাজন ।

সে হইল বিপর্যায়, স্বামী অপরাধী হয়;

দণ্ড পায় তার ভূত্য গণ ॥

স্বরূপ হাসিলা শুনি, শ্রীনিবাসে কহে বাণী;

দেখহ পণ্ডিত সাবধান ।

তোমার দেবীর কর্মে, হাস্য উঠে মোর মর্মে;

বৈদ্যক্য দেখহ বিদ্যমান ॥

॥ তথাহি ॥

অচৈতন্যস্যাত্মরথস্য কোবা, মন্তঃ কথং তাদ্যত

এষ ভূতৈঃ । যাস্যাত্মদুরেহ মিতীশ্বরেণ, প্রোক্তে

কথং বাহুশ্মি দীর্ঘ কোপঃ ॥

অচৈতন্য রথ খানে, তাতে এত ক্রোধ কেনে;

ভূত্য দ্বারে তার দণ্ড করে ।

তার দেখ বিদ্যতা, শুনি ঈশ্বরের কথা;

যাব শীঘ্র আমি নীলাচলে ॥  
 ক্রোধ সব গেল দূরে, শান্ত হঞা চলে যারে;  
 কোন বা আদর ইতি হয় ।  
 শ্রীবাস বলেন স্বামী, বিচার করিল আমি;  
 এই রীতি ঈশ্বরী করায় ॥  
 স্বরূপ বলে পণ্ডিত, সদা কর আশ্রয়িত;  
 ঈশ্বর ঈশ্বরী গর্ব কর ।  
 গোপীর ঐশ্বর্য যত, মুখে তা কহিব কত;  
 কিছু কহি তাহা চিন্তে ধর ॥  
 মহালক্ষ্মী গোপী গণ, সর্বেশ্বরী রাধা হন,  
 চিন্তামণি হয় বৃন্দাবনে ।  
 কোটি লক্ষ কম্পনাথী, অপ্ৰাকৃত মৃগ পাথী;  
 রাধা বিহরেণ হেন স্থানে ॥  
 লক্ষ্মীশ্বর নারায়ণ, তাঁর যেহো অংশীহন;  
 — হেন কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে ।  
 কাম ধেনু চরাইয়া, লুপ্তা সঙ্কে রাম লঞা;  
 ভ্রমি বলে মুরলী বদনে ॥  
 মৎস্যাদিক অবতার, অংশ হৈতে হয় যার;  
 হেন কৃষ্ণ সযত্ন করিঞা ।  
 রাধার প্রসাদ তরে, বিবিধ উপায় করে;  
 জপ ধ্যান স্তোত্রাদি পড়িয়া ॥  
 এক ঘট সুধা তরে, লঞা তবেশ্বরীশ্বরে;  
 দেবাসুর বহু যত্ন কৈল ।  
 সুধার কলস লাভে, কৃতার্থ হইলা সবে;  
 কম্পাবধি মরণ জিনিল ॥

তাহা হৈতে পরামৃত, বৃন্দাবনে জন যত,  
 গোপ গোপী স্নান পান করে ।  
 ইচ্ছা শক্তি আছে তথা, কহিতে না হয় কথা,  
 ইচ্ছা বুঝি সেবা করি ফিরে ॥  
 ঐশ্বর্য্য নাহি কৈ মনঃ, প্রেম করে আশ্বাদন;  
 মাধুর্য্য লীলায় সদা মনঃ ।  
 সকল ঐশ্বর্য্য যথা, সেবুঝিলে যথা তথা;  
 হেন স্থান হয় বৃন্দাবন ॥  
 শুনি প্রভু মুখে হাস, কহে শুন ক্রীনিবাস;  
 দ্বারকা বিলাস প্রিয় তুনি ।  
 তেঞি ঐশ্বর্য্য্যংশে মনঃ, স্বকপের বৃন্দাবন,  
 প্রিয় ইহা বুঝিলাও আমি ॥  
 হাসি কহে ক্রীনিবাস, বৃন্দাবন সুখোল্লাস;  
 সকল জানিয়ে আমি জ্ঞানে ।  
 কিন্তু পরিহাস করে, সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া ফিরে;  
 তাতে অন্যমন্য মানিবে মনে ॥  
 এইমত কথা রঞ্জে, ভক্ত বৃন্দ করি সঙ্গে;  
 প্রভু আছে লক্ষ্মী গেলা ঘরে ।  
 যাত্রা হৈল অবসান, দীন প্রেমদাস কন;  
 গৌর পদ ভাবিয়া অন্তরে ॥

পয়ার ॥ লক্ষ্মীর বিজয় দেখি ক্রীগৌর সুন্দর ।  
 আনন্দে বসিয়া আছে সঙ্গে সহচর ॥ প্রভ সঙ্গ সুখ  
 আর রথ মহোৎসব । লক্ষ্মীর বিজয় আর লীলা কথা  
 সব ॥ দেখি শুনি অদ্বৈত পরম প্রীতি হৈলা । মাশ্রু  
 নেত্রে প্রভু আগে কহিতে লাগিলা ॥

॥ তথাহি ॥

ভবৎ পদান্তোরুহয়োরনুগ্রহা, দম্মা দৃশামী-  
দৃশামীদৃশং মহৎ । বভূব সৌভাগ্য মহো  
মহোৎসবা, মূর্ত্তাইবামী বিরিশু দৃশোঃ পথি ॥

পয়ার ॥ তোমার পদান্তোরুহ অনুগ্রহ হৈতে ।  
এমন এমন সুখ দেখিনু সাক্ষাতে ॥ ত্রিভুবনে দুর্লভ  
সৌভাগ্য মো সভার । তোমার কৃপাতে হৈল বড়  
চমৎকার ॥

পয়ার ॥ অদ্বৈতের বাক্যে প্রভু আনন্দিত হৈলা ।  
ভক্ত ভাব ছাড়িয়া ঐশ্বর্য প্রকাশিলা ॥ কহিতে  
লাগিলা মেঘ গম্ভীর বচনে । তুমি আমি যে সব কে  
পড়ে তুয়া মনে ॥ পূর্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ভক্ত গণ ।  
স্বয়ং ভগবান আমি শ্রীনন্দনন্দন ॥ নিত্যদা নিবাস  
মোর হয় চারি ধামে । ব্রজ মধুপুর গোলোক দ্বারা  
নামে ॥ মথুরাতে দ্বারকাতে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । ব্রজেতে  
গোলোকে গোপ লীলা কপকর্ম ॥ মূল ধাম গোকুল  
মনুষ্য রূপ লীলা । তাহার ঐশ্বর্য অংশে গোলোক  
জন্মিলা ॥ নন্দ যশোদাদি যত গুরু পরিবার । ব্রজে  
গোলোকেতে দুই রূপে স্থিতি তাঁর ॥ দুই রূপে দুই  
স্থানে সভাকার স্থিতি । আমার সমান মোর পরিবার  
গতি ॥ আমি যেন নিত্য তৈছে মোর ভক্ত গণ ।  
মোর স্থান সম নিত্য প্রলয় না হয় ॥ সৃষ্টি আদি  
লাগি করি নানা অবতার । পরবে্যাম নারায়ণ বিলাস  
আমার ॥ মহালক্ষ্মী তাঁর প্রিয়া বহু দাসী তাঁর ।  
সুনন্দাদি পারিষদ চক্রাদ্যস্ত যার ॥ নর শক্তিযুত

যোগ পীঠ বরাসনে । নারায়ণ আছে মহা বৈকুণ্ঠ  
ভবনে ॥ বাসুদেব আদি চারি জন চারি দিগে ।  
দুর্গাবিনায়ক আদি শত দিগ ভাগে ॥ মৎস্য কূর্ম  
আদি যত অবতার গণ । নারায়ণ বেটি পরব্যোমে  
তার। হন ॥ মধ্যস্থানে নারায়ণ মহা মহেশ্বর ।  
তিহে মোর বৈকুণ্ঠ বিলাস মূর্তিধর ॥ তাঁর চারি  
দিগে চারি বেদ মূর্তিমান । নারায়ণে শুব করে বিবিধ  
বিধান ॥ বেদগণ চারি রূপে কৃষ্ণ সেবা করে । গোপী  
রূপে বৃন্দাবনে সঙ্কেতে বিহরে ॥ অঙ্কর রূপেতে  
সর্বলোকে দেই জ্ঞান । শব্দ রূপে মুরলীতে কৃষ্ণ  
মুখে গান ॥ নারায়ণে শুব করে মূর্তিমান হঞা । শ্রমে  
ঘর্ম পাত হয় সর্বাঙ্গ বাহিয়া ॥ সেই ঘর্ম নদীরূপে  
বিরজাতে বয় । পরম পবিত্র জল পরব্যোমে রয় ॥  
পরব্যোম বেটি বিরজার অবস্থিতি । পরম পুরুষ রূপে  
তাহে মোর মূর্তি ॥ মহাবিশু তাঁর নাম অতি মহো-  
ত্তম । যোগনিদ্রা অবলম্বি করিল। বিশ্রাম ॥ তাঁর  
অঙ্গে অনন্ত রোমের যে বিবর । প্রতি বিবরেতে আছে  
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥ দ্বিতীয় যে ব্যূহ সঙ্কর্ষণ নাম তাঁর ।  
পুরুষের রোম কূপে করে বীৰ্য্যাধান ॥ চিহ্নক্তি  
স্বরূপ বীৰ্য্য প্রভাব অপার । ব্রহ্মাণ্ড জন্মায়ে তাহে  
কপ কূপাধার ॥ ব্রহ্মার জীবন ব্যাপী তাঁর ধাম  
বয় । শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডের গণ মায়াতে পড়য় ॥ বির-  
জার পারে হয় মায়ার বসতি । বিরজাতে বৈকুণ্ঠে  
মায়ার নাহি গতি ॥

॥ তথাহি ॥

নয়ত্র মায়া কি মূতা পরে হরেরনব্রতা

যত্র সুরাসুরাচ্ছিতা ॥

পয়ার ॥ মহা বিষ্ণু হৈতে ভিন্ন হয় অণ্ডটয় ।  
খাস অস্ত্রে পুনঃ রোম কপে পায় লয় ॥

॥ তথাহি ॥

প্রধান পরম বেণাম্বে রত্নরে বিরজা নদী ।

বেদাঙ্গ স্বৈদ জনিতৈ শ্রোত্রৈঃ প্রসাবিতা শুভা ॥

যোগ্য নিদ্রাং গতস্তত্র সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্ ।

তদ্রোম বিলজালেষু বীৰ্যাং সঙ্কর্যণস্যচ ।

হৈমান্যগুণি জাতানি মহাভূতাবৃতানিচ ॥

॥ তথাহি ॥

যস্যৈক নিশ্চসিতকাল মথাবলম্ব্য,

জীবন্তি রোম বিলজা জগদ্রণনাথাঃ ।

কিঞ্চমহান্ সইহ যস্য কলাবিশেষো,

গোবিন্দমাদি পুরুষঃ তমহং ভজাম ॥

পয়ার ॥ একেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থান যত গতি ।  
তার অস্ত না জানে মহেশ শত ধৃতি ॥ সপ্ত স্বর্গ  
সপ্ত পাতালেতে অবস্থিষ্ট । সুর নর নাগাদি আচ্ছয়ে  
ভিন্ন ভিন্ন ॥ কীটাদি ইন্দ্রাণ্ডয় সব জীব হয় । ব্রহ্মা-  
ণ্ডেতে জন্মে তারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় ॥ ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ  
পঞ্চাশত কোটি যোজন । ব্রহ্মাণ্ড লোক আদি  
তাতে চৌদ্দ ভুবন ॥ তেত্রিশ কোটি তেত্রিশ সহস্র  
দেবতার সৃষ্টি । সপ্ত স্বর্গে বসে তারা সর্ব ভোগে  
তৃষ্টি ॥ পৃথিব্যাদি সপ্তলোকে মনুষ্যাদি স্থিতি ।

## ঐচ্ছন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

কৃষ্ণ ভক্তি হীন সতে মায়া লুপ্ত অতি ॥ বিরজা  
বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদি কৃষ্ণ ধাম । নিষ্কাম ভক্তের  
হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণ লোক  
সব হয় । এক পাদ বিভূতি কেবল মায়াময় ॥

॥ তথাহি ॥

পাদান্তরো বহিস্তাসন্ন প্রজানাং য আশ্রমাঃ ।

অন্ত ত্রিলোক্যামপরোঃ গৃহমেধো বৃহদত ॥

পয়ার ॥ অষ্ট আবরণ যুত চৌদ্দ ভুবন । ভক্তি  
হীন জীব তাতে করয়ে ভ্রমণ ॥ চৌরাশী লক্ষ  
যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে । কভু সুখ কভু দুঃখ পায়  
কর্ম মতে ॥ স্থাবর জঙ্গম ভ্রমি পতঙ্গাদি হৈয়া ।  
ভ্রমি বুলে জীব ভক্তি বিনা অন্ধ হঞা ॥ চারি যুগ  
পরিমাণ শাস্ত্রের গোচর । তেচল্লিশ লক্ষ কুড়ি  
হাজার বৎসর ॥ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টবিংশতি  
হাজার । সত্য যুগ পরিমাণ শাস্ত্রের সিদ্ধার ॥ বার  
লক্ষ ছেয়ানই হাজার বৎসর । ত্রেতাযুগ পরিমাণ  
নর মাণ পর ॥ অষ্ট লক্ষ চৌষাট্টি হাজার বৎসর ।  
দ্বাপরের পরিমাণ কহিল গোচর ॥ কলিযুগ  
চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার । চারি যুগে এক যুগ দেবতা  
সভার ॥ দেবতার এক দিনে মনুষ্য বৎসর । দেবের  
হাজার যুগে ব্রহ্মার বাসর ॥ দিন অবসানে ব্রহ্মা  
করেন শয়ন । দেবের হাজার যুগ নিদ্রাগত হন ॥  
দৈনন্দিন প্রলয় ব্রহ্মার নিদ্রা কালে । একাদশ  
লোক দক্ষ হয় সেই কালে ॥ জন তপ সত্য তিন  
লোক অবশিষ্ট । নিদ্রা ভাঙ্গি পুনঃ ব্রহ্মা করে সব



সৃষ্ট ॥ এই মাগে ব্রহ্ম আয়ু শতেক বৎসর । কত  
কোটি জন্ম তাতে পায় নারী নর ॥ এক জন্ম হৈতে  
আর জন্মে ভাল বলে । স্বগ আদি পাইবারে নানা  
কর্ম করে ॥ যজ্ঞ দান তপস্যাদি ফলে সব পায় ।  
দুঃখে সুখ মানি ভোগ করিয়া কেডায় ॥ ভোগ সাধ  
হৈলে পুনঃ নীচ যোনি পায় । তাহার কারণে  
আমি করি যে উপায় ॥ দেখিয়া জীবের গতি  
নিস্তারের তরে । আপনে প্রকটি আমি ব্রহ্মাণ্ড  
ভিতরে ॥ চতুঃসন নারদ ব্যাসাদি মূর্তি হঞা ।  
জীবেরে লওয়াই ধর্ম আপনে যজিয়া ॥ আপন  
দ্বিতীয় মূর্তি এবেদ পুরাণ । প্রকট করাঞা জীবে  
জন্মাইতে জ্ঞান ॥ মায়ায় মোহিত জীব বুঝিতে না  
পারে । নানা মূনি কপে করি বিবৃত তাহারে ॥  
জীবেরে লওয়াই ধর্ম নানা স্থানেরে ॥ ধর্ম অর্থ  
কাম মোক্ষ চতুর্গ দিঞা ॥ জীবেরে করিয়া সুখী  
স্বভাব আমার । প্রেমভক্তি নাহি দিয়ে জানে সর্ব  
সার ॥ শুদ্ধ প্রেমভক্তি সদা মোর নিত্য ধামে । অতি  
গুপ্ত ধন মোর মূল্যাদি না জানে ॥

॥ তথাহি ॥

ভক্তিঃ প্রবর্তিতাদিষ্টা । মূলানামপি দুর্লভা ॥

পয়ার ॥ সপ্তবিংশ চতুর্গ এই মতে হয় ।  
অষ্টবিংশে অবতরি জীবেরে কৃপায় ॥ আপনে  
স্বরূপ রূপ ব্রজবাসী গণ । সভা সঙ্গে পৃথিবীতে  
লভিয়ে জনম ॥ ব্রজ মধুপুরী দ্বারাবতিতে প্রকটি ।  
প্রেমভক্তি দিয়া নিস্তারিলে কোটি কোটি ॥ যাজন

যজ্ঞান চতুর্বর্গ মুনি গণ । তারে প্রেম দিতে মোর  
প্রকটতা হন ॥

॥ তথাহি ॥

তথা পরম হংসানাং মুনীনাং মমলাস্রনাং ।

ভক্তিব্যোগ বিধুনার্থং কথং পশ্যে মহি স্রিয়ঃ ॥

পয়ার ॥ প্রেমভক্তি আশ্রয় যতেক ভক্ত গণ ।  
প্রেম রসে কি সুখ করেন আশ্বাদন ॥ ভক্তের মনের  
সুখ বুঝিতে না পারি । আপনে হইব ভক্ত এই মনে  
ধরি ॥ নিজ ধামে ছিল তবে কলি কাল হৈল ।  
যুগাবতারের কাল আসিয়া মিলিল ॥ অবতারি-  
বারে তবে হৈল মোর মনঃ । আগে পাঠাইনু গুরু  
বর্গ যত জন ॥ জগন্নাথ শচী নন্দ যশো দুই জন ।  
গুরু বর্গ প্রধান ষাৎসল্য মূর্তি হন ॥ যেখানে যে  
খানে হয় মোর অবতার । তাহা তাহা হয় মাতা  
জনক আমার ॥ বসুদেব দ্রোণ কস্যপাদি বিষ্ণু যশঃ ।  
আনন্দের মূর্তি সব কেহো কল্য অংশ ॥ তুমি ছিল  
সদাশিব শুনহ অদ্বৈত । ভক্তরাজ আমার স্বরূপ  
সুনিশ্চিত ॥ গোলোকের নাথ রূপ মোর এক মূর্তি ।  
তার অঙ্গ হৈতে সদাশিবের উপত্তি ॥ জন্ম হৈতে  
কৈলে তুমি আমার ভজন । কোটি কম্পে তাহা  
দেখা ব্রহ্মবৈবর্তে হন ॥ সে কালে দুর্গারে তুমি  
নন্দের কৈলে স্বীকার । তবে দুর্গা লৈল মেনকাতে  
অবতার ॥ মোর আচ্ছা হিমালয় গৃহে বিভাকৈলে ।  
আমার নিখিল ভক্তি দুজনে করিলে ॥ বস্ত্র অলঙ্কার  
ভোগ মোরে সমপিয়া । জটা ভাঙ্গ ধারী হৈলে

দিগম্বর হৈয়া ॥ সর্ব লোকে মোর ভক্তি কর উপ-  
 দেশ । নারদাদ্যে ভক্তি দিলে জ্ঞানাদি অশেষ ॥  
 মোরে ভক্তি নাহি করে যেই দুরাচার । কপ্পে কপ্পে  
 কর তুমি তা সভা সৎহার ॥ সদাশিব রূপ তত্ত্ব  
 পরম নিখিল । তাহাতে নাহিক হিংসা কারুণ্য  
 কেবল ॥ তমো গুণাবেশ অংশে রুদ্র অবতার ।  
 ভক্তি শূন্য বিধে তুমি করহ সৎহার ॥ সেই সদা-  
 শিব তুমি কলিতে অদ্বৈত । কপ্প বক্ষ হঞা ভক্তি  
 বিনাইলে নিত্য ॥ আমার অভেদ মূর্তি শ্রীল বল-  
 রাম । কলিকালে মোর সঙ্গে নিত্যানন্দ নাম ॥  
 লোকে ভক্তি বুঝাইতে ভিন্ন মূর্তি ধরে । নানা  
 মূর্তি হঞা এহো মোর সেবা করে ॥ সঙ্গী সখা  
 আসন ভূষণ শয্যা ধাম । উপানহ পাদুকা ছত্রাদি  
 বাহন ॥ স্বয়ং রূপে গোকুলে আমার সঙ্গী ভাই ।  
 মূর্তি ভেদে সঙ্কষণ নারায়ণ ঠাঞি ॥ আরো মূর্তি  
 বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মণ রাম সঙ্গে । শেষ রূপে তথাই আছেন  
 অতি রঙ্গে ॥ ক্ষীরোদে শয়ন মোর বিষ্ণু রূপ  
 হঞা । শয্যা রূপে তাহা রহে মোরে কোলে লঞা ॥  
 আরো মূর্তি আছে মোর ব্রহ্মাণ্ডের পার । শয্যা  
 রূপে তাহা নিত্যানন্দের বিহার ॥ স্বয়ং রূপে থাকি  
 আমি শ্রীগোকুল পুরে । তাহা পদ্ম কর্ণিকার  
 রূপে মোরে ধরে ॥ আমার বিচ্ছেদ নাহি সহ্যে  
 ক্ষণ মাত্র । পীতাম্বর রূপে মোর বেটি রহে গাত্র ॥  
 রাধা আদি গোপী সঙ্গে কৌতুক যখন । বন্দ্য মাগ-  
 মায়া রূপে থাকেন তখন ॥ পৃথিবী উপরে হয় মোর

অবতার । শেষ কপে পৃথ্বী ধরে হেন ইচ্ছা তার ॥  
 ঐছে যার অচিন্ত্য মহিমা অগোচর । হেন রাম সঙ্কে  
 নিত্যানন্দ কপে মোর ॥ গোকুলে যতক গোপ  
 গোপী পরিবার । গোড়ে নবদ্বীপ আদ্যে নৈলা অব-  
 তার ॥ সুবল আমার সখা, সর্ব তত্ত্ব জানে । গৌরী-  
 দাস পণ্ডিত সৎপ্রতি আমা মনে ॥ শ্রীদাম আমার  
 সখা যেহো সদা ব্রজে । সৎপ্রতি শ্রীদাম দাস স্বরূপে  
 বিরাজে ॥ শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীপুরুষোত্তম ।  
 পুরুষোত্তম পণ্ডিত কমলাকর নাম ॥ উদ্ধারণ দত্ত  
 আর কালাকৃষ্ণ দাস । পুরুষোত্তম দাস আর  
 পরমেশ্বর দাস ॥ এই সব আমার গোকুল সহচর ।  
 মোর ইচ্ছা আইলেন পৃথিবী ভিতর ॥ গদাধর  
 গদাধর দাস শ্রীঋষব । নরহরি জগদানন্দ প্রভৃতি  
 বৈষ্ণব ॥ প্রেয়সী সকল এই পুরুষ আকার । সেহ যে  
 হইলা শুন হেতু কহি তার ॥ গোকুলাদ্যে মোর  
 যবে দেখিলা বিহার । ঐছে ইচ্ছা অন্তরে হইল এ  
 সভার ॥ লজ্জাশীল বিধাতা করিল মো সভারে ।  
 সদা নাহি পাই কৃষ্ণ সঙ্কে থাকিবারে ॥ সুবলাদি  
 সখা গণ সভার সাক্ষাতে । আনন্দে করেন খেলা  
 কৃষ্ণের সহিতে ॥ আমরা সকল যদি পুরুষ হইতুম  
 সভা আগে কৃষ্ণ সঙ্কে সদাই থাকিতুম ॥ তা সভার পেম  
 চেষ্টা এই ইচ্ছা করে । তেজি ভক্ত কপে সদা এই  
 অবতরে ॥ নারদ গোসাঞি সর্ব অবতার সঙ্গী ।  
 শ্রীনিরাম স্বরূপে ইবে সৎকীর্তন রঙ্গী ॥ হনুমান অঙ্গদ  
 শ্রীরাম সহচর । দোহে গুপ্ত মুরারি পণ্ডিত পুরন্দর ॥

মোর সখা উদ্ধব পরম অধিকারী । মোর সঙ্গে এবে  
 ত্রীপরমানন্দ পুরী ॥ মোর প্রাণ সমান পাণ্ডব পঞ্চ  
 জন । তারা এই ভবানন্দ রায়ের নন্দন ॥ কুন্তী দেবী  
 মহা ভক্ত বাসুদেব সেই । সর্ব অবতার ভক্ত মোর  
 সঙ্গে এই ॥ মোর আগে পৃথিবীতে তোমার জনম ।  
 গঙ্গা জল তুলসীতে কৈলে আরাধন ॥ অন্তরের ভক্তি  
 যোগ প্রেমের হৃদয় । আকর্ষি আমারে করাইল  
 অবতার ॥ সংকীর্ণ প্রেম রত্ন সর্ব জীবে দিল ।  
 তোমা সভা সঙ্গে বহু সুখে বিহরিল ॥ পূর্ব পূর্ব  
 অবতারে যে সুখ করিল । তার শত গুণ সুখ ভক্ত  
 রূপে হৈল ॥ দাস্য ভক্ত ভাবে যবে পড়ে মোর মনঃ ।  
 সর্বকাল এই রূপে থাকি চিত্ত হন ॥ সখ্য ভাবা-  
 বিকট হৈতে সে সভার হয় । ইহা হৈতে সুখ নাহি  
 এই চিন্তে লয় ॥ প্রেমসীর ভাব যবে প্রবেশে  
 আমাতে । সে স্বরূপ পাই বাহু করায় বিস্মৃতে ॥  
 সংপ্রতি হৈয়াছে মোর নিজেশ্বর ভাব । ভক্ত রূপে  
 যেই সুখ তাই কহ পাব ॥ তোমা সভা সঙ্গে ভক্তি সুখ  
 জ্ঞান হৈল । বহু উপকার মোর তোমরা করিল ॥  
 ঈশ্বরের আবেশে নানা মত চিন্তা হয় । আপন  
 মাধুর্য্য লীলা বিস্মৃতি করায় ॥ ভক্ত স্বরূপে স্বমা-  
 ধুর্য্য ভক্তি আশ্বাদন । জানিল মো হৈতে সুখী  
 হয় ভক্ত জন ॥ তোমার যে ইচ্ছা পূর্ণ হইল সকল ।  
 আর কি তোমার মনে মাগ তাহা বর ॥ কোন  
 প্রিয় কর্ম আমি করিব তোমার । তোমার বিক্লিষ্ট  
 এই শরীর আমার ॥

॥ তথাহি ॥

হেলাখেলায়িতেনাতনি কলিমথনং খ্যাপিতোভক্তি-  
যোগো, ব্যক্তিং তত্রাপিনীতঃ পরম সনিভূতঃ প্রেম  
নামা পদার্থঃ । কাপি ক্বাপি প্রকীর্ণা পুরুতরসুভগং  
ভাবুকা ভাবুকামাং, তত্রাপ্যাভীর নারী মুকুট মণি  
মহাভাব বিদ্যানবদ্যা ॥

॥ ত্রিগদী ॥

প্রভুর করুণা বাণী, আচার্য্য গোসাঞি শুনি;

প্রেমানন্দে সিক্ত তনু মনঃ ।

কৃতাঞ্জলি কান্দি কান্দি, প্রভুর চরণবন্দি;

কহিছেন গদ্যাদ বচন ॥

শুন প্রভু করুণার সিক্তু ।

হেলা করি ফেলাইতে, কলি মন্ত্র কৈলে তাতে;

তুমি পাপ অন্ধকার ইন্দু ॥ ধ্রুং ॥

ভক্তি যোগ গুণ্ড ছিল, জগতে ব্যাখ্যাত হৈল;

প্রেম নাম পরম পদার্থ ।

যাহা তাহা লোক দেখি, প্রেমানন্দ সুখে সুখী

ত্রিভুবন হইল কৃতার্থ ॥

বুঝিয়া রসিক জন, তারে দিলে প্রেম ধন;

রাধিকার ভাব সুনির্মল ।

কৈলে বহু অবতার, এমন করুণা আর;

কেহ কোন কালে না দেখিল ॥

॥ তথাহি ॥

ধর্ম্মার্থ কামেষু পরৈবকুংসা, লিপ্সান মোক্ষসাংচ কহিঁচিন্ ।

এভিঃ সমস্তে স্তবদেবলোকৈঃ, লোকান্তরেপ্যাস্ত সইব বাসঃ ॥

মোরে আজ্ঞাকৈলে তুমি, কি বর মাগিব আমি;

তোমা বিনু সব ছার খার ।

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, শুনিয়ে সভার নাম;

মনে ঘৃণা উপজে আমার ॥

সর্ব শাস্ত্রে মুনি গণ, চতুর্ভগ সাধা কন;

তাহা বাঞ্ছে সকাম যে জন ।

তুমি যে দেখালে পথ, তাহা দেখি মোর চিত;

তুণ জ্ঞান না করে সে ধন ॥

বর কথা দূরে রাখ, কিন্তু আমি মাগি এক;

তাহা মোরে দেহ কৃপাময় ।

এই যে তৌঁ আমার যত, ভক্ত মহা ভাগবত;

সদা ইহা সভা সঙ্গ হয় ॥

জন্মিলে মরণ হয়, শাস্ত্রে শুনি লোকে কয়;

তাহে মোর নাহি কিছু ভ্রাম ।

এই লাগি ভয় আছে, মরিলে না হয় পাছে;

তোমার ভক্তের সঙ্গে বাস ॥

এই যে দেখিছি আর, নাম শুনিয়াছি যার;

গৌর ভক্ত বলি যার নাম ।

সভাই আমার প্রাণ, সঙ্গে থাকি এক জ্ঞান;

সদা মোর এই মনস্কাম ॥

শ্রীচৈতন্য লোক গতি, কহেন অদ্বৈত প্রতি;

যে মাগিলে সে হব সর্বথা ।

অদ্বৈত শুনহ আর, মনে আছে যে আমার;

অন্যেরে অকথ্য এই কথা ॥

॥ তথাহি ॥

বৃন্দারণ্যাস্তরস্বঃ সরস বিলসিতেনাঅনান্যন গুণৈঃ,  
রানন্দস্যান্দ বন্দীকৃত মনসমুরীকৃত্যনিত্য প্রমোদঃ ।  
বৃন্দারণ্যেক নিষ্ঠান স্বরুচি সমতনুন্ কারয়িষ্যামি  
যুগ্মানিত্যেবাস্তুইবশিষ্টং কিমপি মম মহৎ কৰ্ম  
তচ্ছাতনিষ্যে ॥

মোর এই আছে মনে, যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে;  
রসময় মূর্তি প্রকটিয়া ।

তাহা তোমাসভা লঞা, আনু সম তনুদিয়া;  
একত্রে থাকিব সুখী হঞা ॥

এ মোর মহৎ কৰ্ম, অবশিষ্ট আছে মম;  
নিকটে করিব আমি তাহা ।

মায়িক ব্রহ্মণ্ড হয়, তাহে সে উচিত নয়;  
কহিলু মনেতে আছে যাহা ॥

পয়ার ॥ প্রভু কহে অশ্বৈত শুনহ কহি আর ।  
নিজ চিত্তে এই আমি করিল বিচার ॥

॥ অপিচ ॥

দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যেত এবোভয়ে,  
রাধামাধব নিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতঃ ।  
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচনপরে যোবাবতারান্তরে, মম্মা-  
বন্ধ হৃদোইখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনা সঙ্গিনঃ ॥

পয়ার ॥ এই ভক্ত গণ মধ্যে নানা মত হয় ।  
দাস্যে কারো প্রীত কারো সখ্য ভাবাশ্রয় ॥ দাস  
সখ্য দুই মত কেহ আমা নিষ্ঠ । কেহ রাধা  
মাধবের নিষ্ঠাতে আবিষ্ট ॥ কেহ রাধাক্ষে নিষ্ঠ



উজ্জ্বল আশ্রয় । কেহ বা দ্বারকাধী স্বভাব নিষ্ঠ হয় ॥  
 বৃন্দাবন দ্বারকাতে কারো কারো প্রীতি । মোর  
 অন্য অবতারে কারো কারো রতি ॥ সর্ব মনঃ আক-  
 র্ষিয়া আমাতে বান্ধিব । বৃন্দাবনাসক্ত ভাব সভাকারে  
 দিব ॥ বৃন্দাবনে সভা লঞা করিব বিহার । এই  
 মনোরথ চিতে আছেয়ে আমার ॥

পয়ার ॥ শুনি অদ্বৈতের হৈল সুখ ভয় মনে ।  
 বিনয় করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥ পরানন্দ রূপে দিব  
 বৃন্দাবনাশ্রয় । সে বড়ই ভাগ্য কিন্তু এই হয় ভয় ॥

॥ তথাহি ॥

জন্তোবৈকস্য চিন্তেতো নৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ ॥

পয়ার ॥ রূপান্তর পাইলে হয় একপ বিস্মৃতি ।  
 শাস্ত্র বাক্য শুনি মনে ভয় উপস্থিতি ॥

॥ তথাহি ॥

নিজেচ্ছয়া প্রাপয় যদ্যদেব, স্থলান্তরং নোবপু-  
 রন্তরং বা । তবৈতদাশ্চর্য্য চরিত্রমেব, জাতিস্মরা  
 এবচিরং স্মরামঃ ॥

পয়ার ॥ নিজেচ্ছায় মো সভারে দেহ স্থানান্তর ।  
 কিবা দেহান্তর দেহ স্বচ্ছন্দ ইশ্বর ॥ যদি দেহান্তর  
 দেহ তবে এই বর । দেহান্তরে মোরা যেন হই  
 জাতিস্মর ॥ চিরকাল তোমার চরিত্র সুমঙ্গল ।  
 কীর্তন চিন্তন করি আমরা সকল ॥

॥ তথাহি ॥

আকম্পং কবয়ন্ত নাম কবয়ো যুগ্মদ্বিলাসাবলীং,  
 তামেবাভিনয়ন্ত নর্তক গণাঃ শূণ্ড পশ্যন্ততঃ ।

সন্তোমৎসরতাং তাজন্তু কুজনাঃ সন্তোষং বন্তঃ সদাঃ

সন্তু ক্ষৌণীভূজো ভবচ্চরণয়োভক্ত্যা প্রজাঃ পাস্তুচ ॥

‘পয়ার, ॥ আমি কিছু মাগি প্রভু চরণ কমলে ।  
যত যত কবি আছে পৃথিবী মণ্ডলে ॥ তারা সব  
করু তুয়া বিলাস বর্ণন । তাই অভিনয় করু যতনট  
গণ ॥ শুনুক দেখুক তাহা যত সাধু গণ । মাৎসর্য  
ত্যাগিয়া হঞা সুপ্রসন্ন মনঃ ॥ কুজন যতেক তারা  
সন্তুষ্ট হইয়া । শুনুক তোমার গুণ মাৎসর্য ছাড়িয়া ॥  
রাজা সব তোমার চরণে ভক্তি করি । প্রজার পালন  
করু হিংসা পরিহরি ॥ তথাস্ত বালিনা প্রভু প্রসন্ন  
বদনে । আর কিছু কহে অদ্বৈতাদি ভক্ত মনে ॥  
গৌড় দেশ যাহ সবে নিজ ঘর যাঞা । লোকে কৃষ্ণ  
ভক্তি দিহ সদয় হইয়া ॥ অতঃপর আর না আসিবা  
মোর স্থানে । তথাই আমার দেখা সবে পাবে ধ্যানে ॥  
যদি আস্য আমার না পাবে দরশন । পুনঃ আমি  
নিকটে যাইব বৃন্দাবন ॥ তোমরাই আশীর্বাদ করিহ  
আমারে । বিস্মৃতি না হই যেন তোমা সভাকারে ॥  
এত বলি সভাকারে আলিঙ্গন করি । গৌড়দেশে  
সভে পাঠাইলা গৌরহরি ॥ প্রভু পদে মনঃ রৈল  
দেহ মাত্র লৈয়া । গৌড়ে আইলা ভক্ত গণ প্রভু  
আজ্ঞা পাঞা ॥ দশমাস্ক নাটকের এই হৈল মায় ।  
স্থিতিলেন প্রেমদাস লৌকিক ভাষায় ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং দশম অঙ্কঃ ॥ ১০ ॥

অথ কবিকর্ণপুরের আত্ম পরিচয়।

ত্রি পদী ॥ অজ্ঞান তিমির সর, মহা কবিকর্ণপুর; অতি শিশু  
যখন আছিল। প্রভু স্থানে নীলাচলে, গেলা চাপি পিতৃকোলে;  
নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা ॥ গতি হস্ত জানু যুগে, প্রভু পাদ পদ্ম  
আগে; আনন্দে করিল পরণাম। দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট, দক্ষিণ  
চরণাঙ্কুশ; তার মুখে দিলা ভগবান ॥ হস্তধরি শ্রীচরণ, অঙ্গুলী  
চোষণ ঘন; প্রভুর পাবদ গণ হাসে। নিজ পুণ্ড্র রূপা দেখি,  
শিবানন্দ হইয়া সুখী; উদ্ধ বাহু নাচেন হরিষে ॥ উচ্ছ্রিত চরণা-  
মৃত, শ্রীচৈতন্য কদাচিত; নিজে ছায় না দেন কাহারে। সর্ব  
শক্তি সঞ্চারিয়া, নিজোচ্ছ্রিত আনাইয়া; আপনে দিলেন কর্ণ-  
পুরে ॥ রূপামূর্তে সিন্ত কৈলা, না পড়ি পণ্ডিত হৈলা; জানিল  
সকল শাস্ত্র নীত। সপ্ত বৎসরের যবে, কাব্য বর্ণিলেন তবে;  
তার নান চৈতন্য চরিত ॥ পূর্বে অলঙ্কার যত, অসং কথা  
সুঘটিত; দেখি শুনি ঘৃণা উপজিল। দিয়া কৃষ্ণ লীলা সার,  
কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার; কৌস্তভ তাহার নাম খুইল ॥ যে বর্ণিলা  
কৃষ্ণ লীলা, কর্ণপুর গ্রন্থ কৈলা; আয্যশত তার হৈল নাম।  
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন, চম্পু নাম গ্রন্থ আন; ব্রজ লীলা বর্ণন  
প্রধান ॥ প্রভু রূপা গুণ দেখি, গজপতি হৃৎসুখী; গৌর লীলা  
বর্ণিতে কহিল। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়, নাটক অমৃত ময়; রাজার  
বচনে স্ফুরচিল ॥ নাটক করিয়া শেষে, প্রভু রূপা পরকাশে;  
তিন শ্লোক করিয়া রচন। শ্রীচৈতন্য পদ কঙ্কে, অনরাগে মনঃ  
ব্রজে; আদ্য শ্লোকে করিল বর্ণন ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

যস্যোচ্ছ্রিত প্রসাদায় মর্জনিমগ প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী,  
বাগ্বেদব্যাসঃ কৃতাত্মী কৃতইহসময়োৎকীৰ্ত্তন্যবতারঃ।

যৎকর্তব্যং মমৈতৎকৃতমিহ সুখিযো যেহনুরজ্যন্তি তেহমী,  
 শৃণুহুনাশ্রমামশরিত মিদমমীকল্পিতং নোবিদন্তু ॥ ১ ॥  
 ত্রিপদী ॥ যদুচ্ছ্রীত প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে; ইচ্ছা  
 হৈল কাব্য রচিবারে। কণ্ঠেদবী বসিয়া মুখে, গৌর লীলা বর্ণে  
 মুখে, দ্বারনাত্র করিয়া আমারে ॥ আমার কর্তব্য যেই, তা আমি  
 করিল এই; সবুন্ধি হয়েন য়েই জন। ইথি অনুরাগ তার, গৌর  
 লীলামৃত সার, নিরবধি করুণ শ্রবণ ॥ গৌর লীলা যে দেখিনু,  
 তার কিছু বিরচিনু; সত্য এই না কহি কল্পন। ইথি রক্তি নাহি  
 যার, দূরে তারে নমস্কার; তার মুখ না দেখি কখন ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

শ্রীচৈতন্য কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং যথাকর্ণিতং,  
 অগ্রহে কয়তী তদীয় রূপয়া বালেন যেরং ময়া ।  
 এতাং তৎপ্রিয় মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যেক শেষং গতে,  
 কো জানাত শৃণোতু কস্তদনয়া রুক্ষঃ স্বয়ং প্রীয়তাং ॥ ২ ॥  
 ত্রিপদী ॥ শ্রীচৈতন্য কথা মৃত, দেখিনু শুনিব যত; কোটি গ্রহে  
 না যায় বর্ণন। অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তাঁর কৃপা পাঞা; কিছু  
 মাত্র করিল লিখন ॥ গৌর প্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল  
 স্মৃতি পথে গেল তারা সব। পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয়  
 তাহা, অন্য কেবা জানিব শুনিব ॥ অতএব রুক্ষ তুমি, সর্বজ্ঞের  
 শিরোমণি, অন্তর্দাহ তোমাতে গোচর। যদি সত্য লিখি আমি,  
 তবে তুমি হঞা তুমি; প্রীতি হবে আমার উপর ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

দৃষ্টা ভাগবতাঃ রূপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তেষুচ,  
 জ্ঞাতুং বস্তু বিনিশ্চিতং চকিয়তা প্রেমাপিত্রাসিতং ।  
 জীবন্তি ন.মৃতং মৃতৈর্যদি পুনশ্চর্জব্য মন্যদ্বিধৈ, রুৎ

ପଦ୍ମେବ ନ କିଂ ମୃତଂ ବତ ବିଧେ ବାମାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ॥ ୭ ॥  
 ତ୍ରିପଦୀ । ଚୈତନ୍ୟର ସଞ୍ଜେ ଯତ, ମହା ମହା ଭାଗବତ; ତାଁ ସଭାରେ  
 ନାକ୍ଷାତେ ଦେଖିନ । ଆମା ଅଭାଗାରୁ ପ୍ରତି, କୂପା ତାଁରା କୈଳ ଅତି;  
 ତାଁର ସଞ୍ଜେ ନିବାସ କରିନୁ ॥ ସଞ୍ଜେ ଥାକି ତାଁ ସଭାର, ବସ୍ତ୍ର ବିନିଷ୍ଠୟ  
 ତାଁର; ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୁଏଲ ଆମାର । ସେହି ସବ ଭାଗବତ, ନା ଦେଖି  
 ଜୀବନମୃତ, ମୃତ୍ୟୁ ନା ହୁଏଲ ଅଭାଗାରୁ ॥ ଆରେ ବିଧି ତୁମି ବାମ,  
 ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ପରିଣାମ; ସୃଷ୍ଟି କୈନ୍ଦୋ ଆମା ସଭାକାର । ଜଗିଆ ନା  
 ମୈନୁ କେନେ, ଦୁଃଖ ପାଇଁତେ କ୍ଷଣେ; ବାମ ବିଧି ଭୋହେ ନମସ୍କାର ॥  
 ଶାକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତେ ରବିବାଜିୟୁକ୍ତେ, ଗୌରୋହରି ଧରଣି  
 ମଞ୍ଚେ ଆବିରାସୀଂ । ତନ୍ମିଂ ଶତର୍ନବତି ଭାଜି ତଦୀୟ  
 ଲୀଳା, ଶ୍ରୋତ୍ରାୟ ମାବିରତବଂ କତମନ୍ୟ ବକ୍ତାଂ ॥  
 ତ୍ରିପଦୀ । ଚୌଦ ଶତ ସାତ ଶକେ, ନବଦ୍ୱୀପେ ନରଲୋକେ; ଗୌର-  
 ହରି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏଲ । ଚୌଦଶତ ଚୋରନୁହି; ଶକ ଯବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ  
 ଗୌର ମୁଖେ ଏକଟ ହୁଏଲ ॥ କର୍ଣ୍ଣପୁର ହୁଏ ବଳି, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ  
 ନମସ୍କରି; ନାଟକ କରିଲ ସମାପନ । ଷୋଳ ଶତ ଚୌତ୍ରିଶ ଶକେ  
 ଲୋକିକ ଭାଷାତେ ସୁଖେ, ପ୍ରେମଦାସ କରିଲ ଲିଖନ ॥

ଅଥ ପ୍ରେମଦାସେର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ।

ତ୍ରିପଦୀ ॥ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦେ ନମସ୍କରି, କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ କରି, ଶ୍ରୀ  
 ଯବେ ଏକଟ ଆছিল । ବୃନ୍ଦେ ପ୍ରାପିତାମିହ, କୁଳ ନଗର ଗ୍ରାମେ  
 ସେହି; ଗୃହାଶ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏଲ ॥ କନ୍ୟାପୁତ୍ର ମୁନିର ବଂଶ, ବିପ୍ରକୁଳ  
 ଅବତଂସ; ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ତାଁର ନାମ । ତାଁର ପୁତ୍ର କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ନାମ  
 ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ; ତାଁର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାଦାସ ॥ ତାଁର ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିଲା,  
 ତିନି ପର୍ବେ କୁଂଘ ପାଇଲା; ତିନି ଭ୍ରାତା ଥାକି ଅବଶିଷ୍ଟ । ଯୋଗେ  
 ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ରାମ, ରାଧାଚରଣ ମଧ୍ୟମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ନିଷ୍ଠ ॥

কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম; গুরুদত্ত নাম হেম-  
দাস। সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি; কৃষ্ণ দাসো  
মোর অভিনাষ ॥ যবে ষোল বর্ষ বয়, তবে হৈল ভাগ্যোদয়;  
গিয়াছিনু মথুরা মণ্ডলে। তীর্থ ভ্রমি হ্রদ মনে, গেলাম কাম্যক  
বনে; শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দিরে ॥ গোসাঞি কৃষ্ণচরণ, সেবার  
অধ্যক্ষ হন; গোবিন্দ পূজক সেবা করে। তাঁরা মোরে দেখি  
শ্রুতি, প্রীতি করি মোর প্রতি; পাক সেবা সমর্পিল মোরে ॥  
গোবিন্দের পাক ক্রিয়া, করি আনন্দিত হইয়া; ব্রজে ছিন  
কতক বৎসর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজে গেলা, মোরে সঙ্গে লৈয়া  
আইলা; মোরে স্নেহ বিস্তর তাঁহার ॥ এক দিন সপ্তাহের শ্রম  
আমি শান্তিপুরে, শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি মন্দিরে। পর্বে দ্বারী  
চতুঃসাল, কৃষ্ণের মন্দির ভাল; কাল বারো স্তম্ভ শোভা করে।  
অগ্নিকোণ স্তম্ভ মূলে, পবিত্র আসন বরে; আছেন পশ্চিম  
মুখে বসি। দেখিল অদ্বৈত চন্দ্রে, পৃথি হাতে পরানন্দে;  
চিকুন শ্যামল রূপ রাশি ॥ পীত বর্ণ পট্টম্বর, পরিধান  
মনোহর; পীত দীর্ঘ পত্র ভাগবত। দেখেন প্রসন্ন মুখে, হেন  
কালে আমি সুখে; অষ্টাঙ্গ করিয়া হৈলু নত ॥ আমা দেখি  
তুষ্ট হৈলা, ব্রজ বার্তা জিজ্ঞাসিলা; কহিলাও সকল সাক্ষাতে।  
শুনি অতি প্রীতি হঞা, ভাগবত মোরে দিয়া; পীতাম্বর ফোতা  
দিলা মাথে ॥ এই দেখি নিদ্রা ভঙ্গ, দেখিতে না পাইন রঙ্গ;  
মনে মনে কান্দিয়া বিস্তর। অদ্বৈতের রূপা ভরে, ভাগবত অর্থ  
মোরে; কিছু কিছু স্বরূপে অন্তর ॥ কত দিনে এই রূপে, স্বপ্নে  
গেলু নবদ্বীপে; প্রভু নিত্যানন্দ বসিয়াছে। শ্রীবাংস পণ্ডিত ঘরে,  
হাস্য মুখ শশোধরে; বিস্তর মহান্ত কাছে কাছে ॥ প্রণাম

করিয়া তাঁরে, পাদ পদ্ম সেবিবারে; ইচ্ছা হৈল তার পাশে  
গেনু । নিত্যানন্দ হাস্য মুখ, কহিল দক্ষিণে দেখ; আজ্ঞা  
পাঞা দক্ষিণে চাহিনু ॥ বসিয়াছে গৌরচন্দ্র, প্রসারি চরণ দ্বন্দ্ব;  
হৈমান্তিক কৈশোর বয়স । কৃষ্ণ নানবলে সুখে, বসিয়া পশ্চিমে  
মুখে; এক ভক্ত অঙ্গে দিয়া ঠেস ॥ শ্রীচরণসেবা কর, নিত্যানন্দ  
আজ্ঞা হৈল; বসি কৈলু পদ সঙ্কান ৷ পাদ পদ্ম স্পর্শ করি,  
শ্রীকৃপা মাধুরী হেরি; সাথে সিক্ত হৈল তনু মনঃ ॥ স্বপ দেখি এই  
মত, চৈতন্যে আবিষ্ট চিত; চৈতন্য চরিত বর্ণি সুখে । নাহি ভদ্রা-  
ভদ্র জ্ঞান, তঁতু মনঃ সুখ পান; শ্রীচৈতন্য নাম বলে মথে ॥ স্থির  
অনামক ভক্তি প্রবর্তন; করি কৰ্ম করান ঈশ্বর । না হই  
আমি স্বচ্ছন্দ, যে বোলান গৌরচন্দ্র, যে করান সে কণ্ডব্য মোর ॥

॥ তথাহি ॥

সৰ্বাভীষ্ট প্রদং শশ্বত্ত্ব ভূঙ্গগণৈবৃতং ।

শ্রীচৈতন্য পদান্তোজং বন্দে প্রেম রসাত্মকং ॥

ত্রিপদী ॥ অতএব ভক্ত গণ, মোর এই নিবেদন; সবে  
আশীর্বাদ কর মোরে । চৈতন্য বলিব মুখে, চৈতন্য বর্ণিব  
সুখে, তাঁরে ভজি জন্ম জন্মান্তরে ॥ শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, সেই  
সে কেবল সত্য, সেই সঙ্গীত জীবনে মরণে । প্রভ শ্রীল রামচন্দ্র  
জাহ্নবা চরণ দ্বন্দ্ব, সগণ চৈতন্য থাক মনে ॥ কাল সর্প ভয়-  
ঙ্কর, প্রেমামৃত হীনমুখ; অনাথ থাকিছে গৌরহরি । প্রেমদাস  
অগেয়ান, প্রেমামৃত দেহ দান; রূপা কর আত্ম সাধ করি ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।











